শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

A

SONI

ইংরেজী সাহিত্যের ধারা

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা

ইংরেজী সাহিত্যের ধারা

তথ্যসমৃদ্ধ, সরস ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস ; বি. এ.
বাংলা ও ইংরেজী অনার্সের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য
লিখিত ও সাহিত্যানুরাগীদের উপযোগী

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম. এ.
কলিকাতা সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের বাংলা
সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

INGREJI SAHITYER DHARA
History of English Literature in Bengali
By Prof. Dhirendra Nath Mukherjee

প্রকাশক :
নিভা মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টার
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

পুনর্মুদ্রণ ভাদ্র, ১৩৮১
সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, আষাঢ় ১৩৮০

মূল্য : ১৫·০০ (পনেরো টাকা) মাত্র

মুদ্রক :
প্রদীপকুমার হাজরা
শ্রীমুদ্রণ
৪০, শিবনারায়ণ দাস লেন,
কলিকাতা-৬

সাহিত্যানুরাগী

পাঠকের

করকমলে—

নিবেদন

অনেকদিন থেকেই ইচ্ছা ছিল, ছাত্রদের, তথা সাধারণ পাঠকের উপযোগী একখানা ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস লিখি। এতদিনে শ্রীযুক্ত অমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের আগ্রহে ও আনুকূল্যে সে ইচ্ছা পূর্ণ হল।

শুধু তথ্য নয়, সাহিত্যের রসও বাংলা ভাষার মাধ্যমে আমি যথাসাধ্য পরিবেশনের চেষ্টা করেছি। প্রচলিত ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস-গ্রন্থগুলির মধ্যে ছাত্রজীবনে লঙ এবং রিকেটের বই আমার ভাল লাগত। ঐ দু'খানার আদর্শ মনের সামনে রেখেছি। অন্যান্য বহু গ্রন্থ থেকে তথ্যসংগ্রহ করেছি, তার কিছু উল্লেখ করেছি 'গ্রন্থপঞ্জী'তে। আরও দু' একটি বিষয়ে আমি যত্নবান্ হয়েছি। অনেক সময়ে বইয়ে এমন নামধাম বা বিশিষ্ট শব্দ পাওয়া যায়, যার উৎপত্তি বা অর্থের সন্ধান গ্রন্থমধ্যে নেই। ছাত্রেরা বাধ্য হয়ে অপূর্ণ জ্ঞান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে। সে সব শব্দের অর্থ বন্ধনীতে অথবা পাদটীকায় বিশদরূপে নির্দেশ করেছি: যেমন, নর্মান যুগ, নর্দাম্ব্রীয় শাখা, প্রি-র‍্যাফেলাইট, লেক-কবিগণ, ব্লুম্সবেরি গ্রূপ, রোমান্টিক, কেল্টিক, ডারুইন, ফ্রয়েড ইত্যাদি।

সাম্মানিক বাংলায় উপাধি-পরীক্ষার্থীদের এখন ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস পড়তে হয়। তাদের পাঠসূচী বইয়ের আরম্ভে উল্লেখ করেছি। কিন্তু কেবল সেইটুকুর মধ্যে আমার আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখিনি। যাতে এ ইতিহাস পূর্ণাঙ্গ হয় এবং ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্র ও সাধারণ পাঠকের কৌতূহল মেটাতে পারে, সেদিকে দৃষ্টি রেখেছি। প্রসিদ্ধ কোন লেখকের নামই আমি আলোচনা থেকে বাদ দিইনি; এবং প্রতি লেখকের প্রায় সকল বইয়ের নাম উল্লেখ করেছি।

শেক্সপিয়রের প্রত্যেকটি বইয়ের সার-সংক্ষেপ, পরীক্ষার জন্য অপরিহার্য না হলেও, আশা করি, সাধারণ পাঠকের মনোরঞ্জন করবে।

উনিশ এবং বিশ শতকের ইংরেজী সাহিত্যে আমেরিকান লেখকদের দান উপেক্ষণীয় নয়। তাই সে বিষয়ে আমি দু'চার কথা বলেছি। মনে হয়, লংফেলো, হথর্ন, পো, হুইটম্যান, সিন্‌ক্লেয়ার লুইস বা হেমিংওয়ের মত লেখকের নাম উল্লেখ না করা অসঙ্গত হত।

প্রত্যেক যুগের ইংরেজী সাহিত্যের পাশাপাশি আমি বাংলা সাহিত্যের গতিধারার পরিচয় দিয়েছি এবং বাঙালী লেখকদের উপর পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রভাব নির্দেশ করেছি ; কারণ, আমার বিবেচনায়, ঐদিকে দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যেই সাম্মানিক বাংলার পাঠ্যতালিকায় ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস স্থান পেয়েছে।

সূচী, এবং বর্ণানুক্রমিক সূচী বিষয়-সন্ধানে সহায়ক হবে, এবং গ্রন্থপঞ্জী আমার নানা তথ্যের উৎসের পরিচয় দেবে।

পাঠকবর্গের তৃপ্তিতেই আমার তৃপ্তি। ঐটিই আমার শ্রেষ্ঠ কামা। ইতি

মার্চ, ১৯৬৭। নিবেদক

গ্রন্থকার

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বইখানি সুধী-সমাজে এবং ছাত্রমহলে সাদরে গৃহীত হয়েছে, এ আমার বিশেষ পরিতোষের বিষয়। বিভিন্ন পত্রিকার গ্রন্থ-সমালোচনায় এর বিশেষত্ব স্বীকৃত হয়েছে এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের উচ্চ প্রশংসা আমাকে উৎসাহিত করেছে। তিনি লিখেছেন ঃ "বাংলায় ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে অনেকগুলি বই বাহির হইয়াছে। আমার মনে হয় 'ইংরেজী সাহিত্যের ধারা' সব চেয়ে সুখপাঠ্য। ইহার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অংশ মূলগ্রন্থের সার সংকলন এবং স্থানে স্থানে মূল রচনার বঙ্গানুবাদ।··· সমালোচনামূলক মন্তব্যগুলি তীক্ষ্ণ ও বেশ প্রাঞ্জল।···স্বচ্ছতা এ গ্রন্থের প্রধান গুণ।"

নূতন সংস্করণে একটু-আধটু সংশোধন ও সংযোজন করেছি, যেমন 'ইউনিভার্সিটি উইট্স্' এবং 'রেনেসান্স'-এর প্রসঙ্গে। আলোচনা বিশদ এবং পূর্ণাঙ্গ করাই আমার উদ্দেশ্য। আশা করি, বর্তমান সংস্করণ পাঠকদের আরও আনন্দ দিতে পারবে। উদ্ধৃত অনুবাদ অংশগুলি প্রায় সকল স্থানেই বর্তমান গ্রন্থকার-কৃত।—

ইতি—

নিবেদক

গ্রন্থকার

জুন
১৯৭৩।

সূচী

SYLLABUS

বি. এ. বাংলা অনার্স—পাঠ্য

(ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস)

১. **এলিজাবেথীয় যুগ ঃ** (ক) প্রাক্ শেক্স্পীরিয় সাহিত্য। নব জাগরণ। ধর্মসংস্কার। সনেট রচয়িতৃগোষ্ঠী। স্পেন্সার। ইউটোপিয়া। ইউফিউস ঃ আলঙ্কারিক গদ্য। সিড্‌নি ঃ আর্কেডিয়া। নাট্য-উদ্ভব ঃ প্রাক্-শেক্স্পীরিয় ঃ মার্লো। (খ) শেক্স্পীরিয় ও পরবর্তী সাহিত্য— শেক্স্পিয়র, বেন জনসন। এলিজাবেথীয় নাটকের অবনতি, অবসান। গদ্য ঃ বেকন, বাইবল্-অনুবাদ।

২. **সপ্তদশ শতাব্দী ঃ** 'মেটাফিজিকাল' কবিগোষ্ঠী, ডান্। পিউরিটান সাহিত্য ঃ মিল্টন—প্যারাডাইজ লস্ট, প্যারাডাইজ রিগেণ্ড, স্যামসন অ্যাগনিস্টিস্। ব্যঙ্গ ঃ বাটলার, ড্রাইডেন। কমেডি ঃ উইচার্লি, কন্‌গ্রীভ। গদ্য ঃ পিল্‌গ্রিম্‌স্ প্রোগ্রেস ; ড্রাইডেন।

৩. **অষ্টাদশ শতাব্দী ঃ** ক্লাসিকাল যুগ। পোপ। বিদ্রোহীগোষ্ঠী। টম্‌সন, গোল্ডস্মিথ, গ্রে, কলিন্স, কূপার, বার্ণস, ব্লেক। রোমান্টিক যুগের পূর্বাভাস। গদ্য ঃ অ্যাডিসন্, স্টীল, সুইফট, বার্ক, গিবন, ডঃ জন্‌সন। উপন্যাসের উদ্ভব।

উপন্যাস ঃ ডিফো, সুইফট, রিচার্ডসন, ফীল্ডিং, গোল্ডস্মিথ।

নাটক ঃ গোল্ডস্মিথ, শেরিডান।

৪. **রোমান্টিক যুগ ঃ** লক্ষণ, পূর্বযুগের সহিত পার্থক্য। কাব্য— ওঅর্ডসওঅর্থ, কোলরিজ, শেলি, স্কট, বায়রন, কীট্‌স।

উপন্যাস ঃ জেন অস্টেন, স্কট।

গদ্য ঃ ঃ ল্যাম্, হ্যাজলিট, ডি-কুইন্সি, ল্যাণ্ডর।

৫. **ভিক্টোরীয় যুগ ঃ** সমাজ-প্রভাব। কাব্য ঃ টেনিসন, ব্রাউনিং, ম্যাথু আর্নল্ড, প্রির‍্যাফেলাইট-গোষ্ঠী।

উপন্যাস ঃ ডিকেন্স, থ্যাকারে, জর্জ এলিয়ট, শার্লট ব্রণ্টি, এমিলি ব্রণ্টি, মেরেডিথ, হার্ডি।

গদ্য ঃ কার্লাইল, রাস্কিন, ম্যাথু আর্নল্ড, মেকলে।

৬. **বিংশ শতাব্দী ঃ** নৈরাশ্য, অনিশ্চয়, সংশয়, জিজ্ঞাসা। কাব্য ঃ ব্রিজেস। ইয়েটস। হপকিন্স। টি. এস. এলিয়ট।

উপন্যাস ঃ কন্‌রাড। গলসওর্দি। ওয়েল্‌স। ডি. এচ. লরেন্স। জয়েস।

নাটক ঃ শ', গল্‌সওর্দি।

১

উপক্রমণিকা

যেমন মানুষের জীবনে নানা প্রভাব এসে পড়ছে চারদিক থেকে, তেমনি জাতির জীবনেও। প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং অপর মানুষের সংসর্গ ব্যক্তিগত জীবনে, তথা জাতীয় জীবনে অনুক্ষণ প্রভাব বিস্তার করছে। এই প্রভাবের ক্রিয়া তার মনে, আর তারই প্রতিফলন তার ভাষায় এবং সাহিত্যে।

যে ভাষায় আজ আমরা কথা বলি এবং লিখি, কোথায় তার মূল উৎস, কে জানে? কত ভাষার আর উপভাষার যোগাযোগে এ ভাষা রূপ নিয়েছে! আদি আর্যভাষার শাখাপ্রশাখার মধ্যে কবে ভারতে এসে পড়েছিল একটি—বৈদিক সংস্কৃত, অন্-আর্য ভাষার সংস্পর্শে রূপ নিয়েছিল বিভিন্ন প্রাকৃতের, তারই অন্যতম—'মাগধী প্রাকৃত' —পরিবর্তনের পথে বঙ্গভূমিতে এসে রূপ পরিগ্রহ করেছিল বাংলার, সে-ইতিহাসের সর্ব অবয়ব আজও স্পষ্ট নয়। আবার 'বাংলা' রূপ-গ্রহণের পরেও রাজস্থান মহারাষ্ট্র গুজরাট আরব ইরান চীন জাপান তিব্বত ইংলণ্ড ফ্রান্স পর্তুগাল—কত দেশের ভাব ও শব্দসম্ভার আহরণ করে সে পরিপুষ্ট হয়ে চলেছে। শুধু ভাব ও শব্দ নয়, অনেক সময়ে অন্য ভাষার বাগ্‌ভঙ্গীও অনুসরণ করেছে।

অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে যে প্রভাব প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে, সে হল ইংরেজী ভাষার। অবশ্য সংস্কৃত থেকে ভাবসম্ভার আহরণও পাশাপাশি চলেছে। এ কালের অনেক লেখকই বাংলা ছাড়া সংস্কৃত এবং ইংরেজীতে কৃতবিদ্য; ইংরেজীতেই বেশী। পাশ্চাত্ত্য জাতির সংস্পর্শে আমাদের বাস্তবজীবনে প্রভূত পরিবর্তন ঘটেছে। ভাব-জীবনেও এসেছে যুগান্তর। গদ্যসাহিত্যের উদ্ভব ইংরেজীর প্রভাবে। উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, প্রবন্ধ প্রভৃতি শিল্পরূপ গড়ে

উঠেছে ঐ সাহিত্যের আদর্শে। বিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি, সমাজ-নীতির বিচিত্র চিন্তা আমদানি হয়েছে ইউরোপের লেখকদের রচনা থেকে। তা ছাড়া কাব্যসাহিত্যও আজ বইছে নূতন খাতে। তারও প্রেরণা এসেছে পশ্চিম থেকে। সাজ-সজ্জাও অনেকটা পশ্চিমী রীতির। ব্ল্যাঙ্ক ভার্স-এর অনুকরণে তৈরি হয়েছে অমিত্রাক্ষর, সনেটের প্রতিরূপ চতুর্দশপদী। নয়-ছত্র স্তবকে লক্ষ্য করি স্পেনসেরিয়ান স্ট্যাঞ্জার ছায়া, গদ্যকবিতায় ফ্রী ভার্সের।

মোটকথা, আজ ইংরেজী সাহিত্যের ধারা অনেকক্ষেত্রে বাংলা-সাহিত্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে গিয়েছে। কাজেই বাংলাসাহিত্য-অনুশীলনে বর্তমানে ইংরেজী সাহিত্যের জ্ঞান অপরিহার্য।

২

সূচনা

ইংরেজী সাহিত্যের সুরু—আজকাল ধরা হয়—আনুমানিক পঞ্চম শতাব্দী থেকে। অবশ্য পঞ্চম থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত তার মূর্তি সুস্পষ্ট নয়। এই ন'শো বছরের মধ্যেকার যে সকল পুঁথিপত্র পাওয়া গিয়েছে, তার ভাষা ইংরেজের কাছেও এখন দুর্বোধ্য। সম্পূর্ণ বিদেশী ভাষার মতই তাদেরও কষ্ট করে তা শিখতে এবং বুঝতে হয়। এই ন'শো বছরকে ভাগ করা হয় দু'টি যুগে : অ্যাংলো-স্যাক্সন এবং অ্যাংলো-নর্মান। অ্যাংলো-স্যাক্সন যুগ ৪৫০-১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ; আর তার পর থেকে ১৩৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অ্যাংলো-নর্মান যুগ।

যে সময় থেকে ইংরেজী ভাষা মোটামুটি আমাদের পরিচিত ইংরেজীর রূপ নিয়েছে, সে হলো চসারের যুগ।

সুবিধার জন্য ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসকে ভাগ করে নেওয়া হয় এই ক'টি যুগে :

(১) অ্যাংলো-স্যাক্সন যুগ : ৪৫০-১০৬৬ খ্রীঃ।

(১) অ্যাংলো-নর্মান যুগ ঃ ১০৬৬-১৩৪০ খ্রীঃ।

(৩) চসারের যুগঃ ১৩৪০-১৪০০ খ্রীঃ।

(৪) বিদ্যানুশীলন-যুগ বা প্রাক্‌শেক্‌স্পীরীয় যুগ ঃ ১৪০০-১৫৫০ খ্রীঃ।

(৫) শেক্‌স্পীরীয় বা এলিজাবেথীয় যুগ (রেনেসান্স বা নব-জীবনের যুগ) ঃ ১৫৫০-১৬২০ খ্রীঃ।

(৬) মিল্‌টনের যুগ বা পিউরিটান যুগ ঃ ১৬২০-১৬৬০ খ্রীঃ।

(৭) ড্রাইডেনের যুগ বা রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার যুগ ঃ ১৬৬০-১৭০০ খ্রীঃ।

(৮) অষ্টাদশ শতাব্দী ঃ অগাস্টান যুগ ঃ প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব ঃ ১৭০০-১৮০০ খ্রীঃ।

(৯) ওঅর্ডস্‌ওঅর্থের যুগ বা রোমান্টিক যুগ ঃ ১৮০০-১৮৫০ খ্রীঃ।

(১০) টেনিসনের যুগ বা ভিক্টোরীয় যুগ ঃ ১৮৫০-১৯০০ খ্রীঃ।

(১১) আধুনিক যুগ ঃ প্রথম পর্ব ঃ ১৯০০-১৯২০ খ্রীঃ।

(১২) আধুনিক যুগ ঃ দ্বিতীয় পর্ব ঃ ১৯২০-১৯৫০ খ্রীঃ।

৩

প্রথম যুগ ঃ অ্যাংলো-স্যাক্সন যুগ
(৪৫০-১০৬৬ খ্রীঃ)

বিউল্ফ্ ॥

অ্যাংলো-স্যাক্সন যুগের প্রধান কাব্য বিউল্ফ্। এখানি মহাকাব্যজাতীয় এবং এর কাহিনী রূপকথার মত।

গল্প ঃ অনেক—অনেকদিন আগে এক সময়ে ডেনমার্কবাসীদের রাজা ছিল না। ধনরত্ন ও অস্ত্রশস্ত্রভরা একখানি জাহাজ এসে একদিন তাদের বন্দরে লাগল। জাহাজের মধ্যে একটি ঘুমন্ত শিশু। এই শিশু বড় হয়ে রাজা হল। তার নাম স্কিল্ড্। দীর্ঘকাল রাজত্বের পর নিয়তির বিধানে পৃথিবী থেকে তার বিদায় নিতে হল। মহাসমারোহে অনুচরেরা জাহাজে করে তার দেহ সমুদ্রে ভাসিয়ে দিল।

এই স্কিল্ডের বংশেই এসেছিলেন হ্রথগার। বৃদ্ধ বয়সে সমুদ্রের ধারে তিনি তৈরি করালেন এক প্রাসাদ। সেখানে অমাত্যদের নিয়ে রাত্রিবেলায় খাওয়াদাওয়া করতেন আর গান শুনতেন। একদিন যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে এমন সময় এলো গ্রেণ্ডেল নামে এক রাক্ষস অমাত্যদের কয়েকজনকে নিয়ে চলে গেল সমুদ্রতলে। আবার পরের রাত্রেও সে এলো। বীরেরা যুদ্ধ করলেন, কিন্তু দেখা গেল, কোন অস্ত্রই তার গায়ে বেঁধে না। ভীষণ আতঙ্কের সঞ্চার হল সকলের মনে। প্রাসাদ ছেড়ে সকলে পালালেন। বারো বছর ধরে চলল গ্রেণ্ডেলের এই উৎপাত। তার কথা রটে গেল দেশদেশান্তরে। সমুদ্রপার থেকে এলেন বীর বিউল্ফ্ ডেন্দের রক্ষা করতে। হ্রথগার তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিলেন।

রাত্রি এল। ডেন্‌দের মনে ভয়। সমুদ্রতীরের পরিত্যক্ত প্রাসাদেই বিউল্‌ফ্‌ তাঁর অনুচরদের নিয়ে শয়ন করবেন স্থির করলেন। রাজা তাঁকে সাবধান করে দিলেন।

প্রাসাদে আবার মানুষের আগমন দেখে গ্রেণ্ডেল উল্লসিত হয়ে উঠল। ধীরে ধীরে প্রবেশ করে একজন বীরের দেহ ছিন্নভিন্ন করে ফেলল। অতঃপর বিউল্‌ফের দিকে অগ্রসর হল। হাত বাড়াতেই অনুভব করল, কে যেন তাকে বজ্রমুষ্টিতে ধরেছে। যতই টানাটানি করল, সে বজ্রমুষ্টি ছাড়াতে পারল না। তখন তার ভয় হল। থরথর করে সব কাঁপছে। খাট-পালঙ্ক ভেঙে চৌচির। চীৎকারে আকাশ ফাটে। এমন সময় দেখা গেল রাক্ষসের একখানা হাত খসে গেছে। আর্তনাদ করতে করতে সে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে মরে গেল। ডেন্‌রা বিউল্‌ফের বীরত্ব দেখে অবাক্ হয়ে গেল। কিন্তু এখানেই বিপদের শেষ হল না। পরের রাত্রে গ্রেণ্ডেলের মা এসে আর একজন বীরকে ছিনিয়ে নিয়ে সমুদ্রের দিকে কোথায় অন্তর্ধান করল। বিউলফ্‌ তার অনুসরণ করলেন। সমুদ্র-তলের গুহায় রাক্ষসপুরী। সেখানে বহুক্ষণ যুদ্ধ হল। রাক্ষসী প্রাণ হারাল। গ্রেণ্ডেলের মৃতদেহও সেখানে পড়ে ছিল। রাক্ষসদেরই মায়া-খড়্গো বিউল্‌ফ্‌ তার মাথা কেটে নিয়ে গেলেন। রক্তে সমুদ্রের জল লাল হয়ে গেছে দেখে ডেন্‌রা বিউল্‌ফের মৃত্যু আশঙ্কা করে চলে গিয়েছিল। যখন তিনি ফিরে এলেন, তখন আনন্দের সীমা রইল না।

বহুদিন তিনি সগৌরবে রাজত্ব করেছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে এক অগ্নিসর্পকে বধ করে তার বিষাক্ত অগ্নিবাষ্পে তিনি মারা যান।

এ কাব্যে সমুদ্রবর্ণনায় সুন্দর কবিত্ব আছে। আর, বীর-চরিত্র উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। কাহিনীও রোমাঞ্চকর। ডেনমার্ক, সুইডেন বা উত্তর ইউরোপ থেকে ইংরেজের যে পূর্বপুরুষেরা এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বোধহয় এ গল্পের প্রচলন ছিল। কাব্য-খানির রচনাকাল সম্ভবতঃ অষ্টম শতাব্দী।

বাংলাসাহিত্যে এর কাছাকাছি সময়ের কোনও রচনার সন্ধান পাই না। তবে দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় অনুমান করেন, বাংলার রূপকথা ও ব্রতকথা এ সময়ে মুখে মুখে প্রচলিত ছিল।

উইড্‌সিথ ও অন্যান্য কাব্য ॥

'উইড্‌সিথ' বা 'পর্যটক' অনেকের মতে অ্যাংলো-স্যাক্সন যুগের প্রাচীনতম রচনা। কোনও ভ্রমণকারী এতে তাঁর ভ্রমণকথা লিখেছেন।

'ডিয়র্স ল্যামেণ্ট' বা 'ডিয়রের দুঃখে' প্রভুর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত এক কবি এই বলে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, তাঁর চেয়েও কতজন দুঃখে জীবন কাটিয়েছে; কোনও দুঃখই চিরস্থায়ী নয়।

'সী-ফেয়ারার' বা 'সমুদ্রযাত্রী' কাব্যে সমুদ্রপথের বিপদাপদের কথা আছে; সেই সঙ্গে আছে অধ্যাত্মভাবের ইঙ্গিত। সমুদ্রের ডাক ভগবানের আহ্বান। বাধাবিঘ্ন তুচ্ছ করে তার অভিমুখে অগ্রসর হওয়াই জীবনের আদর্শ।

এমনি আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাব্য ও কবিতায় এ যুগের মানুষের জীবনের ও মনের ছবি ফুটে উঠেছে।

এই সময়েরই শেষের দিকের সাহিত্যে খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব পরিস্ফুট। যাঁরা খ্রীষ্টধর্মের কথা নিয়ে এ যুগে সাহিত্য রচনা করেছিলেন তাঁদের প্রধান তিনজন বীড্, কেড্‌মন্ ও কিনিউল্‌ফ্। এঁরা নর্দাম্‌ব্রীয়শাখার প্রতিনিধি। নর্দাম্‌ব্রীয়াকে কেন্দ্র করে যে আইরিশ সাধুরা ধর্মকথা প্রচার করেছিলেন তাঁদেরই বলা হয় নর্দাম্‌ব্রীয়শাখা।

বীড্ (Bede : ৬৭৩—৭৩৫ খ্রীঃ)

বীডের সমকক্ষ জ্ঞানীব্যক্তি তাঁর পূর্ববর্তী বা সমকালীনদের মধ্যে আর কেউ ছিলেন কিনা সন্দেহ। তিনি সচরাচর 'শ্রদ্ধেয়'

(Venerable) বীড্ নামে অভিহিত। প্রায় চল্লিশখানি বই তিনি লিখেছিলেন। সবই ল্যাটিন ভাষায় লেখা। কেবল সাধু যোহনের উপদেশ তিনি অ্যাংলো-স্যাক্সন ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন, কিন্তু সে বই খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাঁর প্রধান কীর্তি 'ইংরেজ জাতির গির্জার ইতিহাস' (Ecclesiastical History of the English People)। বইখানিতে তিনি সযত্নে বহু ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করেছেন আবার সাধুসন্তদের বিষয়ে অলৌকিক কাহিনীও লিপিবদ্ধ করেছেন। সীজারের ব্রিটেন-আগমন থেকে প্রায় আটশ বছরের ইতিহাস এতে সংকলিত আছে।

কেড্মন (Caedmon : জন্ম : অজ্ঞাত। মৃত্যু : আনুমানিক ৬৮০ খ্রীঃ)

কেড্মন সম্বন্ধে যে সামান্য তথ্য পাওয়া যায়, তা বীডের বই থেকে। প্রথম জীবনে তিনি নাকি কাব্যরচনা করতে বা গান গাইতে মোটেই জানতেন না। তখন রীতি ছিল, গির্জায় ভক্তেরা একে একে গাইতেন। কেড্মনকে কেউ গাইতে বললে তিনি অক্ষমতার জন্য লজ্জায় মাথা নিচু করে থাকতেন। একদিন উৎসব-কালে তাঁর উপর দেওয়া হল ঘোড়া পাহারা দেবার ভার। যখন তিনি রাত্রে ঘুমিয়ে পড়লেন, তখন কে যেন তাঁকে গান গাইতে বলল। তিনি বললেনঃ আমি তো গাইতে জানি না। আবার আদেশ হল ঃ কেড্মন গান শোনাও। কেড্মন প্রশ্ন করলেন ঃ কি গাইব ? উত্তর হলঃ গাও সৃষ্টিতত্ত্ব। কেড্মন ঘুমের মধ্যে গাইলেন। গান রচনার শক্তি কোথা থেকে পেলেন কে জানে ? জাগরণের পরেও দেখলেন, গানের কথাগুলি সব তাঁর মনে আছে। সেই গান তিনি আশ্রমের সাধুদের শোনালেন। সবাই মুগ্ধ হলেন। কেড্মন সপরিবারে স্থান পেলেন ঐ আশ্রমে।

কেড্মনের প্রধান কাব্য 'প্যারাফ্রেজ' (Paraphrase)। এতে বাইব্লের কাহিনী সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে।

কিনিউল্ফ্ (Cynewulf : অষ্টম শতাব্দী)

কিনিউল্ফের কাব্য খ্রীষ্ট (The Christ), জুলিয়ানা (Juliana), প্রেরিতদের ভাগ্য (The Fates of the Apostles) এবং এলীন (Elene)। আরও কতকগুলি কাব্য অনেকে তাঁর লেখা বলে মনে করেন, যেমন : অ্যাণ্ড্রিয়াস (Andreas), ফিনিক্স (The Phoenix), ক্রুশের স্বপ্ন (The Dream of the Rood), পথিক (Wanderer) প্রভৃতি, আর কতকগুলি ধাঁধা।

এগুলির মধ্যে খ্রীষ্ট'ই সর্বপ্রধান। তিন ভাগে তাঁর মহাজীবন বর্ণিত হয়েছে। এ কাব্যে যেমন কবির আন্তরিক ভক্তি প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি নাট্যসৌন্দর্যে এবং মধুর কয়েকটি স্তোত্রে কাব্যখানি হৃদয়গ্রাহী। 'ক্রুশের স্বপ্ন' (The Dream of the Rood) যদি তাঁর লেখা হয়, তবে তাতেও তাঁর খ্রীষ্টভক্তি পরিস্ফুট। তাতে আছে, কবি ক্রুশের সাক্ষাৎ পেয়েছেন আপন হৃদয়ে।

ডেন্ বা দিনেমারদের আক্রমণ :

অষ্টম শতাব্দীর শেষে ডেন্মার্কবাসীরা ইংলণ্ডের উপকূলভাগ দখল করে নেয়, এবং মঠ. বিদ্যালয় প্রভৃতি ভেঙে ফেলে। নর্দাম্‌ব্রীয়ার এই সময়ে পতন ঘটে। অ্যাংলো-স্যাক্সন কাব্যসাহিত্যের তখনই অবসান। অতঃপর নবম শতাব্দীতে রাজা আল্‌ফ্রেড দেশ উদ্ধার করেন। তাঁর এবং তাঁরই নিযুক্ত পণ্ডিতদের চেষ্টায় গড়ে ওঠে ইংলণ্ডের প্রথম গদ্যসাহিত্য।

আল্‌ফ্রেড (Alfred : ৮৪৮-৯০১ খ্রীঃ)

আল্‌ফ্রেড ছিলেন রাজার মত রাজা। বীরত্বে, বিদ্যাবত্তায়, প্রজানুরাগে তাঁর মত রাজা দুর্লভ। তাঁকে অনেকে ইংরেজীগদ্যের জনক বলেন। তাঁর অধিকাংশ রচনা ল্যাটিন থেকে অনুবাদ। তন্মধ্যে প্রধান চারখানি : (১) ওরোশিয়সের 'বিশ্বের ইতিহাস ও

ভূগোল' (Universal History and Geography), (২) বীডের 'ইংরেজজাতির গির্জার ইতিহাস' (Ecclesiastical History), (৩) গ্রেগরির 'মেষপালকের বই' (Shepherd's Book), এবং (৪) বোয়েথিয়সের 'দর্শনের সান্ত্বনা' (Consolations of Philosophy)। তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'ইংলিশ ক্রনিক্‌ল' (English Chronicle)—ইংলণ্ডের ইতিহাস। সীজারের বিজয়-অভিযান থেকে তাঁর নিজের রাজত্বকাল পর্যন্ত বিবরণ এতে আছে। বর্ণনা যত শেষের দিকে এসেছে, ততই হয়েছে চিত্তাকর্ষক। আল্‌ফ্রেডের মৃত্যুর পরের কথাও অপর কেউ লিখে গিয়েছেন। এ-বই পুরনো ইংরেজী গদ্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

আল্‌ফ্রেডের সঙ্গে সঙ্গে অ্যাংলো-স্যাক্সন যুগের শেষ।

৪

দ্বিতীয় যুগ ঃ অ্যাংলো-নর্মান যুগ (১০৬৬-১৩৪০)

ঐতিহাসিক পটভূমি ঃ

ফ্রান্সের একটি প্রদেশের নাম হল নর্মাণ্ডি। সেখানকার রাজা উইলিয়ম (Duke of Normandy) ১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দে শেষ স্যাক্সন রাজা হ্যারল্ডকে হারিয়ে দিয়ে ইংলণ্ড জয় করে নেন। নর্মাণ্ডির লোকেরাই নর্মান। মূলতঃ তাঁরা উত্তরাঞ্চলের অর্থাৎ নরওয়ে, সুইডেন বা ডেন্‌মার্কের লোক—নর্থ্‌ম্যান্‌, ফ্রান্সে বসবাস করে ফরাসী হয়ে গিয়েছিলেন। 'নর্থ্‌ম্যান' বা 'নর্মান' শব্দ থেকেই তাঁদের অধিকৃত প্রদেশের নাম হয়েছিল 'নর্মাণ্ডি'। ইংলণ্ড জয় করবার সময় তাঁরা নিজেদের পুরোপুরি ফরাসী বলেই গণনা করতেন। শিক্ষাদীক্ষায় সংস্কৃতি সভ্যতায় তাঁরা ছিলেন উন্নত। তাঁদের সংস্পর্শে এসে ইংলণ্ড সভ্যতার ক্ষেত্রে উন্নতিলাভ করেছিল।

ইংরেজের সাহিত্যে এ সময়ে ফরাসী প্রভাব এসে পড়েছিল। উচ্চশ্রেণীর ইংরেজরা অনেকে ফরাসীভাষাতেও কথাবার্তা বলতেন। কোনও বড় কবি বা সাহিত্যিকের আবির্ভাব এই যুগের ইংলণ্ডে হয়নি বটে, কিন্তু ফরাসী-সাহিত্যের শ্রী ও সৌকুমার্য ধীরে ধীরে ইংরেজী সাহিত্যে সঞ্চারিত হয়েছে এবং ফরাসী ভাব ও কল্পনা ইংরেজীভাষার আধারে সঞ্চিত হয়েছে; তার ফলে ইংলণ্ডের পরবর্তী সাহিত্য সমৃদ্ধিলাভ করেছে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ল্যাটিনেরও সমাদর অক্ষুণ্ণ ছিল।

সাহিত্যের ইতিহাসে এ যুগের যে সব বইয়ের নাম করা হয়, তার কোন-কোনখানি লেখা হয়েছিল ল্যাটিনে কিংবা ফরাসীতে, পরে ইংরেজীতে অনূদিত হয়।

রোমান্টিক কাহিনী শুনতে এবং শোনাতে ভালবাসতেন নর্মানরা। চিন্তার চেয়ে কল্পনার দিকে ছিল তাঁদের বেশী ঝোঁক। অসম্ভব হোক, অবাস্তব হোক, আপত্তি নেই; গল্পটি যেন চিত্তাকর্ষক হয়, এই ছিল তাঁদের মনোগত আকাঙ্ক্ষা। তাঁদের প্রভাবে তাই এ ধরনের গল্পসল্পই রচিত হয়েছে বেশী।

হিস্টরিয়া রেগাম ব্রিটানি ঃ

মন্‌মাউথের জেওফ্রি (Geoffrey of Monmouth) লিখেছিলেন 'হিস্টরিয়া রেগাম ব্রিটানি' (Historia Regum Britanniœ) অর্থাৎ ব্রিটেনের রাজাদের ইতিহাস। জেওফ্রি ছিলেন ওয়েল্‌সের একজন সাধু। পুরনো পুঁথিতে তিনি নাকি কিছু উপাদান পেয়েছিলেন, বাকিটা নিয়েছিলেন কল্পনা করে। তাঁর বইয়ে গল্পসল্প অনেক আছে। সবটা খাঁটি ইতিহাস নয়। তবে জেওফ্রির লেখার ভঙ্গী মনোরম এবং পরবর্তী সাহিত্যের উপর তাঁর প্রভাব কম নয়। রাজা আর্থার এবং তাঁর বীরগণের কাহিনীর উৎস তাঁরই বই। ম্যালোরির মর্টি-ডি-আর্থার (Morte d' Arthur = আর্থারের মৃত্যু), শেক্‌স্পীয়র-এর 'কিং

লীয়ার' (King Lear = রাজা লীয়ার) এবং টেনিসনের 'ইডিল্স্ অব দি কিং' (Idylls of the King = রাজকাহিনী) তাঁরই বই থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে লেখা। ব্রিটনদের নিজস্ব গৌরব-গাথা তিনি শুনিয়েছিলেন ; বিশেষ করে কেল্টিক অর্থাৎ আয়ার্ল্যাণ্ড ওয়েল্স্ অঞ্চলের বহু আখ্যান তাঁর গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

তাঁর বই মূলতঃ ল্যাটিনে লেখা, তা থেকে প্রথমে ফরাসীতে, পরে ইংরেজীতে অনুবাদ করা হয়।

লেয়ামনের "ব্রুট" (Layamon's 'Brut')

লেয়ামনের 'ব্রুট' ইংরেজী পদ্যে রচিত পুরাকাহিনী। ব্রুট হচ্ছেন রাজা ব্রুটাস। ট্রয়-ধ্বংস থেকে কাহিনীর আরম্ভ। ধ্বংসের পর রাজা ঈনিয়াস্ পালিয়ে যান ইটালিতে। তাঁর বংশধর ব্রুটাস নূতন দেশের সন্ধানে বেরিয়ে ব্রিটেনে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই কথা থেকে রাজা আর্থারের সময়কার বিচিত্র কাহিনী পর্যন্ত এ কাব্যে বর্ণিত হয়েছে।

মধ্যযুগের রম্যকাহিনী ঃ

বীরত্ব, ধর্ম এবং প্রেমের কৌতূহলজনক কাহিনী নিয়ে এ সময়ে অনেক কাব্য ও গাথা রচিত হয়েছে। এই কাহিনী-কাব্যগুলিকে ইংরেজীতে বলে 'মেট্রিকাল রোমান্স' (Metrical Romances)। গাথা হল 'ব্যালাড্' (Ballad)। ফরাসী কাহিনীর মধ্যে প্রধান হচ্ছে শার্লামেঞ এবং রলাঁর কীর্তিকথা। গ্রীক ও রোমান কাহিনীর মধ্যে প্রধান—আলেকজাণ্ডারের আখ্যান এবং ট্রয়যুদ্ধের বৃত্তান্ত। বহু প্রাচ্যকাহিনীরও প্রচলন হয়েছিল। ব্রিটেনের নিজস্ব কাহিনী হল প্রধানতঃ রাজা আর্থার এবং তাঁর 'নাইট'-দের (বীরদের) উপাখ্যান। এইসব উপাখ্যান জেওফ্রির বইয়ে, ফরাসীদের কাব্যে এবং লেয়ামনের 'ব্রুটে'-ও বর্ণিত হয়েছে। গাওয়েনের কীর্তিকলাপ,

লন্সেলট ও মার্লিনের কথা, পবিত্র থালা (Holy Grail) ও আর্থারের মৃত্যু—এইসব বৃত্তান্ত আর্থার-সংক্রান্ত অনেক কাহিনী-কাব্যের বিষয়। স্যার গাওয়েন ও সবুজ নাইট (Sir Gawain and the Green Knight)-এর গল্পটি খুবই সুন্দর এবং সুপ্রচলিত। Pearl (মুক্তা), Cleanness (পরিচ্ছন্নতা) এবং Patience (সহিষ্ণুতা) নামে তিনটি কবিতাও এই সময়ে রচিত হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। তন্মধ্যে 'Pearl' হৃদয়স্পর্শী করুণরসাত্মক কবিতা। কন্যার মৃত্যুতে পিতার শোক এর বিষয়।

অন্যান্য রচনা ঃ

এই সময়ের অন্যান্য রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ

(১) Ancren Riwle (সন্ন্যাসিনীদের শাসন)—পুরনো ইংরেজী গদ্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

(২) Orm-এর 'Ormulum' ধর্মীয় উপদেশ গ্রন্থ।

(৩) 'Cursor Mundi'—বাইব্‌ল্ কাহিনী, সৃষ্টি থেকে প্রলয় পর্যন্ত বর্ণনা করা হয়েছে কাব্যাকারে।

(৪) 'The Owl and the Nightingale' ঃ নীতি কবিতা; দুটি পাখীর কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে এতে জীবনের হাসিখেলার দিক এবং নীতি ও তত্ত্বের দিক্ বর্ণনা করা হয়েছে।

(৫) কয়েকটি গাথা ঃ তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ Geste of Robin Hood.

(৬) কয়েকটি গীতিকবিতা—যথা, প্রেমপত্র (Luve Ron), বসন্ত (Springtime) প্রভৃতি।

৫

তৃতীয় যুগ ঃ চসারের যুগ (১৩৪০-১৪০০ খ্রীঃ)

ঐতিহাসিক পটভূমি ঃ

১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের সঙ্গে ইংলণ্ডের শতবর্ষের যুদ্ধ আরম্ভ। এই যুদ্ধে ইংলণ্ডে প্রবল জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয়েছিল। ফরাসী ভাষার প্রভাব এ সময়ে ক্রমশঃ কমে আসে। ইংলণ্ডের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনে ইংরেজী ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তা ছাড়া সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবধানের বিরুদ্ধে জনগণ সচেতন হয়ে ওঠে। এ যুগের সাহিত্যে তার কিছু আভাস মেলে।

জেওফ্রি চসার (Geoffrey Chaucer : ১৩৪০-১৪০০ খ্রীঃ)

লণ্ডনে টেম্‌স্ নদীর তীরে কেটেছে চসারের বাল্যজীবন। তাঁর পিতা ছিলেন ব্যবসায়ী, রাজ-পরিবারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। সেই সূত্রে চসার রাজবাড়ীতে কাজ পান। পরপর তিন রাজার সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠতালাভের সুযোগ পেয়েছিলেন ; একবার এক রাজার সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রেও গিয়েছিলেন। সমাজ সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল বিস্তীর্ণ। নানাশ্রেণীর মানুষের সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন এবং তাদের আচারব্যবহার ভাবভঙ্গী সযত্নে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তার ফলে তাঁর সাহিত্য বিচিত্র মানব-চরিত্রে সমৃদ্ধ হয়েছে।

চসারের সাহিত্য-জীবনকে তিনটি যুগে ভাগ করে দেখা যেতে পারে। প্রথম যুগের রচনায় ফরাসী প্রভাব ছিল প্রধান ; দ্বিতীয় যুগের রচনায় ইটালীয় প্রভাব ; তৃতীয় যুগে বাইরের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে তিনি স্বপ্রতিষ্ঠিত হন এবং দেশের বিচিত্র জীবনকে রূপায়িত করেন।

প্রথম যুগের প্রধান গ্রন্থ 'রোমণ্ট্ অব্ দ্য রোজ' (Romaunt of the Rose) ঃ এখানি ফরাসী গ্রন্থ Roman de la Rose-এর

অনুবাদ। প্রেমের বিচিত্র অবস্থা এখানে রূপক-আকারে বর্ণিত হয়েছে। গোলাপ হচ্ছে সুন্দরী প্রেমিকার প্রতীক। এই সময়ের আর একখানি কাব্য 'ডেথ অব্ দ্য ডাচেস্' (Death of the Duchess) বা Book of the Duchess, কবির পৃষ্ঠপোষক John of Gaunt-এর স্ত্রী Blanche-এর মৃত্যু উপলক্ষে এখানি রচিত।

দ্বিতীয় যুগের শ্রেষ্ঠ রচনা 'ট্রয়লাস ও ক্রসিডা' (Troilus and Criseyde)। ইটালীয় লেখক বোক্কাচ্চিওর গল্প থেকে চসার এ-বইয়ের গল্পটি নিয়েছিলেন। এই গল্প অবলম্বনেই শেক্স্পীয়র লিখেছিলেন তাঁর Troilus and Cressida নাটক। এই সময়ের একটি সুন্দর অসমাপ্ত কাব্য 'হাউস্ অব্ ফেম্' (House of Fame) বা কীর্তি-ভবন। কবি স্বপ্ন দেখেছেন যেন এক প্রকাণ্ড পক্ষী তাঁকে উড়িয়ে নিয়ে গেল কীর্তিভবনের দ্বারে। তুষারাবৃত শৈলশিখরে সে ভবন অবস্থিত। অনেক নাম তুষারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, কিন্তু কয়েকটি নাম উজ্জ্বল হয়ে শোভা পাচ্ছে। [প্রসঙ্গক্রমে, অক্ষয়কুমার দত্তের 'স্বপ্নদর্শন—কীর্তিবিষয়ক' রচনাটি মনে পড়তে পারে।] এ যুগের আর একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য Legend of Good Women বা কল্যাণী নারীদের কাহিনী। এতে ন'টি কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

ক্যাণ্টারবেরি টেল্স্ঃ

তৃতীয় যুগের রচনা 'ক্যাণ্টারবেরি টেল্স্' (Canterbury Tales) বা ক্যাণ্টারবেরির গল্প চসারের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য। এতে তাঁর সমসাময়িক ইংলণ্ডের সমগ্র রূপ চমৎকার ফুটে উঠেছে।

পুরাতন লণ্ডনের ওপারে ছিল একটি পান্থনিবাস বা শরাইখানা— 'ট্যাবার্ড ইন'। ক্যাণ্টারবেরি অভিমুখে একদল তীর্থযাত্রী সেখানে সমবেত হয়েছিল। নানা শ্রেণীর লোক—ধনী, গরীব, পুরুষ, নারী। পথের বিপদাপদের জন্য তখন দল বেঁধে তীর্থে যাওয়াই ছিল রীতি।

বড়ো একটি দল যতক্ষণ জড়ো না হত, ততক্ষণ অবধি কোনও পান্থনিবাসে যাত্রীরা অপেক্ষা করতেন। 'ট্যাবার্ড ইনে' যাত্রীদলের সঙ্গে কবিও যোগ দিলেন। স্থির হল. যাত্রীদের প্রত্যেকেই যাবার সময় দুটি এবং ফেরবার সময় দুটি—মোট চারটি করে গল্প বলবেন, যাতে পথের ক্লান্তি অনুভব করতে না হয়। প্রথম গল্প কে বলবেন?

পালা পড়ল এক বীর সৈনিকের (Knight-এর)। তিনি বললেন, দুই বন্ধুর একটি সুন্দরী নারীকে লাভের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার কাহিনী। দুজনেই যুদ্ধে বন্দী হয়েছিলেন। একজন মুক্তি পেলেন, আর একজন পালালেন, দুজনেই ভালবেসে ফেললেন একটি মেয়েকে। তাদের ঝগড়া বিবাদ ও চক্রান্তে অতিষ্ঠ হয়ে মেয়েটি উভয়েরই হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। বর্ণনায় কবি-কল্পনা, চরিত্র-চিত্র এবং রসিকতার চমৎকার সমন্বয় ঘটেছে। অতঃপর Clerk's Tale বা যাজকের কাহিনী, Nun's Priest's Tale বা পুরোহিতের কাহিনী প্রভৃতি আরও কয়েকটি গল্প আছে। যাত্রীদলে ছিলেন বত্রিশ জন, সুতরাং প্রথম পরিকল্পনা অনুসারে হবার কথা ছিল একশ আটাশটি গল্প; কিন্তু চসার লিখে গেছেন মাত্র চব্বিশটি গল্প। তবু তারই মধ্য দিয়ে তখনকার ইংলণ্ডের একটি সুস্পষ্ট রূপ ফুটে উঠেছে।

'ক্যান্টারবেরি টেল্‌সে'র 'প্রস্তাবনা'য় (Prologue) কবি এই কাব্যের পরিচয় দিয়েছেন। তাতেই কবির অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতা-বোধের চমৎকার নিদর্শন মেলে। পূর্ববর্তী সাহিত্য ছিল অবাধ কল্পনার রাজ্য। দেব-দেবীর এবং বীরগণের অলৌকিক ও অসামান্য কার্যকলাপ ছিল তার বিষয়। চসারের অঙ্কিত চরিত্রাবলী স্বাভাবিক ও জীবন্ত; বর্ণিত ঘটনাসমূহ পুরোপুরি বাস্তব। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ও স্নিগ্ধ কৌতুক রচনাকে সরস, সজীব ও হৃদয়গ্রাহী করেছে। তাঁর কাব্যের মধ্যে আমরা আজও পুরনো ইংলণ্ডকে প্রত্যক্ষ করতে পারি। অনেকটা উপন্যাসের গুণ তাঁর লেখায় প্রকাশ পেয়েছে।

বাংলাসাহিত্যে ঠিক সমশ্রেণীর কবির সাক্ষাৎ না পেলেও

মুকুন্দরামের কাব্যে আমরা কতকটা তাঁর মত বাস্তবতাবোধ ও সামাজিক অভিজ্ঞতার নিদর্শন পাই। সময়ের হিসেবে মুকুন্দরাম দু শ' বছর পরের। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র চণ্ডীদাস চসারের সমকালীন।

চসারের সমসাময়িক অন্যান্য লেখক

কাব্য

উইলিয়ম ল্যাংল্যাণ্ড : (William Langland : ১৩৩২-১৪০০ ?)

তাঁর জীবনের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। জন্মমৃত্যুর বৎসরও নিশ্চিতরূপে নির্ধারিত হয়নি। তবে চতুর্দশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তিনি জীবিত ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন মেষপালক ; পরে লণ্ডন শহরে গিয়ে গির্জায় যাজকের কাজ গ্রহণ করেন। Piers Plowman (= Piers Ploughman) অর্থাৎ 'চাষী পীয়ার্স' তাঁর রচিত কাব্য। এতে একটি নৈতিক আদর্শ উপস্থাপিত হয়েছে। কাব্যখানি রূপক।

পাহাড়ের উপর শুয়ে এক বসন্তপ্রভাতে কবি স্বপ্ন দেখলেন, নীচে নানা শ্রেণীর লোকের ভিড়। মাঠেঘাটে যারা খাটছে, তাদের শ্রমের ফলভোগ করছে অন্য লোক। ঘুষের দেবী (Lady Bribery) বশ করে নিচ্ছেন বহু লোককেই। তখনকার সামাজিক অবস্থার আভাস পাই এ বর্ণনায়।

একদিন পীয়ার্স তাঁর ছোট্ট ক্ষেতটুকুতে চাষ করছেন, এমন সময় সাতটি পাপ এসে তাঁকে বলল, সত্যের পথ দেখিয়ে দিতে। মাঠের কাজ ফেলে তিনি কোথাও যেতে রাজি হলেন না ; তাদের উপদেশ দিলেন সৎপথে থেকে পরিশ্রম করতে ; বললেন, কর্মেই মুক্তি। সততা ও পবিত্রতা-বলে মৃত্যুকেও জয় করেছিলেন পীয়ার্স।

রূপক-কল্পনায়, ঘটনা-বিন্যাসে এবং নৈতিক ও সামাজিক আদর্শ-ঘোষণায় কবির কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

জন্ গাওয়ার : (John Gower : ১৩৩০-১৪০৮ ?)

জন্ গাওয়ার চসারের সমসাময়িক কবি এবং তাঁর বন্ধু ছিলেন। তাঁর জন্মকাল সঠিক্ জানা যায়নি, মৃত্যুকাল সম্ভবতঃ ১৪০৮। চতুর্দশ শতকের কৃষকবিদ্রোহ তাঁর মনে যে আশঙ্কা জাগিয়েছিল, তার ছায়া পড়েছে তাঁর ল্যাটিন বই 'ভক্স ক্লেমান্টিস'-এ (Vox Clamantis)। ফরাসী ভাষায় তিনি লিখেছিলেন প্রেমের কবিতা। ১৩৮৩ বা ১৩৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লিখেছিলেন ইংরেজী কাহিনী-কাব্য 'কন্‌ফেশিয়ো এমান্টিস্' (Confessio Amantis)। তিনি ছিলেন নীতিবাদী লেখক।

জন উইক্লিফ্ : (John Wyclif : ১৩২৪-১৩৮৪ ?)

অনুমান, চতুর্দশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে প্রায় শেষ পর্যন্ত তাঁর জীবনকাল। তাঁর প্রধান কীর্তি ইংরেজী গদ্যে বাইব্‌লের অনুবাদ। এই গ্রন্থের জন্যই তাঁকে অনেকে ইংরেজী গদ্যের জনক বলে থাকেন। ধর্মীয় অনাচার দূরীকরণেও তিনি মন দিয়েছিলেন।

প্রসঙ্গক্রমে স্মরণীয়, আনুমানিক সপ্তদশ শতাব্দীর দোম আন্তোনিওর ব্রাহ্মণ-রোমান্ ক্যাথলিক সংবাদের পূর্বেকার কোনও বাংলা গদ্যগ্রন্থের সন্ধান আমরা পাইনি। বাংলা গদ্যের পুষ্টি ও বিকাশ উনিশ শতকে ; ইংরেজী গদ্যের—আঠারোর শতাব্দীতে।

জন্ ম্যাণ্ডেভিল্ : (John Mandeville)

চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি একখানি বই তার নূতনত্বের এবং বর্ণনাসৌন্দর্যের জন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বইখানি হল 'ম্যাণ্ডেভিলের সমুদ্রযাত্রা' (The Voyage and Travail of Sir John Mandeville)। ম্যাণ্ডেভিল হয়তো ছদ্মনাম। বর্ণিত বৃত্তান্তও সম্ভবতঃ সম্পূর্ণ তাঁর নিজ অভিজ্ঞতার কথা নয় ; মার্কো

পোলো প্রভৃতি ভ্রমণকারীদের বিবরণ থেকে লেখক উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। মূল বইখানি বোধ হয় ফরাসীভাষায় রচিত হয়েছিল, পরে ল্যাটিনে, ইংরেজীতে এবং অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হয়। ইংরেজী অনুবাদখানি মধ্য-ইংলণ্ডের চলতি ভাষায় লেখা ; সেই ভাষাই কালক্রমে ইংলণ্ডের সাহিত্যের ভাষায় পরিণত হয়েছিল।

৬

চতুর্থ যুগ ঃ বিদ্যানুশীলন যুগ (Revival of Learning) (১৪০০-১৫৫০ খ্রীঃ)

এ যুগে বড়ো কোনও সাহিত্যিকের উদয় হয়নি ; কিন্তু এর শেষের দিকে দেশে ব্যাপকভাবে বিদ্যার চর্চা হয়েছে। ফলে পরবর্তী সাহিত্য বিকাশের পথ সুগম হয়েছে। চতুর্দশ শতাব্দীতে ইটালিতে পেত্রার্ক ও বোক্কাচ্চিওর সাহিত্যসৃষ্টি। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইটালিতে ও সারা ইউরোপে গ্রীক্‌ল্যাটিন প্রভৃতি পুরাতন ভাষার সম্পদ আহরণে উৎসাহ লক্ষিত হয়। ইংলণ্ডেও তার ঢেউ এসে পৌঁছায়।

ঐতিহাসিক পটভূমি ঃ

বহির্যুদ্ধ ও গৃহযুদ্ধে এ সময়ে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন। তবে তারই মধ্য দিয়ে ইংলণ্ড শক্তি অর্জন করেছে এবং জাতীয়ভাবকে সুদৃঢ় করে তুলেছে। রাজা পঞ্চম হেনরি ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে আজ্যাঁকুরের যুদ্ধে (Battle of Agincourt) ফ্রান্সকে হারিয়ে দিয়ে দেশের সিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু তাঁর পুত্র ষষ্ঠ হেনরি ছিলেন অপদার্থ। সামন্ত ও সভাসদেরা যা বলতেন তিনি তাই শুনে চলতেন। অল্পদিনের মধ্যেই জোয়ান অব্‌ আর্কের নেতৃত্বে ফরাসীরা তাদের হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করল। ১৪৫০

খ্রীষ্টাব্দে জ্যাক্ কেড্ (Jack Cade) রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। সে বিদ্রোহ দমিত হল। তার পরেই রাজনৈতিক প্রভুত্ব লাভের জন্য বাধল তুমুল গৃহযুদ্ধ। ইয়র্ক এবং ল্যাঙ্কাস্টার বংশের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। উভয় বংশই রাজা তৃতীয় এড্ওয়ার্ডের উত্তরাধিকার দাবি করেছিলেন, তা নিয়েই ঘটেছিল কলহ ও যুদ্ধ। ১৪৫৫-১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দ, এই ত্রিশ বছর এ যুদ্ধ চলেছিল। ইতিহাসে এর নাম 'গোলাপের যুদ্ধ'।

প্রধানতঃ প্রতিভাবান্ লেখকের উদয় হয়নি বলে আর কতকটা আভ্যন্তরিক গোলযোগ ও অশান্তির জন্য এ সময়ে উচ্চাঙ্গ সাহিত্যসৃষ্টি হয়নি। এ যুগ সৃষ্টির নয়, প্রস্তুতির যুগ। এর পরেই আসে রেনেসান্স্।

কাব্য ঃ চসারের অনুসরণ ঃ

এ যুগের কাব্য প্রায়ই নিষ্প্রাণ। কবিগণ অনেকেই চসারের অনুসারী। টমাস্ অক্লিভ্ (Thomas Occleve) লিখেছিলেন 'দ্য গভর্নেল অব্ প্রিন্সেজ্' (The Governail of Princes) ; তাতে তিনি চসারের অনুসরণে সাত পংক্তির স্তবক ব্যবহার করেছেন। জন্ লিড্গেটের (John Lydgate) 'স্টোরি অব থীবস্' (Story of Thebes) কতকটা চসারের ক্যান্টারবেরি টেল্সের ধরনে লেখা। স্কটল্যাণ্ডের রাজা প্রথম জেম্সের 'King's Quair' (রাজার বই। Quair = Quire = বই) হৃদয়গ্রাহী প্রেমের কাব্য। উইলিয়ম ডান্বারের 'দ্য থিস্ল অ্যাণ্ড দ্য রোজ' (The Thistle and the Rose, অর্থাৎ কাঁটাগাছ ও গোলাপ) সুন্দর রূপক-কাব্য। অন্যান্য কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রবার্ট হেন্রিসন (Robert Henryson) এবং গাভিন্ ডগলাস (Gavin Douglas)।

গাথা ঃ

এই সময়ে বহু ব্যালাড্ (Ballad) রচিত হয়েছিল। ব্যালাড্ হল এক ধরনের লোক-গাথা বা গ্রাম্য গীতিকথা, কিংবদন্তীমূলক গল্প নিয়ে রচিত পালা-গান। তাদের রচয়িতার নাম প্রায়ই অজ্ঞাত। রচনাকালও নির্দিষ্টভাবে বলা শক্ত। তবে পঞ্চদশ শতাব্দীতে যে এ ধরনের গান খুব প্রচলিত ছিল, তা জানা যায়। রবিন হুড্, চেভি চেজ, নাট ব্রাউন মেড্ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ইংরেজী ব্যালাড্।

দু'খানি ল্যাটিন বই ঃ রেনেসান্সের পূর্বাভাস ঃ

এই সময়ে চিন্তার দিক থেকে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেছিল দু'খানি ল্যাটিন বই, একখানি ইরাস্‌মাস্ (Erasmus)-এর প্রেজ্ অব ফলি (Praise of Folly = মূর্খতার স্তুতি) [প্রকাশ ঃ ১৫০৯ খ্রীঃ], আর একখানি স্যর টমাস্ মোর-এর ইউটোপিয়া (Utopia = আদর্শ দেশ) [প্রকাশ ঃ ১৫১৬ খ্রীঃ]। পরবর্তীকালে যে নবজীবন বা রেনেসান্স এসেছিল, চিন্তার স্বাধীনতা এবং মানব-মর্যাদাবোধ (Humanism) দেখা দিয়েছিল, এ দু'খানিতে তার পূর্বাভাস মেলে। দু'খানিই বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। জ্ঞানের উদয়ে কেমন করে পাপ ও কুসংস্কার দূরীভূত হবে, ইরাস্‌মাস-এর গ্রন্থে তার বর্ণনা আছে।

স্যার টমাস্ মোর (Sir Thomas More ঃ ১৪৭৮-১৫৩৫ খ্রীঃ) কল্পনা করেছিলেন এমন একটি দেশের, যেখানে অন্যায় অবিচার অশান্তি থাকবে না ; সবাই থাকবে ভাই-ভাই হয়ে, ভোগ করবে সমান সুযোগ সুবিধা। সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার বাণী ফরাসী বিপ্লবের বহু পূর্বে তিনি শুনিয়েছিলেন। কোথায় তাঁর সে আদর্শ রাজ্য ? তিনি তার নাম দিয়েছেন The Kingdom of Nowhere (অ-কুত্র রাজ্য)। 'ইউটোপিয়া' থেকেই হয়েছে 'ইউটোপিয়ান' শব্দ, যার

অর্থ হল অসম্ভব কল্পনা দিয়ে সৃষ্ট। পরবর্তী সাহিত্যে তাঁর কাছ থেকে প্রেরণা পেয়েছেন বহু লেখক।

কবিতা সংগ্রহ ঃ

'টটেল্‌স্ মিসেলেনি' (Tottel's Miscellány) ইংরেজী কবিতার সর্বপ্রথম ছাপা সংকলন। সংকলয়িতার নাম টটেল। ১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এর প্রথম প্রকাশ। এর অর্ধেকের বেশী কবিতা স্যর টমাস্ ওয়ায়াট (Sir Thomas Wyatt, ১৫০৩-১৫৪২ খ্রীঃ) এবং আর্ল অব সারে'র (Earl of Surrey, ১৫১৭-১৫৪৭ খ্রীঃ)। ইংরেজী সাহিত্যে সনেট কবিতার প্রবর্তন এঁদের স্মরণীয় কীর্তি। ভাব-গাঢ় স্বল্পপরিসর সনেট-কবিতার জন্মভূমি ইটালি। সারে আর একটি কাব্যরীতিরও প্রবর্তক, সে হল অমিত্রাক্ষর ছন্দ। এই ছন্দে তিনি ভার্জিলের 'ঈনীড্' কাব্যের দ্বিতীয় সর্গের অনুবাদ করেন।

বাংলাসাহিত্যে এই উভয় রীতিরই প্রবর্তক মাইকেল মধুসূদন দত্ত। সনেটকে তিনি বাংলায় নাম দিয়েছেন চতুর্দশপদী কবিতা, কারণ চৌদ্দটি ছত্রে এর আয়তন সীমাবদ্ধ। ইটালীয় কবি পেত্রার্কের বন্দনা গেয়ে তিনি 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' আরম্ভ করেছেন। আর, অমিত্রাক্ষর ছন্দে তিনি পয়ারের বেড়ি খুলে দিয়েছেন, তাকে দিয়েছেন সুদৃঢ় স্বচ্ছন্দ গতি। তাঁর আয়ুষ্কাল ১৮২৪-১৮৭৩ খ্রীঃ।

গদ্য ঃ ম্যালরি ঃ

এই সময়ের শ্রেষ্ঠ ইংরেজী গদ্যগ্রন্থ স্যর টমাস্ ম্যালরির 'মর্ট্ দ্য আর্থার' (Morte d' Arthur = আর্থারের মৃত্যু)। ম্যালরি একজন 'নাইট' (Knight = বীর সৈনিক) ছিলেন এবং ১৪৭০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর গ্রন্থ শেষ করেছিলেন, এর বেশী তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায়নি। রাজা আর্থার সংক্রান্ত কাহিনীগুলিকে তিনি নিপুণভাবে সুসংবদ্ধ করেছিলেন। যুদ্ধবিগ্রহ বীরত্ব ও মহত্ত্বের অনেক উজ্জ্বল চিত্র তাঁর গ্রন্থে ফুটে উঠেছে। নৈতিক আদর্শও তিনি

তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর বর্ণনাভঙ্গী মনোহর, ভাষা সরল, কবিত্বপূর্ণ। টেনিসন্, সুইনবার্ন, ম্যাথু আর্নল্ড, মরিস প্রভৃতি কবিগণ আর্থার-কাহিনী রচনায় ম্যালরির এই বই থেকে প্রেরণা পেয়েছেন।

ক্যাক্সটন : 'ছাপাখানা'র জন্ম :

এই সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছাপাখানার আবির্ভাব। উইলিয়ম ক্যাক্সটন (William Caxton, ১৪২১-১৪৯১ খ্রীঃ) মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কর্তা। ভালো ভালো অনেক বই তিনি মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করেছিলেন। তা ছাড়া ফরাসী থেকে কিছু বই স্বয়ং অনুবাদ করেছিলেন।

রোজার অ্যাস্কাম :

রোজার অ্যাস্কাম (Roger Ascham, ১৫১৫-১৫৬৮ খ্রীঃ) পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর 'টক্সোফিলাস' (Toxophilus) ধনুর্বিদ্যা বিষয়ক পুস্তক। এই বিদ্যার প্রতি তাঁর প্রবল অনুরাগ ছিল। তিনি মনে করতেন, এই বিদ্যার চর্চায় দেশের শারীরিক এবং নৈতিক স্বাস্থ্য উন্নত হবে। দেশবাসীর অবহেলার ফলে ইংরেজী ভাষা অনুন্নত, উচ্চভাব প্রকাশের জন্য ল্যাটিন বা গ্রীক ভাষার শরণাপন্ন হতে হয়, এ জন্য তিনি দুঃখ করেছেন।

টিণ্ডেল :

উইলিয়ম টিণ্ডেল (William Tyndale, ১৪৮৪-১৫৩৬ খ্রীঃ) স্বচ্ছ সাবলীল ইংরেজীতে বাইব্‌লের 'নিউ টেস্টামেন্ট' (New Testament = নব-বিধান) অনুবাদ করেন। তিনি বহু ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর অনুবাদ প্রকাশে প্রথমে বাধা দেখা দিয়েছিল। রাজা অষ্টম হেনরি ছিলেন গোঁড়া রক্ষণশীল। তিনি এবং তাঁর সমর্থকেরা 'ভাষা'য় শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশ অন্যায় বলে মনে করতেন। সেজন্য টিণ্ডেলের অনুবাদ প্রথম প্রকাশিত হয় ফ্রান্সে, পরে ইংলণ্ডে তার প্রচার হয়।

৭

পঞ্চম যুগ ঃ রেনেসান্স ঃ এলিজাবেথের যুগ (১৫৫০-১৬২০ খ্রীঃ)

ঐতিহাসিক পটভূমি ঃ

এলিজাবেথের সিংহাসনারোহণের পর দেশে শৃঙ্খলা ফিরে এল। তাঁর সুশাসনে জাতি নানাদিকে উন্নতিপথে অগ্রসর হতে লাগলো। তিনি ইংলণ্ডকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসতেন তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর স্বভাবে একদিকে যেমন চপলতা ছিল, অন্যদিকে তেমনি দৃঢ়তা ছিল।

এই যুগকেই আমরা রেনেসান্স বা নবজীবন-যুগ বলি। দীর্ঘদিনের ঝড় বৃষ্টির পর যেন ইংলণ্ডের আকাশে নূতন সূর্যোদয় হল। দু'জন বড় কবির অভ্যুদয় এই যুগে ঃ স্পেন্সার ও শেক্স্পিয়র।

এলিজাবেথের রাজত্বকাল পঁয়তাল্লিশ বৎসর ব্যাপী—১৫৫৮-১৬০৩ খ্রীঃ। ধর্মসংক্রান্ত বিবাদ-বিরোধের নিষ্পত্তি করে তিনি জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেন। সাহিত্যে, শিল্পে, বাণিজ্যে, সামরিক শক্তিতে সর্বক্ষেত্রেই ইংলণ্ড এসময়ে গৌরব অর্জন করে। ড্রেক প্রভৃতি দুঃসাহসী নাবিকগণ ইংলণ্ডবাসীর মনে নূতন উদ্দীপনা সঞ্চার করেন। স্পেন নৌযুদ্ধে ইংলণ্ডের নিকট পরাজিত হয় এবং তার বিশাল রণতরী আর্মাডা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ভারতে এই সময়েই ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাণিজ্য শুরু করে, তা থেকেই এখানে পরে ইংরেজসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়েছিল। জনসাধারণের আর্থিক সচ্ছলতার সঙ্গে সর্বত্র শান্তি এবং সন্তোষ দেখা দেয়। নাবিকগণের নবনব সমুদ্রযাত্রা এবং ভ্রমণকারীদের বিচিত্র পর্যটন কাহিনী দেশবাসীর

মনে নূতন দেশ ও নূতন যুগের কল্পনা জাগায়। জাতির এই নূতন উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রতিফলিত হয় সমসাময়িক সাহিত্যে।

রোমের পতনের পর বিগত সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে পণ্ডিতগণ প্রাচীন পুঁথিপত্র সযত্নে রক্ষা করে আসছিলেন। পঞ্চদশ শতকে যখন কনস্টান্টিনোপল্ তুর্কীদের হাতে যায়, তখন ঐ পণ্ডিতরা পুঁথিপত্র নিয়ে ইউরোপের নানান্ দেশে ছড়িয়ে পড়েন। তখন থেকে ইউরোপে রেনেসান্স বা নবজীবনের চাঞ্চল্য লক্ষ্য করি—প্রথমে, ইটালিতে ও জার্মানিতে: ইটালিতে শিল্পকলার ক্ষেত্রে, জার্মানিতে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চেতনায়। পুরাতন ও নূতনের সম্মিলনে এই নবজাগরণ: একদিকে প্রাচীন সাহিত্যের চর্চা, অন্যদিকে নূতন নূতন দেশের আবিষ্কার নূতন চিন্তার ও নূতন কল্পনার পথ খুলে দিল। ইংলণ্ডে এর উন্মেষ পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধে।

কাব্য: এড্মণ্ড স্পেন্সার (১৫৫২-১৫৯৯ খ্রীঃ)

লণ্ডনে দরিদ্র ঘরে তাঁর জন্ম, শিক্ষা লণ্ডনে এবং কেম্ব্রিজে। দুঃখ-কষ্টের মধ্যে থেকেও তিনি বিদ্যার্জনে অবহিত ছিলেন। প্রাচীনভাষায় এবং ইটালীয় সাহিত্যে তিনি ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। অতঃপর কার্যোপলক্ষে তাঁকে অনেকদিন আয়ারল্যাণ্ডে কাটাতে হয়েছিল। সেখানে জনসাধারণের আচরণ তাঁর ভাল লাগেনি, কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং পুরাকাহিনী তাঁকে মুগ্ধ করেছিল।

চসারকে তিনি সাহিত্যগুরু বলে স্বীকার করেছেন, কিন্তু তাঁর কাব্যের প্রকৃতি 'ক্যাণ্টারবেরি টেল্স্' থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। 'ক্যাণ্টারবেরি টেল্স্'-এ বাস্তব জীবনের ছবি, স্পেন্সারের কাব্যে কল্পনার সৌন্দর্য। 'ফেয়ারি কুঈন' (Faerie Queene = পরী-রানী) তাঁর প্রধান কাব্য। বারো খণ্ডে এ কাব্য সম্পূর্ণ করবেন, এই তাঁর পরিকল্পনা ছিল; কিন্তু সাত খণ্ড মাত্র তিনি লিখে গিয়েছেন, তাও সপ্তম খণ্ড অসম্পূর্ণ। এর কাহিনী হচ্ছে এইঃ পরীরানী বারোদিনব্যাপী

উৎসব করছেন। কাব্যের নায়ক সেখানে উপস্থিত। প্রতিদিন কেউ না কেউ অভিযোগ নিয়ে আসছেন এবং কোনও বীর যাত্রা করেছেন তাঁর উদ্ধারের জন্য। এই বীরেরা প্রত্যেকে কোন একটি সদ্‌গুণের আধার বা প্রতীক : কেউ পবিত্রতার, কেউ সংযমের, কেউ নিষ্ঠার, কেউ বন্ধুত্বের। কাব্যখানি রূপক। নৈতিক আদর্শ ঘোষণা করা কবির অন্যতম উদ্দেশ্য। প্রথম গল্পে শ্রীমতী উনার (**Lady Una**) মা-বাবাকে ড্রাগনের হাত থেকে উদ্ধার করতে গেছেন রেড্-ক্রস্-নাইট। বুঝতে পারি, এই 'নাইট' হচ্ছেন ধর্মের প্রতিনিধি, পাপ-রূপী ড্রাগন বা রাক্ষসের হাত থেকে মানুষকে উদ্ধার করা তাঁর কাজ। দ্বিতীয় গল্পে স্যর গায়ন মিতাচার বা সংযমের প্রতীক। তৃতীয় গল্পে ব্রিটোমার্টিস্-এর আখ্যানে নিষ্ঠা বা সতীত্বের মহিমা কীর্তিত হয়েছে। প্রতি গল্পই উপদেশমূলক, প্রত্যেকটিতেই কবির নীতিপ্রচারের আগ্রহ। অথচ, কবি স্বভাবতঃ সৌন্দর্যরসিক। একটি কোমল কল্পনা তাঁর কাব্যকে ঘিরে আছে। তাই কীট্‌স্‌কে মুগ্ধ করেছিল। শেক্‌স্পিয়রের রচনায় জীবনের ঘাতপ্রতিঘাত, স্পেন্সারের রচনায় শান্ত মাধুর্য। বিচিত্র দৃশ্যের বর্ণনায় তাঁর অসামান্য নৈপুণ্য। ছন্দ ও শব্দ প্রয়োগে তাঁর অসামান্য দক্ষতা। তিনি যে নয় পংক্তির স্তবক প্রবর্তন করেছিলেন তা 'স্পেন্‌সেরীয় স্ট্যাঞ্জা' নামে খ্যাত। তার শেষ পংক্তি ছয় পর্বের, বাকী সব পাঁচ পর্বের। মিলের বিন্যাস কখ কখ খগখগগ। [বাংলা-সাহিত্যে মোহিতলাল মজুমদার এই ছন্দের অনুসরণ করেছেন তাঁর 'পান্থ' কবিতায়।]

তাঁর অপরাপর গ্রন্থের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুপরিচিত 'শেফার্ড্‌স্ ক্যালেণ্ডার' (Shepherd's Calender = রাখালের দিনপঞ্জী)। এতে পল্লীজীবনের রূপ ফুটে উঠেছে।

অন্য ধরনের কবিতাও তিনি লিখেছেন : 'মাদার হাবার্ড্‌স্ টেল্' (Mother Hubbard's Tale)) বিদ্রূপ-কাব্য ; 'অ্যাস্ট্রোফেল'— স্যর ফিলিপ সিড্‌নির মৃত্যু সম্বন্ধে 'অ্যালেগরি' বা রূপক-কাব্য।

এই সময়ের অন্য কবিদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে ; যথা ঃ

(১) স্যর ফিলিপ সিড্‌নি (১৫৫৪-১৫৮৬ খ্রীঃ)

'অ্যাস্ট্রোফেল অ্যাণ্ড স্টেলা' (Astrophel and Stella) তাঁর প্রেমপাত্রী লেডি পেনেলোপি দেভেরোজের উদ্দেশে রচিত কয়েকটি সুন্দর সনেট ও গানের সমষ্টি। গদ্যসাহিত্যেও তিনি উল্লেখযোগ্য রচনা রেখে গেছেন ঃ 'অ্যাপলজি ফর্‌ পোয়েট্রি' (Apology for Poetry অর্থাৎ কাব্যপ্রশস্তি)। 'আর্কেডিয়া' (Arcadia) কবিত্বপূর্ণ গদ্যে রচিত সুন্দর কাহিনী-গ্রন্থ। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ছিল বিচিত্র ও গৌরবময়। উচ্চ বংশে তাঁর জন্ম ; অসামান্য বীর, অথচ অতিশয় বিনয়ী ছিলেন তিনি ; অশ্বারোহণে তাঁর দক্ষতা ছিল অসাধারণ ; রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি ; যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুকালে নিজের তৃষ্ণা দূর না করে জলের পাত্র এগিয়ে দিয়েছিলেন অপর এক আহত সৈনিককে,—তাঁর সে মহত্ত্ব স্মরণীয় হয়ে রয়েছে ; প্রাচীন ভাষায় ও সাহিত্যে যেমন তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত, তেমনি ব্যুৎপন্ন ছিলেন সমসাময়িক কয়েকটি ইউরোপীয় ভাষায়।

(২) জর্জ চ্যাপ্‌ম্যান (১৫৫৯-১৬৩৪ খ্রীঃ)

হোমারের 'ইলিয়াড্‌' এবং 'অডিসি'র পদ্যানুবাদ তাঁর প্রধান কীর্তি। মার্লোর 'হীরো অ্যাণ্ড লীয়ণ্ডার' (Hero and Leander) তিনি সম্পূর্ণ করেছিলেন। তা ছাড়া বহু কবিতা এবং নাটকও তিনি লিখেছিলেন, সেগুলি আজ বিস্মৃতপ্রায়। [চ্যাপ্‌ম্যান-কৃত হোমারের অনুবাদ সম্পর্কে কীট্‌সের একটি বিখ্যাত কবিতা আছে।]

(৩) মাইকেল ড্রেটন (১৫৬৩-১৬৩১ খ্রীঃ)

তাঁর প্রধান গ্রন্থ 'পলিঅলবিয়ন' (Polyolbion)। এই কাব্যে ইংলণ্ডের রমনীয় প্রাকৃতিক দৃশ্যের এবং তৎসংশ্লিষ্ট বহু কাহিনীর উল্লেখ আছে।

ইংরেজী নাট্যসাহিত্য ঃ সূচনা ঃ

ইংরেজী নাটকের সূচনা হয় নর্মান্‌দের আগমনের পর। ১১১০ খ্রীষ্টাব্দে সেণ্ট ক্যাথারিনের সম্মানার্থে একখানি ল্যাটিন নাটক অভিনীত হয়েছিল। তার পূর্বে কোনও নাটক অভিনয়ের কথা জানা যায় না। অ্যাংলো-নর্মান যুগে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে যাজকেরা একশ্রেণীর নাটক অভিনয় করতেন, তার কতকগুলি হ'ত বাইব্‌লের কাহিনী নিয়ে, কতকগুলি সাধুসন্তদের অলৌকিক কীর্তিকলাপের কথা নিয়ে। প্রথমোক্তগুলিকে বলা হত 'মিস্ট্রি-প্লে' (Mystery Play) অর্থাৎ রহস্য-নাটক, আর দ্বিতীয়োক্তগুলিকে 'মিরাক্‌ল্ প্লে' (Miracle Play) অর্থাৎ অলৌকিক ঘটনার নাটক।

এর পর আসে 'মরালিটি প্লে' (Morality Play) বা নীতি-নাটক। নৈতিক আদর্শ প্রচার ছিল এর উদ্দেশ্য। এগুলি বাইব্‌লের কথা কিংবা সাধুসন্তদের কাহিনী নিয়ে রচিত নয়, মানুষের প্রবৃত্তি বা গুণগুলিকেই ব্যক্তিরূপে কল্পনা করে এতে রূপক-আখ্যান রচনা করা হ'ত। অধিকাংশ নীতি-নাটকে 'শয়তান' একটি মুখ্য চরিত্র আর 'পাপ' তাকে প্রহার এবং 'পুণ্য'কে নানাভাবে নাস্তানাবুদ করে কৌতুক-রস পরিবেশন করত। নীতি-নাটকেরই অনুষঙ্গরূপে দেখা দিয়েছিল 'ইণ্টারল্যুড' (Interlude), যার সাধারণ অর্থ হল মধ্যবর্তী বা অবকাশ-পূরক ; প্রকৃতপক্ষে এ-ও এক ধরনের নীতি-নাটক, তবে অনেকাংশে প্রহসনজাতীয়। শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্য এতে আছে, তবে তা হাস্যপরিহাসের মধ্য দিয়ে।

বিদ্যানুশীলনের যুগে ক্লাসিকাল সাহিত্যের প্রেরণায় খাঁটি নাটক রচনার চেষ্টা শুরু হয়। গ্রীক নাটকের অনুসরণ তখন বেশী হয়নি, প্রধানতঃ ল্যাটিন নাটকের অনুসরণ হয়েছিল। ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি **নিকোলাস উডল্** (Nicholas Udall) লেখেন ইংরেজীভাষায় **প্রথম কমেডি** অর্থাৎ মিলনান্ত নাটক—র‍্যাল্‌ফ্ রয়স্টার ডয়স্টার। উডল্ ছিলেন ইটনের হেডমাস্টার, ছাত্রদের

অভিনয়ের জন্য তিনি ঐ নাটক রচনা করেছিলেন। নাটকখানি সমিল পদ্যে রচিত; একটি প্রেমকাহিনী নিয়ে এতে কৌতুক করা হয়েছে। প্রথম ট্র্যাজেডি অর্থাৎ শোকনাট্য বা বিয়োগান্ত নাটকের রচয়িতা টমাস্ স্যাক্‌ভিল্ (Thomas Sackville), পরে লর্ড বাক্‌হার্স্ট (Lord Buckhurst) নামে পরিচিত এবং টমাস নর্টন (Thomas Norton)। তাঁদের মিলিত চেষ্টায় যে নাটক রচিত হয়েছিল, তার নাম 'গর্বোডাক্' (Gorboduc) বা 'ফেরেক্স অ্যাণ্ড পরেক্স' Ferrex and Porrex)। এতেই ইংরেজীভাষায় প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের (Blank Verse) ব্যবহার হয়েছিল। ১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দে এই নাটক প্রথম অভিনীত হয়। এর কাহিনী মন্‌মাউথের জেওফ্রি-লিখিত 'ইংলণ্ডের রাজাদের ইতিহাস' বই থেকে নেওয়া। শেক্‌স্পিয়ারের 'কিং লীয়ার'এর গল্পের সঙ্গে এই গল্পের সাদৃশ্য আছে।

নিকোলাস্ উডলের 'র‍্যাল্‌ফ্ রয়স্টার ডয়স্টার'-এর কিছুদিন পরেই আর-একখানা কৌতুকপূর্ণ কমেডি অভিনীত হয় কেম্‌ব্রিজের ক্রাইস্টস্ কলেজে, তার নাম 'গ্যামার গার্টনস নীড্‌ল' (Gammer Gurton's Needle)। ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে নাটকখানি প্রকাশিত হয়। সম্ভবতঃ কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্. এ. উইলিয়ম স্টিভেন্‌সন ঐ নাটকের রচয়িতা। গ্যামার গার্টন নাম্নী মহিলা তাঁর সেলাই করবার ছুঁচটি হারান। ডিকন তাঁকে বোঝায় যে প্রতিবেশিনী মাদার চাট ছুঁচটি চুরি করেছেন। তা নিয়ে চেঁচামেচি, গালাগালি; গ্রামময় হুলুস্থুল পড়ে যায়। শেষে দেখা গেল ভৃত্যের পায়জামার সঙ্গে ছুঁচটি লাগানো আছে। এই হল নাটকের গল্প। হাস্যরস পরিবেশনই এর একমাত্র উদ্দেশ্য।

উডল, স্যাকভিল, নর্টন, স্টিভেনসন্ এঁরা সকলেই ছিলেন পণ্ডিত ব্যক্তি।

ল্যাটিন নাটকের বিধিবিধান নির্দেশ করে গেছেন রোমান মনীষী সেনেকা। তাঁর নির্দেশ অনুসরণের চেষ্টা করেছেন।

এলিজাবেথীয় যুগের একদল নাট্যকারঃ লিলি, কিড, পীল্, লজ্, গ্রীন, মার্লো, ন্যাশ (Lyly, Kyd, Peele, Lodge, Greene, Marlowe, Nash) প্রভৃতি। এঁদের সাধারণ নাম ইউনিভার্সিটি উইট্স্ (University Wits) এঁরা সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য ব্যক্তি। পূর্ববর্তী ক্লাসিকপন্থী নাট্যকারদের আঙ্গিক সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলেও নাটকে প্রাণ ছিলনা। লোকপ্রিয় নাট্যকারদের রচনায় প্রাণ থাকলেও গঠন-সৌষ্ঠব ছিল না। 'ইউনিভার্সিটি উইট্'-রা তাঁদের নাটকে গঠন-সৌষ্ঠব রক্ষা ক'রে প্রাণ সঞ্চার করতে চেষ্টা করেছিলেন। শেকস্পিয়ারও এঁদের দ্বারা প্রভাবিত।

পরবর্তী রোমান্টিক ধারার নাট্যকারেরা—শেকস্পিয়ার প্রভৃতি—ক্লাসিকাল নাটকের বিধিবিধান, বিশেষতঃ "তিনটি ঐক্যসূত্র"—অর্থাৎ নাটকে স্থান, কাল, ঘটনার ঐক্য বজায় রাখবার নিয়ম—মেনে চলেননি। ল্যাটিন নাটকের নিয়ম—ঘটনার কাল একটি দিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, স্থানও থাকবে নির্দিষ্ট এবং মূল আখ্যান ছাড়া তাতে অন্য কোনও উপকাহিনী বর্ণিত হবে না। উক্ত লেখকেরা এ বিধানকে অস্বাভাবিক মনে করে তাকে লঙ্ঘন করেছেন। জীবনের ও ঘটনার স্বাভাবিক বিকাশ দেখাতে হলে গল্পকে যেভাবে সাজানো দরকার, চরিত্রাবলী যে-ভাবে উপস্থিত করা দরকার, এঁরা তাই করেছেন।

জন লিলি ঃ (John Lily : ১৫৫৪-১৬০৬ খ্রীঃ)

শেক্স্পিয়ারের পূর্ববর্তী শক্তিমান নাট্যকারদের অন্যতম। 'ক্যাম্পাস্পি', 'এন্ডিমিয়ন' এবং 'গ্যালেথিয়া' (Campaspe, Endymion, Gallathea) তাঁর প্রধান তিনখানি নাটক। ঘটনা বা চরিত্র তাঁর নাটকের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ নয়, ভাষাবিন্যাসেই তাঁর সর্বাধিক কৃতিত্ব। ইংরেজী নাটকের স্থূল রসিকতাকে তিনি মার্জিত কৌতুকে পরিণত করেছেন, তাতে বুদ্ধির ও বৈদগ্ধ্যের দীপ্তি এনেছেন। পাত্রপাত্রীদের কথাবার্তায় শ্লেষ, যমক, অনুপ্রাস প্রভৃতি অলঙ্কার

ক্ষণেক্ষণে চমক লাগিয়ে দেয়। তাদের আচরণও সভ্যভব্য। উচ্চ-শ্রেণীর জীবনচিত্রের পাশাপাশি গ্রাম্যজনের হাস্যকর কথাবার্তা ও কাণ্ডকারখানার বর্ণনা শেকস্পিরীয় কমেডির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। শেকস্পিয়র যে লিলির রচনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর বাগ্‌বৈদগ্ধ্য হয়তো নাটকের পক্ষে সর্বত্র স্বাভাবিক নয়, তবু ইংরেজী নাটককে তিনি উঁচু স্থরে বেঁধে দিতে চেষ্টা করেছিলেন, এজন্য তিনি স্মরণীয়। তাঁর প্রসিদ্ধতম রচনা নাটক নয়, গদ্য আখ্যান 'ইউফিউস, দ্য অ্যানাটমি অব্ উইট্' (Euphues, the Anatomy of Wit)। এই গ্রন্থের ভাষা-কৌশলের জন্যই অতিমার্জিত জটিল আলঙ্কারিক রচনাভঙ্গীর নাম হয়েছে 'ইউফিউইজম্' (Euphuism)। উপন্যাস-প্রসঙ্গে আমরা এ গ্রন্থ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করব।

টমাস কিড : (Thomas Kyd : ১৫৫৪-১৫৯৪ খ্রীঃ)

রোমাঞ্চকর, ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ ঘটনার সাহায্যে নাটককে চিত্তাকর্ষক করে তুলতে চেয়েছিলেন কিড্। 'স্প্যানিশ ট্রাজেডি' (Spanish Tragedy) তাঁর রচনা। এখানিকে রোমান্টিক মেলোড্রামা অর্থাৎ কল্পনাপ্রধান ভাবাতিশয্যপূর্ণ নাটক বলা হয়ে থাকে।

জর্জ পীল্ : (George Peele : ১৫৫৮-১৫৯৮ খ্রীঃ)

এঁর রচনা কবিত্বপূর্ণ।' অ্যারেন্‌মেণ্ট অব প্যারিস্ (Arraignment of Paris) 'ডেভিড্ অ্যাণ্ড বেথসেবা' (David and Bethseba) 'দ্য ব্যাট্‌ল অব্ আলকাজার' (The Battle of Alcazar—আলকাজারের যুদ্ধ), কিং এডওয়ার্ড দ্য ফার্স্ট (King Edward the First), ওল্ড ওআইভ্‌স্ টেল' (Old Wives' Tale) এঁর রচিত নাটক।

রবার্ট গ্রীন্ : (Robert Greene : ১৫৬০-১৫৯২ খ্রীঃ)

ইংলণ্ডের পল্লীজীবন নিয়ে দু'খানি রোমান্টিক কমেডি

লিখেছিলেন : 'ফ্রায়ার বেকন অ্যাণ্ড ফ্রায়ার বাঙ্গে' (Friar Bacon and Friar Bungay) এবং 'জেম্‌স্ দি ফোর্থ' (James IV)। বাস্তবতা ও কল্পনার মিলনে তাঁর নাটক উপভোগ্য।

টমাস্ লজ : (Thomas Lodge : ১৫৫৮-১৬২৫ খ্রীঃ)

টমাস্ লজের একখানি নাটক 'দি উণ্ডস্ অব সিভিল্ ওয়র' (The Wounds of Civil War)। আর একখানি তিনি রচনা করেছিলেন গ্রীনের সঙ্গে একত্রে—'এ লুকিং গ্লাস্ ফর্ লণ্ডন্ অ্যাণ্ড ইংল্যাণ্ড' (A Looking Glass for London and England)।

টমাস ন্যাশ : (Thomas Nash : ১৫৬৭-১৬০১ খ্রীঃ)

টমাস ন্যাশ সমসাময়িক লেখকদের সঙ্গে নাট্য প্রচেষ্টায় যোগ দিয়েছিলেন।

ক্রিস্টোফার মার্লো : (Christopher Marlowe : ১৫৬৪-১৫৯৩ খ্রীঃ)

শেক্‌স্পিয়রের পূর্ববর্তী শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ক্রিস্টোফার মার্লো। শেক্‌স্পিয়রের সঙ্গে একই বছরে, তাঁর কয়েকমাস পূর্বে, মার্লোর জন্ম। তাঁর পিতা ছিলেন মুচি। জনৈক সহৃদয় ব্যক্তির অনুগ্রহে তিনি কেম্‌ব্রিজে পড়াশুনো করার সুযোগ পেয়েছিলেন। রেনেসান্সের অর্থাৎ জাতীয় নবজীবনের স্পন্দন তিনিও অনুভব করেছিলেন। তাঁর 'ফস্টাস্' (Faustus) নাটকে জ্ঞানাকাঙ্ক্ষীর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। তিনি যে প্রতিভাবান্ ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু তাঁর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয়নি। মাত্র উনত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু ঘটে। জীবনে তিনি ছিলেন ভাবপ্রবণ, উচ্ছৃঙ্খল। 'ট্যাম্বারলেন দি গ্রেট' (Tamberlain the Great), 'ডক্টর ফস্টাস্' (Dr. Faustus), 'দ্য জু অব মল্টা' (The Jew of Malta) এবং 'এডওয়ার্ড দ্য সেকেণ্ড' (Edward II) তাঁর প্রসিদ্ধ চারখানি নাটক।

স্পেনীয় এক লেখকের রচিত তৈমুরলঙ্গের জীবনীর অনুবাদ পড়ে তিনি তাঁর 'ট্যাম্বারলেন' নাটকের বিষয় নির্বাচন করেন। তাঁর

কল্পনাশক্তি ছিল তীক্ষ্ণ সচেতন। নাটকের এই অভিনব বিষয় নির্বাচনেও তার পরিচয় মেলে। মধ্যযুগের ইতিহাসে এই তাতার যোদ্ধা এক অদ্ভুতকর্মা অসমসাহসী নিষ্ঠুর বীর। সামান্য এক মেষপালক থেকে তিনি হয়ে পড়েন পৃথিবীর বিস্ময় ও আতঙ্ক। পারস্য জয় করে সমগ্র প্রাচ্যভূমির উপর দিয়ে তিনি তাঁর ঝটিকা-বাহিনী নিয়ে ছুটে গিয়েছেন। বন্দী রাজাদের দিয়ে তিনি তাঁর রথ টানিয়েছেন। ক্ষমতা-গর্বে অন্ধ হয়ে দেব-শক্তির বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। কিন্তু লক্ষ লক্ষ সেনার অধিনায়ক এই বিদ্রোহী অবশেষে ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে প্রাণ হারালেন রণক্ষেত্রেই। উন্মত্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষার শেষ পরিণতি দেখা দিল শোচনীয়রূপে। দুঃসাহসী দুর্ধর্ষ এই জীবনের কাহিনী মুগ্ধ করেছিল সেদিনের ইংলণ্ডবাসীকে।

তাঁর প্রায় সব নাটকই একটি অসামান্য ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে। তাতে দেখানো হয়েছে ক্ষমতা-লোভের পরিণাম। এই এককেন্দ্রিক শোক-নাট্য (one man tragedy) মার্লোর বিশিষ্ট সৃষ্টি। 'ফস্টাস্' তাঁর দ্বিতীয় নাটক। জার্মান কাহিনী থেকে তিনি এর বিষয়বস্তু সংগ্রহ করেন। স্মরণীয়, এই কাহিনী নিয়েই পরবর্তীকালে জার্মান কবি গ্যেটে তাঁর বিশ্ববিখ্যাত কাব্য 'ফাউস্ট' (Faust) রচনা করেন। ডক্‌টর ফস্টাস্ ছিলেন জ্ঞানান্বেষী। বহু শাস্ত্র অধ্যয়নের পর তাঁর যাদুবিদ্যা শেখবার আগ্রহ জন্মে। তার জন্য তিনি শয়তানের কাছে আত্মবিক্রয় করেন। কথা থাকে যে চব্বিশ বছর তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হবেন। তাঁর অশান্তি ও অন্তর্দাহের চিত্র শেষ দৃশ্যসমূহে মর্ম-স্পর্শী হয়ে ফুটে উঠেছে। ধন মান জ্ঞান কিছুই মানুষকে শান্তি দিতে পারে না, আত্মশুদ্ধিই প্রকৃত শান্তির পথ, ফস্টাস্-কাহিনীর এই সারমর্ম।

'জু অব্ মল্টা'র কাহিনী হল : সুদখোর ইহুদী 'বারাব্বাস' (Barabas) খ্রীষ্টানদের কাছে অপদস্থ হয়েছিলেন, তার প্রতিশোধ নেবার জন্য তিনি কৃতসংকল্প হন এবং নানা কুটিল উপায় অবলম্বন করেন। অবশেষে একদিন শত্রুর জন্য রক্ষিত তপ্তকটাহে পড়ে তিনি

মারা যান। এ গল্প শেক্‌স্পিয়রের 'মার্চেন্ট অব ভেনিস্'-এর শাইলককে স্মরণ করিয়ে দেয়।

'এডওয়ার্ড দ্য সেকেণ্ড' ঐতিহাসিক নাটক। মার্লোর অন্যান্য নাটকে যে গীতিকবিতাসুলভ উচ্ছ্বাস দৃষ্ট হয়, এ নাটকে তা অনেকটা সংযত। অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগও এখানে নিপুণতর। বয়স্য-পরিবৃত দুর্বলচিত্ত রাজা, রাণী ইসাবেলার এবং অনুগ্রহভাজন বয়স্যদের চক্রান্তে নিহত হন, এই হল নাটকের আখ্যান।

শেক্‌স্পিয়রের পূর্ববর্তী নাট্যকারদের মধ্যে একমাত্র তিনিই তাঁর কতকটা কাছাকাছি যেতে পেরেছেন। কল্পনার বিস্তারে, বিষয়ের বৈচিত্র্যে, বহুবিধ চরিত্রসৃষ্টির ক্ষমতায় এবং নাট্যবিন্যাস-কৌশলে, অবশ্য শেক্‌স্পিয়রের সঙ্গে কারও তুলনা হয় না। তবু মার্লোর কৃতিত্ব—তিনি নাটককে সাহিত্যের উচ্চস্তরে পৌঁছে দিয়েছেন, তাতে বলিষ্ঠ চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, অমিত্রাক্ষর ছন্দকে নাটকের উপযোগী রূপ দিয়ে গিয়েছেন। শেক্‌স্পিয়র কোন কোন নাটকের ভাব ও রীতির জন্য তাঁর কাছে ঋণী। মিল্‌টনের 'প্যারাডাইজ লস্ট' কাব্যের শয়তান তাঁর 'ফস্টাস্' নাটকের শয়তান মেফিস্টোফেলিসের কথা মনে এনে দেয়। বায়রনের উদ্দামতা অনেকটা তাঁর অনুরূপ। শেলীর উচ্ছ্বাসপ্রবণতার সঙ্গেও তাঁর সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়।

উইলিয়ম শেক্‌স্পিয়র (William Shakespeare)
(১৫৬৪-১৬১৬ খ্রীঃ):

এভন নদীর তীরে স্ট্রাট্‌ফোর্ডে (Stratford-on-Avon) ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা জন্ শেক্‌স্পিয়র ছিলেন ব্যবসায়ী। স্ট্রাট্‌ফোর্ড প্রকৃতির সুন্দর লীলানিকেতন। আর তার কাছেই আর্ডেনের বন, ওয়ারউইক ও কেনিলওয়ার্থের দুর্গ, প্রাচীন রোমানদের যুদ্ধশিবিরের স্মৃতিচিহ্ন। এ সকল বোধহয়

বালক কবির কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করেছিল। 'গ্রামার স্কুলে' তাঁর বাল্যশিক্ষা সমাপ্ত হয়। সেখানে তিনি প্রধানতঃ ল্যাটিন আর অঙ্ক শিখেছিলেন। সংসারের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ায় চৌদ্দ বছর বয়সে তাঁকে স্কুল ছেড়ে কাজকর্মের সন্ধানে বেরুতে হয়। কি কাজ তিনি করেছিলেন, তার সঠিক্ বিবরণ পাওয়া যায় না। ১৮ বছর বয়সে তিনি অ্যান্ হ্যাথাওয়েকে বিয়ে করেন। অ্যান্ তাঁর চেয়ে প্রায় আট বছরের বড়। ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লণ্ডনে যান। সেখানে তখন রঙ্গালয়ের খুব জনপ্রিয়তা। শেক্স্পিয়র এই রঙ্গালয়ের সংস্পর্শে আসেন এবং প্রথমে অভিনেতারূপে পরে নাট্যকার-রূপে খ্যাতি অর্জন করেন। প্রায় তিরিশ বৎসর তিনি লণ্ডনে ছিলেন। ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে স্ট্রাট্‌ফোর্ডে নূতন বাড়ি কিনে সেখানে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। তাঁর চরিতকারেরা বলেন, কবি বলে তিনি নিতান্ত স্বপ্নচারী ছিলেন না, বাস্তব সংসার সম্বন্ধে তাঁর প্রখর জ্ঞান এবং প্রভূত অভিজ্ঞতা ছিল।

নাটক ছাড়া তিনি যে সব কবিতা লিখেছিলেন, তার মধ্যে আছে দু'খানি আখ্যানকাব্য—'ভেনাস্ অ্যাণ্ড্ অ্যাডোনিস্' (Venus and Adonis) এবং 'লুক্রিস' (Lucrece),আর ১৫৪টি সনেট। কতকগুলি সনেট তাঁর কোনও বন্ধুর উদ্দেশে, আর কতকগুলি প্রেম-কবিতা কোনও নারীর উদ্দেশে।

নাটকগুলিকে সমালোচকেরা চা'র পর্বে ভাগ করে থাকেন ঃ

(১) ১৫৮৭-১৫৯৫ খ্রীঃ ঃ প্রথম পরীক্ষার যুগ। 'লভ্স্ লেবার্স্ লস্ট' (Love's Labour's Lost), 'টু জেণ্ট্‌ল্‌মেন অব ভেরোনা (Two Gentlemen of Verona), 'রিচার্ড দ্য থার্ড' (Richard III) এই যুগের রচনা।

(২) ১৫৯৫-১৬০০ খ্রীঃ ঃ এই পাঁচ বছরে তাঁর রচনাশক্তির দ্রুত বিকাশ হয়েছে। 'মার্চ্যাণ্ট অব্ ভেনিস্' (Merchant of Venice), 'মিড্‌সামার নাইট্‌স্ ড্রীম' (Midsummer Night's Dream),

'অ্যাজ্ ইউ লাইক্ ইট্' (As You Like It) এবং 'হেন্রি দ্য ফোর্থ' (Henry IV) এই সময়ে লেখা।

(৩) ১৬০০-১৬০৭ খ্রীঃ: এই সময়ে প্রতিভার পূর্ণবিকাশ লক্ষিত হয়েছে; তবে সব লেখাতেই বেজেছে দুঃখের সুর। টুয়েলফ্থ্ নাইট (Twelfth Night), হ্যামলেট (Hamlet), কিং লীয়র (King Lear), ম্যাকবেথ্ (Macbeth), ওথেলো (Othello)—এই চারখানি প্রধান ট্র্যাজেডি; এবং জুলিয়স্ সীজর (Julius Caesar)—এই সাত বছরের মধ্যে লিখিত হয়েছিল। সনেটসমূহও এই সময়ে রচিত।

(৪) ১৬০৭-১৬১২ খ্রীঃ: রচনায় পরিণত প্রতিভার নিদর্শন এ যুগেও পরিস্ফুট। দুঃখের তীব্রতা যেন প্রশমিত। শিল্পীহৃদয়ের প্রশান্তি কবি ফিরে পেয়েছেন। এই পর্বের প্রধান প্রধান নাটক 'দ্য উইন্টার্স্ টেল' (The Winter's Tale), 'দ্য টেম্পেস্ট' (The Tempest), 'কোরিওলেনাস্' (Coriolanus) 'হেনরি দ্য এটথ্' (Hynry VIII)। শেষোক্ত গ্রন্থ অসম্পূর্ণ।

নাটকের উপাদান:

শেক্স্পিয়র তাঁর নাটকের উপকরণ নিয়েছেন নানাস্থান থেকে। কখনও ইতিহাস, কখনও লোক-কাহিনী তাঁকে দিয়েছে প্রেরণা। সম্পূর্ণ স্বকপোলকল্পিত কাহিনী নিয়ে রচিত নাটক তাঁর বেশী নেই। ইতিহাস বা লোক-কাহিনীর ক্ষেত্রে তাঁর প্রধান অবলম্বন 'হলিন্শেডের ক্রনিক্ল' (Holinshed's Chronicle) এবং 'প্লুটার্কের লাইভস্' (Plutarch's Lives)। নিছক গল্পের বেলায় তিনি অনেক নাটকের উপাদান নিয়েছেন ইটালীয় কল্পকথা বা রোমান্স থেকে।

শ্রেণী বিভাগ: ট্র্যাজেডি বা শোকনাট্য, কমেডি বা সুখনাট্য আর ঐতিহাসিক নাটক, কেউ কেউ এই তিন শ্রেণীতে তাঁর নাটকগুলিকে ভাগ করেন। বস্তুতঃ প্রধান ভাগ দুটি—ট্রাজেডি আর

কমেডি। মার্চ্যাণ্ট অব্ ভেনিস্, মিডসামার নাইট্স্ ড্রীম, টেম্পেস্ট, অ্যাজ্ ইউ লাইক ইট প্রভৃতি কমেডি। রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট, ম্যাকবেথ, হ্যামলেট, কিং লীয়র, ওথেলো ইত্যাদি ট্র্যাজেডি। জুলিয়াস্ সীজার, রিচার্ড দ্য থার্ড, হেনরি দ্য ফিফ্থ্, কোরিওলেনাস, অ্যাণ্টনি অ্যাণ্ড ক্লিয়োপেট্রা—এ সকল ঐতিহাসিক নাটক।

বৈশিষ্ট্য ঃ শেক্স্পিয়র ইংরেজী সাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিভা; পৃথিবীর সাহিত্যেই তাঁর সমকক্ষ প্রতিভা বিরল। জীবনের বিচিত্র ভাব ও অনুভূতি, ঐশ্বর্য ও দৈন্য, সূক্ষ্মতা ও জটিলতা রূপ নিয়েছে তাঁর নাটকে। গম্ভীর মহিমায় আর লঘু কৌতুকে তাঁর সমান নৈপুণ্য। এত বিভিন্ন ধরণের চরিত্র এমন জীবন্ত করে তুলতে আর কেউ পারেন নি। ভাষার উপর তাঁর বিস্ময়কর অধিকার। অনেকস্থলেই মনে হয়, তাঁরই হাতে ভাব সার্থকতম রূপ পেয়েছে। হয়তো দু' এক জায়গায় সাধারণ শ্রোতার মনোরঞ্জনের জন্য একটু আধটু অসঙ্গতি বা অতিরঞ্জন এনে ফেলেছেন তিনি রচনায়, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর বর্ণনা নিখুঁত। প্রায় চার শতাব্দী অতীত হল তাঁর আবির্ভাবকাল থেকে, এখনও তাঁর প্রভাব অক্ষুণ্ণ। সমাজ বদলেছে, প্রথা বদলেছে, তবু যে তাঁর নাটকের আদর কমেনি, তার কারণ, তিনি সকল মানুষের চিরন্তন ভাবগুলিকেই সুন্দর করে প্রকাশ করেছেন। সব দেশের সব যুগের মানুষ তাঁর লেখায় আপন হৃদয়ের কথা শুনতে পেয়েছে। 'হ্যাম্লেট, 'ওথেলো' 'ম্যাক্বেথ্,' কিং লীয়র', 'রোমিও অ্যাণ্ড্ জুলিয়েট,' 'অ্যাণ্টনি অ্যাণ্ড্ ক্লিয়োপেট্রা' 'জুলিয়াস্ সিজার' প্রভৃতি শোকনাট্যে তাঁর ঘটনাবিন্যাস, চরিত্র কল্পনা এবং মনোরহস্যের উদ্ঘাটন অতুলনীয়। এসব ক্ষেত্রে তিনি দেখিয়েছেন, ট্রাজেডির কারণ-রূপে আমরা যে নিয়তিকে নির্দেশ করি, তা অনেকাংশে আমাদেরই কোনো না কোনো চারিত্রিক দুর্বলতার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম।

বাংলা সাহিত্যে প্রভাব ঃ বাংলা সাহিত্যেও তাঁর প্রভাব কম নয়। বস্তুতঃ বাংলা নাটক অনেকাংশে তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত।

উনিশ শতকে 'হ্যামলেটে'র অনুসরণে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখেছিলেন 'কীর্তিবিলাস' আর হরলাল রায় রচনা করেছিলেন 'রুদ্রপাল'। হরচন্দ্র ঘোষ 'ভানুমতী চিত্তবিলাসে'র গল্প নিয়েছিলেন 'মার্চ্যাণ্ট অব্ ভেনিস্' থেকে। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সুশীলা বীরসিংহে'র অবলম্বন 'সিম্বেলীন' (Cymbelene)। গিরিশচন্দ্র ঘোষ অনুবাদ করেছিলেন 'ম্যাকবেথ'এর। রবীন্দ্রনাথও বাল্যবয়সে এই নাটকের অংশবিশেষ অনুবাদ করেছিলেন। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রোমিও জুলিয়েট' ঐ নামের নাটকের এবং 'নলিনীবসন্ত' 'টেম্পেস্ট'-এর অনুবাদ। পরবর্তীকালে শেক্স্পিয়রের বহু নাটকেরই অনুবাদ হয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 'কমেডি অব্ এরর্সে'র কাহিনী নাম-ধাম বদলে বর্ণনা করেছিলেন 'ভ্রান্তিবিলাস' গ্রন্থে। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী'র রেবতী চরিত্রে লেডি ম্যাকবেথের ছায়া পড়েছে, মনে হয়। শেক্স্পিয়রের মৃত্যুর পর তিনশ বৎসর পূর্তিতে রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছিলেন 'বলাকা'র একটি কবিতায়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'শাজাহান' নাটকে কিছু পরিমাণে কিং লিয়র এবং ম্যাকবেথের প্রভাব আছে। তাঁর অন্যান্য নাটকেও চরিত্র-চিত্রণে ও ভাষাভঙ্গীতে শেক্স্পিয়রের প্রভাব লক্ষিত হয়। তা ছাড়া এই পাশ্চাত্ত্য মহাকবির সাহিত্যকীর্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন বাঙালী সাহিত্যিক আলোচনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'শকুন্তলা, মিরান্দা ও দেস্‌দিমোনা' এবং রবীন্দ্রনাথের 'শকুন্তলা'—যাতে 'টেম্পেস্ট'-এর সঙ্গে 'শকুন্তলা' নাটকের তুলনা করা হয়েছে—এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

শেক্স্পিয়রের রচনাবলী

প্রথম যুগ: (১৫৮৭-১৫৯৫)

১। **ভেনাস্ অ্যাণ্ড অ্যাডোনিস্**—কাব্য। ভেনাস্ অ্যাডোনিস্‌কে ভালবাসেন, কিন্তু তাঁর মন জয় করতে পারেন নি। প্রভাতে তাঁর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলেন, কিন্তু সেই প্রভাতেই বরাহ-শিকারে গিয়ে অ্যাডোনিস্ বরাহ দ্বারা নিহত হন।

২। **রেপ্ অব্ লুক্রিস্**—কাব্য। লুক্রেশিয়াসের সুন্দরী কন্যা লুক্রিস্। সেক্সটাস্ জোর করে তাঁকে কেড়ে নিতে চান। তিনি পিতাকে ও স্বামীকে সে কথা জানিয়ে আত্মহত্যা করেন।

৩। **টাইটাস অ্যাণ্ড্রোনিকাস**—নাটক। গথদের রাণী তামোরা আর তাঁর প্রণয়ী আরন্, রোমান সেনাপতি টাইটাসের ও তাঁর পুত্র-কন্যাদের উপর যে অত্যাচার করেছিলেন, তিনি তার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন; তাই নিয়ে এই নাটক।

৪। **হেনরি দ্য সিক্সথ, তিন খণ্ড**—নাটক। প্রথম খণ্ডে, ৬ষ্ঠ হেনরির প্রথম রাজত্বকাল; জোয়ান অব আর্কের নেতৃত্বে ফ্রান্স থেকে ইংরেজদের অপসারণের চেষ্টা; ইংরেজ-পক্ষে বীর টল্‌বট; ইয়র্ক ও ল্যাঙ্কাস্টারের বিরোধ।

২য় খণ্ডেঃ হেনরি ও মার্গারেটের বিবাহ; ইয়র্কের ষড়যন্ত্র; সেণ্ট আল্‌বান্‌সের যুদ্ধ।

৩য় খণ্ডেঃ হেনরি-কর্তৃক ডিউক অব ইয়র্ককে উত্তরাধিকার দান; পুত্র বঞ্চিত হওয়ায় মার্গারেটের বিদ্রোহ; ডিউক অব্ গ্লস্টার—রিচার্ডের হাতে ৬ষ্ঠ হেনরির মৃত্যু।

৫। **লভস্ লেবারস্ লস্ট**—নাটক। রাজা নাভার আর তাঁর তিন সভাসদ্ প্রতিজ্ঞা করেন, তিন বছর তাঁরা নারীর মুখ দেখবেন না। ফরাসী রাজকন্যা দৌত্যে এলেন। বাধ্য হয়ে রাজার দেখা করতে হল। তিনি প্রেমে পড়লেন। সভাসদেরা রাজকন্যার সহচরীদের প্রেমে পড়লেন। সহসা ফরাসী-রাজের মৃত্যুতে মিলন একবছর পিছিয়ে গেল।

৬। **কমেডি অব্ এরর্স্**ঃ নাটক। যমজ ভাই, দু' জনেরই নাম অ্যান্টিফোলাস। তাদের যমজ ভৃত্য, দু' জনেরই নাম ড্রোমিও। যমজেরা দেখতেও একরকম। জাহাজডুবির ফলে তারা বিচ্ছিন্ন। তাদের নিয়ে মজার মজার ভুল, শেষে মিলন।

৭। **টু জেণ্ট্‌ল্‌মেন্ অব্ ভেরোনা**ঃ নাটক। প্রোটিয়স্

ভালবাসেন জুলিয়াকে। ভ্যালেণ্টাইন মিলানে গিয়ে ভালবাসলেন রাজকন্যা সিল্‌ভিয়াকে। পরে প্রোটিয়স্‌ও মিলানে গিয়ে সিলভিয়ার প্রেমে পড়লেন। বিপদাপদের মধ্য দিয়ে তাঁর মোহমুক্তি হল। তিনি পেলেন জুলিয়াকে আর ভ্যালেণ্টাইন সিল্‌ভিয়াকে।

৮। **রিচার্ড্‌ দ্য থার্ড** : নাটক। ডিউক অব্‌ গ্লস্টার ৩য় রিচার্ড নাম নিয়ে সিংহাসনে বসেন। তাঁর বিশ্বাসঘাতকতা, বীরত্ব, যড়্‌যন্ত্র ও মৃত্যু, এই নাটকের বিষয়।

৯। **কিং জন** : নাটক। রাজা জনের রাজত্বকালে আর্থারের শোচনীয় মৃত্যু ও নানা রাজনৈতিক জটিলতা নিয়ে এ নাটক রচিত।

দ্বিতীয় যুগ : [সব ক'খানিই নাটক]—১৫৯৫-১৬০০।

১০। **রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট** : ইটালিতে ভেরোনা শহর। সেখানে মণ্টেগু আর কাপুলেট পরিবারে ঝগড়া। মণ্টেগু বংশীয় রোমিও আর কাপুলেট-বংশীয় জুলিয়েটের প্রেমের শোচনীয় পরিণাম, উভয়ের মৃত্যু। অতঃপর পারিবারিক কলহের অবসান।

১১। **মিড্‌সামার নাইট্‌স্‌ ড্রীম** : এথেন্সে নিয়ম ছিল, পিতার অমতে বিয়ে করলে কন্যার প্রাণদণ্ড হত। হার্মিয়া ভালবাসত লিসাণ্ডারকে, তার পিতা তাকে বললেন ডিমিট্রিয়সকে বিয়ে করতে। পরীদের আনুকূল্যে লিসাণ্ডারের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হল।

১২। **মার্চ্যাণ্ট অব্‌ ভেনিস** : অ্যাণ্টোনিও বন্ধু ব্যাসানিওর জন্য ইহুদী শাইলকের কাছ থেকে টাকা ধার করেন। শাইলক, শর্ত অনুসারে, তাঁর গায়ের এক পাউণ্ড মাংস দাবি করেন। ব্যাসানিওর স্ত্রী পর্শিয়ার বুদ্ধিবলে অ্যাণ্টোনিও উদ্ধার লাভ করেন।

১৩। **হেন্‌রি দ্য ফোর্থ** : (দুই খণ্ড) : ১ম খণ্ডে, রাজা কর্তৃক বিদ্রোহ-দমন। এই নাটকে ফল্‌স্টাফের প্রথম আবির্ভাব। ২য় খণ্ডে, আর-একটি বিদ্রোহের কাহিনী; ফল্‌স্টাফের কাণ্ড-কারখানা; ৪র্থ হেন্‌রির মৃত্যু; ফল্‌স্টাফের কারাদণ্ড।

১৪। **মেরি ওয়াইভ্‌স্‌ অব উইণ্ড্‌সর**ঃ মিসেস্‌ ফোর্ড আর মিসেস্‌ পেজকে প্রেমপত্র লিখে স্যর জন্‌ ফল্‌স্টাফের নাকাল হওয়ার কাহিনী।

১৫। **মাচ্‌ অ্যাডু অ্যাবাউট্‌ নাথিং**ঃ মিসিনার শাসনকর্তার মেয়ে হীরো ভালবাসত ক্লডিওকে। ভুল বোঝাবুঝি, পরে মিলন।

১৬। **অ্যাজ্‌ ইউ লাইক্‌ ইট্‌**ঃ বড় ভাইকে বঞ্চিত করে ফ্রান্সের এক ডিউক রাজ্যভোগ করতে থাকেন। নির্বাসিত ডিউক বনবাসেই সুখের সংসার রচনা করেন। তাঁর কন্যা রোসালিণ্ড লাভ করেন প্রেমাস্পদ অর্লাণ্ডোকে। পরে অনুতপ্ত কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সিংহাসন ফিরিয়ে দেন।

১৭। **হেন্‌রি দ্য ফিফ্‌থ্‌**ঃ ইংলণ্ডের রাজাঃ ১৪১৩-১৪২২। বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে তিন ভূস্বামীর দণ্ড। ফ্রান্স অবরোধ; আঝাঁকুরের যুদ্ধ; ফল্‌স্টাফের মৃত্যুসংবাদ।

তৃতীয় যুগঃ ১৬০০-১৬০৭

১৮। **সনেট্‌স্‌**ঃ চতুর্দশপদী কবিতা। অনেকগুলিতে কোনও পৃষ্ঠপোষকের প্রতি কবির স্নেহের নিদর্শন মেলে। অন্যগুলিতে উল্লেখ আছে এক অপহৃতা মহিলার, এক প্রতিদ্বন্দ্বী কবির এবং কবিপ্রিয়া কোনও শ্যামবর্ণা রূপসীর (Dark Lady)।

১৯। **টুয়েল্‌ফ্‌থ্‌ নাইট**—অন্য নাম, 'হোয়াট ইউ উইল'। খ্রীষ্ট জন্মোৎসবের দ্বাদশ রাত্রে নাটকখানির প্রথম অভিনয় হয়েছিল বলে নাম হয় 'টুয়েল্‌ফ্‌থ্‌ নাইট্‌'। সেবাস্টিয়ান আর ভায়োলা যমজ ভাই-বোন, একই রকম দেখতে। জাহাজডুবির ফলে তাদের ছাড়াছাড়ি হল। ভায়োলা যুবক-বেশে ডিউক অর্সিনোর ভৃত্য নিযুক্ত হয়। অর্সিনো ভালোবাসেন অলিভিয়াকে, অলিভিয়া বিমুখ। ছদ্মবেশী ভায়োলাকে দিয়ে অর্সিনো তাঁর কাছে প্রেমপত্র পাঠালেন। ইতিমধ্যে ভায়োলা ভালোবেসে ফেলেছে অর্সিনোকে। আবার

অলিভিয়া ভালোবেসেছেন সিজেরিও নামে পরিচিত ছদ্মবেশী ভায়োলাকে। শেষ পর্যন্ত সব জানাজানি হল। ডিউক ভায়োলাকেই বিয়ে করলেন।

২০। **টেমিং অব দ্য শ্রু**—নাটক। পেট্রশিয়ো কোপনস্বভাবা ক্যাথারিনাকে বিয়ে করে কি ভাবে তাঁকে জব্দ করেন, তারই কাহিনী।

২১। **জুলিয়াস সীজার**—নাটক। আদর্শ-উদ্বুদ্ধ বন্ধু ব্রুটাসের হাতে রোমান ডিক্টেটর সীজারের হত্যা।

২২। **হ্যামলেট**—নাটক। ডেন্‌মার্কের যুবরাজ হ্যামলেট, পিতার মৃত্যুর পর তাঁর মাতা অন্যকে বিবাহ করায় ক্ষুব্ধ হন। মায়ের নূতন স্বামী তাঁকে বঞ্চিত করে রাজ্য ভোগ করতে থাকেন। প্রিয়া ওফিলিয়ার মৃত্যুতে শোকার্ত হ্যামলেটও অচিরে প্রাণত্যাগ করেন।

২৩। **ট্রয়লাস অ্যাণ্ড ক্রেসিডা**—ইলিয়াডের কাহিনী নয়, কিন্তু পরবর্তী কথাকারেরা ইলিয়ড্ কাহিনীর সঙ্গে যোগ রেখে এ গল্প রচনা করেছেন। ফ্রান্সে ও ইটালিতে এর সূচনা, পরে ইংলণ্ডে চসার, শেক্‌স্পিয়র ও ড্রাইডেন তাঁদের কাব্যে বা নাটকে এই কাহিনী অবলম্বন করেছেন। ট্রয়-রাজ প্রায়ামের পুত্র ট্রয়লাস। পুরোহিত কল্‌চাসের মেয়ে ক্রেসিডাকে তিনি ভালোবাসেন। ট্রয়ের পতন অবশ্যম্ভাবী জেনে কলচাস্ মেয়েকে রেখে পালিয়ে যান। ট্রয়লাস ক্রেসিডা প্রণয়াবদ্ধ হন। পরে ক্রেসিডা গ্রীক শিবিরে নীত হন, সেখানে ডায়োমিডের সঙ্গে মিলিত হন। ট্রয়লাস ও ডায়োমিড দ্বন্দ্বযুদ্ধে সমান সমান। পরে একিলিস্ ট্রয়লাসকে বধ করেন। ইলিয়াডের প্রধান চরিত্রগুলি শেক্‌স্পিয়রের নাটকে স্থান পেয়েছে: আগামেম্নন, অ্যাজাক্স, ইউলিসিস্, একিলিস্, প্রায়াম, হেক্‌টর, প্যারিস্, হেলেন প্রভৃতি।

২৪। **অলস্ ওয়েল দ্যাট এণ্ডস্ ওয়েল**—নাটক। চিকিৎসক-কন্যা হেলেনা কাউন্ট বার্ট্রামকে ভালোবাসেন। বার্ট্রাম বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন, হেলেনা বুদ্ধিবলে তাঁকে লাভ করেন।

২৫। **মেষার ফর মেষার**—নাটক। ভিয়েনার ডিউক ছিলেন শান্ত ও দয়াবান। রাজ্যে অনাচার ঘটতে লাগল। এন্‌জেলোর সাধু বলে খ্যাতি ছিল। তাঁর উপর রাজ্যভার দিয়ে তিনি নিরুদ্দেশ হলেন। সন্ন্যাসী বেশে রইলেন লুকিয়ে। ক্লডিয়ো তাঁর প্রণয়িনীকে বিয়ে করতে চান, এন্‌জেলো বাধা দিলেন। কিন্তু ক্লডিয়োর বোন ইসাবেলার রূপে তিনি স্বয়ং আকৃষ্ট হলেন। ডিউক টের পেয়ে ক্লডিয়োর বিয়ের ব্যবস্থা করলেন, রাজ্যভার নিলেন, ইসাবেলাকে বিবাহ করলেন এবং এন্‌জেলোকে শাস্তি দিলেন।

২৬। **ওথেলো**—নাটক। কৃষ্ণাঙ্গ বীর সেনাপতি ওথেলো শ্বেতাঙ্গী সুন্দরী ডেস্‌ডেমোনাকে বিবাহ করেন। ইয়াগোর ষড়যন্ত্রে সন্দেহবশে তিনি ডেস্‌ডেমোনাকে বধ করেন। মৃত্যুকালেও সতী ডেস্‌ডেমোনা স্বামীর নিন্দা করেন নি, শুধু তাঁর প্রতি নিষ্কলঙ্ক প্রেম জানিয়ে বিদায় নিয়েছেন।

২৭। **কিং লীয়র**—নাটক। রাজা লীয়রের তিন কন্যা: গনেরিল, রিগান, কর্ডেলিয়া। তাঁর ভুল ধারণা হয়েছিল, কর্ডেলিয়া তাঁকে ভালোবাসেন না, কারণ মিথ্যা স্তাবকতা করতে তিনি জানতেন না। বৃদ্ধ বয়সে অপর দুই কন্যা যখন তাঁকে নিরাশ্রয় করে তাড়িয়ে দেন, তখন কর্ডেলিয়াই তাঁকে রক্ষা করতে চেষ্টা করেন। সন্তানদের কৃতঘ্নতায় এবং আপন ভুলের জন্য অনুতাপে লীয়র উন্মত্তপ্রায়। ঝড়বৃষ্টি দুর্যোগের মধ্যে শিলাস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে লীয়র সংসারের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করেছেন, এ চিত্র নাটকে অক্ষয় হয়ে আছে। পরিশেষে তাঁর ও তিন কন্যার মৃত্যু।

২৮। **ম্যাকবেথ**—নাটক। লোভে এবং স্ত্রীর প্ররোচনায় ম্যাকবেথ তাঁর প্রভু রাজা ডান্‌কান্‌কে হত্যা করেন। পরে লেডি ম্যাকবেথ উন্মাদিনী হন। ম্যাকবেথও পাপলব্ধ রাজ্য ভোগ করতে পারেন না। তাঁর পরাজয় ও মৃত্যু।

২৯। **অ্যান্টনি অ্যাণ্ড ক্লিওপেট্রা**—নাটক। রোমান

সেনাপতি মার্ক অ্যাণ্টনি মিশর-রানী ক্লিওপেট্রার রূপে মুগ্ধ। রোম-অধিপতি অক্‌টেভিয়স সীজারের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য হল। পরে তিনি সীজারের বোনকে বিয়ে করেন, সাময়িকভাবে তাঁর সঙ্গে মিটমাট হয়। অ্যাণ্টনি মিশরে ফিরে যান ও মিশরীদের সঙ্গে যোগ দেন। সীজার তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেন। অ্যাণ্টনির পরাজয় ঘটল। ক্লিওপেট্রার ভুল মৃত্যুসংবাদ শুনে তিনি মূর্ছিত হন। তাঁকে ক্লিওপেট্রার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর বাহুপাশে বদ্ধ হয়ে তিনি মারা যান। ক্লিওপেট্রা স্বেচ্ছায় সর্পদংশনে আত্মহত্যা করেন।

৩০। **টাইমন অব্ এথেন্স**—নাটক। এথেন্সের রাজা টাইমন ছিলেন বীর, উদার দানশীল। দান করে তিনি নিঃস্ব হয়ে যান। যাদের তিনি খাইয়ে দাইয়ে সুখে রেখেছিলেন, বিপদের দিনে তারা কেউ সাহায্য করল না। রাজা বনে গেলেন। মানুষের, বিশেষ করে এথেন্সবাসীর উপর তাঁর ঘৃণা জন্মালো। মৃত্যুর পূর্বে তিনি কৃতঘ্ন মানুষের ধ্বংস ছাড়া আর কিছু প্রার্থনা করলেন না।

৩১। **কোরিওলেনাস্**—নাটক। বীর রোমান সেনাপতি কোরিওলেনাস্ ভল্‌শিয়ানদের যুদ্ধে পরাস্ত করেন। তাঁকে কন্‌সাল করবার কথা হয়, কিন্তু রোমের জনসাধারণ সম্বন্ধে স্পষ্ট কথা বলার ফলে জন-পরিষদ্ তাঁকে নির্বাসন-দণ্ড দেয়। তিনি প্রতিশোধ নেবার জন্য ভল্‌শিয়ানদের পক্ষে গিয়ে রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। রোমানরা বিপন্ন হয়ে সন্ধি প্রার্থনা করে। তিনি আপত্তি করেন। অবশেষে তাঁর মা, স্ত্রী ও ছেলের প্রার্থনায় সম্মত হন। ভল্‌শিয়ান সেনাপতি অফিডিয়াস পরে তাঁকে বধ করেন।

৩২। **পেরিক্লিস্**—নাটক। টায়ার-রাজ পেরিক্লিস্ গ্রীস্ রাজের বিপদ্ জেনে বিশ্বস্ত মন্ত্রী হেলিনেকাস্‌কে রাজ্যভার দিয়ে গ্রীস্ যাত্রা করেন। জাহাজডুবির ফলে তিনি ছাড়া আর সব যাত্রী মারা যান। পরে থাইসাকে তিনি বিবাহ করেন, মেরিনা নামে তাঁর একটি

কন্যা হয়। দীর্ঘ বিচ্ছেদ ও বহু বিপদের পর তাঁদের পুনর্মিলন ঘটে।

৩৩। **সিম্বেলিন**—নাটক। ব্রিটেন-রাজ সিম্বেলিনের মেয়ে ইমোজেন গোপনে পস্‌থুমাস্‌কে বিয়ে করেছিল। রাজা জানতে পেরে পস্‌থুমাস্‌কে নির্বাসিত করেন। আয়াকিমো পস্‌থুমাসের মনে ইমোজেনের বিরুদ্ধে সন্দেহ জাগাতে চেষ্টা করে। বহু বিপর্যয়ের পর সত্য ঘটনা প্রকাশ পায়। রাজা পস্‌থুমাস্‌কে ক্ষমা করেন।

৩৪। **উইণ্টার্স টেল**—নাটক। সিসিলির রাজা লেওন্‌টিস্‌, সতী রাণী হার্মিওনি। বোহিমিয়ার রাজা পলিক্সেনিস্‌ দেখা করতে আসেন। তাঁর সঙ্গে রাণীর কথাবার্তায় রাজার মনে সন্দেহ জাগে। তিনি রাণীকে কারাদণ্ড দেন। কারাগারে রাণীর একটি মেয়ে হয়। বহু দুঃখদুর্গতির পর রাজা রাণীর মিলন। মেয়েটির বিয়ে হয় পলিক্সেনিসের ছেলের সঙ্গে।

৩৫। **দ্য টেম্‌পেস্ট**—নাটক। মিলানের ডিউক প্রস্পেরো ভাই অ্যাণ্টোনিওর ষড়যন্ত্রে রাজ্যচ্যুত। তিনি জাদু জানতেন। এক দ্বীপে অদৃশ্য প্রাণীদের তিনি বশীভূত করেন। ডাইনীর ছেলে কদাকার ক্যালিবানও তাঁর আজ্ঞাধীন। মেয়ে মিরাণ্ডাকে নিয়ে তিনি নির্জন দ্বীপে আছেন। আকাশচর এরিয়েল অদৃশ্যে দেখাশুনো করেন। একদিন জাহাজডুবির ফলে দ্বীপে এসে পড়লেন নেপল্‌সের যুবরাজ ফার্ডিনাণ্ড আর তাঁর সহচরগণ। ফার্ডিনাণ্ড এবং মিরাণ্ডা পরস্পরকে ভালোবাসলেন এবং প্রস্পেরোর সম্মতিক্রমে তাঁদের বিয়ে হল। অনতিকাল পরে প্রস্পেরো তাঁর রাজ্য ফিরে পেলেন।

৩৬। **হেন্‌রি দ্য এট্‌থ্‌**—নাটক। ইংলণ্ড-রাজ অষ্টম হেন্‌রির সময়ের কথা নিয়ে নাটক। বাকিংহামের ডিউকের প্রাণদণ্ড; রাজকীয় বিবাহ বিচ্ছেদ; কার্ডিনাল উল্‌সির মৃত্যু; আর্চবিশপ ক্রান্‌মারের প্রতিপত্তি; এলিজাবেথের নামকরণ-উৎসব—ইত্যাদি ঘটনা এ নাটকে বর্ণিত হয়েছে।

শেক্‌স্পিয়রের পরে ইংরেজী নাটক ঃ

দিগ্বিজয়ী প্রতিভার অভ্যুদয় ইংলণ্ডবাসীকে চমকিত করেছিল। কিন্তু শেক্‌স্পিয়রের সমকালীন বা পরবর্তীদের মধ্যে তাঁর সমকক্ষ অথবা তাঁর কাছাকাছি বসবার মতন নাট্যকার কেউ ছিলেন না। রঙ্গালয়ের সাধারণ দর্শকেরা চেয়েছেন সাময়িক আমোদ-প্রমোদের উপাদান, নাট্যকারেরাও তাই জুগিয়েছেন। একমাত্র বেন জন্‌সন্‌ কতকটা ব্যতিক্রম। তাঁর মধ্যে সুরুচি এবং সাহিত্যিক দায়িত্ববোধ প্রকাশ পেয়েছে। অন্যান্যের মধ্যে রচনাশক্তির পরিচয় থাকলেও নৈতিক এবং উচ্চতর সাহিত্যিক আদর্শের অভাব লক্ষিত হয়েছে। অনেকেরই লেখায় প্রকাশ পেয়েছে ভাবাতিশয্য অথবা লঘুচিত্ততা।

বেন জন্‌সন্‌ (Ben Jonson : ১৫৭৩-১৬৩৭)

ওয়েস্টমিন্‌স্টার এবং কেমব্রিজে শিক্ষাপ্রাপ্ত কৃতবিদ্য এই নাট্যকার যেমন প্রাচীন সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন, তেমনি সমকালীন সমাজকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তাঁর বর্ণিত ঘটনাবলী তাই স্বাভাবিক ও সজীব হয়ে উঠেছে। তাঁর প্রতিভার একটি পরিচয়— গতানুগতিক রীতি ও রুচির অনুবর্তন না করে তিনি নূতনের সন্ধান করেছেন, রোমান্টিক কল্পনার আতিশয্যের দিনে তিনি বাস্তবতার অবতারণা করেছেন এবং শেক্‌স্পিয়রের মত প্রভাবশালী নাট্যকারের সমকালীন হয়েও স্বতন্ত্র ধরণের নাটকে কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছেন।

স্বভাবতঃ তিনি ছিলেন ব্যঙ্গ-রসিক (Satirist)। তাঁর প্রথম নাটক 'দ্য কেস্‌ ইজ অল্টার্ড' (The Case is Altered = ব্যাপারটা গেল বদলে) কল্পনা-মধুর কমেডি। কিন্তু তাঁর প্রথম বিশিষ্ট রচনা 'এভরি ম্যান্‌ ইন্‌ হিজ হিউমার' (**Every Man in His Humour** = আপন আপন মেজাজে)—তীক্ষ্ণ বিদ্রূপাত্মক কমেডি বা সুখাত্ম নাটক। এতে তিনি দেখিয়েছেন একদল বাতিকগ্রস্ত মানুষকে। কেউ তাঁর কবি-ছেলে নিয়ে উদ্বিগ্ন ; কেউ তাঁর 'স্বামিত্ব' রক্ষার জন্য

সদা-সচেষ্ট ; কেউ বা বোকামিতে অজেয় আর কেউ প্রতারণায় দ্বিধাহীন।

তবে এই শ্রেণীর নাটকের আপাত-স্বাভাবিকতা সত্ত্বেও ত্রুটি এই যে, এতে মানুষকে তার ভালোয়-মন্দয় লোভে-সংযমে হিংসায়-করুণায় সব দিক থেকে দেখানো হয় না, কেবল তার অদ্ভুত অশোভন আচরণকেই একটু অতিরঞ্জিত করে উপস্থিত করা হয়।

'এভরি ম্যান আউট অব হিজ হিউমার' (Every man out of his Humour = স্ব-ভাবের বাইরে) নাটকেও মানুষের ভুল-ভ্রান্তি দুর্বলতার প্রতি তিনি বিদ্রূপ বর্ষণ করেছেন। শেক্‌স্পিয়র নিজেকে সম্পূর্ণ আড়ালে রেখে নানা শ্রেণীর মানুষের জীবন-চিত্র এঁকেছেন। বেন্ জন্‌সন্ অনেক স্থলে যেন নিজেকেই প্রচার করতে উৎসুক। 'সিন্থিয়াজ রেভেল্‌স্' (Cynthia's Revels = সিন্থিয়ার উল্লাস) এবং 'পোয়েটাস্টারে' (Poetaster = কবিযশঃপ্রার্থী) তিনি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের ব্যঙ্গ করে নিজেকে সাহিত্য ও নীতির রক্ষকের ভূমিকায় উপস্থিত করেছেন, অবশ্য সোজাসুজি স্ব-নামে নয়, অন্য নামে।

পরবর্তী কয়েকখানি কমেডি (সুখান্ত নাটক) ও ট্রাজেডিতে (শোক-নাট্যে) তিনি আরও পরিণত শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। কমেডির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'ভলপোন্' বা 'ফক্স' (Volpone or Fox = ভল্‌পোন বা শেয়াল), 'এপিসিওনি' বা 'দ্য সাইলেণ্ট উওম্যান্' (Epicœne or the Silent Woman = এপিসিওনি বা নির্বাক নারী), 'দ্য অলকেমিস্ট' (The Alchemist = সোনাকারী রাসায়নিক) এবং 'বার্থলোমিউ ফেয়ার' (Bartholomew Fair = বার্থলোমিউ'র মেলা)।

'ভল্‌পোন্' ভেনিস শহরের এক ধনী, নিঃসন্তান, সুখলিপ্সু চতুর বৃদ্ধ। তাঁর কপট বন্ধুরা প্রত্যেকে ভাবছেন তিনিই হবেন তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। ভল্‌পোন্ রটিয়ে দিলেন তাঁর মৃত্যু আসন্ন ; প্রত্যেককে আশ্বাস দিলেন, তাঁকেই দিয়ে যাবেন তাঁর

ধন সম্পত্তি, আর প্রত্যেকের কাছ থেকে মনের মত উপহারাদি আদায় করে নিলেন। কর্‌ভিনো তো তাঁর স্ত্রীকেই দিয়ে দিতে প্রস্তুত হলেন। ভল্‌পোনের এই মজার খেলায় সহায় হয়েছিল অনুচর মস্‌কা। মরণের ভান করে তাকেই তিনি তাঁর বিষয় উইল করে দিলেন। মস্‌কা এবার সুযোগ নিতে চাইল মনিবকে ঠকিয়ে। উকিল ভল্‌টোর সব কথা ফাঁস করে দিলেন। প্রত্যেকে যথাযোগ্য শাস্তি পেল। মানুষের লোভ আর নিষ্ঠুরতার অনেক রূঢ় চিত্র এতে অঙ্কিত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের 'পুনর্জন্ম' নাটকের কথা আমাদের মনে পড়ে। সেখানে নায়কের মিথ্যা মৃত্যুর কথা রটনা করা হয়েছিল।

যদিও এখানে মানুষের পাপ প্রলোভন নীচতাকে অতিরঞ্জিত করে দেখানো হয়েছে, তবু ঘটনা-বিন্যাস ও গঠন-নৈপুণ্যের গুণে নাটকখানিকে বাস্তব বলে মনে হয়। সেই সঙ্গে এ কথাও স্বীকার্য, জীবনের গ্লানি ও হীনতা পাঠকের মনে অস্বস্তি রেখে যায়; কৌতুক বা করুণার স্পর্শ সান্ত্বনা রেখে যায় না।

'এপিসিওনি' উপভোগ্য কৌতুকনাট্য। এর নায়ক 'মোরোজ' (Morose = বিষণ্ণ) এক অকৃতদার প্রৌঢ়। অন্ধ গলিতে সে থাকে, কোনরকম শব্দ ও চীৎকার সইতে পারে না। ভাইপোর উপর রাগ করে বিষয় থেকে তাকে বঞ্চিত করবার জন্যে সে একটি নির্বাক মেয়েকে বিয়ে করবে, স্থির করে। বিয়ের পরেই দেখা গেল, মেয়েটি মুখরা হয়ে উঠেছে। রেগেমেগে মোরোজ বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য উকিলদের সঙ্গে পরামর্শ করে। এহেন সময় ভাইপো এসে জানায় কিছু টাকাকড়ি পেলে সে বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যবস্থা করে দিতে পারে। মোরোজ রাজি হয়ে যায়। ভাইপোর বেশ কিছু অর্থলাভ ঘটল। দেখা গেল, নির্বাক মেয়েটি মেয়েই নয়, ভাইপোরই সংগৃহীত একটি ছদ্মবেশী ছেলে।

দীনবন্ধু মিত্রের 'বিয়ে-পাগলা বুড়ো'তে শব্দ-অসহিষ্ণু বৃদ্ধের কথা নেই, তবে ছেলেকে মেয়ে সাজিয়ে বিয়ে দেবার কথা আছে। বেন্ জনসনের বই থেকে কি তিনি প্রেরণা পেয়েছিলেন ?

'অল্‌কেমিস্ট' অনেকের মতে তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক। মহামারীর সময়ে লভ্‌উইট্ তাঁর ভৃত্যের ওপর লণ্ডন-শহরের বাড়ি দেখবার ভার দিয়ে বাইরে চলে যান। ভৃত্য, এক অল্‌কেমিস্ট এবং আর এক ব্যক্তির সাহায্যে লোকেদের ফাঁকি দিয়ে পয়সা লুটতে চেষ্টা করে, বলে, তারা স্পর্শমণির সন্ধান পেয়েছে। কিন্তু তাদের জুয়োচুরি ধরা পড়ে যায়। 'লভ্‌উইট' ফিরে আসতেই ভৃত্য ছাড়া বাকি দুজন পালিয়ে গেল। ভৃত্য ক্ষমা পেল মনিবের সঙ্গে একটি সুন্দরী মেয়ের বিয়ের বন্দোবস্ত করে দিয়ে। ফন্দিবাজ জুয়াচোরদের চরিত্র এতে নৈপুণ্যের সঙ্গে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

গোঁড়া নীতিবাগীশদের চরিত্র বিদ্রূপলাঞ্ছিত হয়েছে 'বার্থলোমিউ ফেয়ার'-এ। রঙ্গব্যঙ্গ-কৌতুকে ভরা এ নাটক পরম উপভোগ্য। বেন্ জন্‌সনের সামাজিক অভিজ্ঞতা, এবং সকল প্রকার ভণ্ডামিকে উপহাস করবার প্রবৃত্তি এখানেও প্রকাশিত। পরবর্তী কয়েকখানি কমেডি—'ডেভিল ইজ্ অ্যান্ অ্যাস্' (Devil is an Ass), দ্য স্টেপ্‌ল্ অব্ নিউজ' (The Staple of News), 'এ টেল অব্ এ টাব্' (A Tale of a Tub)* —সাহিত্য-বিচারে উচ্চাঙ্গের নয়, তবে তৎকালীন সমাজচিত্র হিসাবে কৌতূহলোদ্দীপক।

ঐতিহাসিক শোকনাট্য বা ট্রাজেডি তাঁর দু'খানিঃ 'সিজেনাস্' (Sejanus) এবং 'কেটিলিন' (Catiline)। ইতিহাসে জ্ঞান ভালো ছিল বলে তিনি যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টি করতে পেরেছেন এবং প্রকৃত ঘটনাই বর্ণনা করেছেন। শেক্‌স্পিয়র প্রতিভাবান্, কিন্তু পণ্ডিত নন ; তাঁর অঙ্কিত রোমের ছবি অনেকটা ইংলণ্ডের মত

* এই নামে সুইফ্‌ট্-এরও একখানি বিদ্রূপাত্মক গ্রন্থ আছে।

হয়ে পড়েছে। অথচ, চিরন্তন মানব-প্রবৃত্তিকে তিনি এমন নিপুণভাবে উপস্থিত করেছেন, যাতে পৃথিবীর মানুষ আজও তা পড়ে বা তার অভিনয় দেখে অভিভূত হয়। বেন্ জনসনের লেখায় রোম তার স্বকীয় রূপে প্রকাশ পেয়েছে এবং ইতিহাসের চরিত্র ও ঘটনাবলী সেখানে মুখ্যতঃ প্রামাণ্য। তবু তা প্রধানতঃ পণ্ডিত জনের আলোচ্য, শেক্স্পিয়রের নাটকের মত সর্বজনের চিত্তজয়ী নয়।

শেক্স্পিয়রের পূর্ববর্তীদের মধ্যে মার্লো এবং অব্যবহিত পরবর্তীদের মধ্যে বেন্ জন্সন্ সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী নাট্যকার। 'কমেডি অব্ ম্যানার্স' (Comedy of Manners) অর্থাৎ নাটকে সামাজিক নক্শা বা সাধারণ মানুষের আচরণ সম্পর্কিত কৌতুক-নাট্যরচনার পথপ্রদর্শক বেন্ জন্সন্।

এই যুগের অন্যান্য নাট্যকার॥

জন্ মার্স্টন (John Marston : ১৫৭৫-১৬৩৪)

এই সময়ে আর যাঁরা নাটক রচনা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে মার্সটনের সঙ্গে বেন্ জন্সনের অনেক ঝগড়া বিবাদ ব্যঙ্গবিদ্রূপ চলেছে। তাঁর 'অ্যাণ্টোনিও অ্যাণ্ড্ মেলিডা' (Antonio and Mellida) এবং 'অ্যাণ্টোনিও'জ্ রিভেঞ্জ'(Antonio's Revenge = অ্যাণ্টোনিওর প্রতিহিংসা) রোমাণ্টিক নাটক। 'ম্যালকণ্টেণ্ট্' (Malcontent = অসন্তুষ্ট) নাটকে তাঁর দুঃখ ও সংশয়-বাদের আভাস পাওয়া যায়। নাটকখানি মিলনান্ত। কিন্তু এতে মানুষের নানা দুর্বলতা ও অশান্তির চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। কেউ কেউ এর সঙ্গে শেক্স্পিয়রের 'হ্যামলেট' এবং 'মেযার ফর্ মেযার'-এর আংশিক ভাব-সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন।

টমাস্ ডেকার (Thomas Dekker : ১৫৭০-১৬৪১)

ডেকার ছিলেন হাসিখুশী রসিক লোক। তাঁর 'শূ-মেকার্স হলিডে' (Shoe-makers' Holiday=মুচিদের ছুটির দিন) একখানি উপভোগ্য কৌতুকমধুর নাটক। লণ্ডনের লর্ড মেয়রের মেয়ে 'রোজ্'কে পাবার জন্যে 'রোল্যাণ্ড লেসি' তাঁর মুচির সাক্রেদ সাজলো এবং শেষ পর্যন্ত সফল হল। এই হল মূল কাহিনী। মুচি সাইমন আয়ারের চরিত্র খুব সুন্দর আঁকা হয়েছে। সে ফুর্তিবাজ লোক, একটু পাগলাটে, কিন্তু কাজে পটু এবং বুদ্ধিমান্, পরে সেও লণ্ডনের মেয়র হয়েছিল।

বোমণ্ট ও ফ্লেচার (Beaumont and Fletcher : ১৫৮৪-১৬১৬ এবং ১৫৭৯-১৬২৫)

এঁদের একসঙ্গে নাম করা হয়, কারণ অনেক নাটক এঁরা দুজনে একত্রে লিখেছেন। তাঁদের প্রসিদ্ধ নাটক 'ফিলাস্টার' (Philaster) প্রণয়ীর ঈর্ষ্যা ও প্রণয়িনীর ঐকান্তিক ভালোবাসা নিয়ে লেখা। আর একখানি হল 'মেড্স্ ট্রাজেডি' (Maid's Tragedy), এই 'মেড্' বা কুমারী হচ্ছেন 'অ্যাস্পেশিয়া' (Aspasia)। 'অ্যামিণ্টর' (Amintor)-এর সঙ্গে তাঁর বিয়ে ঠিক হয়েছিল। কিন্তু কুচরিত্র রাজার প্ররোচনায় অ্যামিণ্টর বিয়ে করলেন 'ইভাড্নি'কে (Evadne)। অ্যাস্পেশিয়া মর্মাহত হলেন। ইভাড্নি রাজার দুরভিসন্ধি টের পেয়ে তাঁকে হত্যা করলেন। ভেবেছিলেন, স্বামী খুশী হবেন। কিন্তু তা হল না। দেখে মনের দুঃখে তিনি স্বামীর সামনে আত্মহত্যা করলেন। অ্যাস্পেশিয়াও ঘটনাচক্রে পুরুষের ছদ্মবেশে নিহত হলেন অ্যামিণ্টরের হস্তে। কিছুটা অস্বাভাবিকতা থাকলেও রচনাগুণে নাটকখানি হৃদয়গ্রাহী হয়েছে।

'দ্য নাইট অব্ দ্য বার্ণিং পেস্‌ল' (The Knight of the Burning Pestle), 'দ্য স্কর্ন্‌ফুল লেডি' (The Scornful Lady) প্রভৃতিও তাঁদের দু' জনের রচনা। তা ছাড়া স্বতন্ত্রভাবেও তাঁরা কতকগুলি নাটক রচনা করেছিলেন। আখ্যান-বিন্যাসে বোমণ্টের কৃতিত্ব ছিল সমধিক। বেন্ জন্‌সনও নাকি অনেক সময়ে তাঁর রচনা বোমণ্টকে দেখিয়ে নিতেন।

জন্ ওয়েব্‌স্টার (John Webster : ১৫৭৫-১৬২৪)

তাঁর যুগের লোকেরা তাঁকে চিনত। পরে দীর্ঘকাল তিনি ছিলেন প্রায়-বিস্মৃত। আবার রোমান্টিক যুগের লেখকদের প্রশংসায় তিনি পাঠক-সমাজে পুনরায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁর "হোয়াইট ডেভিল' (White Devil) এবং 'ডাচেস্ অব্ মালফি' (Duchess of Malfi) ট্রাজেডি দুখানি প্রতিভার পরিচায়ক। 'হোয়াইট্ ডেভিল' বা শ্বেতাঙ্গী শয়তানী বলা হয়েছে রোমান বিলাসিনী ভিট্টোরিয়াকে। বুদ্ধি ও সাহসের সঙ্গে পাপ-কামনার মিলনে তার চরিত্র অসাধারণ। মৃত্যুকালে তার উক্তি :

"কালো ঝড়ের মধ্যে জাহাজের মত আমার আত্মা কোথায় ছুটে চলেছে, জানি না।"

'ডাচেস্ অব্ মাল্‌ফি' হিংসা-প্রতিহিংসা-অনুবিদ্ধ প্রণয়-কাহিনী সংবলিত একখানি নাটক। বিধবা ডাচেস্ তাঁর নায়েবকে ভালোবেসেছিলেন, সেজন্য তাঁর ভায়েদের ঊষ্মা এবং ষড়যন্ত্র। ষড়যন্ত্রের ফলে ডাচেসের মৃত্যু। কিন্তু হত্যাকারীরাও রেহাই পেল না। নিয়তির অমোঘ শাসনে তাদেরও শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে। কেউ মারা গেল, কেউবা পাগল হয়ে গেল। ডাচেসের চরিত্রের সঙ্গে কোন কোন সমালোচক শেক্‌স্পিয়রের 'ওথেলো' নাটকের ডেসডেমোনা-চরিত্রের সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন।

ডেকার, হেউড প্রভৃতি অন্যান্য নাট্যকারের সঙ্গে মিলেও তিনি কয়েকখানি নাটক রচনা করেছিলেন।

টমাস হে-উড (Thomas Heywood : ১৫৭৫-১৬৫০)

তাঁর প্রধান নাটক 'এ উওম্যান কিল্‌ড্‌ উইথ কাইণ্ডনেস্‌' (A Woman Killed with Kindness=দয়ায় নিহত নারী) পারিবারিক জীবনের একটি করুণ কাহিনী। শুধু খাওয়া পরার স্বাচ্ছন্দ্যে মানুষের মন ভরে না, স্বামিপুত্রবিচ্ছিন্না সতী নারীর মর্মান্তিক বেদনার মধ্য দিয়ে এই সত্য পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। দেশপ্রেমের উদ্দীপনা এবং যুদ্ধবিগ্রহের রোমাঞ্চপূর্ণ তাঁর অপর নাটক 'দ্য ফেয়ার মেড্‌ অব্‌ দ্য ওয়েস্ট' (The Fair Maid of the West=পশ্চিম দেশের সুন্দরী)। 'দ্য ইংলিশ ট্রাভেলর' (The English Traveller =ইংরেজ পর্যটক) নামে আর একখানি নাটক এবং কিছু কবিতাও তিনি রচনা করেছিলেন।

টমাস্‌ মিড্‌ল্‌টন (Thomas Middleton : ১৫৭০-১৬২৭)

'চেঞ্জলিং' (Changeling=অপহৃত শিশু), 'উইমেন্‌ বিওয়্যার উইমেন' (Women Beware Women=নারী থেকে নারী সাবধান), 'দ্য স্প্যানিশ জিপ সি' (The Spanish Gypsy= স্পেনের বেদে), 'এ ম্যাড্‌ ওয়ার্লড্‌, মাই মাস্টার্স' ('A Mad World, My Masters=ক্ষ্যাপা দুনিয়া, প্রভু) প্রভৃতি নাটকে তাঁর রচনাশক্তির পরিচয় মেলে।

ফিলিপ ম্যাসিঞ্জার (Philip Massinger : ১৫৮৪-১৬৪০)

ম্যাসিঞ্জারের উপভোগ্য কমেডি 'এ নিউ ওয়ে টু পে ওল্ড ডেটস্‌' (A New Way to Pay Old Debts=পুরনো ঋণ শোধের নূতন

উপায়)—কৌশলে অতি লোভীকে জব্দ করার কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী। 'দ্য বণ্ড্ম্যান' (The Bondman), 'দ্য মেড অব্ অনার' (The Maid of Honour), দ্য ডিউক অব মিলান' (The Duke of Milan), 'দ্য রোমান অ্যাক্টর (The Roman Actor), 'দ্য গার্ডিয়ান' (The Guardian) তাঁর আর কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য নাটক।

জন ফোর্ড (John Ford : ১৫৮৬-১৬৪০)

জেম্‌স্ শার্লি (James Shirley : ১৫৯৬-১৬৬৬)

চিরন্তন সাহিত্যমূল্য না থাকলেও এঁদের নাটক সমকালে জনপ্রিয় হয়েছিল। তদানীন্তন সমাজ-চিত্র হিসেবে এগুলির মূল্য আছে। ফোর্ডের প্রধান নাটক 'ব্রোকন্ হার্ট' (Broken Heart= ভগ্ন হৃদয়) আর শার্লির—'হাইড্ পার্ক' (Hyde Park)। ফোর্ডের নাটকে নৈতিক বিকারের পরিচয় আছে। সম্ভবতঃ সমাজ-জীবনে তখন এই বিকার দেখা দিয়েছিল আর সেই জন্যই পরবর্তী যুগে (পিউরিটান যুগে) নৈতিক শুদ্ধির প্রয়োজন ঘটেছিল।

এলিজাবেথীয় যুগের গদ্য

রেনেসান্স যুগের সাহিত্যে যদিও কাব্য ও নাটকের প্রাধান্য, তবু গদ্যেরও উৎকর্ষ উপেক্ষণীয় নয়। বস্তুতঃ নানা দিক থেকে সেদিন জাতির মনে যে নূতন জীবন-চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল, গদ্য-সাহিত্যেও তার চিহ্ন রয়ে গেছে। বিশেষ করে স্মরণীয়—এযুগে বেকনের আবির্ভাব। যদিও অনেক সময়ে সাংসারিক স্বার্থের লোভে তিনি তাঁর প্রতিভার অপব্যবহার করেছিলেন, তথাপি তাঁর স্বচ্ছ চিন্তা ও যুক্তিবিন্যাস গদ্যলেখকের আদর্শস্বরূপ হয়ে আছে।

ফ্রান্সিস্ বেকন্ (Francis Bacon : ১৫৬১-১৬২৬)

উচ্চবংশে তাঁর জন্ম। শৈশবেই তিনি রাণী এলিজাবেথের স্নেহ অর্জন করেছিলেন। বারো বছর বয়সে তিনি কেম্‌ব্রিজে পড়তে যান কিন্তু দু'বছর পরেই প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার দোষ ত্রুটি উল্লেখ করে তিনি চলে আসেন। অতঃপর বছর দুই ফ্রান্সে শিক্ষালাভ করে পিতার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে তিনি দেশে আসেন এবং সাংসারিক উন্নতিকল্পে আইন অধ্যয়ন করেন। আইন ব্যবসায়ে তিনি অচিরে সাফল্য লাভ করেন। লেখাপড়ার চর্চায় তাঁর আন্তরিক আগ্রহ ছিল। বিশেষ করে বিজ্ঞান দর্শনে ছিল তাঁর প্রবল অনুরাগ। আধুনিক কালে যাকে আমরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী বলি, সম্পূর্ণরূপে সেই দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বেকনের। তিনি বলতেন, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, তথ্যসন্ধান এবং প্রমাণপ্রয়োগ – জ্ঞানোন্নতির প্রকৃত পন্থা।

তাঁর প্রথম প্রবন্ধ-গ্রন্থ 'এসেজ্' (Essays) বেরোয় ১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দে। সে বইয়ের সুখ্যাতি হয়েছিল যথেষ্ট। কিন্তু বেকন স্বল্পে সন্তুষ্ট থাকবার লোক ছিলেন না। নানা দিকে ছিল তাঁর আগ্রহ। রাজনীতি-চর্চা, ধর্ম-সংস্কার, প্রকৃতি-বিদ্যার অনুশীলন, নূতন দার্শনিক পদ্ধতি প্রবর্তন— নানাক্ষেত্রে তিনি তাঁর প্রতিভাকে প্রয়োগ করেছিলেন।

এক বিরাট গ্রন্থের পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি: তার নাম 'ইন্‌স্টেরেশিও ম্যাগনা' (Instauratio Magna)। বইখানি সম্পূর্ণ হয়নি। হলে তা একটি সর্বজ্ঞানভাণ্ডার-রূপে গণ্য হতে পারত। ছ'টি খণ্ড তার। তন্মধ্যে প্রথম খণ্ডের অংশ 'অ্যাডভ্যান্সমেণ্ট অব্ লার্নিং' (Advancement of Learning = জ্ঞানোন্নতি) এবং দ্বিতীয় খণ্ড 'নোভাম্ অর্গানাম্' (Novum Organum = নব পদ্ধতি) সমধিক প্রসিদ্ধ। 'নোভাম্ অর্গানাম্'-এ তিনি সমস্ত কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস বর্জন করে তথ্য ও যুক্তির পথে অগ্রসর হতে বলেছেন। বৈজ্ঞানিক আলোচনায় তাঁকেই অগ্রণী বলা যেতে পারে।

'নিউ অ্যাটলান্টিস্' (New Atlantis) নামে তিনি একখানি 'বৈজ্ঞানিক উপন্যাস' লিখেছিলেন। স্যর টমাস্ মোর্ যেমন 'ইউটোপিয়া'য় কল্পনা করেছিলেন একটি মনের মতন দেশ, এতে তেমনি বেকন তাঁর আদর্শ অনুযায়ী একটি দেশের কল্পনা করেছেন। সে দেশের লোকেরা অবাস্তব চিন্তায় সময় কাটায় না, প্রকৃতির নিয়ম উপলব্ধির চেষ্টা করে। তারা এক নূতন সভ্যতার অধিকারী, নব-নব আবিষ্কারে তাদের জীবন সমৃদ্ধ। বস্তুতঃ মানব-সভ্যতার পরবর্তী বিকাশ যেন সূচিত হয়েছে তাঁর ঐ উপন্যাসে। 'দ্য সাপিয়েন্টিয়া ভেটেরাম্' গ্রন্থে তিনি কতকগুলি পৌরাণিক গল্পের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। 'দ্য হিস্ট্রি অব্ হেনরি দ্য সেভ্ন্থ' (The History of Henry VII) তথ্যনির্ভর নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক গ্রন্থ।

তিনি ল্যাটিনেও কয়েকখানি বই লিখেছিলেন। তবে আমাদের কাছে তিনি সুপরিচিত ইংরেজী গদ্যসাহিত্যে তাঁর দানের জন্য। বৈজ্ঞানিক চিন্তাপ্রণালী এবং মার্জিত সুশৃঙ্খল প্রাঞ্জল রচনাভঙ্গী তাঁর প্রবন্ধাবলীর সম্পদ্।

রিচার্ড হুকার (Richard Hooker : ১৫৫৪-১৬০০)

ধর্মসংক্রান্ত বিবাদ-বিসংবাদে সেদিন যে লেখকেরা ব্যাপৃত ছিলেন, তাঁরা অনেকেই ছিলেন সংকীর্ণচিত্ত, গালাগালিতে ছিল তাঁদের আনন্দ। রিচার্ড হূকার ব্যতিক্রম। তাঁর 'দ্য লজ অব এক্লি-সিয়াস্টিকাল পলিটি' (The Laws of Ecclesiastical Polity = গির্জার নিয়ম) পুস্তকে প্রতিপক্ষকে আক্রমণের উল্লাস নেই, আছে শান্ত বিচার, যুক্তিপূর্ণ আলোচনা। ভাষারীতিও তাঁর মধুর গাম্ভীর্যপূর্ণ ও ভাবদ্যোতক।

স্যর ফিলিপ্ সিড্নি (Sir Philip Sidney : ১৫৫৪-১৫৮৬)

কবিতার প্রসঙ্গে স্যর ফিলিপ্ সিড্নি সম্পর্কে আলোচনা করেছি। তাঁর 'অ্যাস্ট্রোফেল অ্যাণ্ড স্টেলা' বিখ্যাত কাব্য। গদ্যেও তাঁর 'আর্কেডিয়া' (Arcadia) উপন্যাস এবং 'ডিফেন্স অব্ পোয়েসি' (Defence of Poesie=কবিতার সপক্ষে) স্মরণীয় গ্রন্থ। 'আর্কেডিয়া' এক সুন্দর কল্পনার দেশ। সেখানে পুষ্পিত প্রান্তরে বাঁশী বাজিয়ে ফেরে চিরকিশোর রাখালের দল। পুষ্পিত ভাষায় সিড্নি রচনা করেছেন ঐ প্রকৃতির পটে একটি মনোরম রোমান্স।

স্যর ওঅল্টার র‍্যালে (Sir Walter Raleigh : ১৫৫২-১৬১৪)*

রেনেসান্স-যুগের নবীন উদ্যম ও অভিযান-স্পৃহা দেখা গিয়েছিল র‍্যালের জীবনে। বিচিত্রকর্মা পুরুষ তিনি। কবিত্ব এবং পাণ্ডিত্যের সঙ্গে মিলেছিল তাঁর দুর্দম জীবনস্পৃহা। কখনও রণক্ষেত্রে, কখনও আমেরিকার আরণ্য অঞ্চল-আবিষ্কারে, কখনও সাহিত্য-সাধনায় তিনি তাঁর কর্মশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে (অনেকে বলেন, মিথ্যা অভিযোগে) তিনি কারাদণ্ডে এবং পরে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। তাঁর রচিত বহু কবিতা নষ্ট হয়ে গেছে। 'ডিস্কভারি অব গিয়ানা' (Discovery of Guiana =গিয়ানা আবিষ্কার) বইখানি কৌতূহলোদ্দীপক, কিন্তু অভিজ্ঞতার সঙ্গে তিনি অনেক কল্পনা মিশিয়েছেন। কারাগারে বসে তিনি পরিকল্পনা করেছিলেন একখানি 'পৃথিবীর ইতিহাস' (History of the World) রচনার। ঐ বইয়ের প্রথম খণ্ড মাত্র সমাপ্ত হয়েছিল। তাতে বর্ণিত হয়েছে মানবেতিহাসের আদিযুগ থেকে

---

* স্পেন্সার তাঁর রূপক কাব্য 'কলিন ক্লাউট্স্ কাম্ হোম্ এগেন্'-এ 'শেফার্ড্ অব্ দ্য সী' (Shepherd of the Sea =সমুদ্রের রাখাল) বলেছেন র‍্যালে'কে।

মাসিডোনীয় সাম্রাজ্যের পতন-কাল (১৩০ খ্রীঃ পূঃ) পর্যন্ত। কিন্তু বইখানিকে খাঁটি ইতিহাসরূপে গ্রহণ করা চলে না। এতে স্থান পেয়েছে সত্য মিথ্যা নানা কাহিনীর মালা।

জন্ ফক্স (John Foxe : ১৫১৬-১৫৮৭)

'বুক অব্ মার্টার্স' (Book of Martyrs=শহীদদের কথা) বইয়ে ফক্স ধর্মের জন্য লাঞ্ছিত বীর শহীদদের কথা লিখেছেন। পোপ বা তাঁর অনুচরদের হাতে যে-সব প্রোটেস্টাণ্ট নির্যাতন ভোগ করেছেন, প্রধানতঃ তাঁদেরই বৃত্তান্ত এ গ্রন্থে আছে। গ্রন্থখানি প্রথমে ফক্স ল্যাটিন ভাষায় লিখেছিলেন, পরে ইংরেজীতে অনুবাদ করেন।

উইলিয়ম ক্যামডেন (William Camden : ১৫৫১-১৬২৩)

'ব্রিটানিয়া (Britannia) গ্রন্থে ইনি ঐতিহাসিক গবেষণার পথ প্রদর্শন করেন। এ বইও প্রথমে ল্যাটিনে লেখা হয়েছিল, পরে ইংরেজীতে অনূদিত হয়। তাঁর 'অ্যানাল্স্ অব্ কুইন এলিজাবেথ' (Annals of Queen Elizabeth) স্মরণীয় ইতিহাস-গ্রন্থ।

জন নক্স (John Knox : ১৫০৫-১৫৭২)

ইনি ধর্মের সংস্কারকামী ছিলেন। লিণ্ড্সে এবং বুকানন তাঁর পূর্বে সংস্কারের কথা বলেছিলেন, কিন্তু নক্সের মত কলমের জোর তাঁদের ছিল না। প্রোটেস্টাণ্টদের নিগ্রহ লক্ষ্য করে তিনি প্রথমে লেখেন 'দ্য ফার্স্ট ব্লাস্ট্ অব্ দ্য ট্রাম্পেট' (The First Blast of the Trumpet=প্রথম তূর্যনাদ)। তাঁর পরবর্তী পুস্তক 'হিস্ট্রি অব্ দ্য রিফর্মেশন অব্ রিলিজন্ উইদিন দ্য রিয়াল্ম্ অব স্কটল্যাণ্ড' (History of the Reformation of Religion Within the Realm of Scotland=স্কটল্যাণ্ডে ধর্ম-সংস্কারের ইতিহাস)। তাঁর বর্ণনা জোরালো এবং শ্লেষে বিদ্রূপে তীক্ষ্ণ।

রিচার্ড্ হ্যাক্লুইট্ (Richard Hakluyt : ১৫৫২-১৬১৬)

স্যামুয়েল পার্চাজ (Samuel Purchas : ১৫৭৫-১৬২৬)

ভ্রমণ-সাহিত্যে এঁদের দান অসামান্য। হ্যাক্লুইট ইংরেজ অভিযাত্রীদের বিবরণ লিখেছিলেন—'প্রিন্সিপাল ন্যাভিগেশন্স, ভয়েজেস অ্যাণ্ড ডিসকভারিজ অব্ দ্য ইংলিশ নেশন' (Principal Navigations, Voyages and Discoveries of the English Nation = ইংরেজ জাতির প্রধান প্রধান সমুদ্রযাত্রা ও আবিষ্কার) নামক পুস্তকে। তিন খণ্ডে বইখানি সমাপ্ত। প্রথম খণ্ডের বিষয়—উত্তর দিকে অভিযান; দ্বিতীয় খণ্ডের—ভারতে ও পূর্বাভিমুখে অভিযান। তৃতীয় খণ্ডের—আমেরিকায় অভিযান।

হ্যাক্লুইটের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন পার্চাজ। উভয়েই ছিলেন ধর্মযাজক। 'পার্চাজ—হিজ্ পিল্গ্রিমেজ' (Purchas—His Pilgrimage = পার্চাজের তীর্থযাত্রা) হ্যাক্লুইটের গ্রন্থের মত বিরাট ও তথ্যসমৃদ্ধ না হলেও সুপাঠ্য জ্ঞানগর্ভ পুস্তক।

টমাস নর্থ (Thomas North : ১৫৩৫-১৬০১)

প্লুটার্কের বিখ্যাত ল্যাটিন গ্রন্থ 'জীবনীমালা' (**Lives**)—ইনি ইংরেজীতে অনুবাদ করেন হয়তো মূলগ্রন্থ থেকে না করে ফরাসী অনুবাদ থেকে তিনি ভাষান্তর করেছিলেন। তবে তাঁর অনুবাদ সুললিত ও সরস। এই অনুবাদ গ্রন্থ থেকে শেক্স্পিয়র তাঁর ঐতিহাসিক নাটকাবলীর বহু উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন।

এলিজাবেথীয় যুগের সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য ঃ

এলিজাবেথীয় যুগ হলো ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ আর সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম কুড়ি বছর। ইংলণ্ডের জাতীয় জীবনে এ সময়ে এসেছিল নূতন উদ্যম, নূতন কর্মপ্রেরণা, নূতন স্বপ্ন। সাহিত্যে, শিল্পে, বাণিজ্যে, দেশ-আবিষ্কারে, রাজনৈতিক প্রভাব-বিস্তারে তার

নবজাগ্রত প্রাণশক্তি তখন শতধা স্ফুরিত। সে শক্তি প্রধানতঃ বহির্মুখী। বাংলাদেশেও তখন এক নব-উন্মাদনা জেগেছিল, কিন্তু তা অন্তর্মুখী, মূলতঃ আধ্যাত্মিক। ভারতে তখন মোগল রাজত্ব, বাংলাদেশে নবাব ও কাজীর স্বেচ্ছাচার। রাষ্ট্রে বা বাণিজ্যে, বহির্জীবনের কোন ক্ষেত্রে বাঙালীর গৌরব অর্জনের পথ প্রায় রুদ্ধ। সে শান্তি খুঁজেছিল আপন অন্তরে, ভগবদ্‌বিশ্বাসের বলে দাঁড়াতে চেয়েছিল মাথা উঁচু করে। চৈতন্যদেবের দিব্যপ্রেমের মহিমায় সাহিত্য সেদিন হয়েছিল উদ্ভাসিত। জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরাম দাস, বৃন্দাবন দাস প্রমুখ কবিগণের গীতিঝঙ্কারে দেশ মুখরিত হয়ে উঠেছিল। ইংরেজী সাহিত্যের বৈচিত্র্য এখানে ছিল না, ছিল না লৌকিক জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের চিত্র, গড়ে ওঠেনি নাটক বা প্রবন্ধ-সাহিত্য,—তবু প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও সে রচনা করেছিল একটি ভাব-লোক, লোকাতীত কোন্ বাঁশীর সুরে হারিয়ে ফেলেছিল নিজেকে। পুরনো কালের বাংলাসাহিত্যে এই ষোড়শ শতাব্দী অর্থাৎ চৈতন্যযুগ সমৃদ্ধতম কাব্যের যুগ, তাতে সন্দেহ নেই।

৮

ষষ্ঠ যুগ ঃ পিউরিটান যুগ বা মিল্টনের যুগ (১৬২০-১৬৬০) ঃ সপ্তদশ শতাব্দী (প্রথম পর্ব)

ঐতিহাসিক পটভূমি ঃ

এলিজাবেথের যুগে ইংলণ্ডের বাহ্যিক ঐশ্বর্য-সম্পদ বেড়েছিল, সাহিত্য-শিল্পেরও বিকাশ হয়েছিল, কিন্তু ভোগবিলাসের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল দেশবাসীর মন। আমোদ-প্রমোদ হাস্য-কৌতুক নরনারীর মনকে অধিকাংশ সময় মাতিয়ে রাখত। নৈতিক বিকারের পরিচয়ও পাই ফোর্ড প্রভৃতির নাটকে।

পরের যুগে এলো কতকটা প্রতিক্রিয়া। অনেকে অনুভব করলেন, নৈতিক শৈথিল্য জাতির পক্ষে ক্ষতিকর; রাজারাজড়া ও তাঁদের পারিষদবর্গ সমাজের উপর-মহলে আভিজাত্যের অভিমান নিয়ে সুখের নেশায় বিভোর, সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁদের দৃষ্টি নেই, এ বৈষম্যও অসঙ্গত; রাজ্যচালনায় এবং সমাজ-শাসনে প্রজা সাধারণের অধিকার থাকা উচিত।

এ যুগ পিউরিটান অর্থাৎ শুচিতা-পন্থী বা নীতিবাদী যুগ নামে অভিহিত। যুগের প্রধান লেখক মিল্টন তাঁর সমস্ত লেখায় শুচিতার আদর্শ তুলে ধরেছেন এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে প্রজাবর্গের অধিকার দাবি করেছেন।

১৬২৫ থেকে ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দ ইংলণ্ডে রাজা প্রথম চার্লসের রাজত্বকাল। তিন ছিলেন স্বেচ্ছাচারী, প্রভুত্বগর্বী। পার্লামেণ্টের অধিকার সঙ্কুচিত করায় জনগণ তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। অলিভর ক্রম্ওয়েল্ ছিলেন সে বিদ্রোহের নেতা। ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিদ্রোহীদের হস্তে নিহত হন। অতঃপর কিছুদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় 'কমনওয়েলথ' বা সাধারণতন্ত্র রাষ্ট্র।

পিউরিটানদের নীতির গোঁড়ামি হয়তো কখনও কখনও বাড়াবাড়িতে পৌঁছেছে, কিন্তু তাঁদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, জনসাধারণের মর্যাদা ঘোষণা এবং ভগবদ্‌বিশ্বাস সত্যই প্রশংসনীয়।

কাব্য

জন মিল্টন (John Mi'ton : ১৬০৮-১৬৭৪)

জীবন: ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর লণ্ডনের এক অংশে মিল্টনের জন্ম। তাঁর পিতার সাহিত্য ও শিল্পের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল, কাজেই তিনি বাড়ি থেকে ঐসবের চর্চায় উৎসাহ পেয়েছেন। স্কুলে থাকতেই গভীর রাত্রি পর্যন্ত জেগে তিনি পড়াশুনা

করতেন। ছাত্রজীবনের পরেও তাঁর সে অভ্যাস অক্ষুণ্ণ ছিল। ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে কেম্‌ব্রিজ থেকে এম-এ. পাশ করে তিনি তাঁদের নিভৃত পল্লীবাসে পড়াশুনো নিয়ে থাকেন। বাড়ির অবস্থা সচ্ছল ছিল বলে অসুবিধা হয়নি। একদিকে তিনি অসামান্য পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি নিষ্ঠার সঙ্গে কাব্যের অনুশীলন করেছিলেন। সঙ্গীতেও তাঁর গভীর অনুরাগ এবং দক্ষতা ছিল। নিভৃতবাস তাঁর সাধনার অনুকূল হয়েছিল।

কিন্তু কিছুকাল পরে এই নির্জনবাস পরিত্যাগ করে তিনি ইউরোপ ভ্রমণে বহির্গত হন। ফ্রান্স, সুইটজারল্যাণ্ড, ইটালী—সর্বত্র তিনি পাণ্ডিত্যের জন্য অভিনন্দিত হন। এই সময়ে ফ্লোরেন্সে কারারুদ্ধ গ্যালিলিওর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। গ্রীসে যাবার পথে তিনি দেশের রাজনৈতিক গোলযোগের সংবাদ পান। রাজা প্রথম চার্লসের যথেচ্ছাচারে প্রজাগণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। রাজার সঙ্গে পার্লামেণ্টের ঘোর বিরোধ উপস্থিত হয়। মিল্টন চিরদিন আদর্শবাদী, জনগণের অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট। তিনি দেশে ফিরলেন এবং সাধারণ মানুষের মুক্তির দাবি নিয়ে দাঁড়ালেন। রাজতন্ত্রের পক্ষপাতীরা এতকাল বলতেন, রাজদ্রোহ পাপ, কারণ ভগবদ্দত্ত অধিকারবলে রাজা রাজ্যশাসন করেন। মিল্টন দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, রাজারাও সকল মানুষের মত চিরন্তন বিশ্ববিধানের অধীন, প্রজাদের আত্মরক্ষার অধিকার ভগবদ্দত্ত, অন্যায়কে স্বীকার করা কাপুরুষতা মাত্র। ক্রম্‌ওয়েলের নেতৃত্বে সেদিন ইংলণ্ডের জনসাধারণ বিদ্রোহ করেছিল এবং তাদের হাতে প্রথম চার্লস্‌ নিহত হয়েছিলেন। দীর্ঘকাল রাজনৈতিক বাদ-প্রতিবাদে এবং জাতিকে জাগাবার সাধনায় ব্যাপৃত থাকায় তিনি কাব্য রচনায় মন দিতে পারেননি। এই সময়ের রচনা সবই গদ্য এবং সাময়িক ব্যাপার নিয়ে লেখা হলেও ভাবের ও আদর্শের দিক থেকে মূল্যবান।

সাংসারিক জীবনে তাঁকে অনেক দুঃখকষ্ট সইতে হয়েছে; তবে

অসাধারণ ধৈর্যের সঙ্গে তিনি সমস্ত মেনে নিয়েছেন। তাঁর প্রথমা স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহের অল্প দিন পরেই বিচ্ছেদ ঘটেছিল। দ্বিতীয়া স্ত্রী অল্পদিন মধ্যেই মারা যান। তৃতীয়বার যখন তিনি বিবাহ করেন, তখন তিনি অন্ধ। দৃষ্টিহীন অন্ধকার জীবনে তৃতীয়া স্ত্রীর সেবা তিনি কিছুকাল ভোগ করতে পেরেছিলেন। এই সময়ের অসহায় জীবনের চিত্র কতকটা প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর নাট্যকাব্য 'স্যাম্‌সন অ্যাগনিস্টিস'-এ (Samson Agonistes)। তবু এই অবস্থাতেও তাঁর কাব্যরচনা চলেছে। তিনি বলে যেতেন, অন্য কেউ লিখে নিত। ভগবানের উপর বিশ্বাস তিনি কোনদিনই হারাননি। বাইরের দৃষ্টি যখন হারিয়েছিলেন, তখন অন্তরের দৃষ্টি উজ্জ্বলতর হয়েছিল।

সাহিত্য ঃ ছাত্রাবস্থায় তিনি রচনা করেন 'অন্ দ্য মর্নিং অব্ ক্রাইস্টস্ নেটিভিটি' (On the Morning of Christ's Nativity = খ্রীষ্টজন্মদিনের প্রভাতে)। এটি উৎকৃষ্ট গীতিকবিতা। 'লা'লেগ্রো' (L'Allegro) এবং 'ইল্ পেন্‌সেরোসো' (Il Penseroso) প্রথম যৌবনে রচিত এই কবিতা দু'টিও বিখ্যাত। একটি সুখের গান, আর একটি বিষাদ-গাম্ভীর্যের। প্রথমটিতে ভোরের আলো, ফুলের শোভা, পাখীর কূজন ; জীবনের লঘু আনন্দের চিত্র। দ্বিতীয়টিতে সন্ধ্যার ছায়া, চাঁদের উদয়, করুণ মাধুরী ; প্রফুল্লতার পরিবর্তে গভীর চিন্তা, মৌন প্রশান্তি। ভাষার ঐশ্বর্যে, ছন্দের লালিত্যে এবং ভাবের গাঢ়তায় কবিতাদ্বয় আজও সমান মনোহারী।

পরবর্তী রচনা 'কোমাস্' (Comus) নাট্যকাব্য। ইটালি থেকে ইংলণ্ডে এসেছিল একশ্রেণীর নাটকের আদর্শ, তার নাম 'মাস্ক' (Masque)। রেনেসান্স-কালে অর্থাৎ এলিজাবেথের যুগে এই শ্রেণীর নাটক অভিজাত-সমাজে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। বোমণ্ট, মিডল্‌টন, বেন জন্‌সন্ অনেকেই 'মাস্ক্' লিখেছিলেন। এতে নাচ-গান এবং সাজপোশাকের প্রাধান্য। ঘটনা ও চরিত্র অপেক্ষাকৃত গৌণ। মিল্টনের 'কোমাস্'কে 'মাস্ক্' বলে ধরা হলেও এর প্রকৃতি স্বতন্ত্র।

পূর্বতন 'মাস্ক্' ছিল প্রধানতঃ প্রমোদের বস্তু। মিল্টনের রচনায় নৃত্য-গীতের সমাবেশ থাকলেও এর নৈতিক আদর্শ ই মুখ্য। অনেকে একে 'প্যাস্টোরাল ড্রামা' Pastoral Drama) বা 'রাখালিয়া নাট্যগীতি' নাম দিয়েছেন।

মিল্টন 'পিউরিটান' অর্থাৎ নীতিবাদী বা শুচিতাপন্থী; এই নীতিবাদ তাঁর সাহিত্যে ক্রমশঃ স্পষ্টতর হয়েছে। 'লালেগ্রো', 'ইল্ পেন্সেরোসো'-তে আমোদ-উৎসবের বর্ণনায় অনেকস্থলে পাই রেনেসান্স-যুগের কবিদের মেজাজ। 'কোমাস্'-এরও রচনাভঙ্গী বাহ্যতঃ সেই যুগের। কিন্তু তাঁর ধর্মভাব কাহিনীটির মধ্যে পরিস্ফুট। সুরা-দেবতা 'ব্যাক্কাস্', এবং মায়াবিনী 'সার্সির' পুত্র 'কোমাস্'। বনমধ্যে সাথীহারা একটি নারীকে রাত্রিবেলায় ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন 'কোমাস্' এবং তাঁর প্রমোদ-সঙ্গীরা। রাখালের বেশে তিনি আশ্রয় দিলেন নারীকে; কুটীর-প্রাঙ্গণ তাঁর উৎসব-মুখর; কিন্তু পানপাত্র মুখের কাছে তুলে ধরতেই প্রত্যাখ্যান করলেন শুদ্ধাচারিণী নারী। তাঁর পথের সঙ্গীরাও দেবদূতের নিকট সংবাদ পেয়ে এসে পড়ল সেই মুহূর্তে, কিন্তু মায়া-আসন থেকে তুলতে পারল না তাঁকে। অবশেষে দেবদূত আহ্বান করলেন নদীর দেবী স্যাব্রিনাকে, তিনি এসে নারীকে উদ্ধার করলেন। কামনা-বাসনা-প্রলোভনময় এই সংসার-অরণ্যে ভগবান আমাদের ত্রাণকর্তা, অন্তর পবিত্র থাকলে পতনের আশঙ্কা নেই,—এই হল গল্পটির তাৎপর্য। এর দৃশ্যবর্ণনায় এবং নৈতিক আদর্শে অনেকে স্পেন্সারের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন।

এর পর প্রকাশিত হয় শোক-কাব্য 'লিসিডাস' (Lycidas)। মিল্টনের সহপাঠী এড্ওয়ার্ড্ কিং আইরিশ সাগরে ডুবে মারা যান, তারই বেদনা ব্যক্ত হয়েছে এই কাব্যে। সে বেদনা ব্যক্তিগত দুঃখের উর্ধ্বে সার্বজনীন রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে। কবির ধর্মভাব সেই সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে সুন্দর রূপকের অন্তরালে।

বহু সনেটেরও তিনি রচয়িতা। আঙ্গিক সৌষ্ঠবে সেগুলি উৎকৃষ্ট। 'তেইশ বছর বয়সে' (On Reaching the Age of Twenty-three), 'দৃষ্টিহারা' (On His Blindness) প্রভৃতি সনেট সুপ্রসিদ্ধ। তাঁর অন্তরের পবিত্রতা ও ধর্মনিষ্ঠা ভাষা পেয়েছে এই কবিতাগুলিতে। তিনি বিশ্বাস করতেন, ভগবান তাঁকে মহৎ কর্তব্য সাধনের জন্য সংসারে পাঠিয়েছেন। তিনি আমাদের প্রভু—'The Great Task-master'। তাঁর দেওয়া কাজের ভার বইবার জন্যে নিজেকে উপযুক্তভাবে গড়ে তুলতে হবে। সাফল্য আসতে দেরি হলেও হতাশ হলে চলবে না। যারা সরল বিশ্বাসে তাঁর উপর নির্ভর করে সুদিনের প্রতীক্ষায় থাকে, তারাও তাঁরই সেবক (They also serve who only stand and wait)। দৃষ্টিহারা হয়েও তিনি সান্ত্বনা দিয়েছেন মনকে ঃ হয়তো মনের চোখ খুলে দেবার জন্যেই বাইরের চোখ বন্ধ করে দিয়েছেন ভগবান।

তাঁর ল্যাটিন ভাষায় রচিত কবিতাগুলিতে পাণ্ডিত্যের সঙ্গে কবিত্বের সমন্বয় ঘটেছে।

মধ্যজীবনে তিনি গদ্যই রচনা করেছেন বেশী। বিদেশ-ভ্রমণ শেষ করে তিনি দেশে ফিরলেন প্রায় ত্রিশ বছর বয়সে। ঐ সময়ে ইংলণ্ডে রাজা প্রথম চার্লসের বিরুদ্ধে প্রজাদের অভ্যুত্থান। রাজনৈতিক আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন। মিল্টন তখন কাব্যচর্চা ছেড়ে প্রজাবর্গের ন্যায্য দাবি প্রতিষ্ঠার জন্য কলম ধরলেন। প্রায় কুড়ি বৎসর তিনি রাজনৈতিক ও সামাজিক বিবাদ-বিতর্কে ব্যাপৃত ছিলেন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে কয়েকটি সনেট ছাড়া তিনি আর কোনও কবিতা রচনা করেননি। তাঁর গদ্য রচনায় জ্ঞানের গৌরব এবং বুদ্ধির দীপ্তি আছে। কিন্তু তার সাহিত্যমূল্য তাঁর কাব্যের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। অধিকাংশই সাময়িক ব্যাপার উপলক্ষ করে লেখা। আর তার বাগ্‌ভঙ্গীতে প্রায়ই আড়ম্বর ও জটিলতা, সহজ স্বাচ্ছন্দ্য দুর্লভ। ব্যতিক্রম শুধু 'আরিওপাজিটিকা' (Areopagitica) ঃ

মত প্রকাশের স্বাধীনতার সপক্ষে, এবং তার উপর সরকারী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে, এ গ্রন্থ রচিত। যুক্তি, চিন্তাশীলতা এবং ওজস্বিতার জন্য এ পুস্তক সুপ্রসিদ্ধ। 'আরিওপেগাস' ছিল প্রাচীন এথেন্সে জনসভার স্থান; তা থেকেই 'আরিওপাজিটিকা', যাতে মিল্টন জনসাধারণের কথা বলতে চেয়েছেন।

১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজা প্রথম চার্লসের হত্যা। বছর দশেক সাধারণতন্ত্র চলেছিল। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হল, দ্বিতীয় চার্লস্ সিংহাসনে বসলেন। জনগণের যে মুক্তির স্বপ্ন মিল্টনকে আকুল করেছিল, তা শূন্যে মিলিয়ে গেল। নবপ্রতিষ্ঠিত রাজশক্তি তাঁর প্রতি প্রসন্ন ছিল না। এদিকে দৃষ্টিশক্তিও ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসছিল। ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে গেলেন। বাইরের দৃষ্টি লোপ পেল, অন্তরের দৃষ্টি আরও স্বচ্ছ হলো। 'অন ব্লাইণ্ডনেস্' (On Blindness=দৃষ্টিহারা হয়ে) কবিতায় তাঁর গভীর অধ্যাত্ম-বোধের পরিচয় পাই।

'প্যারাডাইজ লস্ট' (Paradise Lost=স্বর্গচ্যুতি), 'প্যারাডাইজ্ রিগেণ্ড' (Paradise Regained=স্বর্গ পুনঃপ্রাপ্তি) এবং 'স্যামসন্ অ্যাগনিস্টিস্' (Samson Agonistes)—এই তিনখানি শ্রেষ্ঠ কাব্য তাঁর জীবনের শেষভাগে—অন্ধ অবস্থায় রচিত। তিনি বলে যেতেন, মেয়েরা কেউ লিখে নিত।

ইংরেজী সাহিত্যে 'প্যারাডাইজ্ লস্ট'-এর তুলনা নেই। ভাব-গৌরবে, ছন্দঃস্পন্দে, গম্ভীর ধ্বনি-মাধুর্যে, অভিনব চিত্রকল্পে এ কাব্য চিরদিন রসিকজনের মনোহরণ করে এসেছে। এর কল্পনায় ও রচনায় মহাকাব্যের মহিমা আছে এবং মহাকাব্যরূপেই এ গ্রন্থ পরিচিত। মধুসূদন এই কাব্যেরই Blank Verse-এর অনুসরণে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করেছিলেন এবং মিল্টনের ভাব-কল্পনা ও রচনাভঙ্গী দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

বাইব্ল্-এর আদম ও ঈভের স্বর্গচ্যুতির কাহিনী নিয়ে

'প্যারাডাইজ্ লস্ট্' রচিত। আদি পুরুষ আদম (Adam), আদি নারী ঈভ্ (Eve)। প্রথম সর্গে, বিষয়-নির্ণয় এবং দৈবী প্রেরণা প্রার্থনা ; অতঃপর শয়তান ও বিদ্রোহী দেবদূতগণের স্বর্গ থেকে নির্বাসন।* দ্বিতীয় সর্গে, নরকে শয়তানের পুরী 'প্যাণ্ডিমোনিয়ম্'-এ, দুষ্টদেবগণের মন্ত্রণাসভা এবং শয়তান কর্তৃক আদম-ঈভ্‌কে প্রলুব্ধ করবার দায়িত্ব গ্রহণ। তৃতীয় সর্গে, আদম-ঈভের পতনের আশঙ্কা দেখে তাদের সতর্ক করে দেবার উদ্দেশ্যে ঈশ্বর কর্তৃক রাফায়েলকে প্রেরণ ; মানুষের পাপ-ভার স্বয়ং বহন করবেন, ঈশ্বর-পুত্রের এই সংকল্প ; এবং আলোকদূতের রূপ ধরে শয়তানের পৃথিবী অভিমুখে যাত্রা। চতুর্থ সর্গে, স্বর্গে নন্দনবনে (Garden of Eden) নিষ্পাপ মানব-মানবীর চিত্র ; শয়তান স্বপ্নে ঈভ্‌কে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাবার জন্য প্রলুব্ধ করতে গিয়ে বন্দী হয়, পরে মুক্তি পায়। পঞ্চম সর্গে, ঈভ্ স্বামীকে তার স্বপ্নের কথা জানায় এবং রাফায়েল্‌কে বলে, ঈশ্বরের সব দান স্বর্গেই সীমাবদ্ধ নয়। আদমের অনুরোধে, রাফায়েল—শয়তানের বিদ্রোহ ও চক্রান্তের কথা তাকে জানান। ষষ্ঠ সর্গেও, এই কাহিনী অনুসরণ। সপ্তম সর্গে পাই, রাফায়েল আদি নরনারীকে জগতের সৃষ্টিকাহিনী শোনাচ্ছেন। অষ্টম সর্গে, রাফায়েল ঈভের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের কথা আদমকে বলছেন। নবম ও দশম সর্গে, সাপের রূপে শয়তান কর্তৃক ঈভ্‌কে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেতে প্রলুব্ধকরণ ; পরিণাম জেনেও ঈভের প্ররোচনায় আদমের ফল ভক্ষণ ; উভয়ের শাস্তি ; 'পাপ' ও 'মৃত্যু' ধূম্রলোকের মধ্য দিয়ে চলল পৃথিবীপানে ; শয়তান গেল নরকে ; আদম-ঈভের মনে জাগল অনুশোচনা ; শয়তান ও তার অনুচরেরা পরিণত হল সাপে। একাদশ সর্গে, ঈশ্বর আদমের অনুতাপবাণী শুনলেন, কিন্তু স্বর্গচ্যুতির আদেশ দিলেন ;

* মধুসূদনও 'মেঘনাদ বধ'-এর প্রথম সর্গের প্রারম্ভে অনুরূপ ভাবে বিষয় নির্দেশ ও বাণী-বন্দনা করে নিয়েছেন।

দেবদূত মাইকেল কল্পনা-বলে মানবের ভবিষ্যৎ দর্শন করলেন এবং আদমকে দর্শন করালেন। দ্বাদশ সর্গে, ভাবী-মুক্তির আশ্বাসে আদম-ঈভের সান্ত্বনা ; তাঁরা স্বর্গ থেকে বেরুলেন, সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গের দ্বার রুদ্ধ হল।

স্বর্গ-মর্ত্য-নরকের বিচিত্র দৃশ্যাবলী বিস্ময়কর রূপ নিয়েছে আর সমগ্র মানব-ভাগ্য মনোগ্রাহ্য হয়ে দেখা দিয়েছে এই মহাকাব্যে। শয়তানের চরিত্রেও কবির কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। মহৎ না হলেও সে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বশালী, স্বাধীনতার জন্য তার আকাঙ্ক্ষা দুর্বার।

মানবের প্রলোভন ও পতনের কাহিনী 'প্যারাডাইজ্ লস্ট্'-এ, আর তার প্রলোভন-জয় ও স্বর্গ-পুনঃপ্রাপ্তির কাহিনী 'প্যারাডাইজ্ রিগেণ্ড'-এ। এই জয় ও প্রাপ্তির দৃষ্টান্ত দেখানো হয়েছে যীশুখ্রীষ্টের জীবনে। কাব্যসৌন্দর্য প্রচুর পরিমাণে দ্বিতীয় গ্রন্থে থাকলেও সমগ্রভাবে এখানি প্রথমখানির সমকক্ষ নয়।

ইস্রায়েলের বীর নেতা স্যাম্সন্ অন্ধ ও অসহায় হয়ে ফিলিস্টাইন-দের দাসত্ব করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেই করুণ কাহিনী নিয়ে মিল্টনের নাট্যকাব্য 'স্যাম্সন্ অ্যাগনিস্টিস্'। গ্রীক নাটকের আদর্শে কল্পিত এই গ্রন্থ তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। নিজের জীবনের সঙ্গে তিনি স্যাম্সনের জীবনের সাদৃশ্য দেখেছিলেন। তিনিও দেশের শত্রুদের বিরুদ্ধে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করেছিলেন—অবশ্য অসি নিয়ে নয়, মসী নিয়ে। স্যাম্সনের প্রেমপাত্রী 'ডিলাইলা' (Delilah) তাঁর দুর্ভাগ্যের কারণ ; তাঁরও স্ত্রী আসেননি কল্যাণী মূর্তিতে। জীবনের শেষভাগ তাঁর অতিবাহিত হয়েছে নিঃসঙ্গ অসহায়তায়।

এ যুগের অন্যান্য কবি ঃ

এলিজাবেথীয় যুগের আদর্শ এ যুগে বিদায় নিচ্ছিল। বিভিন্ন কবিদলের মধ্যে দেখা দিচ্ছিল নূতন নূতন ভাব ও ভঙ্গী। যাঁরা যুগসন্ধিকালের কবি (Transition poets), তাঁদের অনেক

ঐতিহাসিক আখ্যা দিয়েছেন—'জেকবীয় কবিগোষ্ঠী' (Jacobean poets)। যাঁরা রাজা চার্লসের খুব অনুগত, আমোদ-প্রমোদের অনুরাগী এবং জীবনে বেপরোয়া, তাঁরা আখ্যা পেয়েছেন 'ক্যাভেলিয়ার' (Cavalier = অশ্বারোহী ; বেপরোয়া) বা 'কেরোলাইন' (Caroline = চার্লসের অনুগত)। ডান্ প্রভৃতি মরমী (mystic) কবিরা অভিহিত হয়েছেন 'মেটাফিজিকাল' (metaphysical) অর্থাৎ অধ্যাত্মবাদী কবি বলে। কয়েকজন অতীতের টান ছাড়তে পারেননি, মুগ্ধ ছিলেন স্পেন্সেরীয় স্বপ্নে, তাঁরা স্পেন্সার-পন্থী কবি (Spenserian poets)। এঁদের মধ্যে অধ্যাত্মবাদী কবিগণই বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং তাঁদের প্রধান হচ্ছেন জন্ ডান্ (John Donne)।

লক্ষণীয়, এঁরা অধিকাংশই গীতিকবি। এ যুগে মহাকাব্য রচনার গৌরব একমাত্র মিল্টনের। এটা যদিও পিউরিটান যুগ, তবু সকলেই পিউরিটান বা শুচিধর্মী ছিলেন না। ক্যাভেলিয়ার বা বেপরোয়া কবিদল তো ন'নই, অধ্যাত্মবাদী কবিরাও নন। ক্যাভেলিয়ার কবিরা অনেকে চপল প্রেমের ও ক্ষণিক আনন্দের গান গেয়েছেন। আর, অধ্যাত্মবাদী কবিরা ভোগরাগময় প্রেমের 'রূপকে' ভগবৎপ্রেমের ইঙ্গিত করেছেন।*

অধ্যাত্মবাদী কবি ঃ

জন্ ডান্ (John Donne : ১৫৭৩-১৬৩১)

জন্ ডান্‌কে সময়ের দিক দিয়ে হয়তো পূর্ব যুগের অন্তর্গত বলেও ধরা যেতে পারত, কেননা ১৬২০ পর্যন্ত আমরা ধরেছি এলিজাবেথীয় যুগ, এবং ডান্-এর জীবনের অধিকাংশ ঐ সময়ের মধ্যেই পড়ে। প্রেমের অকুণ্ঠ প্রকাশ এবং গোঁড়ামিশূন্যতার দিক থেকে এলিজাবেথীয়

* বৈষ্ণব ও বাউলদের কথা এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়তে পারে।

যুগের সঙ্গে তাঁর মনের মিল থাকলেও সে যুগের কাব্যের সঙ্গে তাঁর কাব্যের মিল নেই। তিনি লিখেছেন প্রেমের গান, আধ্যাত্মিক গীতি-কবিতা, ব্যঙ্গ-কবিতা ইত্যাদি। সেগুলিতে একদিকে যেমন আছে স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ, অন্যদিকে তেমনি আছে উৎকেন্দ্রিক কল্পনা ও স্ব-তন্ত্র প্রকাশভঙ্গী। অধ্যাত্মবাদী কবি বা 'মেটাফিজিকাল পোয়েট্স্' নামে যাঁরা খ্যাত, তিনিই তাঁদের পথপ্রদর্শক। তাঁর কবিতার মান সর্বত্র সমান নয়; কোথাও অসামান্য কল্পনায় উজ্জ্বল, কোথাও ভাষা ও ছন্দের দৈন্যে কুণ্ঠিত। রূপকে প্রতীকে বা অলঙ্কারের আবরণে কখনও বা অর্থ অস্পষ্ট। হয়তো তাঁর ভাবের গভীরতা অনেক সময়ে উপযুক্ত মাধ্যম খুঁজে পায়নি। তবে যাঁরা ভাবের সন্ধানী, তাঁরা আজ ডান্‌কে মর্যাদা দিচ্ছেন। অতীতে বেন্ জন্‌সন্ তাঁর প্রতিভাকে স্বীকার করে বলেছিলেন, 'কোন কোন বিষয়ে তিনি অদ্বিতীয় কবি, কিন্তু দুর্বোধ্যতার জন্য হয়তো অচিরেই হবেন বিস্মৃত।'*

ক্যাথলিক বংশে তাঁর জন্ম, কিন্তু কোনও দলের ছাপ তিনি মেনে নেননি; শুধু খ্রীষ্টান বলে নিজের পরিচয় দিতেন। কাদিজ এবং আজোর্স্ অভিযানে তিনি যোগ দিয়েছিলেন এবং সমুদ্রবক্ষে বসে লেখা 'দ্য স্টর্ম' (The Storm = ঝড়) এবং 'দ্য কাম্' (The Calm = শান্তি) তাঁর দুটি শ্রেষ্ঠ কবিতা। শেষ জীবনে তিনি যাজকের ব্রত গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর উপদেশনা গভীরভাবে শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয় স্পর্শ করত।

অ্যাব্রাহাম কাউলে (Abraham Cowley: ১৬১৮-১৬৬৭)

এক সময়ে, তাঁর যৌবনে, তিনি ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ কবি বলে অভ্যর্থিত হয়েছিলেন, আজ সে খ্যাতি বিলীন। তবু মেটাফিজিকাল

* রবীন্দ্রনাথ 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে শ্রদ্ধাভরে এই কবির নাম উল্লেখ করেছেন।

দলের শক্তিমান কবিরূপে তিনি স্মরণীয়। এই দলের কবিদের বিরুদ্ধে স্যামুয়েল জন্‌সন্ অভিযোগ করেছিলেন, 'এঁরা বিদ্বান, কিন্তু স্বাভাবিক প্রকাশরীতির ধার ধারেন না, নিজেদের পাণ্ডিত্য দেখাবার জন্য উদ্‌গ্রীব।' তাঁর অভিযোগ অংশতঃ সত্য। নূতনত্বের খাতিরে তাঁরা অনেক অদ্ভুত উপমা ও চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন। কাউলের 'পিণ্ডারিক ওড্'গুলি অর্থাৎ গ্রীক গীতিকবি পিণ্ডারের আদর্শে রচিত প্রশস্তি-কবিতাগুলি পরবর্তী কাব্যের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে।

রিচার্ড্ ক্রশ' (Richard Crashaw : ১৬১৩-১৬৪৯), হেন্‌রি ভন (Henry Vaughan : ১৬২২-১৬৯৫), অ্যাণ্ড্রু মার্ভেল (Andrew Marvell : ১৬২১-১৬৭৮), এড্‌মণ্ড ওঅলার(Edmund Waller : ১৬০৬-১৬৮৭), টমাস্ ট্রাহার্ন (Thomas Traherne : ১৬৩৪-১৭০৪ ?) এই দলের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য কবি।

জর্জ **হারবার্ট** (George Herbert : ১৫৯৩-১৬৩৩)-ও অধ্যাত্মবাদী, নৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী এবং পিউরিটান। 'টেম্প্ল' (Temple=মন্দির) তাঁর প্রধান কাব্যগ্রন্থ। এতে খ্রীষ্টীয় ধর্মভাবে অনুপ্রাণিত দেড়শটি কবিতা আছে। আন্তরিকতায় এবং সংযত ভাষা-সৌন্দর্যে কবিতাগুলি মনোরম।

ক্যাভেলিয়ার (অশ্বারোহী) অর্থাৎ বেপরোয়া কবি :
টমাস কেরিউ (Thomas Carew : ১৫৯৮-১৬৩৯)

কেরিউর প্রেমের কবিতাগুলি ঋজু, বলিষ্ঠ। ইন্দ্রিয়মোহকে তিনি এড়িয়ে চলেননি। তাঁর সৌন্দর্যবোধ কামনা বাসনার রঙে রঙিন। হয়তো অনেক সময়ে ভোগাসক্তির সাক্ষাৎ মেলে, কিন্তু সেখানেও রচনাকৌশল লক্ষণীয়।

রবার্ট হেরিক (Robert Herrick : ১৫৯১-১৬৭৪)

সত্যই বেপরোয়া ধরণের কবি। তাঁকে ধর্মযাজকের জীবন যাপন করতে হয়েছে, কিন্তু কঠোর নিয়ম নিষ্ঠায় তাঁর আগ্রহ ছিল না। জীবনের সহজ আনন্দই তাঁর মনকে বেশী টানত। পল্লীর সুখ সৌন্দর্যের গান তিনি গেয়েছেন, ভগবৎপ্রেমের কবিতাও লিখেছেন। 'ড্যাফোডিলের প্রতি', 'গোলাপ কুঁড়ি কুড়িয়ে নাও সময় আছে যখন' (Gather ye rose-buds while ye may) প্রভৃতি তাঁর উৎকৃষ্ট গীতিকবিতা। 'হেস্‌পেরিডিস্‌ অ্যাণ্ড নোব্‌ল নাম্বার্স' (Hesperides and Noble Numbers)-এর শেষের দিকে কয়েকটি ধর্মসংক্রান্ত কবিতা স্থান পেয়েছে।

স্যর জন্‌ সাক্‌লিং (Sir John Suckling : ১৬০৯-১৬৪২)

রাজা প্রথম চার্লসের সভার একজন তীক্ষ্ণধী রসিক সভাসদ। তাঁর লেখায় উচ্চ ভাব নেই, কিন্তু সহজ কথা সুন্দর করে বলবার ক্ষমতা আছে।

রিচার্ড লাভলেস্‌ (Richard Lovelace : ১৬১৮-১৬৫৮)

এঁকেও সাক্‌লিং-এর সঙ্গে এক পংক্তিভুক্ত করা চলে। সাক্‌লিং-এর 'বিবর্ণ বিশীর্ণ কেন অবোধ প্রেমিক' (Why so pale and wan, fond lover) এবং লাভ্‌লেসের 'কারাগার থেকে অল্‌থিয়ার প্রতি' (To Althea from Prison) দুটি সুন্দর প্রেম-কবিতা।

অ্যাণ্ড্রু মার্ভেল (Andrew Marvell : ১৬২১-১৬৭৮)

এঁকে আমরা 'মেটাফিজিকাল' কবিদের দলেও ধরতে পারি। প্রথম জীবনে ইনি ক্যাভেলিয়ার কবিদের মত ভোগ-রাগের এবং হালকা সুরের কবিতা লিখেছিলেন, পরে জনগণের অধিকারের দাবিতে লেখনী চালনা করেন।

সপ্তদশ শতককে আমরা দুই পর্বে ভাগ করে নিয়েছি : পিউরিটান্ যুগ আর রেস্টোরেশন যুগ। গদ্য লেখকদের মধ্যে যাঁদের রচনায় পিউরিটান যুগের ভাব ও আদর্শ প্রবল, তাঁদের কথা 'পিউরিটান যুগে' আর অন্যদের কথা 'রেস্টোরেশন যুগে' আলোচনা করেছি।

গদ্য :

কেরোলাইন যুগের অর্থাৎ চার্লস্-রাজত্বকালের গদ্য লেখক জেরিমি টেইলর (Jeremy Taylor : ১৬১৩-১৬৬৭)

মিল্টনের যুগ প্রধানতঃ আদর্শবাদের যুগ। গদ্যে যাঁরা সাহিত্যের মাধ্যমে সার্থকভাবে নৈতিক আদর্শ প্রচার করে গেছেন, তাঁদের মধ্যে জেরিমি টেইলর অন্যতম। তাঁর 'হোলি লিভিং অ্যাণ্ড হোলি ডায়িং' (Holy Living and Holy Dying) প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

আর একজন এই শ্রেণীর লেখক রিচার্ড ব্যাক্সটার (Richard Baxter : ১৬১৫-১৬৯১) : তাঁর প্রধান বই হল 'এভারলাস্টিং রেস্ট' (Everlasting Rest = চিরবিশ্রাম)।

টমাস ফুলার (Thomas Fuller : ১৬০৮-১৬৬১)-এর 'ওঅর্থিজ অব ইংল্যাণ্ড' (Worthies of England = ইংলণ্ডের যাঁরা মহৎ)—ইংলণ্ডের স্মরণীয় ব্যক্তিদের জীবন-কথা। তাঁর 'দ্য হোলি ওঅর' (The Holy War), 'দ্য হোলি স্টেট অ্যাণ্ড দ্য প্রোফেন স্টেট' (The Holy State and the Profane State = ধর্মরাজ্য ও অধর্মরাজ্য) এবং 'চার্চ-হিস্ট্রি অব ব্রিটেন' (Church History of Britain = ব্রিটেনের গির্জার ইতিহাস)-ও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

রবার্ট বার্টন (Robert Burton ; ১৫৭৭-১৬৪০)-এর 'অ্যানাটমি অব্ মেলাংকলি' (Anatomy of Melancholy) অদ্ভুত ধরণের

বই। তিনি সারাজীবন বিষাদ-রোগে ভুগেছেন। বইখানা আরম্ভ করেছিলেন এই রোগের কারণ ও লক্ষণ নির্ণয়ের উদ্দেশ্য নিয়ে। শেষ পর্যন্ত এ বই দাঁড়িয়েছে, নানারকম জ্ঞানের কথার এবং বহু উদ্ধৃতির সংগ্রহ হয়ে। রচনা প্রাঞ্জল নয়, কিন্তু যাঁরা গবেষণায় উৎসাহী, তাঁরা এতে কৌতূহলের খোরাক পান। বইখানি একসময়ে জনপ্রিয় হয়েছিল। কীট্‌স্ 'লামিয়া'র কাহিনী নিয়েছিলেন এই বই থেকে।

স্যর টমাস ব্রাউন (Sir Thomas Browne : ১৬০৫-১৬৮২) ইনি ছিলেন ডাক্তার। 'রিলিজিও মেডিসি' Religio Medici = ডাক্তারের ধর্ম) এঁকে সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। এঁর আলোচনায় গোঁড়ামি নেই। প্রকৃতির মধ্যেই ইনি পেয়েছেন ধর্মের সন্ধান। আর, গভীর বিষয়কে সুখপাঠ্য করে তোলবার ক্ষমতাও এঁর অসাধারণ। সম্ভবতঃ এঁর প্রফুল্ল নম্র প্রকৃতিই লেখায় স্নিগ্ধ মাধুর্য সঞ্চার করেছে।

আইজাক ওঅল্‌টন (Izaak Walton : ১৫৯৩-১৬৮৩)

জীবিকার জন্য ব্যবসায়ে মন দিয়েছিলেন, কিন্তু ভালোবাসতেন বই পড়তে আর পল্লী অঞ্চলে বেড়াতে। এঁর স্মরণীয় রচনা 'কম্‌প্লীট অ্যাংলার' (Compleat Angler = Complete Angler = নিখুঁত মৎস্যশিকারী)। মাছধরা সম্বন্ধে যে এমন উপভোগ্য গ্রন্থ রচনা করা যেতে পারে, সে কথা বোধ হয় আগে কেউ ভাবতে পারেনি। বস্তুতঃ এতে শুধু মাছধরার কৌশল বর্ণিত হয়নি ; পল্লীপ্রকৃতির রূপ ছবির মত ফুটে উঠেছে আর মৎস্যশিকারীর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ পারিপার্শ্বিক সকল ব্যাপারকে মনোজ্ঞ করে তুলেছে। ওঅল্‌টনের 'লাইভ্‌স্' (Lives) গ্রন্থে ডান্, হুকার, ওঅটন, হার্বার্ট প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত জীবনী আছে।

জন্ বানিয়ান (John Bunyan : ১৬২৮-১৬৮৮)

জন বানিয়ানের জীবনকাল কিছুটা পিউরিটান যুগে এবং কিছুটা পরবর্তী রেস্টোরেশন যুগে পড়লেও তাঁকে পিউরিটান যুগের বলেই ধরে নেওয়া ভাল ; কারণ, এই যুগের নীতিবোধ ও আদর্শবাদ তাঁর লেখায় সুস্পষ্ট। পদ্য-লেখকদের মধ্যে যেমন মিল্টন, গদ্য-লেখকদের মধ্যে তেমনি বানিয়ান পিউরিটান যুগের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। তিনি দরিদ্র সন্তান, লেখাপড়াও বেশী করেননি, কিন্তু ছেলেবেলা থেকে ধর্মের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল। শৈশবে অনেক সময়ে স্বর্গ-নরকের কল্পনা তাঁকে অভিভূত করত। সামান্য কিছু দোষ করলেও তিনি অনুতাপে জর্জরিত হতেন। অল্প বয়সে অতি দরিদ্র একটি মেয়েকে তিনি বিবাহ করেন। সে সঙ্গে এনেছিল দুখানি ধর্মগ্রন্থ। বানিয়ান সাগ্রহে সে দুখানি পড়েন। কিছু দিন পরে তিনি ধর্মপ্রচার আরম্ভ করেন। তাঁর বক্তৃতায় এমন আন্তরিকতা থাকত যে তা শ্রোতাদের হৃদয় স্পর্শ করত। রাজা দ্বিতীয় চার্লস্ সভা-সমিতি বন্ধের আদেশ দিয়েছিলেন। সে আদেশ অমান্য করায় তাঁর কারাদণ্ড হয়েছিল। বেডফোর্ড জেলে তিনি বারো বছর বন্দী ছিলেন। এই সময় তিনি রচনা করেন 'গ্রেস্ অ্যাবাউণ্ডিং' (Grace Abounding = অনন্ত করুণা)। এই বইয়ে তাঁর নিজের জীবনের কথা কিছু কিছু আছে। তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'পিল্‌গ্রিম্‌স্ প্রোগ্রেস' (Pilgrim's Progress = তীর্থযাত্রীর অগ্রসরণ)-ও জেলখানাতেই লেখা হয়েছিল বলে মনে হয়। আরও দুখানি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'দ্য লাইফ অ্যাণ্ড ডেথ অব্ মিঃ ব্যাড্‌ম্যান' (The Life and Death of Mr Badman = মিঃ ব্যাডম্যানের জীবন ও মৃত্যু) এবং 'দ্য হোলি ওঅর' (The Holy War = ধর্মযুদ্ধ)। কারামুক্তির পর ধর্মপ্রচারক রূপে তিনি আরও প্রসিদ্ধি এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। একবার দূরস্থ কোন এক বন্ধুর সাহায্য করতে গিয়ে

ফেরবার পথে তিনি বরফ-ঝড়ের কবলে পড়েছিলেন। তারই ফলে অসুস্থ হয়ে তিনি মারা যান।

'পিল্‌গ্রিম্‌স্ প্রোগ্রেস' রূপক হলেও তার গল্পটি এমন সুরচিত যে তা প্রায় উপন্যাসের মত। স্পেন্সারের 'ফেয়ারি কুঈন'-ও রূপক, কিন্তু তার আবেদন এমন সার্বজনীন নয়। গল্পকার বলেছেন: সংসারের অরণ্যে ঘুরতে ঘুরতে তিনি এক গুহায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন এবং স্বপ্ন দেখলেন, ক্রিশ্চিয়ান নামে একটি লোক এক হাতে একখানি বই আর পিঠে ভারী বোঝা নিয়ে চলেছে। ধ্বংসপুরী থেকে পুণ্যধাম অভিমুখে তার যাত্রা। বাধা বিঘ্ন, ভয় প্রলোভন সব অতিক্রম করে সে কি করে পুণ্যধামের দ্বারে পৌঁছল, সেই চিত্তাকর্ষক কাহিনী নিয়েই এই গ্রন্থ। গল্পে অন্য যে সব চরিত্র আছে, তারা এক একটি ভাবের প্রতীক হলেও সজীব মানুষের মত প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। লেখকের বর্ণনা-ভঙ্গী সরল, অথচ যেমন তাঁর গল্পের আগ্রহ জাগাবার ক্ষমতা, তেমনি চরিত্রাঙ্কনের দক্ষতা, আবার তেমনি ভাবের গাম্ভীর্য সৃষ্টির নৈপুণ্য।

'দ্য হোলি ওঅর'-ও রূপক। পাপ-পুণ্যের দ্বন্দ্ব এর বর্ণনীয় বিষয়। 'দ্য লাইফ অ্যাণ্ড্ ডেথ অব মিঃ ব্যাড্‌ম্যান' একটি চরিত্র-চিত্র। একে উপন্যাসের অগ্রদূত বলা যেতে পারে। আর, 'গ্রেস্ অ্যাবাউণ্ডিং'-এ তাঁর আপন জীবনের অভিজ্ঞতার কথা আছে।

যদিও বিদ্যালয়ের শিক্ষা তাঁর বেশী ছিল না, তথাপি ভাবের গভীরতায় এবং ভাষার মাধুর্যে তাঁর গ্রন্থ সর্বজনপ্রিয়।

সপ্তদশ শতাব্দীতে পিউরিটান আদর্শ নিয়ে যে গদ্য লেখকেরা আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁদের কথাই আমরা এ অধ্যায়ে আলোচনা করলাম। যাঁদের রচনায় রেস্টোরেশন যুগের বুদ্ধিবাদ প্রবল, তাঁদের প্রসঙ্গ পরবর্তী অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বলা বাহুল্য, উভয় দলের রচনা নিয়ে সতেরোর শতকের সমগ্র গদ্যসাহিত্য।

৯

সপ্তম যুগ ঃ রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার যুগ ঃ রেস্টোরেশন-যুগ (Restoration Period) : ১৬৬০-১৭০০

সপ্তদশ শতাব্দী (দ্বিতীয় পর্ব)

ঐতিহাসিক পটভূমি ঃ

১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজা প্রথম চার্লস্ বিদ্রোহী প্রজাদের হাতে নিহত হন। ইংলণ্ডে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়, কিন্তু সাধারণতন্ত্র বেশী দিন টেঁকেনি। রাষ্ট্রনায়ক ক্রম্‌ওয়েলের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রিচার্ড শাসনভার পরিত্যাগ করেন ; ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে নিহত রাজার পুত্র দ্বিতীয় চার্লস্ ফ্রান্স থেকে ফিরে এসে সিংহাসনে বসেন। রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয় চার্লস্ ছিলেন ভোগী, বিলাসী। সাধারণতন্ত্রের যুগে ইংলণ্ডে যে কঠোর নীতিপ্রবণতা—পিউরিটানিজম্—প্রকট হয়েছিল, এ সময়ে রাজার এবং তাঁর অনুচরবর্গের প্রভাবে তা ক্রমশঃ শিথিল হতে থাকে। তাছাড়া নীতির গোঁড়ামি এমন বাড়াবাড়িতে পৌছেছিল যে অনেকে স্বভাবতঃই তা থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিলেন। নীতিবাদের যে আদর্শ দেখা গিয়েছিল মিল্টনে, বানিয়ানে, রাজতন্ত্র-পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর তার আর তেমন প্রাবল্য ছিল না।

এই যুগ প্রধানতঃ বুদ্ধি-বিচারের যুগ। শেক্‌স্পীরিয় যুগের আবেগ-কল্পনা এবং মিল্টনীয় যুগের নীতিপ্রবণতা—দুইই এ কালে অনুপস্থিত। এ কালের লেখকেরা অধিকাংশ বাস্তবপন্থী, চিন্তাশীল এবং যুক্তিনিষ্ঠ।

পরিবর্তনের ধারা এসেছিল তিন দিক থেকে। প্রথমতঃ, প্রাচীন

সাহিত্য (classics); এলিজাবেথীয় যুগের লেখকদের কল্পনাকে তা উদ্বুদ্ধ করেছিল; কিন্তু এযুগে ভাব-কল্পনার চেয়ে ক্লাসিকসের রচনা-সৌষ্ঠব ও সু-শৃঙ্খলা লেখকদের বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকে; রোমান্টিকতার চেয়ে তাঁরা ক্লাসিক-রীতির বেশী অনুরাগী হয়ে পড়েন। দ্বিতীয়তঃ, নতুন রাজার সঙ্গে ফরাসী রুচি ও প্রভাব এসে পড়ে। আমোদপ্রিয়তা, পরিহাস-কুশলতা, বুদ্ধির অভিমান একালের অনেক সাহিত্যিকের সাধারণ লক্ষণ। তৃতীয়তঃ, নানা রাজনৈতিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে জনসাধারণ ক্রমেই জীবনের বাস্তব সমস্যাগুলি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠতে থাকে।

নীতিভ্রষ্ট বিলাসী রাজার অনাচার অবশ্য বেশীদিন ইংরেজ জাতি মুখ বুজে সহ্য করেনি। ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রজা-অভ্যুত্থানে বিনা রক্তপাতে এক রাজনৈতিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। অতিষ্ঠ প্রজাবর্গ অকর্মণ্য রাজাকে সরিয়ে বীর অরেঞ্জ অব উইলিয়মকে সিংহাসনে বসায়।

রেস্তরাঁ ও কফি হাউসগুলি এ যুগে সামাজিক মিলনের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। লেখকেরা সেখানে জমায়েত হয়ে নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন।

এ যুগের প্রধান লেখক—জন ড্রাইডেন।

কাব্য ও নাটক:

জন্ ড্রাইডেন (John Dryden: ১৬৩১-১৭০০)

নর্দাম্পটনশায়ারে এক গ্রামে তাঁর জন্ম। প্রথমে গ্রামের স্কুলে, পরে কেম্‌ব্রিজ ট্রিনিটি কলেজে তিনি লেখাপড়া করেন। অতঃপর একজন প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তির সেক্রেটারি হয়ে তিনি লণ্ডনে যান। বত্রিশ বছর বয়সে তিনি লেখেন তাঁর প্রথম নাটক—'দ্য ওআইল্ড গ্যালাণ্ট' (The Wild Gallant=দুঃসাহসী)। সে নাটক প্রশংসিত হয়নি। পরবর্তী নাটক 'দ্য রাইভাল লেডিজ' (The

Rival Ladies) অপেক্ষাকৃত ভাল হয়েছিল। তৃতীয় নাটক 'দ্য ইণ্ডিয়ান এম্পারার' (The Indian Emperor = ইণ্ডীয় সম্রাট); এর বিষয় কর্টেজের মেক্সিকো জয়; বলা বাহুল্য, এ 'ইণ্ডিয়ান'— 'ভারতীয়' নয়। এই নাটকেই তিনি প্রথম প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 'ঈডিপাস্' (Oedipus = গ্রীক-রাজ 'ঐদিপুস') নাটকেও তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর মেলে। 'অল্ ফর্ লভ্' (All for Love = প্রেমের জন্য সর্বস্ব) শেক্স্পিয়রের 'অ্যাণ্টনি অ্যাণ্ড ক্লিওপেট্রা' দ্বারা প্রভাবিত। অ্যাণ্টনির শেষ ক' দিনের কথাই এতে সংহতরূপে প্রকাশ পেয়েছে। এইখানাই ড্রাইডেনের শ্রেষ্ঠ নাটক।

১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে ভীষণ প্লেগ দেখা দিয়েছিল। ড্রাইডেন সে সময়ে লণ্ডন ছেড়ে বাইরে যান এবং সেখানে লেখেন তাঁর প্রথম কাব্য—'অ্যানাস্ মিরাবিলিস (Annus Mirabilis = অপূর্ব বৎসর)। তাতে লণ্ডনের অগ্নিকাণ্ড এবং হল্যাণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধের কথা আছে। পূর্বে খণ্ড-কবিতা দু' একটি লিখেছিলেন ; যেমন, ১৬৫৮-তে ক্রমওয়েলের মৃত্যু উপলক্ষে 'হীরোয়িক স্ট্যাঞ্জাস্' (Heroic Stanzas)। ১৬৬৮-তে তিনি 'রাজকবি' (Poet-laureate) রূপে সংবর্ধিত হন এবং পরবর্তী তেরো বৎসরে চৌদ্দখানি নাটক লেখেন। তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'কঙ্কোয়েস্ট অব গ্রানাডা' (Conquest of Granada = গ্রানাডা-বিজয়), 'আওরংজেব' (Aurangzebe) এবং 'দ্য স্প্যানিশ ফ্রায়ার' (The Spanish Friar = স্পেনীয় সন্ন্যাসী)। তাঁর সামাজিক কৌতুক নাটক—'ম্যারেজ আ-লা-মোড' (Marriage a' la' Mode)।

প্রবন্ধ লেখকরূপেও ড্রাইডেন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। 'এসে অন্ ড্রামাটিক পোয়েসি' (Essay on Dramatic Poesy = নাট্যকবিতার কথা) চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ-গ্রন্থ। ব্যঙ্গ-কবিতাতেই তাঁর সিদ্ধি সর্বাধিক। ঐ যুগে বিবাদ বিতর্ক বিদ্রূপ সাহিত্যের একটি প্রধান অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ডিউক অব্ বাকিংহাম, স্যামুয়েল

বাটলার প্রভৃতির সঙ্গে মিলে, 'রিহার্সাল' (Rehearsal) নামক গ্রন্থে, ড্রাইডেনের নাটককে—প্রধানতঃ তাঁর 'কঙ্কোয়েস্ট অব্ গ্রানাডা'কে— ব্যঙ্গ করেছিলেন। ড্রাইডেনের মনে হয়েছিল, সাহিত্যে অনধিকারী বড়লোকদের এ ধরণের রচনায় হাত দেওয়া ধৃষ্টতা। আর্ল অব শ্যাফ্ট্স্বেরির বিরুদ্ধেও তাঁর অনুরূপ অভিযোগ ছিল এবং তাঁকে তিনি আক্রমণ করেছিলেন 'অ্যাব্স্যালম্ অ্যাণ্ড আহিটোফেল' (Absalom and Achitophel) বিদ্রূপ কাব্যে। অ্যাব্স্যালম্—এক্ষেত্রে মন্মাউথ এবং আহিটোফেল শ্যাফ্ট্স্বেরি। বাইব্লের গল্পের সূত্র নিয়ে তিনি তাঁর বিরোধীদের তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে জর্জরিত করেছেন। কোথাও অশিষ্ট গালাগালি নেই, ছদ্ম রূপকের আড়ালে তিনি বর্ণনা করে গেছেন ঘটনাবলী, নিক্ষেপ করেছেন ভাষার উজ্জ্বল শাণিত শর। ব্যঙ্গ কাব্যের ক্ষেত্রে এর তুলনা বিরল। 'মেডাল্' (Medal)-এও আছে শ্যাফ্টস্বেরির প্রতি বিদ্রূপ। তাঁর 'ম্যাকফ্লেকনো' (Macflecknoe)—অনেকের মতে—পোপের 'ডান্সিয়াড্' (Dunciad)-কাব্যের প্রেরণা জুগিয়েছিল। এই জাতীয় রচনায় তিনি ইংরেজী সাহিত্যে অগ্রগণ্য।

রোমান্ চার্চের আনুগত্য স্বীকার করে তিনি রচনা করেছিলেন 'দ্য হাইণ্ড অ্যাণ্ড দ্য প্যান্থার' (The Hind and the Panther = হরিণী ও চিতাবাঘ)। ল্যাটিন থেকে করা তাঁর ভার্জিলের অনুবাদ জনপ্রিয় হয়েছিল। 'ওড্ টু সেণ্ট সিসিলিয়াজ্ ডে' (Ode to St. Cecilia's Day) শেষের দিকের একটি উৎকৃষ্ট কবিতা। আর তাঁর 'ফেবল্স্' (Fables) চসার ও বোক্কাচ্চিওর অনুসরণে লেখা কয়েকটি আখ্যান। 'আলেকজাণ্ডারস্ ফীস্ট' (Alexander's Feast) মেজাজে 'লিরিকাল'। 'ইন্দ্রের সুধাপান' নামে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এর বাংলা অনুবাদ করেছিলেন।

ড্রাইডেনের প্রতিভা বহুমুখী। নাটকে, কবিতায়, ব্যঙ্গ রচনায় এবং প্রবন্ধে তাঁর দান ইংরেজী সাহিত্যের সীমানা প্রসারিত করে দিয়েছে।

স্যামুয়েল বাটলার (Samuel Butler : ১৬৫১-১৬৮০)

এই সময়ের আর একজন শক্তিশালী ব্যঙ্গরসিক কবি বাটলার। তাঁর 'হুডিব্রাস' (Hudibras) প্রসিদ্ধ ব্যঙ্গকাব্য। এতে পিউরিটানদের, বিলেতের পার্লামেণ্টারি পার্টিকে এবং তখনকার রাজনীতিক্ষেত্রে বিখ্যাত অনেক ব্যক্তিকে বিদ্রূপ করা হয়েছে। 'হুডিব্রাস' নামটি স্পেন্সারের 'ফেয়ারি কুঈন' থেকে নেওয়া। সেখানে তিনি গর্বিত মূর্খ এক 'নাইট'। সের্ভাণ্টেসের 'ডনকুইক্সট্'-এর অনুসরণে গল্পটি কল্পিত। ড্রাইডেন বা পোপের সমকক্ষ না হলেও তিনি যে নিপুণভাবে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে প্রতিপক্ষকে জর্জরিত করেছেন, তাতে সন্দেহ নেই।

জন্ ওল্ডহাম (John Oldham : ১৬৫৩-১৬৮৩)-ও রাজনৈতিক বিদ্রূপ-কবিতায় জনপ্রিয় হয়েছিলেন।

নাটক :

রেস্টোরেশন যুগের নাটকে তখনকার সমাজ প্রতিবিম্বিত হয়েছে। সমাজ-চিত্র-সংবলিত হাস্যকৌতুকপূর্ণ এ যুগের নাটককে সাধারণতঃ বলা হয় 'কমেডি অব্ ম্যানার্স' (Comedy of Manners)। ড্রাইডেনের নাটকের কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। তিনি ঐতিহাসিক এবং রোমান্টিক নাটকও লিখেছেন। 'ম্যারেজ-আ-লা-মোড্' (Marriage-a-la-mode) তাঁর সামাজিক কৌতুক-নাট্য।

ফরাসী-প্রভাবে সমাজে যে ভোগসর্বস্বতা দেখা দিয়েছিল, উইচার্লির (William Wycherley ১৬৪০-১৭১৬) কমেডিতে তার অনাবৃত চিত্র ফুটে উঠেছে। 'লভ্ ইন্ এ উড' (Love in a Wood = অরণ্যে প্রেম), 'দ্য জেণ্টলম্যান্ ডান্সিং মাস্টার' (The Gentleman Dancing Master = নৃত্যশিক্ষক ভদ্রলোক), 'দ্য কান্ট্রি ওআইফ্' (The Country Wife = পল্লীবধূ), 'দ্য প্লেন-

ডীলার' (The Plain Dealer=সোজাসুজি) প্রভৃতি তাঁর নাটক। কেউ কেউ তাঁর রচনায় অশ্লীলতার অভিযোগ করেছেন। বস্তুতঃ তখনকার লালসাতুর সমাজকে ব্যঙ্গ করতে গিয়ে তাঁকে অনেক কদর্য দৃশ্য উদ্ঘাটন করতে হয়েছে।

জর্জ এথারিজ (George Etherege: ১৬৩৪-১৬৯০)-এর 'দ্য কমিকাল রিভেঞ্জ, অর্, লভ্ ইন্ এ টব্' (The Comical Revenge or Love in a Tub=মজার প্রতিশোধ বা গামলায় প্রেম) কৌতুক-নাটক, এবং এর সপক্ষে বলা যেতে পারে যে, তখনকার দিনের অধিকাংশ নাটকের মত কুরুচি বা অশ্লীলতা এতে নেই। 'শি উড্ ইফ্ শি কুড্' (She Would If She Could=পারলেই সে করত) এবং 'ফপ্‌লিং ফ্লাটার' (Fopling Flutter, The Man of Mode=চালিয়াত স্যর ফপ্‌লিং ফ্লাটার) সমাজচিত্রমূলক এই দুখানি নাটকও (Comedy of manners) উপভোগ্য।

টমাস্ শ্যাড্‌ওয়েল (Thomas Shadwell: ১৬৪২-১৬৯২) 'এপ্‌সম ওয়েল্‌স্' (Epsom Wells) এবং 'বেরী ফেয়ার' (Bury Fair)—নাটক দুখানিতে সমসাময়িক রীতিনীতির পরিচয় দিয়েছেন। মলিয়েরের নাটক অবলম্বনে তিনি লিখেছিলেন 'দ্য সালেন লাভার্স' (The Sullen Lovers=বিরস-মুখ প্রণয়ীরা) আর শেক্‌স্পিয়রের 'টেম্পেস্ট' অবলম্বনে 'দ্য এন্‌চ্যান্টেড্ আয়ল্যাণ্ড' (The Enchanted Island=মায়াদ্বীপ)। ড্রাইডেনের সঙ্গে তাঁর অনেক সময়ে বিদ্রূপ-যুদ্ধ হয়েছে।

উইলিয়ম কন্‌গ্রীভ্ (William Congreve: ১৬৭০-১৭২৯)

সমাজচিত্রমূলক কৌতুক-নাট্যে অর্থাৎ 'কমেডি অব্ ম্যানার্সে' কন্‌গ্রীভ্ দক্ষ শিল্পী। বিশুদ্ধ সাহিত্যবিচারে এগুলি উচ্চস্থান না

পেতে পারে, কিন্তু তখনকার জীবনধারার ও রুচির পরিচয় বহন করছে এই সব নাটক। আর তার লেখকেরা ফরাসী সাহিত্যের বাক্‌চাতুরী ও রঙ্গ-কুশলতা বেশ আয়ত্ত করেছিলেন। কন্‌গ্রীভের প্রথম নাটক 'দ্য ওল্ড্ ব্যাচেলর' (The Old Bachelor = অবিবাহিত বৃদ্ধ) ড্রাইডেনের প্রশংসা পেয়েছিল। অতঃপর প্রকাশিত হয় 'ডবল ডীলার' (Double Dealer = প্রতারক), 'লভ্ ফর্ লভ্' (Love for Love = প্রেমের প্রতিদান), 'দ্য মোর্নিং ব্রাইড' (The Mourning Bride = শোকাতুরা বধূ) এবং 'দ্য ওয়ে অব্ দ্য ওঅর্লড' (The Way of the World = সংসারের রীতি)। ঘটনা-বিন্যাস, চরিত্র-চিত্রণ এবং সংলাপ রচনায় নিপুণতার ফলে তাঁর সমস্ত নাটকই সরস ও সজীব হয়ে উঠেছে। 'দ্য ওয়ে অব্ দ্য ওঅর্লড' এখনকার সমালোচকদের মতে তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক; অথচ তাঁর সমকালে ওখানার সমাদর হয়নি বলে হতাশ হয়ে কনগ্রীভ নাটক রচনা প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলেন। বস্তুতঃ রেস্টোরেশন যুগের নাটকের—সামাজিক আচরণমূলক নাটকের—শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তাঁরই নাটক। কেমন করে পাত্রপাত্রীর কথাবার্তা জমিয়ে তুলতে হয়, প্রতিটি চরিত্রকে প্রাণবন্ত করে তুলতে হয় এবং ঘটনার মধ্য দিয়ে ঔৎসুক্য জাগিয়ে রাখতে হয়, তা তিনি জানতেন। এই যুগের নাটকে আমরা সুখদুঃখময় প্রকৃত জীবনের রূপ খুঁজি না, আশা করি না হৃদয়ের গভীর রহস্য অথবা সংসার-সমুদ্রের মহা-কল্লোল; এখানে শুধু চটুল হাসি, চোখের ঝিলিক, অসার ক্ষণ-বুদ্বুদ। কিন্তু তারও আছে আর্ট—রচনা-চাতুর্য; আর এই নাট্যকারেরা সেই আর্টেই গুণী। বাস্তবতার বেশে এখানে ঢাকা পড়েছে আভ্যন্তরিক অবাস্তবতা। এতে মানুষের কায়দা-কানুন, চালচলন, ভাবভঙ্গী সবই আছে, আসল ভিতরের মানুষটির সাক্ষাৎ সহজে মেলে না।

স্যর জন্ ভ্যানব্রু (Sir John Vanbrugh : ১৬৬৪-১৭২৬) নানা কাজের কাজী; কখনও সৈনিক, কখনও স্থপতি। তাঁর 'দ্য রিল্যাপ্স' (The Relapse = পুনরাবর্তন), 'দ্য প্রোভোক্‌ড্ ওআইফ' (The

Provoked Wife=উত্তেজিতা বধূ) এবং 'দ্য কন্‌ফেডারেসি' (The Confederacy=সম্মেলন) নাটকগুলিতে রচনাশক্তির পরিচয় আছে। হাসি-পরিহাসের মধ্য দিয়ে তিনি পাত্রপাত্রীর আচরণগত অসঙ্গতি বেশ ফুটিয়ে তুলেছেন।

জর্জ ফার্কুহার (George Farquhar ; ১৬৭৮-১৭০৭)

'লভ্ অ্যাণ্ড্ এ বট্‌ল' (Love and a Bottle=প্রেম ও বোতল), 'দ্য কন্‌স্টান্ট কাপল' (The Constant Couple=চিরসঙ্গী যুগল), 'দ্য ইন্‌কন্‌স্ট্যাণ্ট' (The Inconstant=অস্থায়ী)' 'দ্য ওয়ে টু উইন্ হিম্' (The Way to Win Him=তাঁকে পাবার উপায়), 'দ্য রিক্রুটিং অফিসার' (The Recruiting Officer=ভর্তি করার মালিক) এবং 'দ্য বো'জ স্ট্রাটাজেম' (The Beaux' Stratagem= বিলাসীর কৌশল) প্রভৃতি মজাদার নাটক। তখনকার অধিকাংশ নাটকে বর্ণিত সমাজ-জীবনের পরিধি অতি সংকীর্ণ। তার মধ্যে এই সৈনিক লেখক খানিকটা মুক্ত প্রাণের সহজ উল্লাস সঞ্চারিত করেছিলেন।

ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্ত সমাজের চাহিদা মেটাবার কিছু কিছু নূতন উপাদান জুগিয়েছিলেন **কলি সিবার** (Colley Cibber : ১৬৭১-১৭৫৭)। তিনি ছিলেন একাধারে অভিনেতা, মঞ্চাধিকারী ও নাট্যকার। তাঁর 'দ্য কেয়ারলেস্ হাজব্যাণ্ড' (The Careless Husband=অসতর্ক স্বামী) এবং লভস্ লাস্ট শিফট' (Love's Last Shift=প্রেমের শেষ পালা)-এ সাহিত্য-গুণের চেয়ে সাময়িক মনোরঞ্জনের উপকরণ বেশী। ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে 'রাজকবি' (Poet-laureate) ঘোষণা করা হলে সমকালীন লেখকেরা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। পোপ তাঁর বিদ্রূপকাব্য 'ডান্‌সিয়ডে'র নায়ক করেছেন কলি সিবারকে।

টমাস্ অট্ওয়ে (Thomas Otway : ১৬৫২-১৬৮৫)

রেস্টোরেশন-যুগের প্রায় সব নাট্যকার লিখেছিলেন সমাজ-চিত্রমূলক কমেডি। শুধু ড্রাইডেন অন্য ধরণের নাটকও কয়েকখানা রচনা করেছিলেন। অট্ওয়ের নাটক যুগ-ধারার ব্যতিক্রম। তাঁর 'ডন কার্লোজ' (Don Carlos), 'দ্য অর্ফ্যান' (The Orphan =অনাথ) এবং 'ভেনিস্ প্রিজার্ভড' (Venice Preserved=ভেনিস্ রক্ষা)—তিনখানিই ট্রাজেডি, 'হীরোয়িক ট্রাজেডি' (Heroic Tragedy)। শেষের দুইখানি অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা, রোমান্টিক ভাব এবং ক্লাসিকাল রচনা-সৌষ্ঠবে সমৃদ্ধ।

গদ্য ঃ প্রবন্ধ ও ভ্রমণবৃত্তান্ত

লঘু ও চপল নাটকের পাশাপাশি চিন্তাপূর্ণ গদ্যরচনাও এযুগে দেখা গিয়েছে। হব্স, লক্ প্রভৃতি মনস্বী লেখকদের রচনায় রেস্টোরেশন-যুগ-সাহিত্যের অপর দিক্ প্রকাশিত।

টমাস্ হবস্ (Thomas Hobbes : ১৫৮৮-১৬৭৯) সাহিত্য-শিল্পী নন, কিন্তু একজন বিশিষ্ট চিন্তানায়ক। তাঁর 'লিভায়াথান' (Leviathan) গ্রন্থে সাধারণতন্ত্রের গুণাগুণ বর্ণিত হয়েছে। রাজনৈতিক ও দার্শনিক আলোচনার ক্ষেত্রে বইখানি উল্লেখযোগ্য। লেখকের মতে, মানব-সমাজ স্বার্থবুদ্ধিতেই চলে, আর রাষ্ট্রের প্রকৃত ভিত্তি হচ্ছে প্রজাবর্গের বশ্যতা। আদর্শবাদ নয়, বস্তুতান্ত্রিক বিশ্লেষণ এ বইয়ের বিশেষত্ব।

'লিভায়াথান'—এক অতিকায় জীব, বাইবে্ল-বর্ণিত সিন্ধু-দানব, এখানে রাষ্ট্রশক্তির প্রতীক। হবস্ বলেন, স্বভাবতঃ স্বার্থপর মানুষ স্বার্থের খাতিরেই সমবেত ভাবে ব্যক্তি বা দলের উপর শাসনভার অর্পণ করে। যে-ই শাসন করুক, রাষ্ট্রের মূল শক্তি হল ঐ সমবেত ইচ্ছা, ঐ বিপুল জন সমষ্টি।

জন্ লক্ (John Locke : ১৬৩২-১৭০৪) দার্শনিকরূপে সুপরিচিত। তাঁর 'এস্‌সে অন্ হিউম্যান আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং' (Essay on Human Understanding = মানববুদ্ধি বিষয়ক প্রবন্ধ) চিন্তাশীলতা এবং স্বচ্ছ প্রকাশভঙ্গীর উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

জন্ ইভ্‌লিন্ (John Evelyn : ১৬২০-১৭০৬) এবং স্যামুয়েল পেপিস (Samuel Pepys : ১৬৩৩-১৭০৩) দিনলিপি, বা ডায়েরি-লেখকরূপে বিখ্যাত। এঁরা সমসাময়িক অনেক ঘটনা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। ইভ্‌লিন্ গাছপালা সম্বন্ধেও আলোচনা করে গেছেন 'সিল্‌ভা' (Sylva = বন) গ্রন্থে, আর কৃষি সম্বন্ধে আলোচনা করে গেছেন 'টেরা' (Terra = মাটি) নামক পুস্তকে।

সময়ের দিক থেকে লক্ষ্য করলে দেখি, 'হোলি লিভিং অ্যাণ্ড হোলি ডায়িং'-এর লেখক জেরিমি টেইলর, 'রিলিজিও মেডিসি'র স্যর টমাস ব্রাউন, 'কম্‌প্লীট অ্যাংলার'-এর আইজাক ওঅল্‌টন, 'পিলগ্রিম্‌স্ প্রোগ্রেস্'-এর জন্ বানিয়ান—হবস্, লক্ প্রভৃতির সমসাময়িক। এঁদের জীবনকাল সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয়—উভয় পর্বেই—কিছুটা পড়ে। কিন্তু যেহেতু রেস্টোরেশন-যুগের বিশ্লেষণী বুদ্ধির চেয়ে পিউরিটান যুগের ভক্তি ও আদর্শবাদ তাঁদের মধ্যে প্রবলতর, এই কারণেই আমরা পিউরিটান যুগের অধ্যায়ে তাঁদের নিয়ে আলোচনা করেছি। তাঁদের এবং এঁদের কথা একত্র করে নিয়ে সপ্তদশ শতাব্দীর গদ্যের ইতিহাস। মিল্টন এবং ড্রাইডেন-ও কাব্যের পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য গদ্য রচনা রেখে গিয়েছেন।

গদ্যসাহিত্যের বিকাশ-ধারায় এইটাই বিশেষভাবে চোখে পড়ে যে, নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ভাষা ক্রমশঃ সহজ, সরল ও অন্তরঙ্গ হয়েছে, আর লেখায় বেড়েছে যুক্তিনিষ্ঠা।

সপ্তদশ শতকে বাংলাসাহিত্য ঃ

ঐ সময়ের ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে বাংলার তুলনায় পার্থক্যের কথাই বেশী মনে আসে। পিউরিটান যুগের ভগবদ্ভক্তির পাশে হয়তো বৈষ্ণব কবিদের ভগবৎপ্রেম ও মঙ্গলকাব্য-রচয়িতাদের ভগবদ্-বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত চোখে পড়বে, কিন্তু সেই সঙ্গে ইংলণ্ডে যে রাষ্ট্রচিন্তা ও সমাজ-চেতনার উদয় এবং গদ্যের বিকাশ হয়েছে, আমাদের দেশে তা হয়নি। রেস্টোরেশন-যুগের অনুরূপ নাটকের চর্চাও আমাদের লেখকেরা করেননি। রুচিবিকার দেখা দিয়েছিল এখানে অষ্টাদশ শতকে ভারতচন্দ্রীয় যুগের কাব্যে। বৈজ্ঞানিক মনোভাব বা বুদ্ধিবাদ উনিশ শতকের পূর্বে বাংলাসাহিত্যে প্রকট হয়নি। গদ্যের উদ্ভব আর বৈজ্ঞানিক আলোচনা, দুইই এদেশে ঊনবিংশ শতাব্দীর ঘটনা, আর দুইয়েরই মূলে কাজ করেছে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব।

সতেরোর শতকে আমাদের সাহিত্যে প্রধানতঃ পেয়েছি বৈষ্ণব পদ ও চরিতগ্রন্থ, মঙ্গলকাব্য আর রামায়ণ মহাভারত ভাগবতের অনুবাদ।

১০

অষ্টম যুগ ঃ ক্লাসিকাল বা অগস্টান যুগ ঃ পোপ এবং জনসনের যুগ ঃ অষ্টাদশ শতাব্দী। (১৭০০-১৮০০)

ভূমিকা ঃ

ইংলণ্ডে জনগণের অধিকার সম্পর্কে দীর্ঘকাল আন্দোলন চলেছিল। তারই ফলে স্টুয়ার্ট বংশের শেষ রাজার নির্বাসন এবং উইলিয়ম অব অরেঞ্জের সিংহাসন লাভ। রাজনৈতিক আলোচনায় প্রজাবর্গ উৎসাহী হয়ে ওঠে। ফলে মতামত প্রচারের জন্য তারা সংবাদপত্র ও সাময়িক-পত্র প্রতিষ্ঠা করে। অষ্টাদশ শতাব্দী এই সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র প্রবর্তনের যুগ। জনসাধারণের মধ্যে এ সময়ে সামাজিক বোধের দ্রুত বিকাশ হয়েছিল। মতামত প্রচার, যুক্তি, তর্ক—এ সব পদ্যের নয়, গদ্যের সামগ্রী। সুতরাং এ যুগ প্রধানতঃ গদ্যের যুগ। পদ্য যা রচিত হয়েছে, তাও কতকটা গদ্যের মত চিন্তাধর্মী, প্রকৃত কবিতার মত কল্পনা বা আবেগধর্মী নয়।

কোন কোন দিক থেকে এ যুগ পূর্বযুগের সম্প্রসারণ। সেই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ঝোঁক, শাণিত বাক্য, রচনায় বাইরের পারিপাট্য।

এ যুগকে ক্লাসিকাল যুগ বলা হয়, তার কারণ, এ কালের সাহিত্যে স্বাধীন কল্পনা ও ভাবাবেগ অপেক্ষা বহিঃসৌষ্ঠবের, ক্লাসিক রীতির —অর্থাৎ সনাতন সাহিত্যের নিয়ম-বন্ধনের প্রতি, বেশী অনুরাগ দৃষ্ট হয়। এলিজাবেথীয় যুগের লেখকদের প্রাণোচ্ছলতা এ যুগের লেখকদের রচনায় বিরল। এঁরা বুদ্ধিপ্রধান, যুক্তিবাদী, বিচারশীল। 'অগস্টান যুগ' বলার তাৎপর্য এই যে, এ-যুগের পক্ষপাতীরা মনে করতেন, প্রাচীন রোমে অগস্টাসের রাজত্বকালে রাজ্যের যেমন

অসামান্য উন্নতি ও জ্ঞানের বিকাশ হয়েছিল, এ যুগের ইংলণ্ডেও তেমনি।

এ সময়ের সাহিত্যে লক্ষণীয় তিনটি ধারা: (ক) ক্লাসিক রীতির অনুসরণ, (খ) রোমান্টিক যুগের পূর্বাভাস, (গ) উপন্যাসের সূচনা। কেউ কেউ এ যুগকে দুটি পর্বে ভাগ করেন: (১) পোপের পর্ব: ১৭০০-১৭৪৫ (২) জন্‌সনের পর্ব: ১৭৪৫-১৮০০।

(ক) ক্লাসিক রীতির অনুসরণ

আলেকজাণ্ডার পোপ: (Alexander Pope : ১৬৮৮-১৭৪৪)

কাব্যক্ষেত্রে এ যুগের প্রতিনিধিস্বরূপ আলেকজাণ্ডার পোপ। পূর্বেই বলেছি, সূক্ষ্ম অনুভূতি বা নিবিড় সৌন্দর্যচেতনা একালের কবিতায় দুর্লভ। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও নীতিকথা এ সময়ের কাব্যের প্রধান সম্বল। আর সেই ক্ষেত্রেই পোপের কৃতিত্ব। তাঁর সময়ে শুধু স্বদেশে নয়, বিদেশেও তিনি একজন শ্রেষ্ঠ কবি বলে পরিগণিত হয়েছেন। যুগের ভাব ও রুচির তিনি ছিলেন প্রধান প্রবক্তা।

তাঁর মা-বাবা ছিলেন ক্যাথলিক। সরকারী স্কুলে ক্যাথলিকদের প্রতি একটু বিরাগ প্রদর্শন করা হত। তা ছাড়া পোপ ছিলেন রুগ্ন ও ক্ষুদ্রকায়। তাই তাঁর বিদ্যালয়ের শিক্ষা বেশীদূর অগ্রসর হয়নি। কিন্তু বাড়িতে তিনি খুশিমত নানারকম বই পড়তেন এবং প্রাচীন ভাষাও কিছু আয়ত্ত করেছিলেন। পদ্য-রচনায় তাঁর স্বাভাবিক নৈপুণ্য ছিল। চাকরি-বাকরির সুবিধা না হওয়ায় বই লেখাকেই তিনি জীবিকার উপায় করে নেবেন স্থির করেন। তাঁর এই সংকল্প কার্যতঃ সফল হয়েছিল। ষোল বছর বয়সে তিনি লেখেন 'প্যাস্টোরাল্‌স্‌' (Pastorals = রাখালিয়া গীতি বা পল্লীগাথা)। পাঁচ বছর পরে প্রকাশিত হয় তাঁর 'সমালোচনা প্রবন্ধ' (Essay on Criticism)। এ বই বিদ্বৎসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রাচীন রোমান লেখক হোরেস্‌ এবং ফরাসী লেখক বোয়লো প্রভৃতির

অনুসরণে তিনি এতে কাব্যের গুণাগুণ বর্ণনা করেন। Heroic Couplet-এ, অর্থাৎ এক ধরণের দোঁহায় বা দুই চরণের সমিল ছন্দে তিনি এ গ্রন্থ রচনা করেছেন। এঁর অনেক উক্তি প্রবচনে পরিণত হয়েছে, যথা: "A little learning is a dangerous thing" (অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী); "To err is human, to forgive divine" (ভুল করা মানুষের স্বভাব, ক্ষমা দেবোচিত গুণ); "Fools rush in where angels fear to tread" (দেবতারা যেখানে পা বাড়াতে ভয় পান, মূর্খেরা সেখানে ছুটে যায়)। ভার্জিলের অনুসরণে রচিত ধর্মকাব্য 'দ্য মেসায়া' (The Messiah)-তে তাঁর স্বভাবসুলভ ভাষাচাতুর্য প্রাধান্য লাভ করেছে। 'দ্য রেপ্ অব দ্য লক্' (The Rape of the Lock = বেণীচ্ছেদ) অনেকের মতে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে এ কাব্য উপভোগ্য। রাণী আন্-এর জনৈক সভাসদ্ রাণীর এক সহচরীর বেণীচ্ছেদন করে দিয়েছিলেন, তা নিয়ে দুই পরিবারের ঝগড়া হয়। পোপের এক বন্ধু ব্যাপারটাকে হালকা করে মিটিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। পোপ এই উপলক্ষে লেখেন তাঁর উপরোক্ত বিদ্রূপ-কাব্য বা ছদ্ম-মহাকাব্য (Mock-heroic poem)। উদ্দেশ্য—মহাকাব্যের ভাষায় ও ছন্দে লঘু কৌতুক পরিবেশন। তৎকালীন সব কুসংস্কার ও কুপ্রথাকে এতে নিপুণভাবে পরিহাস করা হয়েছে। মার্জিত ভাষায় ও ছন্দে তিনি হোমারের সম্পূর্ণ 'ইলিয়াডে'র এবং 'অডিসি'র কিয়দংশের অনুবাদ করেন। এ অনুবাদ সর্বত্র মূলের অনুগামী হয়নি, কিন্তু তৎকালে এই বইয়ের খুব সমাদর হয়েছিল এবং ফলে পোপের প্রচুর অর্থলাভ হয়েছিল।

'ডান্‌সিয়াড্' (Dunciad)-এ তিনি তাঁর বিরোধীদের তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে জর্জরিত করেছেন। ইলিয়াডের অনুসরণে এর নামকরণ ডান্‌সিয়াড্: 'ডান্স' বা মূর্খদের কীর্তিকথা। যদিও ভাষাকৌশলে ও তীব্রতায় এ কাব্য অসাধারণ, তথাপি ব্যক্তিগত আক্রমণে এর সাহিত্যমূল্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে। সমালোচকেরা ড্রাইডেনের স্যাটায়ার বা

বিদ্রূপের সঙ্গে পোপের স্যাটায়ারের তুলনা করে বলেছেন, ড্রাইডেনের রচনায় ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নেই বলে তার আবেদন আরও ব্যাপক। ক্লাসিকাল গুণ বলতে যদি ভাষার পরিচ্ছন্নতা ও বুদ্ধির বৈদগ্ধ্য বোঝায় তবে পোপের রচনায় তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন মিলবে। আর ইংরেজী ছন্দঃশাস্ত্রে যাকে 'হীরোয়িক কাপলেট' (আয়েম্বিক পঞ্চপর্ব ছন্দঃ, বীরগাথার শ্লোক বা দোঁহা) বলে, তাতে তাঁর দক্ষতা অতুলনীয়।

জনাথান সুইফ্‌ট্ (Jonathan Swift : ১৬৬৭-১৭৪৫)

সুইফ্‌ট্‌ও বিদ্রূপ-নিপুণ। তাঁর 'গালিভার্স ট্রাভেল্‌স্' (Gulliver's Travels)-এর নাম কে না জানে ? তবে ছেলেমেয়েরা জানে, ও একখানা মজাদার গল্পের বই। সমাজের নানা শ্রেণীর লোককে ব্যঙ্গ করে যে ঐ বই লেখা হয়েছিল. সে কথা তারা অনেকেই জানে না।

ছেলেবেলা থেকে সুইফ্‌ট্ অনেক দুঃখ আঘাত পেয়েছিলেন বলেই হয়তো সংসারের প্রতি তাঁর অশ্রদ্ধা জেগেছিল। ইংরেজ পিতা-মাতার সন্তান তিনি, জন্মেছিলেন আয়ার্ল্যাণ্ডে ডাবলিন শহরে। জন্মের পূর্বেই তিনি পিতৃহারা হন। আত্মীয় পরিজনের অনিচ্ছাকৃত সাহায্যের উপর নির্ভর করে তাঁর মা কোনমতে সন্তানকে মানুষ করে তোলেন। পরিজনদের ব্যবহারে বালকের মনে প্রবল হয়ে ওঠে আত্মাভিমান। গ্রাজুয়েট হবার পর জনৈক প্রতিষ্ঠাবান আত্মীয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারি রূপে তিনি কাজ করতে থাকেন। কিন্তু এ কাজে তাঁর সন্তোষ ছিল না। জ্ঞানে গুণে তাঁর চেয়ে নিকৃষ্ট হয়েও ঐ আত্মীয় উচ্চতর সামাজিক মর্যাদা ভোগ করছেন, এতে তিনি মনে-মনে ক্ষুব্ধ হতেন। এই সময়ে এক সাহিত্যিক বিতর্ক উঠেছিল, পুরোনো আর নতুন সাহিত্যের গুণাগুণ বিচার নিয়ে। এই উপলক্ষে তিনি লেখেন 'দ্য ব্যাট্‌ল্ অব্ দ্য বুক্‌স্' (The Battle of the

Books=বইয়ের যুদ্ধ)। কিছুদিন পরে প্রাইভেট সেক্রেটারির কাজ ছেড়ে তিনি ধর্মযাজকের বৃত্তি গ্রহণ করেন। এ বৃত্তিও তাঁর পুরোপুরি মনঃপূত হয়নি। প্রথমতঃ, কোনরকম পক্ষপাত তিনি সহ্য করতে পারতেন না; অথচ এক্ষেত্রেও কর্তা-ব্যক্তিদের পক্ষপাত দেখেছেন। দ্বিতীয়তঃ ধর্ম বিষয়ে গোঁড়ামি বা দলাদলিকে তিনি অসঙ্গত মনে করতেন। তাঁর 'টেল অব এ টাবে' (Tale of a Tub) তিনি এই দলাদলি নিয়ে বিদ্রূপ করেছেন। ভণ্ডামি ও নীচতার তিনি চিরশত্রু ছিলেন। তবে, অতিরিক্ত আত্মাভিমানের জন্য তিনি অনেকেরই বিরাগভাজন হয়েছেন। এস্থার জন্‌সন্ নামে একটি মেয়েকে তিনি ভালোবাসতেন। তার মৃত্যুতে তিনি মর্মাহত হন। 'জার্নাল টু স্টেলা'য় এই প্রেমের নিদর্শন আছে। শেষ জীবনে তাঁর মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে এবং মৃত্যুকালে তিনি সমস্ত সম্পত্তি উন্মাদ-আশ্রমের জন্য দান করে যান। তাঁর বিদ্রূপ-বাণ ছিল মর্মভেদী ও অব্যর্থ। পার্ট্রিজ নামক এক জ্যোতিষীর বৃথা বাহাদুরিকে ব্যঙ্গ করে তিনি প্রকাশ করেছিলেন 'বিকারস্টাফ্ অ্যাল্‌মানাক' (Bickerstaff Almanac=বিকারস্টাফের পঞ্জিকা)। কপটতা ও সংকীর্ণতাকে তিনি আঘাত করেছেন; কিন্তু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের অন্তরালে ছিল তাঁর সহানুভূতিশীল একটি কোমল মন। দীন-দুঃখীর প্রতি জীবনে তিনি অনুকম্পা প্রকাশ করেছেন। অথচ বহুস্থানে অন্যায় দেখে দেখে তিনি মানুষের মহত্ত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে পড়েছিলেন। 'গালিভার্স ট্রাভেল্‌স্' (Gulliver's Travels) তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। এর কাহিনী অতি চমৎকার। গল্পের চারটি খণ্ড। প্রত্যেক খণ্ডে গালিভারের এক একটি দেশ ভ্রমণের বিবরণ। দেশগুলি সবই কল্পিত এবং অদ্ভুত। প্রথম দেশ, লিলিপুট। সেখানকার অধিবাসীরা অতি ক্ষুদ্রকায়, আমাদের বুড়ো আঙুলের চেয়ে কেউ লম্বা নয়। পরের দেশ ব্রবডিংনাগ, সেখানকার মানুষেরা দৈত্যাকার, গালিভার তাদের কাছে নিতান্ত বামন। তারপর লাপুটা,

বৈজ্ঞানিক আর দার্শনিকদের উৎকট খেয়ালের দেশ। সেটি উড়ন্ত দ্বীপ, নীচে ভার চাপিয়ে তাকে আকাশে আটকে রাখা হয়েছে। চতুর্থ দেশ হল 'হুইন্‌হ্‌ম্'—ঘোড়াদের ; ঘোড়ারাই সেখানে বুদ্ধিমান ও বিজ্ঞ ; ইয়াহু জাতের মানুষেরা ইতর ও কদর্য। মানুষের নীচতা হীনতা ক্ষুদ্রতা দুর্বলতাকে ব্যঙ্গ করাই লেখকের উদ্দেশ্য। কিন্তু আজ আমরা অনেক সময়ে তাঁর সে উদ্দেশ্যের কথা না ভেবে শুধু গল্পের রস উপভোগ করি।

ঋজু চলতি ভাষায় তাঁর জুড়ি নেই। প্রধান গদ্য লেখকদের তিনি অন্যতম। অদ্ভুত অবাস্তব কাহিনীকেও তিনি সরস জীবন্ত করে তুলেছেন। লিলিপুট আর ব্রবডিংনাগ দেশের বাসিন্দাদের কথা আজ সকল দেশের লোকের কাছে সুপরিচিত।

জোসেফ্ অ্যাডিসন (Joseph Addison : ১৬৭২-১৭১৯)

যাঁদের হাতে এ যুগের গদ্য সাহিত্য বিচিত্র ও সুন্দর হয়ে গড়ে উঠেছে, তাঁদের আর একজন হলেন অ্যাডিসন। সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসে অ্যাডিসন এবং স্টীলের নাম অবিস্মরণীয়। হাস্য-কৌতুক, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ তাঁর রচনাতেও প্রচুর, কিন্তু তাতে জ্বালা নেই। সুইফ্‌টের মত তিনি মানুষকে সন্দেহের বা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখেননি। তার ভুলচুক বা ত্রুটিবিচ্যুতিকে পরিহাস করলেও তিনি স্বভাবতঃ উদার ও ক্ষমাশীল। বিদ্রূপের ঝোঁকে তিনি কখনও শালীনতাকে লঙ্ঘন করেননি।

নৈতিক আদর্শকে উজ্জ্বল করে তুলে ধরা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। তাঁর রচনায় আমরা যেমন পেয়েছি প্রাণবন্ত শিল্প-শৈলী, তেমনি পেয়েছি তৎকালীন সমাজের নিখুঁত ছবি, সাহিত্য-সমালোচনা আর অনেক স্মরণীয় চরিত্রচিত্র। তাঁর অঙ্কিত স্যার্ রোজার, উইল হনিকম্ প্রভৃতির চরিত্রে অনেকটা উপন্যাসের স্বাদ আছে।

'দ্য ট্যাট্‌লার' এবং 'দ্য স্পেক্‌টেটর' পত্রিকায় তাঁর যে সব

লেখা প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলিতেই আধুনিক প্রবন্ধ-সাহিত্যের সূচনা। ওতেই স্যর রোজার-ডি-কভারলি প্রভৃতি কল্পিত চরিত্রের মধ্য দিয়ে তিনি সমাজের বিচিত্র রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। সাহিত্য-বিচারে তাঁর দক্ষতা সত্ত্বেও হয়তো অনেক ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে আমাদের মতের মিল হবে না। 'অ্যাকাউণ্ট অব্ দ্য গ্রেটেস্ট ইংলিশ পোয়েট্স্'-এ (Account of the Greatest English Poets = প্রধান ইংরেজ কবিগণের বিবরণ-এ) তিনি ড্রাইডেনের উচ্চপ্রশংসা করেছেন, কিন্তু শেক্স্পিয়রের নামই উল্লেখ করেননি। 'ব্লেনীম'-এর (Blenheim) যুদ্ধ নিয়ে লেখা তাঁর 'দ্য ক্যাম্পেন্' (The Campaign) কবিতায় তিনি ডিউক অব মার্লবরোর বীরত্বের ও সৈনাপত্যের উজ্জ্বল চিত্র এঁকেছেন। কবিতাটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সারাদেশে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। শাসক মহলেও তিনি অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেন এবং কালে সেক্রেটারি অব স্টেটের পদে নিযুক্ত হন। যুগরুচি অনুযায়ী তিনি নাটকে ক্লাসিক রীতির পক্ষপাতী ছিলেন এবং ঐ রীতিতেই 'কেটো' (Cato)-নামক শোকনাট্য রচনা করেন। এ নাটকও তখন সমাদর লাভ করেছিল, কিন্তু আজ বিস্মৃতপ্রায়।

তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'ট্যাটলার' এবং 'স্পেক্টেটর' পত্রিকার প্রবন্ধাবলী। 'এসেজ্' (Essays = প্রবন্ধাবলী) নামে সেগুলি সংকলিত হয়েছিল। ভাষার সারল্য এবং রুচির বিশুদ্ধি এগুলির বিশেষ গুণ। পত্রিকা-সম্পাদনে তাঁর প্রধান সহায় ও একনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন প্রতিভাবান্ লেখক রিচার্ড স্টীল। দুর্ভাগ্যবশতঃ রাজনৈতিক মতভেদের ফলে শেষ জীবনে দুজনের বিচ্ছেদ ঘটেছিল।

রিচার্ড স্টীল (Richard Steele : ১৬৭২-১৭২৯)

জাতিতে আইরিশ রিচার্ড স্টীল প্রকৃতিতে ছিলেন অ্যাডিসনের কতকটা বিপরীত। অ্যাডিসন মার্জিতরুচি, আত্মসচেতন, নম্র-স্বভাব,

স্বল্পবাক ; স্টীল ফুর্তিবাজ, বেহিসাবী, প্রীতিশীল, উচ্ছ্বাসপ্রবণ। অথচ দুজনের বন্ধুত্ব ছিল গভীর।

'ট্যাট্‌লার' কাগজের প্রথম পরিকল্পনা স্টীলের ; অ্যাডিসনের সঙ্গে মিলে তিনি এই কাগজ সম্পাদনা করেন। পরে 'স্পেক্‌টেটর'ও যুগ্ম-সম্পাদনায় বেরিয়েছিল। সম্পাদকীয় লেখা কোন্‌টি কার, অনেক সময়ে নির্ধারণ করা কঠিন। তবে, স্টীলেরই প্রথম মনে হয়েছিল, কেবল রাজনৈতিক খবর নয়, কফি-ঘরের গল্প-গুজব আলাপ-আলোচনাও থাকবে, এমন একখানি পত্রিকা বার করলে হয়। ফলে 'ট্যাটলার'-এর প্রকাশ। আর, অবিলম্বে ঐ পত্রিকা জনসাধারণের সমাদর লাভ করে। সহজ গতিভঙ্গী এবং বিষয়-বৈচিত্র্যের জন্য তাঁর প্রবন্ধ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

স্যামুয়েল জন্‌সন্‌ (Samuel Johnson : ১৭০৯-১৭৮৪)

এক-একজন মানুষ স্বাভাবিক নেতৃত্বশক্তি নিয়ে আসেন। জন্‌সন্‌ও তাই এসেছিলেন। সাহিত্য-প্রতিভা ছাড়া আসর জমানোর এবং আসরে কর্তৃত্ব করবার ক্ষমতা তাঁর ছিল। বিরাটকায় এই মানুষটিকে ঘিরে সেদিন জমায়েত হতেন বহু জ্ঞানী-গুণী—ব্যঙ্গে বিদ্রূপে অনেককে তিনি বিব্রত করে তুলতেন, কিন্তু সবাই তাঁকে ভালবাসতেন। তিনিও সাধ্যমত সকলের উপকার করতে চেষ্টা করতেন। কথাবার্তায় চালচলনে খুব সূক্ষ্ম শালীনতার আদর্শ মানতেন না তিনি। মন খুলে তর্ক করতেন, আলোচনা করতেন, রসিকতা করতেন।

এক ক্ষুদ্র পুস্তক-ব্যবসায়ীর ঘরে তাঁর জন্ম। স্বাস্থ্য তাঁর ভাল ছিল না, আর্থিক অভাবও ছিল, সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু দোকানে বসে তিনি প্রচুর বই পড়তেন। তাঁর সহপাঠীরা এ বিষয়ে কেউ তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না। লেখাকে প্রথমে তিনি পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। অনেকদিন ফরমায়েসী

লেখাই তাঁকে লিখতে হয়েছে। আশ্রয়ের অভাবে শীতের রাতে লণ্ডনের পথে পথেও কাটাতে হয়েছে। কিন্তু ক্রমশঃ তাঁর লেখার আদর হতে থাকে। 'জেন্টল্‌ম্যান্‌স্‌ ম্যাগাজিনে' প্রকাশিত কয়েকটি রচনা এবং 'লণ্ডন' নামে একটি কবিতা, পুস্তক-প্রকাশকদের নজরে আসে এবং তাঁরা তাঁকে একটি অভিধান সংকলনের ভার দেন। আট বছর লেগেছিল তাঁর এই অভিধান শেষ করতে। সেই সঙ্গে সঙ্গেই তিনি লেখেন কতকগুলি কবিতা আর 'আইরিন' নামে নাটক। খ্যাতির তুলনায় তাঁর আয় বেশী হয়নি। তাছাড়া দানে তিনি ছিলেন মুক্তহস্ত। তাই দীর্ঘদিন তাঁর অসচ্ছলতায় কেটেছে। অ্যাডিসন এবং স্টীল সাময়িকপত্রে যুগান্তর এনেছিলেন। তাঁদের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হয়ে জন্‌সন্‌ প্রকাশ করেন প্রথমে 'র‍্যামব্লার' (Rambler), পরে 'আইডলার' (Idler)। দুয়েরই আয়ুষ্কাল দুবছর। 'র‍্যামব্লার'-এর রচনাগুলি পরে বই আকারে বেরিয়েছিল এবং তার প্রচুর কাটতিও হয়েছিল। অভাব-মোচনের উদ্দেশ্যেই তিনি লেখেন 'রাসেলাস' উপন্যাস। কাল্পনিক কাহিনী, রোমান্স-জাতীয়। কাদম্বরী-অনুবাদক তারাশঙ্কর তর্করত্ন এই বইয়ের বাংলা অনুবাদ করেছিলেন। প্রৌঢ় বয়সে বই থেকে তাঁর ভাল আয় হতে থাকে। এই সময়েই তিনি বিখ্যাত চিত্রকর জস্থুয়া রেনল্ডসের সঙ্গে মিলে 'লিটারারি ক্লাব' নামে একটি সাহিত্য-সভা প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে তখনকার বিখ্যাত লোকেরা অনেকেই আসতেন। সেই সভারই সরস কথাবার্তার বিবরণ বস্‌ওয়েল তাঁর জন্‌সনের জীবনীতে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন।

জীবনে দুঃখ পেলেও তিনি মুখের হাসি ও মনের হাসি চিরদিন বজায় রেখেছেন। সেই আকর্ষণেই লোকে তাঁর কাছে আসত। তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ইংরেজী ভাষার অভিধান (Dictionary) এবং কবি-জীবনী (Lives of the Poets)। অভিধানে কোথাও কোথাও ব্যুৎপত্তি নির্দেশে ভুল আছে এবং

কৌতুকপূর্ণ মন্তব্যও আছে, তথাপি প্রথম এ জাতীয় বৃহৎ চেষ্টা বলে তাঁর অভিধান স্মরণীয়। কৌতুকের দৃষ্টান্ত ঃ ওট্‌স্ (Oats) অর্থ লিখতে গিয়ে তিনি বলেছেন, একজাতীয় শস্য, বা ইংলণ্ডে ঘোড়ার আর স্কটলণ্ডে মানুষের খাদ্য। 'কবি জীবনী'তে তাঁর মূল্যবিচার পক্ষপাতপূর্ণ ; গ্রে এবং মিল্‌টনের চেয়ে কাউলে এবং পোপের প্রতি তাঁর বেশী আকর্ষণ। কিন্তু তথাপি মনোজ্ঞ জীবনবৃত্তান্ত রচনায় তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কবিতায় তাঁর দান খুব বেশী নয়। আর একমাত্র উপন্যাস 'রাসেলাস, প্রিন্স অব আবিসিনিয়া' (Rasselas, Prince of Abyssinia) ভাষার আড়ম্বর এবং নানাবিধ চিন্তার সমাবেশে কৌতূহলোদ্দীপক, কাহিনীগুণে তেমন চিত্তাকর্ষক নয়।

জেম্‌স্ বস্‌ওয়েল (James Boswell : ১৭৪০-১৭৯৫)

চরিতসাহিত্যে বস্‌ওয়েলের 'লাইফ অব্ জন্‌সন্' (Life of Johnson = জনসন-জীবনী) একখানি আদর্শ গ্রন্থ। স্কচ্‌দের প্রতি জন্‌সনের বিরাগের কথা তিনি জানতেন। তবু স্কচ্ হয়েও তিনি জনসনের পরম ভক্ত ছিলেন। জীবিকার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন ব্যারিস্টার। বহু চেষ্টায় তিনি জন্‌সনের সঙ্গে পরিচিত হন এবং সাময়িক বিদ্রূপ বা উপেক্ষা অগ্রাহ্য করে তাঁর সাহিত্যিক আসরের নিত্যসঙ্গী হন। তাঁর মুখের প্রতিটি কথা সযত্নে লিপিবদ্ধ করে, মহত্ব ও দুর্বলতার যথাযথ বিবরণ দিয়ে তিনি তাঁর সুন্দর একখানি পূর্ণাঙ্গ জীবন-চরিত রচনা করে গিয়েছেন।

জন্‌সনের ব্যক্তিত্বের সমগ্র রূপ এতে ফুটে উঠেছে। সভামধ্যে তিনি ছিলেন সম্রাটের মত। কোনও বিরোধী মত তিনি সহ্য করতে পারতেন না। উপহাসে, পরিহাসে প্রতিপক্ষকে নাকাল করে তুলতেন। সমাজ, রাষ্ট্র, সাহিত্য—সকল বিষয়েই তিনি ছিলেন

রক্ষণশীল। ছোট ছোট ঘটনা ও উক্তি উল্লেখ করে বস্‌ওয়েল এই শক্তিমান্ মানুষটিকে জীবন্ত করে রেখে গেছেন।

এডমণ্ড বার্ক (Edmund Burke : ১৭২৯-১৭৯৭)

বাগ্মী বলে বার্কের খ্যাতি। তাঁর বক্তৃতা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়ে সাহিত্যের মর্যাদালাভ করেছে। ক্লাসিক ভঙ্গীর পরিপাটী সমারোহপূর্ণ ভাষা আর আবেগময় রোমান্টিক মনোভাবের সমাবেশে তাঁর রচনা উজ্জ্বল। বক্তৃতা বলেই অনেক জায়গায় তাঁর বক্তব্যের চেয়ে বচন বেশী। বাক্যগুলি প্রায়ই সুদীর্ঘ ও সুশ্রাব্য।

আয়ারল্যাণ্ডের ডাব্‌লিন শহরে তাঁর জন্ম। পিতা ছিলেন ব্যারিস্টার। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে তিনি আইন পড়তে যান। কিন্তু তাতে তাঁর মন লাগে না। সাহিত্যে ছিল তাঁর অনুরাগ। তা থেকে আকর্ষণ এলো রাজনীতির প্রতি। ছত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি হাউস্ অব কমন্সের প্রধান বক্তারূপে পরিগণিত হয়েছিলেন। সততা, নির্ভীকতা ও ঔদার্যের জন্য সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। আমেরিকার স্বাধীনতার দাবি সমর্থন করে তাঁর বক্তৃতা 'অন্ আমেরিকান ট্যাক্সেশন' (On American Taxation = আমেরিকার করনীতি-সম্পর্কে) এবং 'অন্ কন্‌সিলিয়েশন উইথ আমেরিকা' (On Concilliation with America = আমেরিকার সঙ্গে আপোস সম্পর্কে) সুপ্রসিদ্ধ। ভারতে ইংরেজ শাসনের এবং ওয়ারেন হেস্টিংসের অত্যাচারের নিন্দা করে তিনি যে বক্তৃতা করেছিলেন—'ইম্‌পীচ্‌মেণ্ট অব ওয়ারেন হেস্টিংস্' (Impeachment of Warren Hastings = ওয়ারেন হেস্টিংসের বিরুদ্ধে অভিযোগ)—তাও তাঁর ন্যায়পরতার ও সৎসাহসের স্মারক। জীবনের শেষ পর্যায়ে ফরাসী বিপ্লবের প্রতি তিনি বিমুখতা প্রকাশ করেন। জনগণের কল্যাণ তিনি চিরদিনই কামনা করেছেন, কিন্তু ঐ বিপ্লবে যে হিংসার তাণ্ডব ও উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিয়েছিল, তাতে তিনি শঙ্কিত হয়ে

উঠেছিলেন। 'রিফ্লেক্‌শনস্‌ অন্‌ দ্য ফ্রেঞ্চ রেভল্যুশন' (Reflections on the French Revolution = ফরাসী বিপ্লব সম্বন্ধে মন্তব্য) সুরচিত, কিন্তু সমালোচকেরা অনেকে তাঁর বিপ্লব-বিরোধী মনোভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছেন।

'এ ফিলজফিকাল ইন্‌কোয়ারি ইন্টু দ্য অরিজিন অব আওয়ার আইডিয়াজ অব্‌ দ্য সাব্লাইম্‌ অ্যাণ্ড বিউটিফুল' (A Philosophical Inquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful = মহান্‌ ও সুন্দরের ধারণার উৎপত্তি সম্বন্ধে দার্শনিক অনুসন্ধান) তাঁর প্রথম দিকের একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। সারল্য নয়, আলঙ্কারিক পারিপাট্য তাঁর ভাষার বৈশিষ্ট্য। গদ্য হলেও তাতে কাব্যলক্ষণ পরিস্ফুট। আদর্শনিষ্ঠা, উদার মানবপ্রীতি এবং দূরদর্শিতা তাঁর মহত্ত্বের পরিচয় বহন করছে।

ডেভিড হিউম্‌ (David Hume : ১৭১১-১৭৭৬) দার্শনিক রূপে খ্যাত। একখানি ইতিহাস-গ্রন্থও তিনি রচনা করেছিলেন— 'হিস্ট্রি অব্‌ ইংলণ্ড' (History of England)। তথ্যের কিছু ভুল থাকলেও তাঁর রচনা স্বচ্ছ ও মনোজ্ঞ। 'ট্রীটিজ অব্‌ হিউম্যান নেচার' (Treatise of Human Nature), 'এসেজ—মর্যাল অ্যাণ্ড পলিটিকাল' (Essays—Moral and Political), 'এনকোয়ারি কন্‌সার্নিং হিউম্যান আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং' (Enquiry Concerning Human Understanding) প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁর চিন্তাশীলতার ছাপ আছে। 'পলিটিক্যাল ডিসকোর্সেজ' (Political Discourses = রাজনৈতিক প্রবন্ধ)-এর জন্য তিনি সারা ইউরোপে খ্যাতি অর্জন করেন।

উইলিয়াম রবার্টসন (William Robertson ; ১৭২১-১৭৯৩)-এর 'হিস্ট্রি অব্‌ স্কটল্যাণ্ড' History of Scotland), হিস্ট্রি অব্‌ চার্লস

দ্য ফিফ্‌থ' (History of Charles V) এবং 'হিস্ট্রি অব্ আমেরিকা' (History of America) তথ্যের দিক্ থেকে নির্ভরযোগ্য। কিন্তু ইতিহাস-সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ কীর্তি রেখে গেছেন—

এডওআর্ড গিবন্ (Edward Gibbon : ১৭৩৭-১৭৯৪)

তাঁর 'হিস্টি অব্ দ্য ডিক্লাইন অ্যাণ্ড ফল্ অব দ্য রোমান্ এম্পায়ার' (History of the Decline and Fall of the Roman Empire) একখানি অমর গ্রন্থ। ভূমিকায় তিনি বলেছেন : "১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর রোমে ক্যাপিটাল-এর ধ্বংসাবশেষের পাশে বসে পুরনো দিনের কথা ভাবছিলাম। নগ্নপদ সন্ন্যাসীরা জুপিটার মন্দিরে সান্ধ্যস্তোত্র গাইছিলেন। তখনই এই গ্রন্থরচনার সংকল্প আমার মনে জাগে।" ৯৮ খ্রীষ্টাব্দ, ট্রাজানের রাজত্বকাল থেকে ১৪৫৩, তুর্কীদের কনস্টান্টিনোপল্ জয় পর্যন্ত ঘটনা এতে বর্ণিত হয়েছে। যেমন তাঁর সত্যানুসন্ধিৎসা, তেমনি রচনার মনোহারিত্ব। ক্লাসিকাল রীতির উৎকর্ষ এতে লক্ষ্য করি। আর, ইংরেজীতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে লেখা এই প্রথম ইতিহাস। প্রায় চৌদ্দ শ' বছরের বৃত্তান্ত এতে স্থান পেয়েছে। শুধু রোম সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন নয়, প্রসঙ্গক্রমে এতে এসে পড়েছে উত্তরাঞ্চলের দুর্ধর্ষ জাতিদের আগমন, খ্রীষ্টধর্মের প্রসার, ইসলামের উদ্ভব, ইউরোপীয় জাতিসমূহের সন্ধিবিগ্রহ, মধ্যযুগীয় ধর্মযুদ্ধ বা ক্রুজেড ইত্যাদির কথা। সর্বত্রই গিবনের বর্ণনা অতীতের ঘটনাবলীকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে। অবশ্য তিনি দেখেছেন এবং এঁকেছেন বাস্তববুদ্ধি নিয়ে। তাঁর দৃষ্টি তত্ত্ব-সন্ধানী অথবা আদর্শ-অনুরঞ্জিত নয়।

(খ) পদ্যে রোমান্টিক যুগের পূর্বাভাস

কল্পনারঞ্জিত দৃষ্টিই রোমান্টিক দৃষ্টি। গতানুগতিক সাংসারিক দৃষ্টিভঙ্গী নয়, এ হল ভাবের দেখা। "আপন মনের মাধুরী মিশায়ে"

রোমান্টিক কবি পুরনোকেও দেখেন নতুন রূপে, সাধারণের মধ্যেও পান অসামান্যের সন্ধান।

পূর্বেই বলেছি, অগাস্টান যুগ প্রধানতঃ গদ্যের যুগ। এ যুগের প্রথম দিকের পদ্যেও কল্পনার চমৎকারিত্ব নেই, আছে বিচক্ষণ সাংসারিক বুদ্ধির আর যত্নকৃত ভাষাসৌষ্ঠবের পরিচয়। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি এসে কয়েকজন কবির সাক্ষাৎ পাই, যাঁরা স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ নিয়ে কবিতা লিখেছেন, ভাবে বা ভাষায় বাঁধা রীতির দাসত্ব করেননি। তাঁদের লেখা বুদ্ধিমানের সদুক্তিমাত্র নয়, কল্পনার রঙে রঙিন। এঁরাই রোমান্টিক যুগের অগ্রদূত। এঁরা অনেকেই প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ, দীন দুঃখীর প্রতি দরদী এবং মহৎ আদর্শে উদ্বুদ্ধ।

জেম্‌স্‌ টম্‌সনের 'সীজন্‌স্‌' (James Thomson : Seasons =ঋতুচয়) কাব্যে এই রোমান্টিক লক্ষণ প্রথম দেখা গিয়েছিল। তাঁর জীবনকাল ১৭০০-১৭৪৮। 'সীজন্‌স্‌' প্রকাশিত হয় ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে। 'দ্য কাস্‌ল্‌ অব ইণ্ডোলেন্স' (The Castle of Indolence =আলস্যপুরী বা বিরাম ভবন) তাঁর আর একখানা উল্লেখযোগ্য কাব্য।

টমাস গ্রে (Thomas Gray : ১৭১৬-১৭৭১)

কেম্‌ব্রিজে ইতিহাস ও আধুনিক ভাষাসমূহের অধ্যাপক ছিলেন।

বিদ্যাবত্তার সঙ্গে কল্পনার, পাণ্ডিত্যের সঙ্গে হৃদয়াবেগের মিলন হয়েছিল গ্রে-তে। তাঁর একটি কবিতা প্রায় সর্বজনপরিচিত —'এলিজি রিট্‌ন ইন এ কান্ট্রি চার্চইয়ার্ড' (Elegy, written in a Country Churchyard=গ্রাম্য সমাধিস্থলে লেখা শোকগাথা)। একটি বিষাদ-করুণ সুর বেজেছে কবিতাটিতে, পড়া শেষ হলেও তার রেশ থেকে যায় পাঠকের মনে।

"সন্ধ্যার ঘণ্টাধ্বনি জানায় দিনের বিদায় বার্তা। ধেনুদল

হাম্বারবে ধীরে ধীরে চলেছে মাঠের উপর দিয়ে। চাষী ক্লান্ত চরণে চলেছে ঘরের পানে। পৃথিবীকে রেখে যাচ্ছে তারা অন্ধকারের, আর আমার কাছে।

দূরের দৃশ্য ক্রমে আবছা হয়ে আসে। বাতাসে গম্ভীর স্তব্ধতা। শুধু পতঙ্গের মৃদু গুঞ্জন আর দূরের কোন্ গোহালে তন্দ্রাতুর রিনিঠিনি আনে ঘুমের আবেশ।”

যে সরল দরিদ্র পল্লীবাসীরা ঐ সমাধিক্ষেত্রে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত, কবি তাদের কথা ভাবছেন। হয়তো তাদের মধ্যে কারও ছিল মিল্টনের প্রতিভা, কারও বা ক্রম্ওয়েলের সাহস; কিন্তু দারিদ্র্যের চাপে গুণের পূর্ণবিকাশ সম্ভব হয়নি তাদের। তারা রইল সম্পূর্ণ অখ্যাত, অজ্ঞাত।

“কত মণি এমনি লুকিয়ে থাকে সাগর-তলের তিমির-গহ্বরে কত ফুল ফুটে থাকে মানুষের দৃষ্টির অগোচরে, গন্ধ হারায় মরুভূমির বাতাসে!”

‘এলিজি’ ছাড়া তাঁর কয়েকটি ‘ওড্’ (Ode) বা প্রশস্তি কবিতাও বিখ্যাত, যেমন, ‘বসন্তের প্রতি’, ‘ইটন কলেজের ভাবী দিনের উদ্দেশ্যে’ প্রভৃতি। আর, পিণ্ডার*-এর ধরণে লেখা ‘ওড্’—‘দ্য প্রোগ্রেস্ অব্ পোয়েসি’ (The Progress of Poesy = কবিতার প্রগতি) এবং ‘দ্য বার্ড’ (The Bard = চারণ) তাঁর দুটি সার্থক সৃষ্টি। ‘প্রোগ্রেস্ অব পোয়েসি’-তে ড্রাইডেন্ এবং মিল্টনের প্রভাব চোখে পড়ে। ‘দ্য বার্ড’-এ জনৈক চারণ-কবি যুদ্ধোন্মত্ত রাজাকে সাবধান করে দিয়ে বলছেন, অত্যাচারীর বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। দুর্গম গিরি-সঙ্কট, সেনাদলের বিজয় অভিযান, নীচে পার্বত্য নদীর প্রচণ্ড

* পিণ্ডার = (খ্রীঃ পূঃ ৫২২-৫৪৩) প্রাচীন গ্রীসের বিখ্যাত গীতি-কবি। তাঁর ‘ওড’-এর পদ্ধতিতে রচিত ‘ওড্’কে বলা হয় ‘পিণ্ডারিক ওড্’ (Pindaric Ode)।

জলোচ্ছ্বাস, চারণ-কবির সতর্কবাণী ও অন্তর্ধান অসামান্য নৈপুণ্যের সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে।

তাঁর শেষের দিকের 'দ্য ফেটাল সিস্টার্স' (The Fatal Sisters = মরণযাত্রী বোনেরা) এবং 'দ্য ডিসেণ্ট অব ওডিন্' (The Descent of Odin = ওডিনের অবতরণ) উত্তর-দেশের কাহিনী নিয়ে স্কাণ্ডিনেভীয় 'সাগা'-র ধরণে লেখা। ক্লাসিকরীতি-অভিজ্ঞ হলেও তিনি রোমান্টিক যুগের অন্যতম অগ্রদূতরূপে গণ্য।

উইলিয়ম কলিন্স(William Collins : ১৭২১-১৭৫৯)

রোমান্টিক যুগের পূর্বসূরীদের একজন। 'ওরিয়েণ্টাল ইক্লোগস্' (Oriental Eclogues = প্রাচ্য গাথা) তাঁর প্রথম কাব্য। 'ওড টু ইভনিং' (Ode to Evening = সন্ধ্যার প্রতি) একটি সুন্দর গীতিকবিতা। 'টু সিম্প্লিসিটি (To Simplicity = সারল্যের প্রতি), 'টু দ্য প্যাশন্স' (To the Passions = সংরাগের প্রতি) প্রভৃতি ওড্ এবং 'ডার্জ ইন্ সিম্বেলিন' (Dirge in Cybelene = সিম্বেলিনের শোকগীতি)-ও উল্লেখযোগ্য। শেষ জীবনে তিনি উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন।

অলিভার গোল্ডস্মিথ (Oliver Goldsmith : ১৭২৮-১৭৭৪)

গোল্ডস্মিথের কবিতাতেও রোমান্টিকতার পূর্বাভাস লক্ষিত হয়েছিল। গদ্যলেখকরূপেও তিনি খ্যাতিমান্। তাঁর 'দ্য ভিকার অব ওয়েকফীল্ড' (The Vicar of Wakefield = ওয়েক্ফীল্ডের পাদ্‌রী) স্মরণীয় উপন্যাস। তাঁর কবিতায় খুব সূক্ষ্ম অনুভূতি বা উধাও কল্পনার সাক্ষাৎ না মিললেও প্রকৃতিপ্রীতি, মানবপ্রেম এবং আবেগপ্রবণতা তাঁর রোমান্টিক প্রকৃতির সাক্ষ্য দেয়। আয়ারল্যাণ্ডে এক গরীব পাদরীর ঘরে তাঁর জন্ম। পিতার উদার চরিত্রেরই ছবি তিনি এঁকেছেন 'ভিকার অব ওয়েকফিল্ডে'র ডক্টর প্রিম্‌রোজে আর 'ডেজার্টেড ভিলেজে'র (Deserted Village = পরিত্যক্ত গ্রাম)

ধর্মযাজকে। স্কুলের শিক্ষা তাঁর একটানা এগোয়নি, কতকটা দারিদ্র্যের জন্য, কতকটা অমনোযোগের ফলে। অনেক বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়ে শেষপর্যন্ত তিনি গ্রাজুয়েট ডিগ্রী পেয়েছিলেন। সাংসারিক দায়িত্ববোধ তাঁর কম ছিল, যদিও মনটি ছিল উদার আর স্বভাব ছিল মধুর। আচরণে বহু অসঙ্গতিসত্ত্বেও তিনি অনেকের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অর্জন করেছিলেন। তাঁর বাবা তাঁকে পাঠিয়েছিলেন যাজকবৃত্তির জন্য। তাতে তাঁর মন বসেনি। পরে গেলেন তিনি চিকিৎসাবিদ্যা শিখতে। তাতেও কৃতিত্বলাভের কোনও প্রমাণ নেই। শুধু গান গেয়ে, বাঁশী বাজিয়ে তিনি যে অনেকের মনোহরণ করেছিলেন, গীতি রচনা করে যৎসামান্য রোজগার করেছিলেন, আর প্রায় নিঃসম্বল অবস্থায় যাযাবরের মত ইউরোপের নানান্ দেশে ঘুরেছিলেন, সেই খবর পাওয়া যায়। বইওয়ালাদের জন্য ফরমায়েসী লেখা লিখতে লিখতে তিনি এক সময়ে লিখে ফেলেন 'সিটিজন্ অব্ দ্য ওঅর্ল্ড' (Citizen of the World)—বিশ্বনাগরিক বা পৃথিবীর বাসিন্দা)। বইখানি জন্সনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তাঁর আনুকূল্যে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। অল্পদিন পরে বেরুল 'দ্য ট্রাভেলার' (The Traveller = পথিক) কাব্য। দেশে তার সমাদর হল প্রচুর। অর্থলাভও হতে লাগল। কিন্তু বেশভূষায় আর দানধ্যানে সব খরচ করে ফতুর হতে তাঁর দেরি হত না। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কিছু স্কুলপাঠ্য বই তিনি রচনা করেছিলেন, সেগুলি ত্রুটিহীন নয়। কিন্তু কাব্যে ও উপন্যাসে তিনি প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

'দ্য সিটিজন্ অব দ্য ওঅর্ল্ড'-এর নাম আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। একজন চীনা পর্যটক যেন ইংলণ্ডে এসে তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছেন, এমনিভাবে এই বইয়ে কতকগুলি পত্র রচিত হয়েছে। মন্তব্যগুলি কৌতূহলোদ্দীপক। 'দ্য ট্রাভেলর'-এ তাঁর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা কাব্য-রূপ নিয়েছে। 'দ্য ডেজার্টেড ভিলেজ' (The

Deserted Village) কবিতাটিতে পড়ো গ্রামের ছবি স্মৃতির রঙে, বিষাদের ছায়ায় আর অকৃত্রিম সমবেদনায় মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। এতেই বর্ণিত ধর্মযাজকের আর শিক্ষকের চরিত্র প্রায় সকল সাহিত্য-পাঠকের নিকট সুপরিচিত।

'দ্য গুড্-নেচার্ড ম্যান্' (The Good-natured Man= ভালোমানুষ) এবং 'শি স্টূপস্ টু কঙ্কার' (She Stoops to Conquer=সে মাথা নুইয়েছে জয়ের জন্য) তাঁর দুখানি কমেডি-নাটক। প্রথমখানিতে হাসি-পরিহাস আছে, কিন্তু সাহিত্যগুণ বেশী নয়। দ্বিতীয়খানি এখনও জনপ্রিয়। স্যর্ চার্লস মার্লো ছেলের বিয়ে ঠিক করেছেন মিঃ হার্ডকাস্লের মেয়ের সঙ্গে। যুবক মার্লো বন্ধুসহ গেল হার্ডকাস্লদের বাড়ি। বাড়িটা তারা চিনত না, ভাবল, ওটা সরাইখানা। এই ভুলের ফলে যেসব মজার ব্যাপার ঘটল, আর স্যর চার্লস্ মার্লোর আগমনে ভ্রান্তিনিরসন হল, তারই কৌতুককর কাহিনী আছে এ নাটকে। শেষ হল বর-কনের শুভ মিলনে। এতে ধূর্ত টনি লাম্পকিনের চরিত্র সু-অঙ্কিত।

'দ্য ভিকার অব ওয়েক্ফীল্ড' তাঁর একমাত্র উপন্যাস। ডক্টর প্রিম্‌রোজ নামে এক পাদ্রীর সংসার-জীবন নিয়ে এই মনোরম উপন্যাস। তিনি সচ্চরিত্র, ভগবদ্‌বিশ্বাসী। বিপদের পর বিপদ ঘনিয়ে এল, কিন্তু তাঁর মন দমল না, চরিত্র রইল অটুট। তাঁর সমকালীন অনেকের উপন্যাসে নৈতিক আদর্শের যে লাঘব দেখা যায়, এ উপন্যাস তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। গার্হস্থ্য জীবনের এমন সুন্দর চিত্রও সে যুগের উপন্যাসে বিরল।

উইলিয়ম কূপার (William Cowper : ১৭৩১-১৮০০)

ক্লাসিক রীতির কাঠামোতে যাঁদের রোমান্টিক কল্পনার রং লেগেছে, উইলিয়ম কূপারও তাঁদের একজন। 'দ্য টাস্ক' (The Task=কর্তব্যভার) তাঁর প্রধান কাব্য। জনৈক ইংরেজ পাদরীর

ছেলে, অল্প বয়সেই তিনি মাতৃহারা হন। স্বভাবতঃ তিনি ছিলেন লাজুক এবং ভাবপ্রবণ, প্রায়ই থাকতেন বিষণ্ণ। আন্‌উইন্ এবং তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে নিভৃতবাসে তিনি অনেকটা শান্তি পেয়েছিলেন। সহজ সরল জীবন তিনি ভালোবাসতেন, তাঁর কবিতাতেও সরল প্রকাশভঙ্গী।

পোপ-পন্থীদের বাঁধা রীতির চেয়ে রোমান্টিকদের মত সোজাসুজি মনের কথা বলাই তিনি পছন্দ করতেন। তাঁর প্রতিভার প্রমাণ রয়েছে নানাবিধ রচনায়। ধর্মসঙ্গীতগুলিতে আছে তাঁর পবিত্র হৃদয়ের ছায়া। 'অল্‌নি হিম্‌স্' (Olney Hymns)-এ তার অনেকগুলি সংকলিত হয়েছে ; যথা ঃ 'হার্ক মাই সোল্, ইট ইজ দ্য লর্ড' (Hark my Soul, it is the Lord = শোনো আমার মন, ইনিই প্রভু), 'গড্ মুভ্‌স্ ইন্ এ মিস্টিরিয়াস্ ওয়ে' (God moves in a mysterious way = ভগবানের গতিবিধি রহস্যময় পথে), 'সামটাইম্‌স্ এ লাইট সার্‌প্রাইজেজ' (Sometimes a Light Surprises = কখনও কখনও বিস্মিত করে একটি আলো) প্রভৃতি।

প্রথম কাব্যে স্থান পেয়েছিল 'ট্রুথ' (Truth = সত্য), 'টেবল টক্' (Table Talk = বৈঠকী আলাপ) ইত্যাদি কয়েকটি ক্ষুদ্র কবিতা।

'দ্য টাস্ক' (The Task) অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত দীর্ঘ কাব্য। হোমরের কাব্যের অনুবাদও তিনি করেছিলেন অমিত্রাক্ষর ছন্দে। তাঁর খ্যাতি বিশেষভাবে নির্ভর করছে কয়েকটি ছোট ছোট কবিতার উপর ঃ 'অন্ দ্য রিসিট অব মাই মাদার্স পিকচার' (On the Receipt of My Mother's Picture = মায়ের ছবি পেয়ে), 'আলেকজাণ্ডার সেলকার্ক' (Alexander Selkirk), 'জন্ গিল্‌পিন' (John Gilpin) ইত্যাদি।

মায়ের ছবি পেয়ে তিনি আবেগভরে বলে উঠেছেন ঃ "হায়, যদি ঐ ঠোঁট দুটিতে কথা ফুটত!" (Oh, that those lips had

language!) নির্জন দ্বীপে পরিত্যক্ত সেল্‌কার্কের কাহিনী তাঁর কল্পনাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। ঐ কাহিনী থেকেই ডিফো প্রেরণা পেয়েছিলেন 'রবিনসন্ ক্রুসো' রচনায়। আর হাসির কবিতায় 'জন্ গিল্‌পিনে'র তুলনা নেই। আশ্চর্য এই, যে-কুপার থাকতেন প্রায়ই বিষাদমগ্ন, তাঁরই এই কবিতা কৌতুকরসে উচ্ছল। মনের মধ্যে তাঁর হাসির উৎস ছিল গোপনে, তাতে সন্দেহ নেই।

তাঁর চিঠিগুলি বই আকারে বেরিয়েছিল তাঁর মৃত্যুর তিন বছর পর, সেগুলিও সাহিত্যের মর্যাদা পেয়েছে। বস্তুতঃ সেগুলি পত্র-সাহিত্যের অতি উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

রবার্ট বার্ণস্ (Robert Burns : ১৭৫৯-১৭৯৬)

গ্রে, গোল্ডস্মিথ এবং কুপারে ক্লাসিক রীতি আর রোমান্টিক ভাবের মিলন ঘটেছিল, বার্ণস্ আর ব্লেকে রোমান্টিক মন পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। এখানে দ্বিধা নেই, পুরনো আদর্শের অনুসরণ নেই, আছে সোজাসুজি মনের কথা বলা। বার্ণস্ চাষীর ঘরের কবি। স্কটল্যাণ্ডের এক কৃষক-কুটীরে তাঁর জন্ম। বাবা ছিলেন দরিদ্র, কিন্তু ভগবদ্‌বিশ্বাসী। জীবিকার জন্য তাঁকে কঠিন পরিশ্রম করতে হত, তবু সব দিন পরিবারের সকলের খাওয়া জুটত না।

বার্ণস্‌ও কিছু লেখা-পড়া করে চাষের কাজে যান। চাষ করতেন আর গান বাঁধতেন, কখনও বা কবিতা রচনা করতেন। কিল্‌মার্‌নক্-সংস্করণে তাঁর রচনাবলী প্রকাশ হতেই চতুর্দিকে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। 'দ্য কটার্‌স্ স্যাটারডে-নাইট' (The Cotter's Saturday-Night =কুটীরবাসীর শনিবারের রাত্রি), 'দ্য টোয়া ডগস্' (The Twa Dogs=দুটি কুকুর), 'দ্য জলি বেগার্স' (The Jolly Beggars=ফুর্তিবাজ ভিখারীরা), 'টু এ মাউজ্' (To a Mouse=ইঁদুরের প্রতি) প্রভৃতি এই সময়ের লেখা। 'টু এ মাউজ'-এর বাংলা অনুবাদ করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

এডিনবরায় গিয়ে জ্ঞানী গুণীদের কাছে তিনি অভ্যর্থনা পান প্রচুর। অতঃপর জীন আর্মারকে বিবাহ করে একটি খামারবাড়ি কিনে বসবাস করতে থাকেন। এই সময়ে আবকারী পরিদর্শকের কাজও তিনি নিয়েছিলেন। তাঁর বহু গান সার্বজনীন সমাদর পেয়েছে। 'ওল্ড ল্যাং সাইন' (Auld Lang Syne), 'মাই লাভ ইজ এ রেড্, রেড্ রোজ' (My love is a red, red rose) 'কামিং থ্রু দ্য রাই' (Coming thro' the Rye), 'দ্য ব্যাঙ্কস্ অব্ ডুন' (The Banks of Doon) প্রভৃতি গান ও গীতিকবিতা ইংরেজী সাহিত্যে অমরতা লাভ করেছে। 'ট্যাম্-ও-শ্যান্টার' (Tam O' Shanter) শেষ জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য বড় কবিতা।

স্কটল্যাণ্ডের কথ্যভাষাকে তিনি নিপুণভাবে গানে ও কবিতায় ব্যবহার করেছেন। চাষীজীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-পরিহাস, আশা-আকাঙ্ক্ষা অনবদ্য রূপ নিয়েছে তাঁর সহজ সরল কবিতাগুলিতে।

"আমি চাই প্রকৃতির এককণা আগুন, অন্য বিদ্যায় আমার প্রয়োজন নেই"—তিনি বলেছেন একটি কবিতায়। 'প্রকৃতির এককণা আগুন'—প্রতিভার দীপ্তি বা স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ তাঁর রচনাকে করেছে উজ্জ্বল। কৃত্রিম অলঙ্কারে নয়, স্বভাব-লাবণ্যে সে রচনার গৌরব, আন্তরিকতায় তা মর্মস্পর্শী।

সাধারণ মানুষের দরদী, অনাড়ম্বর জীবনের অনুরাগী এই মানুষটি তাঁর দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও (একটু-আধটু অসংযম তাঁর জীবনে দেখা গেছে) সকলের প্রিয় হয়েছিলেন এবং প্রিয় হয়ে আছেন। ধন-মান সব তুচ্ছ ব্যাপার, মনুষ্যত্বই পরম সম্পদ্। মানুষ মানুষকে ভালোবাসুক, শ্রদ্ধা করুক, তাহলেই পৃথিবীতে আসবে শান্তি। এই কথাই তিনি বল্‌তে চেয়েছেন "এ ম্যানস্ এ ম্যান ফর অ' দ্যাট" (A man's aman for a' that) কবিতায়। এইই তাঁর অন্তরের বাণী।

উইলিয়ম ব্লেক্ (William Blake : ১৭৫৭-১৮২৭)

সাধারণ মানুষ, ঘর-সংসার, পল্লী-প্রকৃতি এবং শিশু-জীবন ব্লেকের কাব্যে প্রেরণা জাগিয়েছে। তিনিও স্বভাবতঃ রোমান্টিক, গতানুগতিক রীতি বা পুরনো পদ্ধতি অনুসরণ করেননি, সম্পূর্ণ নিজের মতন করে মনের কথা বলেছেন। লণ্ডনের এক ব্যবসায়ী ঘরে তাঁর জন্ম। বিদ্যালয়ে তিনি লেখাপড়া করেননি। স্বাভাবিক কবি-প্রতিভা নিয়ে তিনি এসেছিলেন এবং তারই প্রমাণ রেখে গেছেন কবিতায়। ছবি আঁকাতেও তাঁর হাত ছিল, নিজের কবিতার বইয়ে নিজেই সুন্দর নক্সা কেটেছেন। 'দ্য পোয়েটিকাল স্কেচেস্' (The Poetical Sketches=কাব্যচিত্র) তাঁর প্রথম কবিতার বই। তারপরে বেরোয় সংস্ অব ইনোসেন্স' (Songs of Innocence =বিমল সঙ্গীত)। এতেই ফুটে ওঠে তাঁর আধ্যাত্মিক রহস্যানুভূতির প্রথম ইঙ্গিত। একটি পবিত্র আনন্দের আভা কবিতাগুলিতে বিকীর্ণ। 'সংস্ অব এক্সপীরিয়েন্স'-এ (Songs of Experience= অভিজ্ঞতার গান) দেখা দিয়েছে বিষণ্ণ গাম্ভীর্য। কবি সংসারের ভালো-মন্দর সংঘাত দর্শনে চিন্তাকুল। 'বাঘ' সম্বন্ধে তাঁর বিখ্যাত কবিতাটি এই বইয়ের মধ্যেই আছে :

> "Tiger, tiger, burning bright
> In the forests of the night
> ('হে বাঘ, হে বাঘ, জ্বলো উজল
> রাতের গহন কানন-তল।')

'মিল্টন' (Milton) এবং 'জেরুজালেম' (Jerusalem) রূপকধর্মী রচনা—ভাব স্থানে স্থানে অস্পষ্ট, কিন্তু বই দুখানি তাঁর অন্তরলোকের পরিচয়বাহী। 'দ্য মর্ণিং' (The Morning= প্রভাত), 'দ্য ল্যাণ্ড্ অব ড্রীমস্' (The Land of Dreams= স্বপ্নলোক) প্রভৃতি তাঁর শেষ জীবনের কয়েকটি উৎকৃষ্ট গীতি-কবিতা।

একখানি গদ্যগ্রন্থও তিনি লিখেছিলেন—'ম্যারেজ অব্ হেভ্ন্ অ্যাণ্ড হেল' (Marriage of Heaven and Hell = স্বর্গনরকের মিলন)। এতে তিনি অপরের কর্তৃত্বাধিকার, অনন্ত শাস্তির বিভীষিকা এবং বস্তুর সত্যতা অস্বীকার করেছেন।

সুইনবার্ণ তাঁকে অষ্টাদশ শতকের শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভা বলেছেন। এ মত অতিরঞ্জিত হলেও তিনি যে এ যুগের একজন বিশিষ্ট কবি, তাতে সন্দেহ নেই।

বার্ণস্ আর ব্লেক্ দুজনই রচনায় বাঁধা-রীতির বিরোধী, বার্ণসের লেখায় আছে মাটির স্পর্শ, ব্লেক প্রায়ই কল্পলোকবিহারী; রোমান্টিক যুগের পূর্বাগত হলেও এঁরা মনেপ্রাণে রোমান্টিক।

জর্জ ক্র্যাব্ (George Crabbe : ১৭৫৪-১৮৩২)

এঁর 'দ্য ভিলেজ' (The Village) কাব্যে শ্রমজীবীদের জীবন-চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। কল্পনা ও বাস্তবতার মিলনে গ্রন্থখানি নূতন ধরণের।

জেম্স্ ম্যাক্ফার্সন (James Macpherson : ১৭৩৬-১৭৯৬)

প্রাচীন বীরগাথা শুনিয়ে পাঠক-সমাজকে মুগ্ধ করেছিলেন। যেগুলিকে তিনি 'ওসিয়ান' (Ossian) প্রভৃতি প্রাচীন কবির পুরাতন গেলিক ভাষা থেকে অনুবাদ বলে অভিহিত করেছিলেন, পরে জানা গেছে, সেগুলি তা নয়। 'ফ্র্যাগমেন্টস্ অব্ এন্শেণ্ট্ পোয়েট্রি কলেক্টেড ইন দ্য হাইল্যাণ্ডস্' (Fragments of Ancient Poetry Collected in the Highlands = উত্তরাঞ্চলে সংগৃহীত প্রাচীন কাব্যের কয়েকটি টুকরো), 'ফিঙ্গাল' (Fingal) এবং 'টেমোরা' (Temora) তিনখানি আখ্যানকাব্যে তিনি মহাকাব্যের কল্পনা-সৌন্দর্য কতকটা সঞ্চার করতে পেরেছেন।

টমাস্ পার্সি (Thomas Percy : ১৭২৯-১৮১১)-ও পুরনো কালের স্বপ্ন-জগতের সন্ধান দিয়েছেন। প্রাচীন লোক-সঙ্গীত ও লোক-গাথার প্রথম সংগ্রহ তাঁর 'রেলিক্স্ অব এন্শেন্ট ইংলিশ পোয়েট্রি' (Relics of Ancient English Poetry = প্রাচীন ইংরেজী কাব্যের অবশেষ)। 'চেভি চেজ' (Chevy Chase), 'নাট্‌ব্রাউন মেড' (Nut-brown Maid), 'চিলড্রেন অব্ দ্য উড' (Children of the Wood) প্রভৃতি পুরাতন গাথা বা ব্যালাডের (Ballad) সন্ধান পেয়েছি আমরা তাঁরই কল্যাণে। রোমান্টিক যুগ অতীত-কালের স্বপ্নমুগ্ধ। পার্সির বইয়ের উপর সেই যুগ ছায়া বিস্তার করেছে।

টমাস্ চ্যাটারটন (Thomas Chatterton : ১৭৫২-১৭৭০)

চ্যাটারটনের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনের বিষাদ-করুণ স্মৃতি। আঠার বছর মাত্র আয়ুষ্কালের মধ্যে তিনি রেখে গেছেন প্রতিভার সুনিশ্চিত স্বাক্ষর। ছেলেবেলায় একটি পুরনো গির্জার সিন্দুকে তিনি কতকগুলি পুরনো পুঁথির সন্ধান পান। সেগুলি তাঁর মনের উপর অনির্বচনীয় মোহ বিস্তার করে। অবসর-সময়ে তিনি সেগুলি পড়তেন এবং খাতায় নকল করতেন। এমনি করে তিনি শুধু যে প্রাচীন ভাষা ও ছন্দ আয়ত্ত করে ফেললেন তাই নয়, হাতের লেখা পর্যন্ত অভ্যাস করে নিলেন। তারপর অমনিতর ভাষায় তিনি পুরনো দিনের কথা নিয়ে কতকগুলি কবিতা লিখলেন আর সেগুলিকে প্রাচীন কবিতা বলেই ঘোষণা করলেন; নাম দিলেন 'রাউলে পেপার্স্' (Rowley Papers); বললেন, রাউলে-নামক এক মধ্যযুগীয় ধর্মযাজক এগুলির রচয়িতা। দারিদ্র্য-পীড়নে কাতর হয়ে বালক-বয়সে তিনি আত্মহত্যা করেন। পরে জানা যায়, কবিতাগুলি তাঁরই রচিত। কবি কীট্‌স্ 'এন্ডিমিয়ন' কাব্য উৎসর্গ করেছেন তাঁর নামে, আর শেলিও তাঁকে শ্রদ্ধা-নিবেদন করেছেন তাঁর 'অ্যাডোনেইস্' (Adonais) কাব্যে। বিদ্যালয়ের

শিক্ষা তাঁর সামান্য, আর্থিক অনটন শোচনীয়, অথচ তাঁর বাল্যবয়সের রচনা বিস্মিত করেছে পণ্ডিত-মণ্ডলী ও সাহিত্যরসিকদের।

(গ) উপন্যাসের সূচনা

অষ্টাদশ শতকের সাহিত্যে প্রধান তিনটি ধারা—ক্লাসিক রীতির অনুসরণ, রোমান্টিক কল্পনার নবোন্মেষ এবং উপন্যাসের সূচনা।

গল্প শোনবার আকাঙ্ক্ষা মানুষের চিরদিনের। প্রাচীনকালের মহাকাব্যে ও গাথায় বহু আখ্যান বর্ণিত হয়েছে, সেগুলিতে আছে কল্পনার প্রাধান্য। অসম্ভব ঘটনা. অসাধারণ চরিত্র, অতিরঞ্জিত চিত্র সেখানে বিনা আপত্তিতে মেনে নেওয়া হয়েছে। তার রচনাও পদ্যে। গ্রীক পুরাকাহিনী থেকে ম্যালরির 'মর্টি-ডি-আর্থার' (Morte d' Arthur) পর্যন্ত তার দৃষ্টান্ত। মানুষের মন যখন যুক্তি-বিচারের পক্ষপাতী হয়ে উঠল, তখন এল গদ্যের দিন। সেইকালেই উপন্যাসের সূত্রপাত।

উপন্যাস কল্পনাপ্রধান হয় না এমন নয়। যাকে 'রোমান্স' বলি, তা কল্পনাপ্রধান। কিন্তু প্রধানতঃ উপন্যাস বলতে মনে আসে এমন আখ্যান, যাতে মানুষের স্বাভাবিক বাস্তব জীবন বর্ণিত হয়েছে।

সিড্‌নির 'আর্কেডিয়া', বেকনের 'নিউ অ্যাটলান্টিস্', মোরের 'ইউটোপিয়া' প্রভৃতিতে কিঞ্চিৎ উপন্যাসের উপাদান ছিল, কিন্তু সেগুলি উপন্যাস বলে গণ্য হয়নি। ডিফোর 'রবিন্‌সন্ ক্রুসো'তে উপন্যাসের লক্ষণ অনেকাংশে পরিস্ফুট হয়েছিল। অবশ্য সেখানেও আমরা আমাদের সাধারণ পরিচিত জীবনের সাক্ষাৎ পাই না, এক অজানা দ্বীপে একজন দুঃসাহসী ব্যক্তির অভিনব অভিজ্ঞতার বিবরণ পাই। তা ছাড়া, মনের বিচিত্র রহস্য, চরিত্রের ক্রমবিকাশ, ঐ উপন্যাসে দেখা দেয়নি। নরনারীর অন্তর্জীবনের গাঢ়তর পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে পরবর্তী কালের উপন্যাসে।

ডেনিয়েল ডিফো (Daniel Defoe : ১৬৬১-১৭৩১)

অনেকে ডিফোকেই প্রথম ঔপন্যাসিকের মর্যাদা দিয়ে থাকেন। কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি 'রবিন্‌সন্ ক্রুসো'র প্রধান আকর্ষণ চমকপ্রদ ঘটনা, চরিত্রচিত্রণ সেখানে বড় কথা নয়। অথচ, আধুনিক উপন্যাসে চরিত্র-চিত্রণই প্রাধান্য লাভ করে, ঘটনা তার অবলম্বন মাত্র।

ডিফোর পিতার পদবী ফো, তিনি ছিলেন লণ্ডনের এক মাংস-বিক্রেতা। ডেনিয়েল আপন পদবীকে বাড়িয়ে ডিফো'তে পরিণত করেন। তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা বিচিত্র। জীবিকার জন্য কখনও তিনি ইট তৈরির কাজ করেছেন, কখনও পত্রিকা-সম্পাদন, কখনও গল্প উপন্যাস রচনা। ধর্মীয় গোঁড়ামি ও প্রভুত্ব-স্পৃহাকে বিদ্রূপ করতে গিয়ে তিনি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। 'দ্য শর্টেস্ট ওয়ে উইথ ডিস্‌সেণ্টার্স' (The Shortest Way with Dissenters= ভিন্নমতাবলম্বীদের নিরসনের সংক্ষিপ্ততম উপায়) পুস্তিকায় তিনি ব্যঙ্গচ্ছলে প্রস্তাব করেন, অবিশ্বাসীদের নির্বাসন দেওয়া হোক, আর তার বিরোধীদের ফাঁসি দেওয়া হোক। তাৎপর্য না বুঝে দু পক্ষই তাঁর উপর চটে গিয়েছিলেন। বিচারে তাঁর কারাদণ্ড হলেও তিনি বিচলিত হলেন না। তখনও শাসকদের বিদ্রূপ করলেন। কারাগারে যে-সব কয়েদীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল, তারাও নূতন নূতন গল্প-উপন্যাসের উপাদান জোগালো। সংসারের ব্যাপক অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করলেন।

'রবিন্‌সন্ ক্রুসো' (Robinson Crusoe) তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। যদিও তিনি স্বীকার করেননি, তবু মনে হয়, আলেক্‌জাণ্ডার সেলকার্ক (Alexander Selkrik)-এর জাহাজডুবির বিবরণ কাগজে পড়েই তিনি এই উপন্যাস লেখার প্রেরণা পেয়েছিলেন। পাঁচ বছর নির্জন দ্বীপে কাটিয়ে সেলকার্ক ১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ফিরে আসেন। 'রবিন্‌সন ক্রুসো'-উপন্যাসের নায়কও এমনিভাবে জাহাজ-ডুবির ফলে এক জনহীন দ্বীপে গিয়ে পৌঁছান। সেখানে তাঁবু খাটানো,

খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা, আর অসভ্য মানুষকে দাসত্বে নিয়োগ, নরখাদক মানুষদের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রভৃতি বহু কৌতূহলজনক ঘটনার সমাবেশে গল্পটি মনোরম। যেমন আছে তাতে কল্পনার চমৎকারিত্ব, তেমনি আছে বাস্তব জীবনের স্বাভাবিক ছবি। বইখানি বড়দের জন্যে লেখা হলেও পৃথিবীর শিশু-সাহিত্যে অমরতা লাভ করেছে। আরও প্রায় দু শ' বই তিনি লিখে গিয়েছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ 'জার্নাল অব্ দ্য প্লেগ-ইয়ার' (Journal of the Plague-Year = প্লেগের বছরের বিবরণ)—১৬৬৪-৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে যে মহামারী লেগেছিল, তারই পটভূমিতে একটি উপন্যাস ; 'মেময়ার্স্ অব্ এ ক্যাভেলিয়র' (Memoirs of Cavalier = অশ্বারোহীর স্মৃতিকথা) ঐতিহাসিক রোমান্স।

'ক্যাপ্টেন সিঙ্গলটন' এবং 'কর্নেল জ্যাক' (Captain Singleton ; Colonel Jack)—দুটি দুঃসাহসিক কার্যকলাপের কাহিনী ; 'মোল ফ্লাণ্ডার্স' (Moll Flanders) একটি মেয়ে চোর আর তার ডাকাত স্বামীর গল্প ; এবং 'রক্সানা' (Roxana) ঘটনাচক্রে বিপথগামিনী একটি নারীর উপাখ্যান। সবগুলিতেই লেখকের বাস্তবতা-প্রীতির পরিচয় আছে। তিনি অনায়াস রচনাশক্তির অধিকারী ছিলেন এবং উদার মানবতা-বোধ ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

স্যামুয়েল রিচার্ডসন্ (Samuel Richardson : ১৬৮৯-১৭৬১)

উপন্যাস বলতে এখন যে-জাতীয় আখ্যান বুঝি, ইংরেজী সাহিত্যে তার প্রথম রচয়িতা রিচার্ডসন্। বিদ্যালয়ের শিক্ষা তাঁর বেশীদূর নয়, কিন্তু ছেলেবেলা থেকে নানাজনের চিঠি লিখে দিয়ে তিনি কিছুটা সাংসারিক অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, লেখাতে তাঁর স্বাভাবিক দক্ষতাও ছিল। এক প্রকাশকের অনুরোধে তিনি 'ফ্যামিলিয়ার লেটার্স' (Familiar Letters = পরিচিত ধরণের পত্র) নামে আদর্শ পত্রগুচ্ছ রচনা করেন। কিন্তু এমন ভাবে তিনি

চিঠিগুলি লিখেছিলেন, যাতে ওর মধ্য দিয়ে একটি মেয়ের জীবন ফুটে উঠেছে।

এই থেকে তাঁর সহজ জীবনের কথা লেখবার আগ্রহ জন্মে। তিনি লেখেন 'পামেলা, অর্ ভার্চু রিওয়ার্ডেড' (Pamela, or Virtue Rewarded = পামেলা, বা পুণ্যের পুরস্কার) নামক উপন্যাস। এখানিও চিঠির আকারে লেখা। একটি পরিচারিকার সুন্দর পবিত্র জীবন এতে রূপ নিয়েছে। গৃহকর্ত্রীর মৃত্যুর পর তাঁর উচ্ছৃঙ্খল পুত্র নানাভাবে পরিচারিকার উপর নির্যাতনের চেষ্টা করে, কিন্তু বারে বারে বাধা পায়। অবশেষে তার মতি পরিবর্তন ঘটে, সে ঐ পরিচারিকাকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে এবং তাকে বিবাহের প্রস্তাব করে। যদিও বইখানি ভাবপ্রবণতায় ভরা এবং কাহিনীতে নীতিপ্রচারের উদ্দেশ্য পরিস্ফুট, তবু চরিত্রগুলি সজীব, এবং সেই কারণেই এই আখ্যানগ্রন্থ সে যুগে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

পরবর্তী উপন্যাস 'ক্লারিসা, অর্ দ্য অ্যাডভেঞ্চার্স অব এ ইয়ং লেডি' (Clarissa, or The Adventures of a Young Lady = ক্লারিসা, বা একটি তরুণীর দুঃসাহসিক কার্য)। এখানিও ভাবালুতাপূর্ণ এবং এতেও চিঠিপত্রের মধ্য দিয়ে পাত্রপাত্রীর মনোভাব ব্যক্ত করা হয়েছে। ক্লারিসা হার্লো (Clarissa Harlowe) আদর্শ নারী। রবার্ট লভ্‌লেস্ (Robert Lovelace) বিবেকহীন যুবক, জোর করে তাঁকে কেড়ে নিয়ে যান ; অবশেষে কর্ণেল মর্ডেন (Colonel Morden)-এর হাতে নিহত হন। ক্লারিসার পার্শ্বে লভ্‌লেসের চরিত্র নিষ্প্রভ এবং কতকটা যান্ত্রিক। বস্তুতঃ নারী-চরিত্র-অঙ্কনেই রিচার্ডসনের দক্ষতা বেশী প্রকাশ পেয়েছে।

তৃতীয় উপন্যাস 'স্যর চার্লস্ গ্র্যাণ্ডিসন' (Sir Charles Grandison) অভিজাত সমাজের চিত্র। পূর্ববর্তী দুখানি গ্রন্থই মধ্যবিত্ত সমাজ নিয়ে লেখা। এর নায়িকা হ্যারিয়েট বায়রন্ (Harriet Byron), স্যর হারগ্রেভ্ পলেক্সফেন (Sir Hargrave

Pollexfen)-নামে এক দুষ্ট লোকের পাল্লায় পড়েন। স্যর চার্লস গ্র্যাণ্ডিসন্ তাকে উদ্ধার করেন এবং অবশেষে তাঁদের বিবাহ হয়। এতেও লেখক চিঠির সাহায্যে গল্প বর্ণনার কৌশল প্রয়োগ করেছেন। ক্লান্তিকর দৈর্ঘ্য এবং নৈতিক উপদেশ সত্ত্বেও ঘটনাবিন্যাসে ও চরিত্র-চিত্রণে তাঁর দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে।

পরবর্তী উপন্যাস-সাহিত্যে তাঁর প্রভাব সুস্পষ্ট।

হেনরী ফীল্ডিং (Henry Fielding : ১৭০৭-১৭৫৪)

রিচার্ডসন্ ছিলেন ভাবপ্রবণ, ফীল্ডিং জীবনকে দেখেছেন সহজ স্বচ্ছ দৃষ্টিতে। সংসারের ভালোমন্দ দুইই স্বাভাবিক রূপে তিনি আঁকতে চেয়েছেন। ঈটন স্কুল এবং লেডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি পড়াশুনো করেন। কিছুদিন নাটক লিখে, পরে বিচারক ও শাসক নিযুক্ত হয়ে তিনি জীবিকা অর্জন করেন। সংসারের অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর প্রচুর। স্বভাবতঃ তিনি ছিলেন ফুর্তিবাজ ও সুরসিক। তাঁর উপন্যাসে তাই নীতি উপদেশের বাহুল্য নেই জীবনের যথাযথ চিত্র এবং স্থানবিশেষে ব্যঙ্গবিদ্রূপ আছে।

রিচার্ডসনের 'পামেলা'র প্রতি বিদ্রূপের মনোভাব নিয়েই তিনি লেখেন 'জোসেফ্ অ্যাণ্ড্রুজ' (Joseph Andrews)। এ উপন্যাসের নায়ক পামেলার ভাই। পামেলা পুণ্যের পুরস্কার পেয়েছিল, তার ভাই পুণ্যবান্ হয়েও সংসারে শুধু লাঞ্ছনা ভোগ করেছে।

'জনাথান্ ওয়াইল্ড্' (Jonathan Wild) এক দুর্বৃত্তের জীবন-কথা। সে দস্যুদলপতি হয়ে আইনকে ফাঁকি দিয়ে লুঠতরাজ করে বেড়াত ; অবশেষে ফাঁসির দড়িতে অর্জন করল তার 'চূড়ান্ত গৌরব'।

ফীল্ডিং-এর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'দ্য হিস্ট্রি অব টম্ জোন্স, এ ফাউণ্ডলিং' (The History of Tom Jones, a Foundling = অনাথ বালক টম্ জোন্স-এর ইতিহাস) ; সংক্ষেপে আমরা বলি 'টম্ জোন্স'।

উদারপ্রাণ ধনী মিঃ অল্‌ওঅর্থি (Mr. Allworthy) একদিন কুড়িয়ে পেলেন টম্‌কে এবং তার লালনপালন ও শিক্ষার ভার নিলেন। টম্ লোক মন্দ নয়, তবে প্রথমে মলি'র, পরে সোফিয়ার প্রেমে পড়ে সে তার আশ্রয়দাতার বিরাগভাজন হয়। জনৈক শিক্ষকের সঙ্গে সে দেশ-দেশান্তর ঘুরে আসে। ইতিমধ্যে জানা যায়, সে মিঃ অল্‌ওঅর্থিরই ভাগ্নে। সোফিয়ার সঙ্গে তখন তার বিয়ে হয়। আঠারো খণ্ডে এই উপন্যাস, প্রতি খণ্ডের আরম্ভে একটি ভূমিকা। পরে থ্যাকারে এবং জর্জ এলিয়ট এই রীতি অনুসরণ করেছিলেন। তাঁর অপর উপন্যাস 'আমিলিয়া' (Amelia), অযোগ্য স্বামীর হাতে গুণবতী বধূর লাঞ্ছনার কাহিনী। উপন্যাস-হিসাবে 'টম জোন্স'-এর উৎকর্ষ এ বইয়ে নেই, তবে সামাজিক অন্যায় অবিচারকে লেখক এতে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। তাঁর উপন্যাসে নীতি-প্রচারের চেষ্টা নেই, ভাল-মন্দ সব রকম লোকের স্বাভাবিক চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে। অবশ্য তলিয়ে দেখলে নৈতিক আদর্শের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাও চোখে পড়বে। তিনি বলতে চান, সংসারকে দেখে যাও, মন্দকেও সরাসরি ঘৃণা করো না, মনকে সজাগ রাখলে নীতির সন্ধান সর্বত্রই পাবে। তাঁর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে কারও প্রতি বিদ্বেষ নেই। কোথাও কোথাও একটু-আধটু স্থূল-রুচির পরিচয় আছে, কল্পনার পরিধিও সংকীর্ণ, তবু তাঁর উপন্যাসে পাই বাস্তবতার স্বাদ, জীবন্ত নরনারীর সাক্ষাৎ।

টাবায়াস্ স্মলেট্ (Tobias Smollett : ১৭২১-১৭৭১)

স্মলেট্ ছিলেন চিকিৎসক। এক যুদ্ধজাহাজে তিনি ডাক্তার হয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে নাবিক জীবনের দুর্দশা ও দুর্নীতির সংস্পর্শে থেকে তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন, তা উপন্যাস রচনায় কাজে লাগিয়েছেন। শিল্পের দিক থেকে তাঁর রচনা রিচার্ডসন বা ফীল্ডিং-এর সঙ্গে তুলনীয় নয়। ভয়াবহ ঘটনা, দুঃসাহসিক কার্যকলাপ

নৃশংস আচরণ—এই সবের বর্ণনায় তাঁর বেশী আগ্রহ। মানব-মনের সূক্ষ্ম অনুভূতি বা মহৎ প্রবৃত্তির সন্ধান তাঁর উপন্যাসে প্রায়ই মেলে না। জীবনের অন্ধকার দিকটাই তাঁর বেশী চোখে পড়েছে, আর সেই দিকের কথাই তিনি প্রধানতঃ বলেছেন। 'দ্য অ্যাড্‌ভেঞ্চার্স অব্ রডারিক্ র‍্যান্‌ডম' (The Adventures of Roderick Random = রডারিক র‍্যান্‌ডমের দুঃসাহসিক কার্যকলাপ), 'দ্য অ্যাড্‌ভেঞ্চার্স অব্ পেরিগ্রিন পিকল্', (The Adventures of Peregrine Pickle = পেরিগ্রিন্ পিক্‌লের দুঃসাহসিক কার্যকলাপ) আর 'দ্য এক্সপিডিশন্ অব হামফ্রে ক্লিংকার' (The Expedition of Humphrey Clinker = হামফ্রে ক্লিংকার-এর অভিযান) তাঁর তিনখানি প্রধান গ্রন্থ। প্রথম দুখানি একান্তই ঘটনা-নির্ভর। তৃতীয়-খানিতে চরিত্রচিত্রণশক্তির কিছু পরিচয় মেলে। 'রডারিক র‍্যান্‌ডম'-এর নায়ক কতকগুলি রোমাঞ্চকর ঘটনা বর্ণনা করে চলেছেন। 'পেরিগ্রিন পিক্‌ল্'-এ আছে সমুদ্রযাত্রার বিপদ-আপদ ও নানা সমস্যার কাহিনী। 'হাম্‌ফ্রে ক্লিংকার'-এ পাই একটি পরিবারের ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ড ভ্রমণের বৃত্তান্ত। বাস্তবতার ঝোঁক থাকলেও মানুষের দুর্বলতাকে তিনি অতিরঞ্জিত করেছেন। রহস্যময় পরিবেশ বর্ণনায় তাঁর কোন কোন উপন্যাসে রোমান্টিক কল্পনার রং লেগেছে। 'কাউন্ট ফ্যাদম্'-এ (Count Fathom) সমাধিস্থল, নৈশ স্তব্ধতা, পেচকের চীৎকার, ভয়ের শিহরণ—এ সব নৈপুণ্যের সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে।

লরেন্স স্টার্ন (Lawrence Sterne : ১৭১৩-১৭৬৮)

অষ্টাদশ শতাব্দীর উপন্যাসে স্টার্নের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে, অথচ তাঁর 'ট্রিস্ট্রাম শ্যাণ্ডি' (Tristram Shandy) আর 'সেন্টি-মেণ্টাল জার্নি' (Sentimental Journey) কোনটিই প্রথাসিদ্ধ উপন্যাস নয়। স্টার্ন খেয়ালী লেখক ; গল্পকে সুশৃঙ্খল ভাবে

পরিণতির দিকে নিয়ে যাবার কোনও গরজই তাঁর নেই। কিছু গল্প, কিছু বর্ণনা, কিছু নানাবিষয়ক মন্তব্য নিয়ে মন্থর গতিতে তাঁর কাহিনী চলতে থাকে। নয়খণ্ডেও 'ট্রিস্ট্রাম শ্যাণ্ডি' অসম্পূর্ণ। কিন্তু তাঁর লেখার ভঙ্গী এত চিত্তাকর্ষক, অঙ্কিত চরিত্র এমন সজীব, যে তাঁর প্রতিভাকে স্বীকার না করে উপায় নেই। 'ট্রিস্ট্রাম শ্যাণ্ডি'তে ট্রিস্ট্রামের কথা খুব বেশী নেই। চতুর্থ খণ্ডে তার জন্ম, ষষ্ঠ খণ্ডে অন্তর্ধান। অন্য কতকগুলি কৌতুকাবহ চরিত্র এতে ফুটে উঠেছে। ট্রিস্ট্রামের পিতা ওঅল্টর শ্যাণ্ডি (Walter Shandy), তাঁর স্ত্রী, কর্পোরাল ট্রিম্ এবং আঙ্ক্‌ল্ টোবি—এ বইয়ের, তথা ইংরেজী উপন্যাস সাহিত্যের, কয়েকটি স্মরণীয় চরিত্র। 'সেন্টিমেণ্টাল জার্নি'-তে ভাবালুতার প্রাধান্য। লেখকের পরিকল্পনা ছিল চার খণ্ডে শেষ করবার। কিন্তু তিনি দু খণ্ড মাত্র লিখে গেছেন। গল্পের বর্ণনা উত্তম পুরুষে। ক্যালে, রুয়াঁ, পারি ঘুরে লেখক লায়ন্সের কাছে পৌঁছবেন, এমন সময় দ্বিতীয় খণ্ডের কাহিনী হঠাৎ থেমে গেছে। প্রত্যেক জায়গায় এক-একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনার কল্পনা করেছেন তিনি।

উপন্যাসের প্রথম যুগ

প্রথমেই উল্লেখ করেছি, প্রাচীন মহাকাব্যে ও গাথায় উপন্যাসের কোন কোন উপাদান ছিল, কিন্তু ঐ সকল কাব্যকে আমরা উপন্যাস বলি না। স্যর ফিলিপ সিড্‌নির আখ্যায়িকা 'আর্কেডিয়া' (১৫৮০তে রচনা, ১৫৯০-এ প্রকাশ) গদ্য রোমান্স ; তাতে কল্পনার আধিপত্য। টমাস্ ন্যাশ (Thomas Nash)-এর 'দ্য আনফরচুনেট ট্রাভেলার' (The Unfortunate Traveller : ১৫৯৪)-এ কিছুটা বাস্তবতা আছে, সন্দেহ নেই। তাকেও আমরা উপন্যাস আখ্যা দিইনি। সপ্তদশ শতাব্দীতে দু-একটি কল্পকাহিনী রচিত হয়েছিল ; আর, আঠারোর শতকের গোড়ায় অ্যাডিসন ও স্টীলের রচনায় বাস্তব জীবন-

চিত্র কিছুটা ফুটে উঠেছিল ; কিন্তু সে-সব রচনাতেও উপন্যাসের সমগ্রতা নেই। প্রথম উপন্যাসের মর্যাদা আমরা দিয়েছি ডিফোর 'রবিন্‌সন ক্রুসো'-কে (১৭১৯)। ঐখানে সূত্রপাত। অতঃপর রিচার্ডসন, ফীল্ডিং, স্মলেট এবং স্টার্ণ—এর বিভিন্ন রূপের বিকাশ সাধন করেছেন। অলিভার গোল্ডস্মিথ-এর 'ভিকার অব্ ওয়েকফীল্ড'-এ (১৭৬৬) উপন্যাসের প্রথম পর্বের শেষ।

এই শতকের শেষ দিকে কয়েকজন ঔপন্যাসিকের রচনায় রোমান্টিক কল্পনার আভাস পাওয়া গিয়েছিল। হোরেস্ ওআল্‌পোল্ (Horace Walpole), মিস্ ক্লারা রীভ্ (Miss Clara Reeve) মিসেস্ অ্যান্ র‍্যাড্‌ক্লিফ্ (Mrs. Ann Radcliffe) রোমাঞ্চকর উপন্যাস-সৃষ্টিতে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। এঁদেরই প্রচেষ্টা যেন সার্থকতর রূপ নিয়েছিল কিয়ৎকাল পরে স্কটের অতীত-গন্ধি রহস্য-রোমাঞ্চময় উপন্যাসে।

(ঘ) অষ্টাদশ শতকের ইংরেজী নাটক

কাব্যে, উপন্যাসে, প্রবন্ধে এ যুগ যতটা অগ্রসর, নাটকে ততটা নয়। বরং বলা যেতে পারে এটা নাটকের অবনতির যুগ। সমাজে উচ্চবিত্তদের, রাজা-মহারাজাদের প্রভাব কমে গেছে, মধ্যবিত্তেরা জাগছে, তাদের আমোদ-প্রমোদের অবকাশ কম, সেজন্য যে নাটকের দৈন্য এসেছে, তা নয়। থিয়েটার চলেছে, দর্শকেরও অভাব হয়নি, সুতরাং বোঝা যায়, জনসাধারণ নাটকের প্রতি বীতরাগ হয়নি। সাহিত্যে এক এক সময়ে এক এক জাতীয় প্রতিভার উদয় হয়। কোনও বিভাগ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, কোনও বিভাগ হয়ে পড়ে অনুজ্জ্বল, এটা কালের ধর্ম। এলিজাবেথীয় যুগের নাটকের উৎকর্ষ প্রতি যুগে আশা করা চলে না। পিউরিটান যুগে নাটক বিরল। মিল্টনের 'স্যামসন অ্যাগনিস্টিস'—বস্তুতঃ নাটক আকারে কাব্য। রেস্টোরেশন

বা রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার যুগে (সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে) পেয়েছি ড্রাইডেন, উইচার্লি, ভ্যানব্রু, কনগ্রিভ্, অটোয়ে, এথারিজ প্রভৃতিকে। সে সময়ের নাটক সাহিত্যগুণে খুব সমৃদ্ধ না হলেও নূতন ভাব ও নূতন আঙ্গিক আমদানি করেছে। আঠারোর শতকে গোল্ডস্মিথ ও শেরিডান ছাড়া নাম করবার মত নাট্যকার নেই বললেই চলে।

হেনরি ফীল্ডিং (Henry Fielding : ১৭০৭-১৭৫৪) একখানা কৌতুকপূর্ণ নাটক লিখেছিলেন—'টম্ থাম্' (Tom Thumb)।

জন্ গে (John Gay : ১৬৮৫-১৭৩২) তাঁর 'বেগার্স অপেরা' (Beggar's Opera = ভিখারীর গীতিনাট্য) প্রসিদ্ধ। এর প্রধান চরিত্র হল চোরাইমালের আড়তদার 'পীচাম্', তাঁর পত্নী এবং মেয়ে : প্রহরী নিউগেট এবং তাঁর মেয়ে ; আর ফুর্তিবাজ রমণীমন-জয়ী দস্যু ক্যাপ্টেন ম্যাকহীথ।—এই নাটকে এবং এরই অনুবৃত্তি 'পলি'তে (Polly) অনেকগুলি সুন্দর 'ব্যালাড্' (গীতি) আছে।

জর্জ্ লিলো (George Lillo : ১৬৯৩-১৭৩৯) ভাবপ্রবণতাময় কমেডি-নাটকের পরিবর্তে গার্হস্থ্য জীবনের বাস্তব চিত্র আঁকতে চেষ্টা করেছিলেন। প্রথম রচনা অবশ্য একখানি গীতিনাট্য বা অপেরা—'সিল্ভিয়া' (Silvia)। পরবর্তী নাটক 'দ্য লণ্ডন মার্চেণ্ট্ অর্ দ্য হিস্ট্রি অব্ জর্জ বার্নওয়েল' (The London Merchant or The History of George Barnwell = লণ্ডনের বণিক্ বা জর্জ্ বার্নওয়েলের বৃত্তান্ত) বণিক্-জীবন নিয়ে লেখা একখানি ট্র্যাজেডি। নাটকরূপে সম্পূর্ণ সার্থক না হলেও ক্রমবিকাশের ধারায় এর গুরুত্ব আছে। কৃত্রিম আখ্যান থেকে বাস্তব চিত্রের দিকে নাটককে আনতে চেয়েছেন লিলো।

এড্ওআর্ড মুর (Edward Moore) (জন্ম : ১৭১২) 'দ্য ফাউণ্ডলিং' (The Foundling = কুড়িয়ে পাওয়া) ও 'জিল ব্লাস' (Gil Blas) নামে দু'খানি কমেডি ও 'দ্য গেম্‌স্টার' (The Gamester = খেলোয়াড়) নামে একখানি নাটক রচনা করেছিলেন।

জর্জ্ কোলম্যান (George Colman : ১৭৩২-১৭৯৪) 'পলিহনিকম্' (Polly Honeycomb), 'দ্য জেলাস ওয়াইফ্' (The Jealous Wife = ঈর্ষ্যান্বিতা বধূ) এবং 'দ্য ক্লাণ্ডেস্টাইন ম্যারেজ'-এ (The Clandestine Marriage = গোপন বিয়ে) চমৎকার হাস্যরস পরিবেশন করেছেন।

চার্লস্ ম্যাকলীন (Charles Macklin : ১৬৯৭-১৭৯৭)—নাটক : 'ম্যান্ অব্ দ্য ওঅর্লড্' (Man of the World = সংসারী)।

স্যামুয়েল ফুট (Samuel Foote: ১৭২০-১৭৭৭)—নাটক : 'মাইনর' (Minor = নাবালক)। 'দ্য লায়ার' (The Liar = মিথ্যাবাদী)। 'দ্য নবাব' (The Nabob = নবাব) ইত্যাদি। ব্যঙ্গবিদ্রূপে এঁর নৈপুণ্য ছিল।

মিসেস্ কাউলে (Mrs. Cowley : ১৭৪৩-১৮০৯)—নাটক : 'বেল্'স্ স্ট্রাটাজেম্' (Belle's Stratagem = বিলাসিনীর কৌশল)।

অলিভার গোল্ডস্মিথের (Oliver Goldsmith : ১৭২৮-১৭৭৪) 'দ্য গুড্-নেচার্ড ম্যান' (The Good-natured Man = ভালো মানুষ) নাটক হিসেবে দুর্বল। ব্যক্তিত্ব না থাকলে অতিরিক্ত ভালমানুষি হাস্যকর হয়ে পড়ে, লেখক তারই দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। কৌতুকের সঙ্গে আদর্শবাদের মিলন হয়েছে নাটকটিতে। 'শি স্টূপ্স্ টু কংকার' (She Stoops to Conquer = সে মাথা নুইয়েছে জয়ের জন্য) তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক। এখানি কৌতুক-নাট্য। এর অপর নাম 'দ্য মিস্টেক্স্ অব্ এ নাইট' (The Mistakes of a Night = এক রাত্রির ভুল)। মিঃ হার্ডকাস্লের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়েছে

মার্লোর। মার্লো হার্ডকাস্‌লদের বাড়ি চিনত না। পথ ভুল করে বন্ধুদের নিয়ে সে এক রাত্রে হাজির হল 'থ্রী পীজন্স্' নামে এক শরাইখানায়। বখাটে ছেলে 'টনি লাম্পকিন' তাদের আর-একটা শরাইখানা দেখিয়ে দিল। আসলে সেটি শরাইখানা নয়, হার্ড কাস্‌ল্‌দের বাড়ি। সেখানে গিয়ে মার্লো মিস্ হার্ডকাস্‌ল্‌কে ভাবল শরাইখানার পরিচারিকা। মিস্ হার্ডকাস্‌ল্ কিছু না বলে পরিচারিকার ভূমিকাই অভিনয় করে গেল; সেবা দিয়ে জয় করে নিল ভাবী স্বামীর মন। পরে সব জানাজানি হল। মার্লো লজ্জা পেল। মধুর মিলনে নাটকের সমাপ্তি।

নির্মল হাস্যরস সৃষ্টিতে গোল্ডস্মিথের অসামান্য অধিকার।

রিচার্ড্ ব্রিন্‌স্লি শেরিডান (Richard Brinsley Sheridan: ১৭৫১-১৮১৬) কমেডি-রচনায় এ যুগে সর্বাপেক্ষা বেশী দক্ষতা দেখিয়েছেন। তাঁর 'দ্য রাইভাল্‌স্' (The Rivals = প্রতিদ্বন্দ্বী), 'দ্য স্কুল ফর স্ক্যাণ্ডাল' (The School for Scandal = কলঙ্কনিলয়) এবং 'দ্য ক্রিটিক' (The Critic = সমালোচক) মঞ্চেও অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছিল। নানা ভুলভ্রান্তির ফলে ক্যাপ্টেন অ্যাব্‌স্‌লিউট ও বব একার্স্—দুই বন্ধুর মধ্যে যে বিরোধ দেখা দিয়েছিল, তার মধুর অবসান এবং ক্যাপ্টেনের সঙ্গে তাঁর প্রেমপাত্রী লীডিয়ার মিলন—এই নিয়ে রাইভাল্‌স্-এর কাহিনী। লীডিয়ার পিসীমা মিসেস ম্যালাপ্রপের একটি হাস্যকর মুদ্রাদোষ ছিল, তিনি বড় বড় কথা বলতে গিয়ে অশুদ্ধ করে বলতেন। তা থেকেই ঐ দোষের নাম হয়েছে 'ম্যালাপ্রপিস্‌ম্' (Malapropism)। 'দ্য স্কুল ফর স্ক্যাণ্ডাল' শেরিডানের শ্রেষ্ঠ নাটক। জোসেফ্ সার্ফেস্ (Joseph Surface) আর চার্লস্ সার্ফেস্ (Charles Surface) দুই ভাই। জোসেফ্ ধূর্ত, চার্লস্ সহৃদয় অমিতব্যয়ী। মিছামিছি কলঙ্ক রটাবার লোকের অভাব নেই, সেজন্য আছেন ব্যাক্‌বাইট (Backbite), লেডি

স্নীয়ারওয়েল (Lady Sneerwell) প্রভৃতি। শেষপর্যন্ত জোসেফের ধূর্ততা ও দুরভিসন্ধি ধরা পড়ল, চার্লস্ কলঙ্কমুক্ত হলেন। এই হল এ বইয়ের গল্প। আর 'ক্রিটিক' নাটকে লেখক সেদিনের ভাব-প্রবণতাপূর্ণ নাটক ও সমালোচন-রীতিকে পরিহাস করেছেন। তাঁর দেশাত্মবোধক নাটক 'পিজারো' (Pizarro)

মোটের উপর বাস্তবতা ও হাস্যকৌতুকের দিকে এসময়ের নাটকের ঝোঁক দেখা গেছে।

অষ্টাদশ শতকে বাংলাসাহিত্য

বাংলায় আঠারোর শতকে ভারতচন্দ্রীয় যুগ চলেছে। কাব্যেও সেদিন নবাবী আমলের ভোগবিলাসের আবহাওয়া। এক বিষয়ে হয়তো ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য দেখা যায়, সে হল ভাবের অগভীরতা ও বাইরের পারিপাট্য। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মেজাজও হয়তো কিছুটা ছিল ভারতচন্দ্রের, কিন্তু পোপ-ড্রাইডেনের বিষয় ও রচনারীতির সঙ্গে তাঁর রচনার মিল নেই। ইংরেজীতে ঐ শতকের শেষে রোমান্টিক গীতিকবিতার উষাকাল, বাংলায় তার উন্মেষ উনিশ শতকে। গদ্যের বিকাশ, উপন্যাসের সূত্রপাত, সাময়িকপত্র প্রবর্তন, এসবও আমাদের সাহিত্যে উনবিংশ শতাব্দীর ঘটনা। অষ্টাদশ শতকে দু'তিনখানি প্রাথমিক গদ্যগ্রন্থের সন্ধান মেলে ঃ মানোএল দ্য আস্‌সুম্পসাও-এর 'ব্যাকরণ' ও 'কৃপারশাস্ত্রের অর্থভেদ', আর দোম আন্তোনিওর 'ব্রাহ্মণ রোমানক্যাথলিক সংবাদ'। ও-সবের গদ্য আড়ষ্ট, অপরিণত। বস্তুতঃ অষ্টাদশ শতকে এদেশে ইংরেজ শাসনের সূচনা (১৭৫৭-তে পলাশীর যুদ্ধ); বিলেতের চিন্তা ও কল্পনার প্রভাব আমাদের সাহিত্যে এসে পড়তে আরও প্রায় এক শতাব্দী লেগেছে।

-১১

নবম যুগ ঃ রোমাণ্টিক যুগ ঃ ওঅর্ডস্‌ওঅর্থের যুগ ঃ ১৮০০-১৮৫০।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ।

ঐতিহাসিক পটভূমি

উনিশ শতকের প্রথম দিকে ইংলণ্ডে তৃতীয় জর্জের রাজত্ব (১৭৬০-১৮২০)। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এ সময়ে যে-সকল পরিবর্তন ঘটেছে, তা লক্ষণীয়। অষ্টাদশ শতাব্দীরই শেষভাগে ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৯-১৭৯৯)। এ বিপ্লব শুধু ফরাসী দেশকে নয়, সারা পৃথিবীকে নাড়া দিয়ে গেছে। সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার মন্ত্র উদ্বুদ্ধ করে তুলেছে অসংখ্য মনকে। বিলেতে জনগণের অধিকার বিস্তারের চেষ্টা চলে আসছিল পূর্ব থেকেই, এ সময়েও সে চেষ্টা অব্যাহত। ১৯৩২-এ রিফর্ম-বিল (Reform-Bill=শাসন সংস্কার আইন) পাস। যন্ত্রের প্রবর্তন, শিল্পবাণিজ্যের প্রসার এবং বাইরে রাজনৈতিক ক্ষমতাবৃদ্ধির ফলে জাতীয় সম্পদ্ বেড়েছে বহুগুণ, কিন্তু অসম বণ্টনের ফলে একদিকে অপচয়, অপর দিকে ক্ষুধা। কবিগণ ব্যথিত হয়েছেন। বার্নসের 'এ ম্যান্'স্ এ ম্যান্ ফর্ অ' হ্যাট' (A man's a man for a' that=তা সত্ত্বেও মানুষ মানুষ)-এ তার আভাস আছে। ওআর্ডস্‌ওআর্থ, শেলি, বায়রন—সবারই কণ্ঠে অল্পবিস্তর বিদ্রোহের সুর। ১৭৮৩ তে আমেরিকার মুক্তিলাভেও মানব-স্বাধীনতার আদর্শ জয়যুক্ত। আর, অ্যাডাম্ স্মিথের 'ওয়েল্থ্ অব্ নেশন্স্'-এ এবং টমাস্ পেন্-এর 'রাইটস্ অব্ ম্যান্'-এ সাধারণ মানুষের অধিকার ঘোষণা। ক্রীতদাস-প্রথা লোপ এই মুক্তি-সংগ্রামের অন্যতম জয়স্তম্ভ।

১৮৫০ পর্যন্ত আমরা ধরেছি রোমান্টিক যুগ; তখন ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব শুরু হয়ে গিয়েছে (রাজত্বকাল : ১৮৩৭-১৯০১)।

যুগ-পরিচয় :

অষ্টাদশ শতকের শেষে কয়েকজন কবির-লেখায় রোমান্টিক যুগের পূর্বাভাস পাওয়া গিয়েছিল। উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে রোমান্টিক যুগ তার পূর্ণ গৌরব নিয়ে দেখা দিল।

রোমান্টিসিজম্ বা রোমান্টিকতার মূলে আছে বিস্ময়বোধ। থিওডোর ওঅটস্‌ডান্টন রোমান্টিক যুগের নাম দিয়েছেন 'রেনাসেন্স্ অব্ ওঅণ্ডার অ্যাণ্ড মিস্ট্রি' (Renascence of Wonder and Mystery) অর্থাৎ বিস্ময় ও রহস্যের পুনর্জন্ম। পোপ-ড্রাইডেন-এর যুগে কবিদের চোখ থেকে যেন বিস্ময়-দৃষ্টি অন্তর্হিত হয়েছিল; সাহিত্য থেকে রোমান্টিক কল্পনা বিদায় নিয়েছিল। তাঁরা সংসারের দায়িত্ব, কর্তব্য ও প্রয়োজনের কথা বলেছেন, নীতি-উপদেশ দিয়েছেন, কখনও বা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছেন। অতীতের স্বপ্ন তাঁদের বিভোর করেনি, ভবিষ্যতের আশাও আকুল করেনি। বাস্তব জীবনের চতুঃসীমায় তাঁদের সাহিত্য ছিল সীমাবদ্ধ। বাইরের দিক্ থেকে সব ফিটফাট, কিন্তু উধাও কল্পনা, উদ্দাম আবেগ, গভীর অনুভূতি বা অপার রহস্যবোধ—সেখানে অনুপস্থিত।

উনিশ শতকের গোড়ায় দেখা দিলেন নতুন কবির দল, যাঁরা গদ্যের কথা পদ্য করে বলতে চাননি। বিচক্ষণ উপদেশ বা তির্যক উপহাস তাঁদের রচনার উদ্দেশ্য নয়। আবার ফিরে এল হারানো মাধুরী; রোমান্সের হল পুনর্জীবন বা প্রত্যাবর্তন—'রোমান্টিক রিভাইভাল' (Romantic Revival)।

জীবন তাঁদের কাছে বিপুল তরঙ্গক্ষুব্ধ সমুদ্র, জগৎ নিত্যনব সীমাহীন বিস্ময়। কেউ বা প্রকৃতি আর মানুষের আত্মিক যোগ অনুভব করলেন অন্তরে অন্তরে; কারও মনে হল, রূপ আর প্রেম

কোন্ দিব্য মায়া—তারই আভায় বিশ্বভুবন উদ্ভাসিত; কেউ ডুবে গেলেন অতীতের স্বপ্নে—পুরাণ-কাহিনীতে আর রূপকথায়; কেউ বা মেতে উঠলেন মানুষের মুক্তি-সংগ্রামে। জ্ঞানের অনুশীলন তাঁরা করেননি তা নয়,কিন্তু সে জ্ঞান তাঁদের কল্পনাকে হরণ করেনি, মনের সৌকুমার্যকে শোষণ করেনি। সামান্যের মধ্যেও তাঁরা পেয়েছেন অসামান্যের সন্ধান। আকাশ বাতাস আলো তাঁদের ইন্দ্রিয়বীণায় জাগিয়েছে স্বর্গীয় সঙ্গীত, দীনতম মানুষের মধ্যেও তাঁরা দেখেছেন জীবনের অমর মহিমা। জার্মান দর্শনের অতীন্দ্রিয়বাদ, ফরাসী বিপ্লবের সাম্যবাদ, প্রাচীন গ্রীক শিল্পের সৌষম্য এবং প্রাচ্যজগতের ভাব-কল্পনা তাঁদের উদ্বুদ্ধ করেছে।

মুক্তিমন্ত্র তাঁদের অনেকের রচনাতেই ধ্বনিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা ইংলণ্ডের দাসত্ব অস্বীকার করে স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীদেশে বিপ্লব আরম্ভ হয়। উনিশ শতকের প্রারম্ভে এই স্বাধীনতার বাণী ব্যাপকভাবে সাহিত্যে প্রচার লাভ করে।

রোমান্টিক ভাবান্দোলনের (Romantic movement-এর) নানান দিক্। এক এক দিক্ লক্ষ্য করে সমালোচকেরা এক এক নাম দিয়েছেন। অনেকে বলেছেন 'রোমান্টিক রিভোল্ট' (Romantic Revolt = রোমান্টিক বিদ্রোহ) কেবল অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নয়, শুষ্ক যুক্তিবাদ ও হিসেবী বুদ্ধির বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ। প্রথানুবর্তী গতানুগতিক জীবন বা সাহিত্য তাঁদের মনঃপূত নয়। তাঁদের অন্তরে অশান্ত আলোড়ন। যা দেখা যায়, তার অন্তরালে তাঁরা গোপন রহস্যের সন্ধানী; যা পাওয়া গেছে, তার ওপারে তাঁরা মহত্তর প্রাপ্তির অভিলাষী।

"যা দেখিছ তারে ঘিরেছে নিবিড়,
যাহা দেখিছ না তারি ভিড়।"

তাঁদের মনের কথা ঃ

"হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে।"

কল্পনা-প্রবণতা, বিস্ময় ও রহস্যবোধ, অতীতের স্বপ্ন, আশা, আধ্যাত্মিকতা,সাম্যবাদ এবং সুদূরের পিপাসা—এযুগের কয়েকটি লক্ষণ।

রোমান্টিক কবিদলের অগ্রণী ছিলেন উইলিয়ম ওআর্ডস্‌ওঅর্থ। সেই কারণে এ যুগকে অনেক সময় ওআর্ডসওঅর্থের যুগ (Age of Wordsworth) বলা হয়। উচ্চাঙ্গ সাহিত্যসৃষ্টিতে কেবলমাত্র এলিজাবেথীয় যুগের সঙ্গে এ যুগের তুলনা হতে পারে।

উইলিয়ম ওআর্ডস্‌ওঅর্থ (William Wordsworth : ১৭৭০-১৮৫০)

১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ওআর্ডস্‌ওঅর্থ আর কোল্‌রিজ দুজনে মিলে প্রকাশ করেন তাঁদের কবিতার সংগ্রহ—'লিরিকাল ব্যালাডস্' (Lyrical Ballads = গীতি-গাথা)। লোকে যাতে "আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি"—এমন কবিতা লেখাই তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। কোল্‌রিজ লিখেছিলেন অলৌকিক রহস্যের কবিতা,আর ওআর্ডস্‌ওঅর্থ চেয়েছিলেন নিত্যপরিচিত বস্তুকে নূতন আলোয় উদ্ভাসিত করে তুলতে।

কাম্বারল্যাণ্ড অঞ্চলে ডারওয়েন্ট নদীতীরে, ককারমাউথে তাঁর জন্ম। সেখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশে এবং সরলপ্রাণ পল্লীবাসীদের সঙ্গ তাঁর জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তিনি কবিতায় বলেছেন ঃ "সব চেয়ে সুন্দর সেই নদী, আমার ধাত্রীর গানের সঙ্গে মেশাত তার কলধ্বনি ; তরুছায়া আর পাহাড়ী ঝর্ণা আর দূরগামী জলধারায় সে পাঠাত তার কণ্ঠস্বর, সে স্বর সঞ্চারিত হত আমার স্বপ্নের মধ্যে।"

অল্প বয়সে তিনি মা-বাবাকে হারান। অনেক সময়েই তিনি ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে—বনে, পাহাড়ে, হ্রদে। হয়তো পাখী ধরে নিয়েছেন চুপিচুপি ; তাঁর মনে হয়েছে, নির্জন পাহাড়ের পিছনে যেন কার নিঃশ্বাসের শব্দ ; কোনদিন হ্রদের বুকে কারও নৌকো খুলে নিয়ে ভেসে চলেছেন, পাহাড়চূড়া যেন দৈত্যের

মত তাঁর অনুসরণ করেছে ; এমনি ছেলেবেলাকার কত স্মৃতি, কত অনুভূতিকে বর্ণনা করেছেন তিনি তাঁর কবিতায়। তাঁর বাল্যজীবন যেন সকলের বাল্যজীবন হয়ে উঠেছে। প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তার যোগ তাঁর কাব্যের ও জীবনের একটি মূল প্রেরণা। প্রকৃতি তাঁর শিক্ষাদাত্রী, প্রকৃতিই তাঁর মনোরমা।

জীবনের প্রথম সতেরো বছর এই কাম্বারল্যাণ্ডের পাহাড়, বন ও হ্রদের সংস্পর্শে তাঁর কেটেছে। পরবর্তী দশ বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজীবন ; তখন বিদেশ ভ্রমণ এবং ফরাসী বিপ্লবের উত্তেজনার আগুন পোহানো। অতঃপর বিপ্লবের উন্মাদনা অবসান এবং আত্ম-জিজ্ঞাসা। শেষ পঞ্চাশ বছর হ্রদতীরের নিভৃত নিলয়ে, গ্রাস্‌মিয়ারে এবং রাইডাল-মাউণ্টে বসবাস। এই সময়ে তিনি একান্তভাবে কাব্যসাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। আর্থিক অবস্থা তাঁর কোনদিনই খুব ভালো ছিল না ; তবে সেজন্য তাঁর ক্ষোভ ছিল না। অল্পে সন্তুষ্ট থেকে চিন্তায় জীবন কাটানোই ছিল তাঁর আদর্শ। সমসাময়িক পত্রিকায় অনেক সময়ে তাঁর লেখার নিন্দা হয়েছে, কিন্তু তা তিনি গ্রাহ্য করেননি। জনৈক ক্ষয়রোগগ্রস্ত বন্ধুর তিনি সেবা করেছিলেন ; তিনি মৃত্যুকালে কবিকে কয়েক শত পাউণ্ড দিয়ে অনুরোধ করে যান, যেন তিনি কোনদিন কাব্যচর্চায় বিরত না হন। তাঁর অনুরোধ ওঅর্ডস্‌ওঅর্থ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছিলেন। অনেক সময়েই তাঁকে দুঃখে সান্ত্বনা এবং কাব্যের প্রেরণা দিয়েছেন তাঁর বোন ডরথি ওঅর্ডস্‌ওঅর্থ।

অসামান্য ভালোর সঙ্গে নিতান্ত তুচ্ছ রচনা ওঅর্ডস্‌ওঅর্থের কাব্যে একত্রে মিশে আছে। কখনও কখনও হয়তো আমরা তাঁর কবিতায় প্রসাধনের অভাব দেখেই বিমুখ হতে পারি। তা অবশ্য সঙ্গত নয়। অতি গভীর অনুভূতির কথা অনেক সময়ে তিনি খুব সহজ ভাষায় বলেছেন। বস্তুতঃ জনগণের ভাষায় কবিতা লেখার সংকল্প তিনি আর কোল্‌রিজ ঘোষণা করেছিলেন 'লিরিকাল ব্যালাডস্‌'-এর

ভূমিকায়। প্রকৃতির সমস্ত রূপ রস গন্ধ শব্দ সম্বন্ধে তাঁর অনুভূতি তীক্ষ্ণ সচেতন। ফুলের গন্ধ, মেঘের খেলা, পাহাড়ের রূপ, ঝরণার শব্দ—সবই যেন ইন্দ্রিয়গোচর হয়ে উঠেছে তাঁর কবিতায়। আর তিনি উপলব্ধি করেছেন, নিখিল জগৎ এক অধ্যাত্ম মহিমায় পরিপূর্ণ। গাছপালা বন সবই প্রাণের আনন্দে ভরপূর। মানুষের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা সুগভীর। বিশেষ, যারা সহজ, সরল, 'মাটির কাছাকাছি'।

"শৈশবে স্বর্গের পবিত্রতা থাকে আমাদের দেহে মনে। ভগবানের কাছ থেকে আমরা আসি, আবার তাঁরই কাছে ফিরে যাই। আমাদের জন্ম হল ঘুম আর বিস্মৃতি। জীবনের নক্ষত্রস্বরূপ যে আত্মার আবির্ভাব আমাদের জন্মের সঙ্গে, পূর্বে অন্য কোথাও ছিল তার অবস্থান, বহু দূর থেকে তার আগমন। সম্পূর্ণ বিস্মৃতিতে নয়, সম্পূর্ণ স্মৃতিতেও নয়, মহিমার মেঘের মত আমরা আসি আমাদের আবাস ভগবানের নিকট থেকে।"—'ওড্ অন্ দ্য ইন্টিমেশন্স্ অব্ ইম্মর্টালিটি ফ্রম্ রিকলেক্শন্স্ অব আর্লি চাইল্ডহুড্' (Ode on the Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood = শৈশব-স্মৃতিতে অমরতার বাণীর প্রশস্তি) নামক সুন্দর ভাবগভীর কবিতাটিতে তিনি এই উপলব্ধি প্রকাশ করেছেন। 'টিণ্টার্ন অ্যাবি' (Tintern Abbey = টিণ্টার্ন মঠ) কবিতাতেও তাঁর আধ্যাত্মিক ভাব পরিস্ফুট। "প্রকৃতির পানে তাকিয়ে আমি শুনেছি মানবের শান্ত করুণ গীতি—রূঢ় নয়, কর্কশ নয়, অথচ অমোঘ তার শক্তি—পবিত্র, সংযত করে আনে মনকে। আমি অনুভব করেছি একটি অস্তিত্ব, যা মহাভাবের আনন্দে আমাকে করেছে আকুল, গূঢ় সঞ্চারিত কোন্ চেতনা, বসতি যার অস্তসূর্যের আলোকে, বলয়িত মহাসমুদ্রে, প্রাণময় বায়ুপ্রবাহে, নীল গগনমণ্ডলে, মানবের হৃদয় দেশে; একটি গতিবেগ, একটি আত্মা, যা চালনা করে সকল সচেতন পদার্থকে আর ভাব-বস্তুকে, এবং যা প্রবাহিত সর্ববস্তুর অন্তরে।" এই অদৃশ্য সত্তার বা বিশ্বব্যাপী

চেতনার উপলব্ধি তাঁর বহু কবিতায় পরিব্যাপ্ত। সাধারণ মানুষের কথা নিয়ে তাঁর 'মাইকেল' (Michael), 'সলিটারি রীপার' (Solitary Reaper = একাকিনী কৃষাণ মেয়ে), 'টু এ হাইল্যাণ্ড গার্ল' (To a Highland Girl = পাহাড়ী মেয়ের প্রতি) প্রভৃতি অনবদ্য কবিতা। আপন জীবনের কথা নিয়ে 'রেক্লুজ' (Recluse = বিজনবাসী) নামে তাঁর একখানি বড় কাব্য রচনার পরিকল্পনা ছিল। তার ভূমিকা-খণ্ডের নাম 'প্রিলিউড্' (Prelude = ভূমিকা) ; প্রথম খণ্ডের নাম 'দ্য হোম অ্যাট গ্রাস্‌মিয়ার' (The Home at Grasmere = গ্রাসমিয়ারের বাড়ি) ; দ্বিতীয় খণ্ডের নাম 'দ্য এক্সকার্শন' (The Excursion = নিষ্ক্রমণ)। তৃতীয় খণ্ড আর সম্পূর্ণ হয়নি। খণ্ড তিনটিতে কবিত্ব আগাগোড়া সমান নয় ; মধ্যে মধ্যে অনেক দুর্বল পংক্তি আছে, তবু অনেকস্থলেই বিস্ময়কর প্রতিভার দীপ্তি। তাঁর জীবন ও আদর্শ এই কাব্যের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়েছে।

কয়েকটি সুন্দর সনেট আছে তাঁর। একটি হল 'দ্য ওঅর্লড্ ইজ টু মাচ্ উইথ্ আস্' (The World is Too Much with Us = অসহ এ পৃথিবী)। এতে যান্ত্রিক সভ্যতার প্রতি তাঁর বিরাগ প্রকাশ পেয়েছে। আর একটি 'লণ্ডন ১৮০২' (London 1802) ; লণ্ডনের আদর্শচ্যুতিতে দুঃখ। এতে তিনি মিল্টনের আত্মাকে আবাহন করেছেন, আদর্শহীন দেশে মহৎ আদর্শ জাগিয়ে তোলবার জন্যে।

ছোট কবিতাগুলি আকারে ছোট হলেও উৎকর্ষে ছোট নয় ; বরং এরই মধ্যে পড়ে তাঁর অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ কবিতা এবং তার বেশীর ভাগ 'লিরিকাল ব্যালাডস্'-এর অন্তর্ভুক্ত। 'দ্য রেভারি অব্ পুওর সুজান' (The Reverie of Poor Susan = বেচারা সুজানের স্বপ্ন। বাংলায় অনুবাদ করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত), 'লুসি গ্রে' (Lucy Gray), 'লুসি' (Lucy), 'দ্য সলিটারি রীপার' (The Solitary Reaper = একাকিনী কৃষাণ মেয়ে), 'ইয়ারো আন্‌ভিজিটেড'

(Yarrow Unvisited—না-দেখা ইয়ারো), 'ইয়ারো ভিজিটেড' (Yarrow Visited = ইয়ারো দর্শনে), 'টু দ্য কুকু' (To the Cuckoo = কোকিলের প্রতি)—ইত্যাদি কবিতা প্রায় সকলেরই পরিচিত। তাঁর কাহিনী-কবিতাগুলিতেও বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে 'দ্য হোয়াইট ডো' (The White Doe—শ্বেত হরিণী), 'লাওডেমিয়া (Laodamia), 'ডায়ন' (Dion), 'লাইকোরিস্' (Lycoris)। প্রকৃতির কোনও সৌন্দর্য তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। তাকে তিনি জেনেছেন প্রাণময়ী, স্নেহময়ী, করুণাময়ী, ঐশ্বরিক শক্তির আধাররূপে। তাঁর এ অনুভূতি সম্ভবতঃ প্রভাব বিস্তার করেছে রবীন্দ্রনাথের উপর। অবশ্য উপনিষদেও বিশ্বাত্ম-বোধের কথা আছে, কিন্তু ওঅর্ডস্‌ওঅর্থের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য লক্ষ্য করবার মত। 'প্রথম বসন্তে' (Lines written in Early Spring = প্রথম বসন্তে লেখা কয়েকটি ছত্র) কবিতায় যখন পড়ি

"To her fair works did Nature link
The human soul that through me ran"

"And tis my faith that every flower
Enjoys the air it breathes"

[আমাতে যে আত্মা (প্রাণ) প্রবাহিত, তাই যুক্ত প্রকৃতির সৃষ্টিতে। আমার বিশ্বাস, প্রতিটি ফুল সজ্ঞান আনন্দে গ্রহণ করে শ্বাসবায়ু]

তখন মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথের

"এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণ তরঙ্গমালা রাত্রি দিন ধায়
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্ব দিগ্বিজয়ে।
সেই প্রাণ চুপে চুপে
বসুধার মৃত্তিকার প্রতি রোমকূপে

লক্ষ লক্ষ তৃণে তৃণে সঞ্চারে হরষে
বিকাশে পল্লবে পুষ্পে।”

প্রসঙ্গতঃ স্মরণে আসে কবির ‘বসুন্ধরা’ ‘অহল্যার প্রতি’ এবং আরও অনেক কবিতা।

অধ্যাত্মবোধ, জীবন-সাধনা এবং নৈতিক চেতনাতেও বোধ হয় দুই কবির মিল রয়েছে। [সেই জন্যেই কি রবীন্দ্রনাথ কৌতুকচ্ছলে ‘শেষের কবিতা’র অমিতকে দিয়ে বলিয়েছেন : ‘রবিঠাকুরের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো নালিশ এই যে, বুড়ো ওঅর্ডস্‌ওঅর্থের নকল করে ভদ্রলোক অতি অন্যায় রকমে বেঁচে আছে’—?]

রবীন্দ্রানুসারী বাঙালী কবিরা প্রায় সকলেই রোমান্টিক যুগের ইংরেজী কাব্য থেকে অল্পাধিক প্রেরণা পেয়েছেন। সরল পল্লী-কবিতাগুলিতে কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক কোথাও কোথাও ওঅর্ডস্‌ওঅর্থের ভাবাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত মনে হয়।

স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ (Samuel Taylor Coleridge : ১৭৭২-১৮৩৪)

কোল্‌রিজের বাবা ছিলেন ডেভনশায়ারে ধর্মযাজক এবং শিক্ষক। শান্ত এবং দয়ালু ছিল তাঁর স্বভাব। অল্প বয়সেই কোলরিজের লেখাপড়ায় আগ্রহ দেখা যায়। তিন বছর বয়সে তিনি পড়তে শেখেন এবং পাঁচ বছর বয়সেই নাকি বাইব্‌ল্ আর আরব্য উপন্যাস পড়ে ফেলেন। ন’ বছর বয়সে তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে। অতঃপর তিনি লণ্ডনের এক অবৈতনিক বিদ্যালয়ে পড়তে যান। সেখানে তাঁর প্রধান আকর্ষণ ছিল বই। আর যে যা করে করুক, তিনি আপন মনে বই নিয়ে বসে থাকতেন। হয়তো কখনও আকাশপানে চেয়ে মেঘের খেলা দেখতেন আর অদ্ভুত কল্পনা করতেন। কল্পনাপ্রবণ তিনি শৈশব থেকেই। স্কুলের পড়া শেষ করে তিনি কেম্ব্রিজে ভর্তি হয়েছিলেন, কিন্তু দারিদ্র্যের জন্য তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়তে

হয়। এই সময়ে 'সাদি'র (Southey) সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ঘটে, এবং উভয়েই ফরাসী-বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। উভয়ে মিলে কল্পনা করেন, তাঁরা একটি আদর্শ রাষ্ট্র গড়ে তুলবেন—'প্যান্টিসোক্রেসি' (Pantisocracy)—আমেরিকায় 'সাস্‌কুয়েহানা' (Susquehanna) নদীর তীরে। এ কল্পনা অবশ্য কার্যে পরিণত হয়নি, 'ইউটোপীয়' বা অবাস্তব কল্পনাই রয়ে গেছে। (Utopian Plan, দ্রষ্টব্য ঃ স্যর টমাস মোর—'ইউটোপিয়া'।) ফরাসী বিপ্লবের প্রতি তাঁর অনুরাগও পরে শিথিল হয়ে এসেছিল।

তাঁর বহু কল্পনাই রয়ে গেছে অসম্পূর্ণ। প্রতিভা ছিল তাঁর অসামান্য, কিন্তু সে পরিমাণ সংকল্পের দৃঢ়তা ছিল না। তবু সাহিত্য-সাধনা ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। বিভিন্ন দেশে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। পুরনো দিনের ভ্রমণকাহিনী পড়তেও তিনি ভালোবাসতেন। তার কিছু আভাস পাই 'এন্‌শেন্ট মেরিনার' (Ancient Mariner = প্রাচীন নাবিক) কবিতায়। অলৌকিক রহস্যের মোহ তাঁর অনেক কবিতায় স্বপ্ন-সৌন্দর্য সঞ্চার করেছে।

বাল্যাবধি তিনি প্রায়ই স্নায়বিক যন্ত্রণায় ভুগতেন ; তার উপশমের জন্য আফিং ধরেছিলেন ; ফলে দেহে মনে এসেছিল অবসাদ। দারিদ্র্য ও বাধাবিঘ্নের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছে তাঁকে, অথচ সংগ্রাম করবার মত মানসিক শক্তি তাঁর বেশী ছিল না।

তাঁর বক্তৃতা এবং আলোচনা হত মনোজ্ঞ। একবার মোটা টাকায় বাইরে যাবার একটি কাজের প্রস্তাবে অসম্মতি জানিয়ে তিনি বলেন, দেশে বসে খুশিমত বই পড়ার সুযোগ ছেড়ে তিনি কোথাও যেতে রাজি নন ; আর বেশী টাকা পাওয়া অনেক দিক্ থেকে অকল্যাণকর।

ওঅর্ডস্‌অর্থের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছিল এবং দুজনে একত্রে বার করেছিলেন 'লিরিকাল ব্যালাডস্' (Lyrical Ballads)। ওঅর্ডস্‌ওঅর্থের কবিতায় ছিল প্রকৃতির আর নগণ্য মানুষদের কথা ;

কোলরিজের কবিতায় ছিল রোমাঞ্চকর অলৌকিক কাহিনী। অধ্যাত্মবিশ্বাস দুজনেরই ছিল সুগভীর।

কবিতা, সমালোচনা, দার্শনিক প্রবন্ধ—তিনটি ক্ষেত্রেই তাঁর দান স্মরণীয়। শ্রেষ্ঠ কবিতার সংখ্যা হয়তো বেশী নয়, কিন্তু যে কটি আছে তা অতুলনীয়। অলৌকিক রহস্যের মায়া-ঘেরা এক কল্পনার রাজ্যে তিনি নিয়ে যান আমাদের; স্বপ্নই সেখানে সত্য হয়ে ওঠে। আরও কৃতিত্ব তাঁর, এ অলৌকিক কাহিনীকে নিতান্ত অবাস্তব মনে হয় না, কেননা সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের সূত্রে গাঁথা থাকে কাহিনী।

তাঁর প্রথম দিকের কবিতার মধ্যে বিশেষভাবে নাম করা যেতে পারে 'এ ডে-ড্রীম' (A Day-dream = দিবাস্বপ্ন), 'দ্য ডেভিল্‌স্‌ থটস্‌' (The Devil's Thoughts = শয়তানের চিন্তা), 'দ্য ওআণ্ডারিংস্‌ অব্‌ কেন্‌' (The Wanderings of Cain = কেন্‌-এর ভ্রমণ) প্রভৃতি। আর, পরিণত বয়সের সুপ্রসিদ্ধ কবিতা—'দ্য রাইম্‌ অব্‌ দ্য এন্‌শেণ্ট মেরিনার' (The Rime of the Ancient Mariner = প্রাচীন নাবিকের গান), 'কুব্‌লা খান' (Kubla Khan), 'ক্রিস্টাবেল' (Christabel)। 'ওড্‌ টু ফ্রান্স' (Ode to France = ফ্রান্সের প্রতি), 'ইয়ুথ অ্যাণ্ড এজ' (Youth and Age = যৌবন ও বার্ধক্য), 'ডিজেক্‌শন্‌' (Dejection = নৈরাশ্য) ইত্যাদি ক্ষুদ্র কবিতাগুলিও উৎকৃষ্ট।

'এন্‌শেণ্ট মেরিনার'-এর আরম্ভে শুনি: বিবাহের নিমন্ত্রণে চলেছে তিনটি শৌখীন যুবা। একজনকে দাঁড়াতে বললেন প্রাচীন নাবিক। প্রথমে সে বিরক্তি প্রকাশ করল। কিন্তু তার হাতখানি ধরে অদ্ভুত উজ্জ্বল চোখে তার পানে তাকাতেই যেন সে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়ল, অবাক হয়ে শুনতে লাগল নাবিকের কাহিনী। নাবিক বলতে লাগলেন: বন্দর ছেড়ে এগিয়ে চলল জাহাজ, গির্জার তলা দিয়ে, পাহাড়ের তলা দিয়ে, বাতিঘরের তলা দিয়ে। বাঁয়ে সূর্য উঠল, যেন সমুদ্রগর্ভ থেকে ছাড়ল উজ্জ্বল রশ্মি; ডান দিকে ডুবে গেল

আবার সমুদ্রের তলায়। হঠাৎ একদিন ঝড় উঠল, প্রচণ্ড ঝড়। জাহাজ ভেসে চলল দক্ষিণ মুখে। এল কুয়াশা আর হিম। মাস্তুল-সমান বরফের স্তূপ আসছে ভেসে, মরকতের মত সবুজ। জনপ্রাণী নেই কোনখানে, শুধু তুষার আর তুষার; তুষার ভাঙছে, তুষার ফাটছে, তুষার গর্জন করছে, অদ্ভুত তার কোলাহল। বিপদ গণল সকলে। এমন সময়ে হিম-কুয়াশার মধ্য দিয়ে উড়ে এলো এক সিন্ধুপাখী 'অ্যাল্‌ব্যাট্রস্'—বিধাতার আশীর্বাদের মত। ঝড় থামল, কুয়াশা কেটে গেল, জাহাজ ফিরে চলল উত্তর দিকে। পাখী রোজ আসে, খাবার খায়, উড়ে চলে সঙ্গে সঙ্গে। একদিন কি দুর্মতি হল নাবিকের, তীর ছুঁড়ে মেরে ফেললেন পাখীটিকে। এলো এই পাপের শাস্তি। বাতাস গেল থেমে। তাম্রবর্ণ আকাশ, রক্তবর্ণ সূর্য। স্তব্ধ সমুদ্র, নিশ্চল জাহাজ,—চিত্রার্পিতের মত স্থির। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যায়,—চারিদিকে জল—অথচ পানীয় জল নেই এক বিন্দু। সারারাত্রি ধরে যেন মরণের শিখা জ্বলতে লাগল, ডাইনীবুড়ির মন্ত্রপড়া তেলের মত জ্বলে জ্বলে উঠল জলরাশি—সবুজ, নীল, শাদা। রেগে উঠল নাবিকের সঙ্গীরা, তাঁর গলায় জড়িয়ে দিল মৃত পাখীটিকে। দূরে দেখা দিল এক ভয়ঙ্কর ছায়ামূর্তি, ভাঙা জাহাজে ওকি এক প্রেতিনী? সূর্য ডুবল। শৃঙ্গাকার খণ্ড চাঁদ দেখা দিল অস্পষ্ট আকাশে। দুশো যাত্রী নিঃস্পন্দ লুটিয়ে পড়ল একে একে। নাবিক তখনও রইলেন বেঁচে। তাঁর মনে হতে লাগল, মৃতদের অভিশাপ বর্ষিত হচ্ছে তাঁর উদ্দেশে। অনুতাপে জর্জরিত হল হৃদয়। সামুদ্রিক সাপেরা খেলা করছে জলে। নাবিকের মনে হতে লাগল, কি সুন্দর, কি সুখী ওরা। বিধাতার সৃষ্ট প্রাণী সুখে থাকুক, এই প্রার্থনা উঠতে লাগল মন থেকে। তখন নামল বৃষ্টি। অলৌকিক ঘটনা ঘটল অনেক। বনের ধারে এক সন্ন্যাসীর আশ্রমের কাছে এসে জাহাজ ডুবল একদিন। তবুও উদ্ধার পেলেন নাবিক। সন্ন্যাসী তাঁকে আদেশ করলেন পাপস্বীকার এবং প্রেম-প্রচারে

আজীবন প্রায়শ্চিত্ত করতে। তাই দেশে দেশে ঘুরে তাঁর এই পাপমোচনের তপস্যা। মেরুপ্রদেশের বিজন সমুদ্র, অস্পষ্ট কুয়াশা, প্রেতের মত চাঁদ—কবির বর্ণনায় অপূর্ব রোমাঞ্চকর হয়ে ফুটে উঠেছে, আর তারই সঙ্গে ফুটেছে আরোহীদের বিচিত্র অনুভূতি। একটি নৈতিক আদর্শও ব্যাপ্ত করে আছে কাহিনীটিকে।

'কুব্‌লা খান' আর 'ক্রিস্টাবেল'—দুটি অসমাপ্ত কবিতা কিন্তু ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যের দুটি মহার্ঘ রত্ন। পার্চাজ-এর ভ্রমণকাহিনী পড়তে পড়তে একদিন কবি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। উঠে মনে হল, কুব্‌লা খান যে প্রাসাদ নির্মাণের আদেশ দিয়েছিলেন, তারই কাহিনী তিনি রচনা করেছেন স্বপ্নের ঘোরে। লিখতে বসলেন, কিছুদূর লেখার পরে উঠতে হল আসন ছেড়ে, বাকী অংশ আর মনে পড়ল না, লেখা হল না। 'ক্রিস্টাবেল'ও এক অলৌকিক গল্প। স্যর লিওলীনের মেয়ে ক্রিস্টাবেল বনে গিয়েছিল তার প্রেমাস্পদের মঙ্গল প্রার্থনা করতে, এমন সময়ে এক ডাকিনী দেখা দিল সুন্দরী নারীর রূপ ধরে, বলল তার নাম জেরাল্‌ডিন্। তার বাবা ছিলেন ক্রিস্টাবেলের পিতৃবন্ধু। মায়াবিনীর ছলনার কাহিনী আর শেষ হয়নি কবির হাতে। ভেঙে-যাওয়া স্বপ্নের মত রয়েছে পাঠকের মন জুড়ে।

'বায়োগ্রাফিয়া লিটেরারিয়া' (Biographia Literaria = সাহিত্যিক জীবনী) এবং 'লেকচার্স অন্ শেক্‌স্পিয়র' (Lectures on Shakespeare = শেক্‌স্পিয়র সম্বন্ধে বক্তৃতা) সরস সমালোচনা-গ্রন্থ। 'এডস্ টু রিফ্লেক্‌শন' (Aids to Reflection = চিন্তা-সহায়) দার্শনিক ভাব নিয়ে লেখা বই।

গদ্য-সাহিত্যেও কোল্‌রিজের একটি স্থায়ী আসন আছে। স্বল্প হলেও তাঁর সমালোচনা মূল্যবান। জার্মান লেখকদের রচনার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল, হয়তো তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন, কিন্তু রসবোধ ও বিচারশক্তির গুণে তিনি সাহিত্যের মর্মে প্রবেশ করতে

পেরেছেন। বড় লেখকদের আলোচনায় তাঁর অভিমত প্রায়ই অভ্রান্ত; কিন্তু অপেক্ষাকৃত ছোট লেখকদের বেলায় সে কথা বলা চলে না।

রবার্ট সাদি (Robert Southey : ১৭৭৪-১৮৪৩)

ওঅর্ডস্‌ওঅর্থ, কোল্‌রিজ ও সাদি—তিনজনকে বলা হয় 'লেক-পোয়েটস্‌' (Lake poets=হ্রদ-তীরের কবি); কারণ, তিন-জনেরই বাড়ি ছিল লেকের ধারে। তাঁদের রচনা-রীতিকে কটাক্ষ করে প্রথমে 'এডিনবরা-রিভিয়ু' তাঁদের দলকে বলেন 'লেক-স্কুল'। পরে যখন তাঁরা 'লেক-কবি' আখ্যা পান, তখন ঐ নামের মধ্যে কোনও বিরুদ্ধ ইঙ্গিত থাকেনি।

সাদির প্রতিভাও ছিল, পাণ্ডিত্যও ছিল; সম্ভবত প্রতিভার চেয়ে পাণ্ডিত্য ছিল বেশী। ব্রিস্টলে তাঁর জন্ম, ওয়েস্টমিন্‌স্টার স্কুলে ও অক্সফোর্ডে পড়াশুনা। বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে তিনি কোলরিজের সঙ্গে যোগ দেন আদর্শসমাজ—'প্যান্‌টিসোক্রেসি' (Pantisocracy)—গঠনের স্বপ্ন নিয়ে। তাঁদের প্রীতিবন্ধন দৃঢ়তর হয়েছিল বিবাহসূত্রে; একই পরিবারে দুটি বোনকে দুজনে বিবাহ করেছিলেন।

লেখাকেই তিনি পেশা করে নিয়েছিলেন এবং সারাজীবন তা নিয়ে প্রভূত পরিশ্রম করেছেন। একশো ন'খানা বই এবং বিভিন্ন পত্রিকায় শ' দেড়েক প্রবন্ধ তিনি লিখে গেছেন। আখ্যান এবং গাথাকাব্য (Ballad) রচনায় তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। আরবের আশ্চর্য কাহিনী 'থালাবা' (Thalaba); ভারতীয় উপাখ্যান 'কার্স অব্‌ কেহামা' (Curse of Kehama=কেহামার অভিশাপ); ওয়েলসের একটি পুরাতন রাজপুত্রের গল্প 'ম্যাডক' (Madoc); আর শেষ গথ্‌ বীরের কথা নিয়ে রচিত 'রডারিক'। কতকগুলি ছোট কবিতা আজও জনপ্রিয়, যেমন, 'দ্য স্কলার' (The Scholar=পড়ুয়া বা পণ্ডিত), 'দ্য ইঞ্চকেপ রক্‌' (The Inchcape Rock=

ইঞ্চকেপ্ পাহাড়), 'আফ্‌টার ব্লেনীম্' (After Blenheim = ব্লেনীমের যুদ্ধের পর) প্রভৃতি।

'স্কলার' কবিতায় গ্রন্থানুরাগী বলছেন ঃ "মৃতদের মধ্যেই কেটেছে আমার জীবন। যেদিকে তাকাই, আমায় ঘিরে অতীতের মনীষিবৃন্দ।" বস্তুতঃ সাদি অনেক সময়ই বই নিয়ে কাটাতেন গ্রন্থাগারে, বহু যুগের অদৃশ্য লেখকবর্গের সঙ্গে হত তাঁর নিভৃত আলাপন।

১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'পোয়েট-লরিয়েট' (Poet-laureate) বা রাজকবি-রূপে সংবর্ধিত হন। তাঁর গাথা-কাব্যগুলিতে প্রসাধন-নৈপুণ্য থাকলেও স্বভাব-লাবণ্য কম। অনেকের মতে তাঁর এই জাতীয় কাব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—'রডারিক'। তিনি স্পেনে ভ্রমণ করেছিলেন এবং স্পেনীয় গানের প্রভাব আছে তাঁর 'ক্রনিক্‌ল্ অব্ দ্য সিড্' (Chronicle of the Cid = সিডের বৃত্তান্ত) বইয়ে।

গদ্য রচনায় তাঁর কৃতিত্ব আরও বেশী। 'লাইফ অব্ ওয়েস্‌লি' (Life of Wesley = ওয়েস্‌লির জীবন) এবং 'নেলসন' (Nelson) দুখানি উৎকৃষ্ট জীবনী। 'লাইভস্ অব ব্রিটিশ অ্যাডমিরালস্' (Lives of British Admirals = ব্রিটিশ নৌসেনাপতিদের জীবনী) বইখানিও স্মরণীয়। তা ছাড়া ব্রেজিলের যুদ্ধ এবং পেনিন্‌সুলার (Peninsular) বা উপদ্বীপীয় যুদ্ধ সম্বন্ধেও তাঁর ঐতিহাসিক রচনা আছে।

স্যর ওআল্‌টার স্কট্ (Sir Walter Scott : ১৭৭১-১৮৩২)

রোমান্টিক ভাব কল্পনার একটি অভিনব প্রকাশ দেখা দিয়েছে স্যর ওঅল্‌টার স্কটের রচনায়। স্কটল্যাণ্ডের রুক্ষ বন্ধুর পাহাড়-পর্বতে যে দুঃসাহসিক জীবনের অভিযান, তার প্রাচীন দুর্গে প্রাসাদে যে বীর্য ও ঐশ্বর্যের স্মৃতি, তাকে ভাষা দিয়েছেন স্কট্। তাঁর কাব্যে ও উপন্যাসে ফুটে উঠেছে অতীতের মনোহর স্বপ্ন, আর হ্রদ ও কানন, গিরি ও প্রান্তর, প্রাসাদ ও পরিখার বিচিত্র চিত্র।

এডিনবরায় সম্ভ্রান্ত বংশে তাঁর জন্ম। পিতৃকুল, মাতৃকুল—উভয় কুলেই পূর্বপুরুষেরা যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন। ছেলেবেলায় স্কট্ ছিলেন রুগ্ন ও দুর্বল। সেই কারণে তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় দাদামশাইয়ের কাছে, টুইড-নদীর ধারে, গ্রামাঞ্চলে। দিদিমা ছিলেন গল্পের খনি। কখনও তাঁর কাছে, কখনও চাষী বা রাখালদের কাছে তিনি শুনতেন পুরনো দিনের কাহিনী; শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে যেতেন। তাঁর মন ছিল সতেজ ও প্রখর। এই কাহিনীগুলি তাঁর কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করত। একটু বড় হয়ে তিনি এডিনবরায় এসে পড়াশুনো করতে থাকেন। স্কুল-কলেজের পড়ার চেয়ে বাইরের গল্পের বই পড়ায় তাঁর ঝোঁক ছিল বেশী। আর ঝোঁক ছিল পল্লী-গীতির দিকে। বাল্যকালেই পার্সির 'রেলিক্স্', স্পেন্সারের 'ফেয়ারি কুঈন' এবং ইটালীয় লেখক ট্যাসোর গল্পের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে।

আইন পাস করে তিনি ওকালতি ব্যবসায় গ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁর প্রধান আকর্ষণ ছিল পুরা-কাহিনী সংগ্রহে। 'মিনস্ট্রেল্সি অব দ্য স্কটিশ বর্ডার' (Ministrelsy of the Scottish Border = স্কটিশ সীমান্তের চারণ-গাথা) গ্রন্থে তিনি কতকগুলি গাথা সংকলন করেছিলেন। তৎপূর্বে কয়েকটি জার্মান গাথারও অনুবাদ করেছিলেন।

কাব্য ঃ

তাঁর প্রথম মৌলিক কাব্য 'দ্য লে অব্ দ্য লাস্ট মিনস্ট্রেল' (The Lay of the Last Minstrel = শেষ চারণের গান)। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এ কাব্য জনপ্রিয় হয়ে পড়ে। 'মার্মিয়ন' (Marmion) এবং 'দ্য লেডি অব্ দ্য লেক' (The Lady of the Lake = সরোবরের সুন্দরী) তাঁর খ্যাতি আরও বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু খ্যাতি তাঁকে আত্মহারা করেনি। বায়রনের আবির্ভাবে যখন পাঠক-সমাজে নব উদ্দীপনা দেখা দিল, তখন তিনি অনুভব করলেন, আখ্যান-কাব্যের

ক্ষেত্রে তাঁর দিন ফুরিয়েছে। 'রোক্‌বি' (Rokeby), 'দ্য ব্রাইডাল অব ট্রায়ারমেন' (The Bridal of Triermain = ট্রায়ারমেনের পরিণয়) এবং 'দ্য লর্ড অব দ্য আইল্‌স্' (The Lord of the Isles = দ্বীপাধিপতি) – তাঁর শেষ পর্যায়ের এই আখ্যান-কাব্যগুলি পূর্বের মত সমাদর লাভ করেনি।

উপন্যাস ঃ

অনেক দিন আগে পদ্যে একটি গল্প লিখে তিনি ফেলে রেখেছিলেন। এবারে তার দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ল। মনে হল, ঐতিহাসিক উপন্যাসে তিনি নূতন সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে পারবেন। ঐ পুরনো গল্পটি অবলম্বন করে তিনি লিখলেন গদ্য উপন্যাস 'ওয়েভারলি' (Waverley ঃ ১৮১৪)। আশাতীত সাফল্য লাভ করল এ গ্রন্থ। তারপর একে একে বেরুল 'গাই ম্যানারিং' (Guy Mannering), 'দ্য অ্যাণ্টিকোয়েরি' (The Autiquary = পুরাচিহ্নসংগ্রাহক, প্রত্নতাত্ত্বিক), 'ব্ল্যাক ডোআর্ফ' (Black Dwarf = কালো বামনবীর), 'ওল্ড মর্টালিটি' (Old Mortality = পুরনো মৃত্যু, বিগত মহামারী), 'রব রয়' (Rob Roy), 'দ্য হার্ট অব দ্য মিডলোথিয়ান' (The Heart of the Midlothian = মিড্‌লোথিয়ানের হৃদয়)। সহস্রকণ্ঠে প্রশংসা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

শেষের দিকে তাঁর শরীর ভেঙে পড়েছিল, অর্থকষ্টও দেখা দিয়েছিল, কিন্তু সৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়নি। রুগ্ন শরীরেই তিনি রচনা করেছেন প্রসিদ্ধ উপন্যাস 'আইভানহো (Ivanhoe)। 'কেনিলওঅর্থ' (Kenilworth), 'উড্‌স্টক' (Woodstock), 'কাউণ্ট রবার্ট' (Count Robert', 'দ্য ট্যালিসম্যান' (The Talisman = কবচ), 'কোয়েণ্টিন ডারওআর্ড' (Quentin Durward)—আজও সাহিত্যরসিকদের আদরের সামগ্রী।

ঐতিহাসিক উপন্যাস ছাড়া তিনি রচনা করেছিলেন 'টেল্‌স্ অব্

এ গ্র্যাণ্ডফাদার' (Tales of a Grandfather = ঠাকুরদার গল্প), 'ডেমনলজি অ্যাণ্ড উইচক্রাফ্‌ট্‌' (Demonlogy and Witchcraft = দানব-কথা ও ডাইনীবিদ্যা), 'লাইফ অব্‌ নেপোলিয়ন' (Life of Napoleon = নেপোলিয়নের জীবনী) এবং ড্রাইডেন ও সুইফটের জীবন-চরিত। তাঁর কল্পনা এবং ইতিহাসকে জীবন্ত করে তোলবার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। বস্তুতঃ ঐতিহাসিক উপন্যাসের তিনিই স্রষ্টা। লিটন, কিংস্‌লি তাঁরই পন্থার অনুগামী। যুদ্ধবিগ্রহ, রোমাঞ্চকর ঘটনা পাঠকের মনে উন্মাদনা সৃষ্টি করে চলে, বিন্যাসের গুণে অবিরাম কৌতূহল জাগিয়ে রাখে। বহু উজ্জ্বল চরিত্র ফুটে উঠেছে তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে। পুরনো যুগ যেন কোন ঐন্দ্রজালিকের মায়ায় তার পূর্ণ মহিমা নিয়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু অতি দ্রুত রচনার ফলে খুঁটিনাটি ব্যাপারে তিনি মন দেবার সময় পান-নি। দু একটি ভুলভ্রান্তি আছে; অসঙ্গতিও হয়তো দুই এক স্থলে চোখে পড়ে। তবু কল্পনার বিস্তার, বর্ণনার বলিষ্ঠতা এবং গল্পের বাঁধুনি এমন করে আমাদের মন কেড়ে নেয় যে ঐসব ত্রুটির কথা মনেই পড়ে না।

আমাদের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র, ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় সম্ভবতঃ স্কট্‌কেই আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর 'দুর্গেশনন্দিনী'র সঙ্গে কেউ কেউ 'আইভ্যানহো'র সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'দুর্গেশনন্দিনী' রচনার আগে তিনি 'আইভ্যানহো' পড়েন-নি। না পড়লেও, হয়তো স্কটের অন্যান্য গ্রন্থ তিনি পড়েছিলেন এবং তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। রমেশচন্দ্র প্রভৃতি পরবর্তী ঐতিহাসিক উপন্যাস-লেখকেরাও তাঁর লেখা থেকে প্রেরণা পেয়েছেন। রসোপভোগ করেছেন অনেকেই। রবীন্দ্রনাথও 'পঞ্চভূতে' স্কটের 'ব্রাইড্‌ অব্‌ লামারমুর' উপন্যাসের রেভন্স্‌উড-এর চরিত্রমাহাত্ম্যের কথা উল্লেখ করেছেন।

লর্ড বায়রন (Lord Byron : ১৭৮৮-১৮২৪)

জর্জ গর্ডন বায়রন বা লর্ড বায়রন অসামান্য শক্তিমান উচ্ছৃঙ্খল কবিরূপে আমাদের কাছে পরিচিত। এ উচ্ছৃঙ্খলতার মূলে হয়তো ছিল জন্ম ও পরিবেশগত প্রভাব। তাঁর পিতা ছিলেন অমিতব্যয়ী সৈনিক ; স্ত্রীর টাকাকড়ি উড়িয়ে পরে তাঁকে পরিত্যাগ করেন এবং ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে মারা যান। তখন বায়রন শিশু। তাঁর মা ছিলেন অস্থিরমতি, উত্তেজনাপ্রবণ, কখনও ছেলেকে অতিরিক্ত আদরে অভিভূত করে ফেলতেন, কখনও তিরস্কারে, বিদ্রূপে, শাসনে তাকে জর্জরিত করে তুলতেন। ফলে ছেলেবেলা থেকে সুস্থ মন ও উন্নত আদর্শ নিয়ে মানুষ হবার সুযোগ তিনি পাননি। অহমিকা এবং অবাধ্যতা প্রায় তাঁর স্বভাবগত হয়ে পড়েছিল। ছাত্রাবস্থায়ও অনেক সময়ে বিদ্রোহ করেছেন। জনৈক আত্মীয়ের ভগ্নপ্রায় জমিদারি এবং তারই আনুষঙ্গিক লর্ড উপাধি পেয়ে তিনি আরও অভিমানে স্ফীত হলেন। তাঁর চেহারা ছিল অত্যন্ত সুন্দর! অদূরদর্শী অনেক মেয়ে মোহবশে নিজেদের এবং তাঁর ক্ষতি করেছে। তবে যথেচ্ছাচার এবং ঔদ্ধত্যের অন্তরালে একটি বীর, উদার, সহানুভূতিশীল মন বিরাজ করত। যাঁরা তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছেন তাঁরা তার সাক্ষ্য রেখে গেছেন।

১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্য 'আওয়ার্স অব্ আইড্‌ল্‌নেস্' (Hours of Idleness = আলস্যের বা অবকাশের ক্ষণ। নবীনচন্দ্রের 'অবকাশ-রঞ্জিনী' মনে পড়িয়ে দেয় কি? এক সময়ে নবীনচন্দ্রকে বাংলাদেশের বায়রন বলা হত)। 'এডিনবরা রিভিউ'-তে তার বিরুদ্ধ সমালোচনা হতেই তিনি উল্লাসহকারে ব্যঙ্গকাব্য লেখেন 'ইংলিশ বার্ডস্ অ্যাণ্ড স্কচ রিভিউআর্স' (English Bards and Scotch Reviewers = ইংরেজ কবি আর স্কচ সমালোচক)। পোপের 'ডান্‌সিয়ড'-এর ধরণে এ কাব্য লেখা।

ওঅর্ডস্‌ওঅর্থ, শেলি প্রভৃতিকেও এতে বিদ্রূপ করা হয়েছে। পরে অবশ্য তাঁদের সঙ্গে বায়রনের বন্ধুত্ব হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য, রোমান্টিক কবি হয়েও তিনি পোপকে আদর্শ কবি বলে মানতেন।

মাত্র বাইশ বছর বয়সের রচনা তাঁর সুবিখ্যাত কাব্য 'চাইল্ড হ্যারল্ডস্‌ পিল্‌গ্রিমেজ' (Child Harold's Pilgrimage=চাইল্ড হ্যারল্ডের তীর্থপরিক্রমা)। এই বইয়েই তিনি রাতারাতি প্রসিদ্ধ হয়ে পড়েন। সে বিষয়ে তিনি বলেছেন ঃ "একদিন ভোরে উঠেই দেখি, আমি যশস্বী।" ("I awoke one morning to find myself famous.") ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেশভ্রমণে বেরিয়েছিলেন, গিয়েছিলেন ইউরোপের এবং প্রাচ্যজগতের অনেক দেশে। চিঠিতে কখনও লিখেছেন, "লিস্‌বনে সুখে আছি। আমি কমলালেবু ভালবাসি। বেশ গাধার পিঠে চড়ে বেড়াচ্ছি!" আবার কখনও ঃ "পুরনো সমুদ্র আর পাহাড়ের সান্নিধ্যে এসে সুখ বোধ করছি।" এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতাই অনেকাংশে বর্ণিত হয়েছে চাইল্ড হ্যারল্ডে! নানাস্থানের বহু মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা আছে এ কাব্যে। আর, তারই সঙ্গে ঐসব স্থানের ঐতিহাসিক কীর্তির উল্লেখ। প্রথম দুই সর্গে পাই পর্টুগাল, স্পেন, গ্রীস আর আল্‌বেনিয়ার কথা। গ্রীসের অতীত গৌরব স্মরণ করে তার অধীনতার জন্য দুঃখ করেছেন কবি। তৃতীয় সর্গের পটভূমি বেলজিয়াম, রাইন নদীর তীর, আল্পস্‌ পাহাড়। প্রসঙ্গক্রমে এসেছে স্পেনযুদ্ধ, নেপোলিয়ন, ওআটার্লু এবং রুসোর স্মৃতি। চতুর্থ সর্গে ইটালির গৌরব-গাথা। স্পেন্সেরীয় স্ট্যাঞ্জায় কাব্যখানি রচিত। এর আবেগ উচ্ছ্বাসের প্রাচুর্য একদিন জনচিত্ত হরণ করেছিল। বড় বড় কবিরাও তাঁকে 'অদ্বিতীয় কবি' বলে সংবর্ধনা করেছিলেন। আজ সে খ্যাতি অপেক্ষাকৃত ম্লান। ওঅর্ডস্‌ওঅর্থ, শেলি, কীট্‌স্‌ এখন তাঁর চেয়ে বড় কবি বলে স্বীকৃত। অসামান্য সূক্ষ্মতা বা গভীরতা না থাকলেও তাঁর কাব্যের সজীবতা ও

বলিষ্ঠতা সহজেই পাঠকের মন আকর্ষণ করে। সেই গুণে তা আজও আদরণীয় হয়ে আছে।

১৮১৫-তে তাঁর বিবাহ, ১৮১৬-তে বিচ্ছেদ। সেই বছরই তিনি ইংলণ্ড পরিত্যাগ করেন, আর দেশে ফিরে আসেননি। ইটালিতে শেলির সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল এবং শেলির আকস্মিক মৃত্যুর পর হ্রদ-তীরে তাঁর শেষকৃত্যও বায়রন প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তুরস্কের বিরুদ্ধে গ্রীসের মুক্তিসংগ্রামে যোগ দেন এবং ১৮২৪-এ অসুস্থ হয়ে প্রাণত্যাগ করেন।

তাঁর প্রথম দিকের কাব্য অতিরিক্ত ফেনিল, কিন্তু শেষ দিকের, অর্থাৎ দেশত্যাগের পরবর্তী কাব্যে ক্রমশঃ গভীরতা এসেছে। চাইল্ড হ্যারল্ডের প্রথম দুই সর্গ বেরোয় ১৮১২-তে, তাতে কাঁচা হাতের চিহ্ন আছে। ১৮১৬-তে প্রকাশিত তৃতীয় এবং '১৮-তে প্রকাশিত চতুর্থ সর্গে পরিণতির লক্ষণ পরিস্ফুট। ১৮১৩-তে রচিত হয় 'দ্য জাওঅর্' (The Giour = বিধর্মী), তুরস্কের এক ক্রীতদাসীর দুর্ভাগ্যের কাহিনী। ১৮১৭-তে প্রকাশিত হয়েছিল 'দ্য ল্যামেণ্ট অব্ ট্যাসো' (The Lament of Tasso = ট্যাসোর শোক)। ইটালীয় কবি ট্যাসো ও লিওনোরার প্রেম এই কাব্যের উপজীব্য। পরবর্তী ছ'বছরের মধ্যে তিনি লেখেন বিখ্যাত কাব্য—'ডন্ জুয়ান' (Don Juan), 'মাজেপ্পা' (Mazeppa), 'প্রিজনার অব্ শিলন' (Prisoner of Chillon = শিলনের বন্দী); এবং নাটক—'ম্যান্‌ফ্রেড' (Manfred), 'কেন্' (Cain), 'সার্ডানাপেলাস্ (Sardanapalus), 'হেভ্‌ন্ আণ্ড আর্থ' (Heaven and Earth = স্বর্গমর্ত্য) প্রভৃতি।

'ডন্ জুয়ান' এক বীর প্রণয়ী। তাঁর দুঃসাহসিক কার্যকলাপ এবং প্রণয়ের কথা এ কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়। প্রেম-কাহিনীর সঙ্গে মিলেছে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ। ইংলণ্ডের সমাজকে, এবং আপন প্রতিপক্ষকে

তিনি উপহাসের কশাঘাতে জর্জরিত করেছেন। কাব্যের নায়ক-চরিত্রের কতকটা তাঁর নিজের চরিত্রই প্রতিফলিত।

'মাজেপ্পা'—ভল্‌তেয়রের প্রভাবে রচিত,—'মাজেপ্পা' নামক এক পোলিশ ভূস্বামীর প্রেমের আখ্যান। 'ম্যানফ্রেড্'—ঐ নামের এক সমাজচ্যুত অপরাধীর অনুশোচনার চিত্র। এই নাট্যকাব্য হয়তো মনে করিয়ে দেবে গ্যেটের 'ফাউস্ট'কে। 'কেন্' প'ড়ে মনে পড়বে মিল্টনের 'প্যারাডাইস লস্ট'-কে; কিন্তু ভাবের দিক্ দিয়ে এই নাট্যকাব্য প্রায় তার বিপরীত। এতে পাপই রমণীয় হয়ে দেখা দিয়েছে। এইসব কাব্যে ও নাটকে বায়রনের বিদ্রোহী মনের ছায়া দেখতে পাই। তিনি আবাল্য বিদ্রোহী। কারও কর্তৃত্ব তিনি সহ্য করেননি, কোনও বিধিনিষেধ মেনে চলেননি। ফরাসী বিপ্লবের এক বছর পূর্বে তাঁর জন্ম। বিপ্লবের উত্তেজনায় পরিপূর্ণ ছিল তাঁর দেহ মন। সমাজ ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তিনি শাণিত বিদ্রূপ বর্ষণ করেছেন তাঁর সমস্ত রচনায়। তাঁর মতে ও দুটি প্রতিষ্ঠানই বুজরুকিতে বোঝাই। জীবনে বহু তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন বলেই বোধ হয় তাঁর এমন ধারণা হয়েছিল। অথচ, ব্যক্তিগত জীবনে মানুষের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির অভাব ছিল না।

তাঁর লেখায় একদিকে উদ্দাম আবেগ, অন্যদিকে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ। সমালোচকেরা হয়তো ত্রুটি দেখাবেন, গাম্ভীর্যের মাঝখানে প্রগল্‌ভতা, মহৎ চিন্তার পাশে লঘু পরিহাস, অযথা অলঙ্কার বা শব্দাড়ম্বর। কিন্তু তাঁর স্বাধীন সত্তা নির্দিষ্ট নিয়ম-বন্ধনে বাঁধা পড়তে চায়নি। আত্মহারা উচ্ছ্বাস তাঁর কাব্যের দোষ এবং গুণ। 'চাইল্ড হ্যারল্ড' এবং 'ডন্ জুয়ানে' তিনি নিজের জীবনের অনেকখানি উদ্ঘাটিত করেছেন। কাব্যের অন্তরালে এই উদার কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল মানুষটিকে ভালো না বেসে পারা যায় না।

তাঁর কাব্যে ও নাটকে সমাজের অন্ধকার দিকটার কথাই বেশী আছে। বাঁকা বিদ্রূপের দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়েছেন নরনারীর জীবনের

পানে ; নিজের অভিমানাহত হৃদয়ের জ্বালাও প্রকাশ পেয়েছে প্রায় সর্বত্র। তাই দেশ-বিদেশের মানুষ সম্বন্ধে কৌতূহল জাগালেও নিরপেক্ষভাবে তিনি তাদের জীবনের কথা শোনাতে পারেননি। নানা দেশের নিসর্গ-শোভা তিনি নিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন তাঁর গ্রন্থে। প্রকৃতির ভীমকান্ত রূপ তাঁকে মুগ্ধ করেছে। চাইল্ড হ্যারল্ডের সমুদ্র বর্ণনায় শুনি সমুদ্রেরই কল্লোল।*

জীবন মৃত্যু দুইই ছিল তাঁর খেলার বস্তু। সংসার-পথের তিনি 'সাবধানী পথিক' নন, ফুল তুলতে গিয়ে কাঁটার ঘায়ে আহত হয়েছেন, কিন্তু কারও কাছে মাথা নোয়াননি এবং নাকী-কান্নায় ভেঙে পড়েননি।

এক সময়ে নবীনচন্দ্র সেনকে বলা হত বাংলার বায়রন। অসংযম, উচ্ছ্বাসপ্রবণতা, স্বাধীনতাপ্রীতি প্রভৃতি বিষয়ে কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য থাকলেও দুই কবির পুরোপুরি মিল নেই। বায়রনের প্রভাব অবশ্য নবীনচন্দ্রে আছে। উনিশ শতকের অন্যান্য লেখকদের লেখায়ও হয়তো তা অলক্ষ্য নয়। তবে, 'পলাশীর যুদ্ধ'—তৃতীয় সর্গে যুদ্ধপূর্ববর্তী রাত্রি বর্ণনায়, স্পষ্টতঃই 'চাইল্ড হ্যারল্ড' কাব্যের ওয়াটার্লু-পূর্ববর্তী রাত্রির ছায়া পড়েছে। তবু, দুজনের পার্থক্য প্রণিধানযোগ্য। নবীনচন্দ্রের শেষ জীবনে যে ধর্মপ্রাণতা এসেছিল, বায়রনে তা অনুপস্থিত। আর নারী-চরিত্রাঙ্কনে নবীনচন্দ্র যে উন্নত আদর্শের অনুগামী, বায়রন তা নন। বায়রনীয় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও নবীনচন্দ্রের কোনও কাব্যে নেই।

পার্সি বিশি শেলি (Percy Bysshe Shelly : ১৭৯২-১৮২২)

ম্যাথু আর্নল্ড শেলির বর্ণনায় বলেছেন : "সুন্দর ব্যর্থ এক দেবদূত, উজ্জ্বল ডানা ঝাপটাচ্ছেন শূন্যে (a beautiful ineffectual angel beating his luminous wings in the void)।" অতিশয়োক্তি

* "Roll on, thou blue Ocean roll ! Ten thousand fleet sweep over thee in vain." [Ode to Ocean].

থাকলেও বাস্তববুদ্ধিহীন আদর্শগতপ্রাণ কল্পলোকবিহারী কবির এ পরিচয় নিতান্ত অসঙ্গত নয়।

সাসেক্স-এর ফীল্ডপ্লেসে তাঁর জন্ম। মাতৃকুল, পিতৃকুল—দুইই সম্ভ্রান্ত, বনেদী। ছেলেবেলা থেকেই তিনি ছিলেন কল্পনা-প্রবণ। বনের পথে যেতে যেতে ভাবতেন ভূত আর পরীদের কথা। হিম্ টু ইন্টেলেক্চুয়াল বিউটি' (Hymn to Intellectual Beauty= মানস সুন্দরীর স্তব) কবিতার এক স্থানে তিনি লিখেছেন : "বালক বয়সে ভূতের সন্ধান করেছি ; ছুটে গেছি কক্ষে কক্ষে, গুহায় গুহায়, পড়ো বাড়িতে, তারার-আলো-ছড়ানো বনে ; ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গেছি, পরলোকগতদের সঙ্গে কথা বলবার আশায়।"

তাঁর আকৃতি ছিল অতি সুন্দর। কোমল লাবণ্যময় মুখ, উজ্জ্বল নীল চোখ, আর বড় বড় চুল। কিন্তু প্রকৃতি ছিল অশান্ত। বাঁধা নিয়মে চলা তাঁর ধাতে ছিল না।

কোনও অত্যাচার অবিচার তিনি সইতে পারতেন না। স্কুলে শিক্ষকদের পীড়ন, সহপাঠীদের অশিষ্টতা তাঁকে ক্ষিপ্ত করে তুলত। কি ঈটনের স্কুলে, কি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে, কোথাও তিনি শান্তি পাননি।

পাঠ্য বইয়ের চেয়ে বাইরের বইই তিনি বেশী পড়তেন। শিক্ষকদের মনে হত তিনি অবাধ্য, সহপাঠীদের মনে হত তিনি ক্ষ্যাপাটে এবং অসামাজিক। অথচ, জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর প্রবল, গ্রীক এবং ল্যাটিন তিনি স্বেচ্ছায় আয়ত্ত করেছিলেন। অক্সফোর্ডে থাকতে হিউমের দর্শন পড়ে তিনি একখানা বই লিখে ফেললেন—'দ্য নেসেসিটি অব্ এথীজম্' (The necessity of Atheism=নাস্তিকতার প্রয়োজন)। কর্তৃপক্ষ রুষ্ট হলেন ;

* "While yet a boy, I sought for ghosts, and sped
Through manya listening chamber, cave and ruin,
And starlight wood, with fearful steps pursuing
Hopes of high talk with the departed dead."

বললেন, হয় পরিচালক মণ্ডলীর মত মেনে চলতে হবে, না হয় কলেজ ছাড়তে হবে। শেলি আলোচনা করতে চেয়েছিলেন, তাঁরা রাজি হননি। শেষ পর্যন্ত তাঁকে কলেজ ছাড়তে হল। তিনি বন্ধু হগের (Hogg) সঙ্গে গেলেন লণ্ডনে।

খামখেয়ালিতে বিরক্ত হয়ে কিছুদিন পরে তাঁর পিতা মাসহারা বন্ধ করে দিলেন। তাতে শেলির মন দমল না, বরং সংসারের অবিচারে আরও ক্ষুব্ধ হল।

উনিশ বছর বয়সে তাঁর আলাপ হল হ্যারিয়েট ওয়েস্টব্রুকের সঙ্গে। সে-ও কথায় কথায় অভিযোগ করল তার বাড়ির লোকের বিরুদ্ধে,—এরা বুঝতে চায় না, খালি শাসন করতে চায়। মনের মিল হল দুজনার। দুজনে পালিয়ে চলে গেলেন এডিনবরায়। কিছুদিন ভালই কাটল। দুটি সন্তান হল শেলির। তাদের প্রতি তাঁর মমতার অন্ত ছিল না। কিন্তু এখন হ্যারিয়েটকে তাঁর মনে হতে লাগল উদাসীন, অন্তরে অন্তরে বিচ্ছেদ ঘনালো দুজনার। অবশেষে ১৮১৪ সালে ছাড়াছাড়ি হল।

গড্উইন্ পরিবারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। উইলিয়ম গড্উইন ছিলেন সাম্য মৈত্রীর সমর্থক, নাস্তিক্য এবং নৈরাজ্যবাদের প্রচারক। যুবক শেলির উপরে তাঁর প্রভাব হল প্রবল। তাঁর মেয়ে মেরীও পিতামাতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ। শেলির মনে হল এ-ই তাঁর উপযুক্ত সঙ্গিনী।

১৮১৬-তে তাঁর প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু হয়। ঐ বছরেরই শেষে তিনি মেরী গড্উইন্‌কে বিবাহ করেন। পূর্বপক্ষের সন্তানদের তিনি নিজের কাছে আনতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আইনের বাধায় তা হল না। সমাজবিধি ও লোকাচারকে তিনি উপেক্ষা করেছিলেন ; সমাজ তাঁকে ক্ষমা করল না। ক্ষোভে অভিমানে দু বছর পরে তিনি সস্ত্রীক দেশত্যাগ করলেন। জীবনের শেষ চারবছর প্রায় তাঁর ইটালিতেই কেটেছিল। সেখানে বায়রন এবং লী হাণ্ট ছিলেন তাঁর সঙ্গী।

নৌকো চালানোর আর মাছ ধরার ছিল তাঁর দুর্নিবার শখ। অথচ তিনি সাঁতার জানতেন না। একদিন বন্ধুদের কথা অগ্রাহ্য করে ইটালিতে পিসার (Pisa) হ্রদে ঘোর কুয়াশার মধ্যে তিনি নৌকো ভাসালেন, আর উঠলেন না। নৌকো আর আরোহী দুইই অদৃশ্য হল। দুমাস পরে তাঁর মৃতদেহ কূলে ভেসে এসেছিল। বন্ধুরা সে দেহ আগুনে দাহ করেন এবং চিতাভস্ম রোমে কীট্‌সের সমাধির পাশে প্রোথিত করেন। স্বপ্নমুগ্ধ একটি প্রাণ স্বপ্নের মতই মিলিয়ে গেল।

দুটি বিপরীত সুর বেজেছে শেলির কণ্ঠে ঃ একটি উদ্ধত বিদ্রোহের, অপরটি আর্ত বেদনার। একই কবিতায় পাশাপাশি শুনি দুটি সুর— 'ওড্ টু দ্য ওয়েস্ট উইণ্ড' (Ode to the West Wind = পশ্চিমা বাতাসের অর্থাৎ ঝড়ো বাতাসের প্রতি) কবিতায়। একবার শুনি কাতর বিলাপ ঃ "সংসারের কাঁটায় আমি ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত" ("I fall upon the thorns of life, I bleed"), আবার শুনি ঝড়ের কাছে তাঁর একাগ্র প্রার্থনা ঃ "হে ভয়ঙ্কর, তোমার শক্তি হোক আমার শক্তি, আমারই কণ্ঠে বাজুক ভাবী যুগের তূর্যধ্বনি।" ("Be thou, spirit fierce, / My spirit! Be thou me, impetuous one! * * * Be through my lips to unawakened earth / The trumpet of a prophecy!")'

গীতি-কবি হিসেবে তিনি শ্রেষ্ঠদের একজন, কোন সন্দেহ নেই। আবেগের তীব্রতা তাঁর কবিতায় ; ভাবের সঙ্গে কথার যেন আর ব্যবধান নেই ; শব্দ, ছন্দঃ—স্বতঃউৎসারিত, চেষ্টার চিহ্ন চোখে পড়ে না কোথাও। বড় কবিতাগুলিতে উচ্ছ্বাসের বাহুল্যে অথবা আদর্শবাদের আতিশয্যে শিল্পসুষমা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। অন্যত্র, কল্পনার ঐশ্বর্যে, বর্ণনার চমৎকারিত্বে, অনুভূতির গাঢ়তায় তাঁর রচনা অনুপম। বিশেষ করে প্রকৃতির বিচিত্র বর্ণসুষমা, দ্রুতগতিশীল রূপ, সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়াতীত ভাবের আভাস—এই সবের ব্যঞ্জনায় যেন তাঁর বিশিষ্ট

অধিকার। আশায় আকাঙ্ক্ষায় তিনি অধীর চঞ্চল—আবার বিশ্বাসে নিষ্ঠায় তিনি দৃঢ় স্থির। বুদ্ধির দীপ্তি তাঁর সব রচনার বৈশিষ্ট্য।

এ কথাও স্মরণীয়, ছাত্রজীবন থেকে বিজ্ঞানে তাঁর প্রবল অনুরাগ ছিল। আবেগপ্রবণতার সঙ্গে বিজ্ঞান-দর্শনের প্রতি আকর্ষণ—বিরল দৃষ্টান্ত, সন্দেহ নেই। 'ক্লাউড্' (Cloud = মেঘ) এবং অন্যান্য বহু কবিতায় তার নিদর্শন রয়েছে।

ভাবুকতা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ। প্রত্যক্ষ জগৎকে তাঁর মনে হয়েছে এক মহা-ভাবের অভিব্যক্তি, প্রেমময় এক অদৃশ্য সত্তার বহিঃপ্রকাশ। প্লেটোর দার্শনিক চিন্তা তাঁর মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে।

প্রবল স্বাধীনতাপ্রীতি, সাম্যের আদর্শ, শান্তিময় এক নূতন যুগের সম্ভাবনায় বিশ্বাস—শেলির কাব্যের এবং জীবনের কয়েকটি মূল কথা। সর্বপ্রকার প্রভুত্বের বিরুদ্ধে তিনি আবাল্য বিদ্রোহী। ধর্মে সমাজে, রাষ্ট্রে তিনি দেখেছেন মানুষকে শৃঙ্খলিত করবার, তার স্বচ্ছন্দ বিকাশে বাধা দেবার জটিল ষড়যন্ত্র। অবশ্য উচ্ছৃঙ্খলতা তাঁর কাম্য নয়। তিনি ভেবেছেন, মুক্তি পেলে মানুষ আপনিই বিবেকের বিধান মেনে চলবে। সে আশা হয়তো তাঁরই মত দু-একজন অসাধারণ ব্যক্তির ক্ষেত্রে সফল হতে পারে, সকলের ক্ষেত্রে নয়। কিন্তু তিনি ভাবুক, আদর্শবাদী, স্বপ্নদর্শী, তাই তাঁর কল্পনা অন্যতর।

'কুঈন্ ম্যাব্' (Queen Mab = রাণী ম্যাব্) এবং 'রিভোল্ট অব্ ইস্লাম' (Revolt of Islam = ইস্লামের বিদ্রোহ) কাব্যদ্বয়ে, আর 'হেলাস্' (Hellas) নাট্যকাব্যে তাঁর মুক্তি-কামনার প্রকাশ। প্রথম দুখানিতে মত-প্রচারের আগ্রহই মনে হয় বেশী। 'ম্যাব্' এক পরী-রাণী। একটি কুমারী মেয়ের আত্মাকে তিনি নিয়ে গেলেন স্বর্গরথে, তাকে শোনালেন পৃথিবীর ইতিহাস ; বললেন, 'স্বার্থপরতাই মানুষের দুঃখের কারণ। অপরকে সুখী করতে শেখো ('Learn to make others happy'—Queen Mab II)। দেখ চেয়ে দূর

পৃথিবীতে—কত দ্বন্দ্ব, কত সংঘর্ষ, অতীত কীর্তির কত ধ্বংসাবশেষ!··· শেষ হ'ক প্রভুত্বস্পৃহা, আসবে নূতন যুগ।'

'রিভোল্ট বব্ ইস্লাম'-এর পূর্বনাম 'লাওন অ্যাণ্ড সিথ্না' (Laon and Cythna)। লাওন আর সিথ্না—তরুণ আর তরুণী—একই আদর্শে উদ্বুদ্ধ, অত্যাচরিত দরিদ্র মুসলমান নরনারীর মধ্যে প্রচার করল স্বাধীনতার বাণী, আর তারই প্রতিষ্ঠাকল্পে দিল আত্মাহুতি।

'হেলাস্'—তুরস্কের শাসনের বিরুদ্ধে গ্রীসের বিদ্রোহ এবং স্বাধীনতা-ঘোষণা নিয়ে লেখা। স্মরণীয়, গ্রীসের স্বাধীনতা-যুদ্ধে যোগ দিতে গিয়েই বায়রন প্রাণ হারিয়েছিলেন।

এই স্বাধীনতার বাণীই সার্থকতর কাব্যরূপ পেয়েছে 'চেঞ্চি' (The Cenci) আর 'প্রমীথিয়ুস্ আন্‌বাউণ্ড' (Prometheus Unbound=মুক্ত প্রমীথিয়ুস্) এই দুখানি প্রসিদ্ধ নাট্যকাব্যে। গীতিকবি শেলির হাতে 'চেঞ্চি'র মত নাটকের সৃষ্টি বিস্ময়কর। এতে ভাবাবেগ নয়, স্বপ্নালুতা নয়, সংসারের দুঃখ-বেদনা ও নিষ্ঠুরতার রূঢ় চিত্র ফুটে উঠেছে। 'চেঞ্চি' ইটালির পুরনো কালের এক নৃশংস অত্যাচারী কাউণ্ট। আপন কন্যার উপরেও জঘন্য অত্যাচার করতে তিনি কুণ্ঠিত হননি। ক্ষুব্ধ সন্তান প্রতিহিংসা-বাসনায় হয়েছে উন্মত্ত। অবশেষে, কৃতকর্মের ফল ভোগ করেছেন কাউণ্ট। সমালোচকেরা (হার্ফোর্ড এবং কম্পটন রিকেট) বলেছেন, রোমান্টিক নাটক অপেক্ষা গ্রীক ট্রাজেডির সঙ্গেই এ নাটকের সাদৃশ্য বেশী।

'প্রমীথিয়ুস্ আন্‌বাউণ্ড' গ্রীক পুরাণ-কাহিনীর নব রূপায়ণ। গ্রীক গল্পে আছে: প্রমীথিয়ুস মানুষের জন্য স্বর্গ থেকে আগুন চুরি করে এনেছিলেন, তাকে শিখিয়েছিলেন সকল কলা ও বিজ্ঞান। তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে দেবতা জীয়ুস (Zeus=রোমান দেবতা জুপিটার) ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে বন্দী করে রাখেন ককেসাস্ পর্বতে। সেখানে এক ঈগল প্রতি রাত্রে আসত তাঁর মাংস খেতে। এই কাহিনী নিয়েই ইস্কাইলাসের নাটক 'প্রমীথিয়ুস্ বাউণ্ড' (Prometheus Bound=

বন্দী প্রমীথিয়ুস)। অতঃপর জীয়ুস্-পুত্র হারকিউলিস্ ঈগলটিকে মেরে তাঁকে উদ্ধার করেন। শেলির কাব্যে নির্যাতিত মানবের বেদনা নিয়ে দেখা দিয়েছেন প্রমীথিয়ুস। তাঁর মাতা ধরিত্রী, আর প্রিয়া এশিয়া—প্রেমের প্রতিমা। হিংসার বা অত্যাচারের প্রতীক জীয়ুস্। জগতের আদি শক্তি 'ডিমোগর্গন' (Demogorgon) জীয়ুস্‌কে সিংহাসনচ্যুত করেন, প্রতিষ্ঠিত হয় প্রেমের রাজত্ব। প্রমীথিয়ুস ও এশিয়ার মিলন-মঙ্গল গাইল বিশ্বভুবন, সে গানে যোগ দিলেন ধরিত্রী আর চন্দ্রমা। চাঁদ গাইলেনঃ "আমার নিষ্প্রাণ পাহাড়ের বরফ গলে' আজ হয়েছে জীবন্ত ঝর্না।···সাগরে বাতাসে উঠছে গান।···ঘন বর্ষায় নতুন কুঁড়িদের স্বপ্ন—সে যে প্রেমের, সে যে প্রেমের।" ধরিত্রী গাইলেনঃ "আমার মাটির অণুপরমাণুতে প্রেমের গভীর সঞ্চার।" ('It interpenetrates my granite mass.') প্রেমের অমোঘ শক্তিতে ছিল শেলির অটুট বিশ্বাস। পৃথিবীর সকল দুঃখ সকল অশান্তির মূলে অ-প্রেম। জগতের কল্যাণ প্রেমে। প্রকৃতির অন্তরে বিরাজ করছে এক চিরন্তন প্রেম-সত্তা (Spirit of Love)। যে দিন মানুষ তার সঙ্গে নিজের জীবনের সুর মেলাবে, সেই দিন পৃথিবীতে আসবে সত্যযুগ বা স্বর্ণযুগ (millenium)। এই সত্যযুগের স্বপ্ন তাঁকে বিভোর করেছিল। 'ওড্ টু দ্য ওয়েস্ট উইণ্ড' (Ode to the West Wind = পশ্চিমা বাতাসের প্রতি) কবিতার শেষেও ঐ একই স্বপ্নঃ "শীত যদি এসে থাকে, বসন্ত কি বেশী দূরে?" ('If Winter comes, can spring be far behind?') সেই বসন্তকে নিয়ে আসবার জন্যই তিনি আজ আবাহন করেছেন ঝড়কে, গেয়েছেন বিদ্রোহের গান।*

---

* হয়তো মনে পড়বে কাজী নজরুলের 'বিদ্রোহী'র পংক্তিগুলিঃ "যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না, / অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না, / মহা বিদ্রোহী রণক্লান্ত, / আমি সেই দিন হব শান্ত।"

'পিটার বেল দ্য থার্ড' (Peter Bell the Third) কাব্যে এবং 'সোয়েলফুট দ্য টাইরাণ্ট' (Swellfoot the Tyrant) নাট্যকাব্যে বেজেছে বিদ্রূপের সুর। এ দুখানি এবং 'চার্লস্ দ্য ফার্স্ট' (Charles the First) সাহিত্যগুণে তত সমৃদ্ধ নয়। বিদ্রোহী শেলির পরিচয় যেমন উপরি-উক্ত কাব্যগুলিতে, তেমনি তাঁর সৌন্দর্য ও প্রেম-ভাবনার পরিচয় 'অ্যালাস্টর' (Alastor), 'এপিসাইকিডিয়ন' (Epipsychidion), 'হিম্ টু ইন্টেলেকচুয়াল বিউটি'তে (Hymn to Intellectual Beauty)।

'অ্যালাস্টর' কথাটির মূল অর্থ প্রতিশোধকামী। শেলির কাব্যের নাম 'অ্যালাস্টর অর্ দ্য স্পিরিট অব্ সলিট্যুড্' (Alastor or the Spirit of Solitude=অ্যালাস্টর বা নির্জনতার আত্মা)। এর নায়ক এক তরুণ কবি তাঁর মানসী প্রিয়ার সন্ধানে বেরিয়েছেন। অন্তরে যাঁর ভাবমূর্তি, তাঁকেই তিনি খুঁজে ফিরছেন বাইরে—বনে, সমুদ্রে, পাহাড়ে, দেশ-দেশান্তরে। ধরা দিয়েও সে ধরা দেয় না। কতবার ভোরের আলোয়, সন্ধ্যার ছায়ায়, রাতের জ্যোৎস্নায় মনে হয়েছে ঐ তো সে, কিন্তু দেখতে দেখতে স্বপ্নের মত সে মিলিয়ে গেছে।

সে যে বিদেহিনী, স্বপ্নলোকবাসিনী, মূর্তিতে তো ধরা দেয় না। রূপে রূপে সেই রূপময়ীর আভাস, কিন্তু চির-অবঞ্চনা সে, "শুধু পালিয়ে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায়, ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে।" আদর্শকে বাস্তবে না পেয়ে হতাশায় কবি ভেঙে পড়লেন, তাঁর মৃত্যু হল। এ কাহিনী রূপক। বস্তুতঃ এ তাঁরই অন্তর্জীবনের চিত্র। তিনিই খুঁজেছিলেন তাঁর মানসীকে সকল সৌন্দর্যে আর ভালোবাসায় — কখনও হ্যারিয়েটে, কখনও মেরীতে, কখনও প্রকৃতিতে, কখনও মানব-প্রেমে। সে মায়াবিনী কল্পনার জগতেই রয়ে গেল চিরকাল।

তাঁর চিরদিন মনে হত, সৌন্দর্য ও প্রেমের এক অতীন্দ্রিয় সত্তার (Spirit of Beauty and Love) দিব্য বিভূতিতে বিশ্বজগৎ

পরিপূর্ণ। আমাদের মনে বিরাজ করে তারই একটি অখণ্ড আদর্শ। সেই আদর্শের আলো যেখানে পড়ে, সেখানেই দেখি সুন্দর, সেখানেই ভালোবাসি। সৌন্দর্য আর প্রেম—একে অন্যের পরিপূরক ('Love is inevitably consequent upon the perception of loveliness.'—Notes on Queen Mab : Shelley)।

'অ্যালাস্টর'-এর অনুরূপ আর একটি কবিতা তিনি লিখেছিলেন পরবর্তীকালে—'প্রিন্স অ্যাথানিজ' (Prince Athanese)। এতেও প্রিন্স বেরিয়েছেন তাঁর 'মানসী'র অন্বেষণে—যে তাঁর মনোময়ী প্রতিমার মানবীমূর্তি। যে নারীকে ভালোবাসতে গেলেন, সে করল ছলনা। আশা-ভঙ্গে হল তাঁর জীবনের অবসান।

নারীর দৈহিক রূপ একান্ত নয় শেলির কাছে, তিনি চান তাঁর ভাব-প্রতিমাকে। কারা-বন্দিনী সুন্দরী ইটালীয় মেয়ে এমিলিয়া ভিভিয়ানিকে (Emilia Viviani) দেখে এক সময়ে তাঁর মনে হয়েছিল, এই তাঁর কল্পনার আদর্শ নারী। তাকেই উদ্দেশ করে লিখেছিলেন 'এপিসাইকিডিয়ন' (Epipsychidion = মানসী)। সেখানে তিনি বলেছেন: "তুমি যেন কোন্ স্বপ্নের সোনালী ছায়া।… যে প্রেম-চন্দ্রমার গতি-প্রভাবে জীবনের ধূসর তরঙ্গমালা উচ্ছ্বসিত, তুমি যেন তারই কোমল প্রতিবিম্ব।…বহু মানবী মূর্তিতে আমি খুঁজেছি আমার মানসী প্রতিমার প্রতিরূপ। কেউ বা ছিল রূপসী, কেউ বা বুদ্ধিমতী, কিন্তু রূপ হারিয়ে যায়, মধুর ভাষায় থাকে ছলনা। …আহত, ক্লান্ত, রুদ্ধশ্বাস, চিন্তাকাতর আমি,…কে যেন এলো আমার সম্মুখে—স্বপ্নের দিব্যমূর্তি—আকাশের উজ্জ্বল দীপমালার রাণী চন্দ্রমার মত, যার স্মিত আভায় সবই ওঠে সুন্দর হয়ে।…ঝড়ের হাওয়ায় ঘুমের সমুদ্র হল বিক্ষুব্ধ, চন্দ্রমা হল আবৃত।…সেই স্বপ্নমূর্তিই এতকাল অবগুণ্ঠিত থেকে দেখা দিল আজ এমিলি-রূপে!"

'হিম্ টু ইন্টেলেক্চুয়াল বিউটি'তেও (Hymn to Intellectual Beauty = মানস-সুন্দরীর স্তব) এই ভাব-কল্পনার দৃষ্টান্ত:

"অয়ি সৌন্দর্যলক্ষ্মি, মানুষের ভাব অথবা রূপ, যার উপরে তুমি কিরণ ছড়াও, তাকেই তোলো আপন রঙে রঙিন করে।" ('Spirit of Beauty, that dost consecrate / With thine own hues all thou dost shine upon / Of human thought or form.') সৌন্দর্য আর প্রেম—তাঁর কেবলই মনে হয়েছে—কোন্ অশরীরী সত্তার স্বর্গীয় জ্যোতিঃ।

আত্যন্তিক ভাবুকতার জন্য তাঁকে মনে হয় আকাশচারী, আর তাঁর কাব্যকে মনে হয় বায়বীয় (etherial)। তাতে বস্তুভার যেন কিছুমাত্র নেই। সেই জন্যই তাঁর অন্যতম চরিতকার আন্দ্রে মরোয়া (Andre Maurois) তাঁকে 'এরিয়েল্' (Ariel)-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি যেন আলোকদূত। মাটিতে পা ফেলে তাঁর চলা নয়, শূন্যে উড়ে চলা।

ওঅর্ড্স্ওঅর্থ্-ও জগতের অন্তরালে এক অদৃশ্য সত্তার কল্পনা করেছেন, সে সত্তা প্রাণময়ী, চেতনাময়ী। শেলি যাঁকে কল্পনা করেছেন, তিনি সৌন্দর্য ও প্রেমময়ী। দু'জনের মনের গড়ন দু'রকম। ওঅর্ড্স্ওঅর্থ সাধারণতঃ শান্ত সমাহিত, শেলি অশান্ত চঞ্চল। ওঅর্ড্স্ওঅর্থ লৌকিক জগৎকে স্বীকার করেন, অলৌকিক রহস্যও অনুভব করেন। শেলি এ বাস্তব জগতের ঊর্ধ্বে কোন্ ভাব-লোকে উধাও হয়ে যান। সেইজন্যই সমালোচকেরা বলেছেন, ওঅর্ড্স্ওঅর্থ যেন তাঁরই 'স্কাইলার্ক'-এর মত "আকাশ আর নীড়ের মিলনে বিশ্বাসী" ('True to the kindred points of heaven and home.') আর শেলি তাঁর স্কাইলার্ক-এর অনুরূপ : "পৃথিবী ছেড়ে উপরে, আরও উপরে উড়ে চলেছ আগুন-মেঘের মত।" ('Higher still and higher / From the earth thou springest / Like a cloud of fire.')

আমাদের রবীন্দ্রনাথকে এক সময়ে শেলির সঙ্গে তুলনা করা হত। সামগ্রিক ভাবে সে তুলনা করা চলে না। রবীন্দ্র-প্রতিভা বহুমুখী

এবং বহু কবির কাব্য থেকে তিনি প্রেরণা পেয়েছেন। স্বভাবতঃ শান্ত, সংযত, তাঁর মন অনেকটা ওঅর্ড্স্ওঅর্থের মত। কিন্তু তাঁর সৌন্দর্য ও প্রেম-ভাবনা শেলিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। 'মানস-সুন্দরী' আর 'ইন্টেলেকচুয়াল বিউটি'—নাম দুটিতে সাদৃশ্য আছে। 'মানসী'র কল্পনা শেলির অনুরূপঃ মনের মানুষকেই খুঁজে ফিরি বাইরে, আদর্শ ধরা দেয় না বাস্তবে। তাই ব্যথিত হৃদয় প্রশ্ন করে—"কেন তুমি মূর্তি হয়ে এলে/রহিলে না ধ্যান-ধারণার?" (পুরুষের উক্তিঃ রবীন্দ্রনাথ) কখনও বা শুনি কাতর জিজ্ঞাসাঃ "সেই তুমি/মূর্তিতে কি দিবে ধরা? এই মর্ত্য ভূমি/পরশ করিবে রাঙা চরণের তলে?" শেলির 'স্পিরিট্ অব বিউটি' বা সৌন্দর্যলক্ষ্মীর মতই 'মানস-সুন্দরী'র রূপের লীলা বিশ্বভুবনে—"এখন ভাসিছ তুমি/অনন্তের মাঝে; স্বর্গ হতে মর্ত্যভূমি/করিছ বিহার; সন্ধ্যার কনকবর্ণে/রাঙিছ অঞ্চল; উষার গলিত স্বর্ণে গড়িছ মেখলা।" 'মানসী', 'চিত্রা', 'সোনারতরী' —সর্বত্রই কবি তাঁর ভালোবাসা নিবেদন করেছেন ভাব-লোক-বাসিনী প্রিয়ার কাছে। মর্ত্যের প্রিয়ার মুখে সেই 'মানসী'রই ছায়া; প্রকৃতির রূপেও তাই। ভালোবাসা—তাঁর কাছে, এবং শেলির কাছেও —আত্মার স্ফুরণ, দেহ-লালসা নয়। শেলির আদর্শ, এক্ষেত্রে, প্লেটোর অনুগামী। 'অ্যালাস্টরে', 'প্রিন্স্ অ্যাথানিজে' এবং আরও দু'একটি কবিতায় শেলি বর্ণনা করেছেন, তাঁর কল্পনার প্রিয়া যেন তাঁকে নিয়ে চলেছেন কোন্ স্বপ্নতরীতে নিরুদ্দেশের পানে। মনে পড়ে যায় 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র সুন্দরীকে। বহু কবিতায় রবীন্দ্রনাথ শেলির মতই স্বপ্নচারী। সূক্ষ্ম ছায়াময় সংকেতধর্মী ছবিতে এবং প্রকৃতি-বর্ণনার বিচিত্র বর্ণবিলাসেও উভয়ের সাদৃশ্য আছে। বিহারীলাল রবীন্দ্রনাথের কাব্যগুরু। তাঁর 'সারদা'-কল্পনার সঙ্গে শেলির 'স্পিরিট অব বিউটি'র তুলনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এ কল্পনা সম্ভবতঃ তাঁরও অন্তরকে গভীর ভাবে স্পর্শ করেছে। এইখানেই মিল। অন্যথা, শেলির অশান্ত বিদ্রোহী প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর বেশী মিল নেই।

'অ্যাডোনেইস্' (Adonais) কীট্সের মৃত্যুতে লেখা অতুলনীয় শোক-কবিতা। কবিতাটি দীর্ঘ, কিন্তু শ্লোকের পর শ্লোকে রমণীয় চিত্রমালায় এবং ভাবের মহিমায় তা আমাদের অভিভূত করে। অতীন্দ্রিয় রহস্যের আকর্ষণ শেলির অন্যান্য কবিতার মত এখানেও পরিস্ফুট।

"তিনি জীবিত, তিনি জাগ্রত; মৃত্যুই মৃত, তিনি নন। 'অ্যাডোনেইস্'-এর জন্য শোক করো না, ওগো তরুণী উষা। দীপ্ত ক'রে তোলো তোমার শিশিরবিন্দুগুলিকে, যে প্রাণের জন্য তোমার শোক, যায়নি সে। ...প্রকৃতির সঙ্গে সে গেছে এক হয়ে। বজ্রনির্ঘোষ থেকে রাত্রিবেলাকার পাখীর গান পর্যন্ত তার সকল সঙ্গীতে শোনা যায় তাঁরই কণ্ঠস্বর।* যে শক্তি তাঁকে সংহরণ করে নিয়েছেন নিজের মধ্যে, যিনি জগৎকে পোষণ করছেন মূলদেশে আর আলোকিত করছেন উর্ধ্বভাগে,—যেখানে তাঁর সঞ্চার, সেখানেই সে-কবিও আছেন ব্যাপ্ত—আলোয়, অন্ধকারে, লতাগুল্মে, পাষাণে। ...যে-সৌন্দর্যকে তিনি একদিন তুলেছিলেন আরও সুন্দর করে, আজ তিনি তারই অঙ্গীভূত।...'এক'-ই চিরস্থায়ী, 'বহু' রূপান্তরের পথে করে অন্তর্ধান।...স্বর্গের আলো চিরউজ্জ্বল, মর্ত্যের ছায়া দ্রুত অপসৃত নানারঙে রঙিন কাচের চূড়ার (গম্বুজের) মত জীবন অনন্তের শুভ্র রশ্মিকে করে বিচিত্রবর্ণ, তার পর মৃত্যু এসে একদিন তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়ে যায়।"

'অ্যাডোনেইস্', নামকরণে আছে গ্রীক পুরাণ কাহিনীর প্রভাব। পরম সুন্দর তরুণ যুবা 'অ্যাডোনিস্' (Adonis) ছিলেন সৌন্দর্যের দেবী 'অ্যাফ্রোডাইটি'র (Aphrodite = রোমানদের 'ভিনাস্') প্রিয়। একদিন মৃগয়ায় গিয়ে তিনি আহত হন, ফলে তাঁর প্রাণবিয়োগ হয়। সে বিচ্ছেদ অসহ্য হয় অ্যাফ্রোডাইটির। অতঃপর পাতালের দেবতারা

---

* মনে পড়ে, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যুতে লেখা রবীন্দ্রনাথের কবিতা: "কোকিলের কুহরবে, শিখীর কেকায়/দিয়েছ সঙ্গীত তব।"

অনুমতি করেন যে তিনি প্রতি বৎসর ছ'মাসের জন্য আসবেন পৃথিবীতে, থাকবেন সৌন্দর্যদেবীর সঙ্গে। শেলির কল্পনায় কীটস্ যেন সেই অ্যাডোনিস্। সৌন্দর্যদেবী আর সেই সৌন্দর্যপূজারী অবিচ্ছিন্ন। রূপারতির কবি আজ অলক্ষিতে প্রকৃতির সকল সৌন্দর্যে আছেন মিশে। অ্যাডোনিসের মতই আঘাতের ফলে তাঁর মৃত্যু ; দেহের আঘাত নয়, মনের আঘাত, অরসিক সমালোচকদের নিষ্ঠুর দন্তাঘাত।—ইংরেজী ভাষার অপর দুটি বিখ্যাত শোক-কবিতা (elegy)—মিল্টনের 'লিসিডাস্' (Lycidas) এবং টেনিসনের 'ইন্ মেমোরিয়াম' (In Memoriam = স্মরণে)।

শেলির অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বড় কবিতা : 'রোজালিণ্ড অ্যাণ্ড হেলেন' (Rosalind and Helen), 'জুলিয়ান অ্যাণ্ড মাড্ডালো' (Julian and Maddalo), 'দ্য মাস্ক অব্ অ্যানার্কি' (The Mask of Anarchy) এবং 'দ্য উইচ্ অব অ্যাটলাস্ (The Witch of Atlas = অ্যাট্লাস্ পাহাড়ের যাদুকরী)। প্রথম দু'টি এবং শেষেরটি আখ্যানমূলক। দ্বিতীয়টিতে, একটি গল্পের সূত্রে— মনের উপর মানুষের কতটা অধিকার, তার আলোচনা। আলোচনা-কারী জুলিয়ান ও মাড্ডালো প্রকৃতপক্ষে শেলি আর বায়রন। 'উইচ অব অ্যাট্লাসে' এক কল্যাণী যাদুকরীর কল্পনা আছে। আর 'মাস্ক অব অ্যানার্কি'-তে শুনি অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বাণী।

রোমান্টিক যুগের কবিগণ প্রায় সকলেই প্রকৃতির কবি। ওঅর্ডস্ওঅর্থের গভীরসঞ্চারী দৃষ্টি পেয়েছে সর্ববস্তুতে প্রাণের সন্ধান, কীট্স্ দেখেছেন সর্বেন্দ্রিয়-বিমোহিনী পরিপূর্ণা। প্রকৃতির রূপ, আর শেলির মন কল্পনায় আত্মহারা, সর্বত্র দেখেছে কোন্ মানসীর রূপছায়া।

গীতিকবি শেলির ছোট ছোট কবিতাগুলিতে শুনি তাঁর উদ্বেলিত হৃদয়ের গান, কখনও বিষণ্ণ ব্যাকুল, কখনও বিক্ষুব্ধ অধীর। প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলিও তিনি এঁকে গিয়েছেন নিপুণ হাতে, আলো-ছায়ায় রঙে রঙে মায়াময় করে। তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ বোধ হয়

এইগুলিতেই। 'লাইন্‌স্ রিটন্ অ্যামং দ্য ইউগেনিয়ান হিলস্' (Lines Written among the Euganean Hills= ইউগেনিয়ান পাহাড়ে লেখা পংক্তিনিচয়), 'স্ট্যাঞ্জাজ্‌ রিটন্ ইন ডিজেক্‌শন্ নিয়ার নেপল্‌স্' (Stanzas Written in Dejection near Naples=নেপল্‌স্-এর ধারে নিরাশায় লেখা কতিপয় স্তবক), 'ওড্‌ টু দ্য ওয়েস্ট উইণ্ড' (Ode to the West Wind=পশ্চিমা বাতাসের প্রতি), 'দ্য ক্লাউড' (The Cloud=মেঘ), 'টু এ স্কাইলার্ক' (To a Skylark=চাতকের প্রতি), 'দ্য ইণ্ডিয়ান সেরিনেড' (The Indian Serenade=ভারতীয় প্রণয়গীতি), 'টু নাইট' (To Night=রাত্রির প্রতি), 'এ ল্যামেণ্ট' (A Lament=বিলাপ) তাঁর কয়েকটি সুপরিচিত গীতিকবিতা।

'ওয়েস্ট উইণ্ড'-র তুলনা নেই। আকাশ সমুদ্র জুড়ে ঝড়ের প্রচণ্ড আলোড়ন এতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। "বায়ুস্রোতে খসে পড়ে মেঘেরা জীর্ণ পাতার মত।" কিন্তু শুধু ঝড়ের বর্ণনা নয়। কবি এই ঝড়ের শক্তি প্রার্থনা করেছেন নিজের মধ্যে। তাঁর বাণী ছড়িয়ে পড়ুক দিক্‌দিগন্তে, পৃথিবীতে সূচনা করুক নবজীবনের। "শীত যদি এসে থাকে, বসন্ত কি বেশী দূরে?"—এর সঙ্গে আংশিক সাদৃশ্য আছে রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষশেষের', কিন্তু বর্ষশেষ দীর্ঘতর বলে এর মত গাঢ় সংহত রূপ সেখানে নেই। 'ইউগেনিয়ান পাহাড়ে' চারদিকের শোভা দেখতে দেখতে কবি অনুভব করেছিলেন, দুঃখময় জীবনে প্রকৃতি এনে দেয় আনন্দের স্পর্শ; "বেদনার সাগরে মাঝে মাঝে দেখা দেয় সবুজ দ্বীপ।" হয়তো একদিন মানুষ প্রকৃতির প্রভাবে মুক্ত হবে হিংসা বিদ্বেষ থেকে, মিলিত হবে প্রেমের মন্ত্রে।

'নেপল্‌সের ধারে' সমুদ্রতীরেও তাঁর অশান্ত তপ্ত হৃদয় ক্ষণিক আরাম পেয়েছিল প্রকৃতির স্নিগ্ধ স্পর্শে। "আতপ্ত রৌদ্র, পরিষ্কার আকাশ, ঢেউগুলি নেচে নেচে চলেছে ঝিক্‌মিক্ করে। নীল দ্বীপ আর বরফ-শাদা পাহাড়ে রক্তাভ মধ্যাহ্নের স্বচ্ছ শোভা।…নগরীর

কলরব মৃদু হয়ে আসে নির্জনতার স্বরের মত।...আশাহীন, স্বাস্থ্যহীন, শান্তিহীন আমি। যোগীরা ধ্যানে লাভ করেন যে পরম সম্পদ সন্তোষ, তাও আমার অনায়ত্ত। চতুর্দিকে কতজনকে দেখি, হেসে খেলে দিন কাটায়, বলে, সুখের জীবন ; আমার পেয়ালা পূর্ণ অন্য রসে। কিন্তু নিরাশাও এখন মৃদু হয়ে আসে বাতাস আর জলরাশির মত।" [রবীন্দ্রনাথ-কৃত এ কবিতার অনুবাদ আছে তাঁর 'কড়ি ও কোমলে'।]

'ক্লাউড্' এবং 'স্কাইলার্ক'-এ লক্ষ্য করি তাঁর কল্পনার বিদ্যুৎগতি। ছবির পর ছবি এঁকে তিনি বর্ণনা করেছেন মেঘের বিচিত্র লীলা আর চাতক পাখীর দ্রুত ঊর্ধ্ব বিহার। ছন্দ-হিল্লোলে এবং চিত্রের বর্ণাঢ্যতায় 'ক্লাউড' অনুপম। [এর ছন্দভঙ্গি অনুসরণ করে অনুবাদ করেছেন জনৈক বাঙালী কবি ঃ "তৃষ্ণাকাতর ফুলের তরে/বৃষ্টিধারা বহন করে/সাগর হতে নিঝর হতে আনি।" আর, 'স্কাইলার্ক'-এর ভাবানুসরণে ৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন 'চাতক পক্ষীর প্রতি'।]

'স্কাইলার্ক' উড়ে চলেছে দূর আকাশে। "তুমি তো পাখী নও, কোন্ আনন্দ-দূত, স্বর্গ থেকে ঢেলে দাও তোমার সম্পূর্ণ হৃদয়—স্বতঃস্ফূর্ত গানের ধারা। ঊর্ধ্বে, আরও ঊর্ধ্বে, পৃথিবী থেকে অনেক উপরে উড়ে চলেছ আগুন-মেঘের মত। গহন নীলিমায় মেলেছ তোমার ডানা। যত গাও তত উড়ে যাও, যত উড়ে যাও, তত গান গাও। সন্ধ্যা-সূর্যের সোনার ঝিলিক লেগে মেঘ ওঠে রঙিন হয়ে. তারই মধ্য দিয়ে ভেসে চল, উড়ে চল তুমি, অশরীরী আনন্দের মত —সদ্য সুরু হল যার যাত্রা।...ভাবের জ্যোতির্মণ্ডলে যেন কোন অদৃশ্য কবি, আপন মনে চল গান গেয়ে, দীর্ঘ-উপেক্ষিত আশা আর ভয়ের কথা পৃথিবীকে শোনাবে বলে, অনুকম্পায় তার মন গলাবে বলে।" মনে হয়, এ স্কাইলার্ক যেন শেলিরই অন্তরাত্মা, ভাবলোকে যার বিহার, যুগান্তরের স্বপ্ন যার গানে গানে। 'টু নাইট' কবিতাটি

তাঁর মৃত্যুর আগের বছরে লেখা। তাতে মৃত্যুকে বলেছেন তিনি রাত্রির সহোদর, আর সুপ্তিকে রাত্রির শিশু। ক্লান্তির সুর কবিতাটিতে সুস্পষ্ট। 'এ ল্যামেণ্ট' কবিতাতেও যেন চির-বিদায়ের ইঙ্গিত: "হায় পৃথিবী, হায় জীবন, হায় কাল! আমি আজ শেষ সোপানে উপনীত। পূর্বে যেখানে ছিলাম, তার পানে চেয়ে কাঁপছি। তোমার আদি গৌরব কবে ফিরে আসবে? কখনও নয়, কখনও নয়।" এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ে তাঁর মৃত্যুর স্বল্পকাল পূর্বে রচিত দীর্ঘ কবিতা 'দ্য ট্রায়াম্ফ অব্ লাইফ'-এর The Triumph of Life = জীবনের জয়) কথা। শেলির মন চিরদিনই তত্ত্বান্বেষী, জীবন-রহস্যের অর্থ-সন্ধানী। প্রকৃত জীবনকে তাঁর মনে হয়েছে রঙীন পর্দা ('painted veil'), আসল সত্য লুকিয়ে আছে আড়ালে। 'অ্যাডোনেইস্'-এ তিনি বলেছিলেন: "রঙিন কাচের চূড়ার মত এ জীবন অসীমের শুভ্র জ্যোতিঃকে করে নানা বর্ণে অনুরঞ্জিত।" এ কবিতায় সংসারের ধন, জন, মান, রূপ ও প্রতাপের অনিত্যতা স্মরণ করে তিনি শেষ ছত্রে বলেছেন: "তবে জীবন কি?—চেঁচিয়ে উঠলাম আমি।" ('Then what is life? I cried.')

রবীন্দ্রযুগের বাঙালী কবিগণের উপর ইংরেজী রোমান্টিক কাব্যের প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক। অবশ্য শেলির তীব্র আবেগ, ভাষার দীপ্তি এবং সূক্ষ্ম ভাবুকতা একমাত্র রবীন্দ্র-কাব্যেই মিলতে পারে। তাঁর 'প্রতিধ্বনি' 'মানস-সুন্দরী' এবং 'উর্বশী' স্মরণ করিয়ে দেয় 'ইণ্টেলেকচুয়াল বিউটি'কে; 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় হয়তো পড়েছে 'অ্যালাস্টর'-এর ছায়া; 'বর্ষশেষ আর 'ওয়েস্ট উইণ্ড'-এর সাদৃশ্যও লক্ষণীয়। মোহিতলাল মজুমদারের 'পুরুরবা' ও 'মানস-লক্ষ্মী'তেও 'অ্যালাস্টর' ও 'ইণ্টেলেকচুয়াল বিউটি'র প্রভাব আছে বলে মনে হয়। তা ছাড়া শেলির কবিতার অনুবাদ করেছেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি।

জন কীট্‌স্ (John Keats : ১৭৯৫-১৮২১)

১৭৯৫-এর ১৯শে অক্টোবর জন্ম, ১৮২১-এর ২৩শে ফেব্রুয়ারি মৃত্যু—মাত্র পঁচিশ বছর কীট্‌সের আয়ুষ্কাল। তবু সাহিত্যে তাঁর নাম অক্ষয় হয়ে আছে। রোমান্টিক যুগের কবিগণের মধ্যে বয়সে তিনি সবার ছোট, কিন্তু শিল্পী-হিসাবে, অনেকের মতে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। সর্বশ্রেষ্ঠ বলবার কারণ এই যে, ওঅর্ডস্‌ওঅর্থ বড় কবি হলেও সতর্ক শিল্পী নন ; কোল্‌রিজ অলৌকিক-কাহিনী-রচনায় দক্ষ, কিন্তু তাঁর ভাব-বৈচিত্র্য কম ; বায়রন প্রায়ই অগভীর ; শেলি অনেক সময়ে সামাজিক বা নৈতিক আদর্শের ঝোঁকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছেন ; পরন্তু কীট্‌স্—কি রূপকল্পনায়, কি শব্দচয়নে, কি মাত্রাবোধে—নিখুঁত।

আরও বিস্ময় বোধ করি, যখন জানি, নিতান্ত গরীব ঘরে এক আস্তাবলের মধ্যে তাঁর জন্ম। তাঁর বাবা ছিলেন আস্তাবলের রক্ষক। শিক্ষাদীক্ষা সংস্কৃতির অনুকূল পরিবেশ তাঁর ছিল না। ন বছরে পিতৃবিয়োগ, আর পনেরো বছরে মাতৃবিয়োগ হয়। তারপর আর অল্পদিন তিনি পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন এন্‌ফীল্ডের এক স্কুলে। তবে স্কুলের পরিচালক মিঃ ক্লার্ক তাঁকে স্নেহ করতেন, এবং তাঁর পুত্র কাউডেন ক্লার্কের সঙ্গে কীট্‌সের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়েছিল। ঐ বন্ধুর কাছ থেকেই তিনি প্রথম পড়তে পেয়েছিলেন স্পেন্সার-এর 'ফেয়ারি কুঈন'। এ কাব্য তাঁর মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

অনতিবিলম্বে তাঁকে কাজ শিখতে যেতে হয় একজন অস্ত্র-চিকিৎসকের কাছে। তাঁর সহকারীরূপে পাঁচ বছর শিক্ষানবিশির পর তিনি যান লণ্ডনের হাঁসপাতালে। সেখানেও কাটে দু বছর। ভাল না লাগলেও তিনি কাজে অবহেলা করেননি। কাব্যচর্চা সঙ্গে সঙ্গে চলছিল। মনের টান ছিল সেই দিকেই। এক দিনের কথা তিনি বন্ধুর কাছে বলেছিলেন : "বক্তৃতা হচ্ছিল, এমন সময়ে

ঘরের মধ্যে সূর্যরশ্মি এসে পড়ল ; আর ঐ আলোয় ভেসে এসে পড়ল কারা একদল প্রাণী ; আমি তাদের সঙ্গে তখনই চলে গেলাম ওবেরনের দেশে, পরীরাজ্যে।"* ১৮১৭-তে তিনি হাঁসপাতালের কাজ ছেড়ে দেন। ঐ বছরেই তাঁর প্রথম কাব্য 'পোয়েম্স্' (Poems) প্রকাশিত হয়। সে কাব্যের সমাদর অল্প লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পরের বছর বেরোয় 'এণ্ডীমিয়ন' (Endymion) কাব্য। 'ব্ল্যাকউডস্ ম্যাগাজিন' (Blackwood's Magazine) এবং 'কোয়ার্টার্লি রিভিয়ু' (Quarterly Review) তার নিন্দা করে। অবশ্য সে নিন্দা অযৌক্তিক। কেউ কেউ বলেছেন, ঐ নিন্দার ফলেই তাঁর শরীর মন তাড়াতাড়ি ভেঙে পড়ে এবং তাঁর অকালমৃত্যু ঘটে। শেলি তাঁর 'অ্যাডোনেইস্'-এ সেরকম ইঙ্গিত করেছেন। বায়রনও একটি ব্যঙ্গ-কবিতায় লিখেছেন ঃ "কে মেরেছে কীট্স্কে? কোয়ার্টার্লি বলেন—আমি।" কিন্তু সম্ভবতঃ সে অনুমান ঠিক নয়। সমালোচকের মন্তব্যকে উপেক্ষা করবার মত মনের জোর তাঁর ছিল। তিনি এ বিষয়ে বলেছিলেন ঃ "বিমূর্ত (abstract) সৌন্দর্যের উপাসক নিজেই নিজের কঠোর সমালোচক। তার মনে নিন্দা-প্রশংসার ক্রিয়া নিতান্তই ক্ষণিক। ব্ল্যাকউড বা কোয়ার্টার্লি আমাকে যেটুকু ব্যথা দিতে পারে তার শতগুণ বেদনা আমি পেয়েছি নিজেই নিজের সমালোচনায়।" নিজের রচনা নিয়ে তিনি অহংকারও করেননি, অপরের সমালোচনায় ভেঙেও পড়েননি ; বিচারের ভার কালের হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত থেকেছেন।

মিল্টন বলেছেন ঃ "কবিতা হওয়া উচিত সরল, ইন্দ্রিয়মাধুরীময়, আবেগপূর্ণ ('Poetry should be simple, sensuous and impassioned')।" কীট্সের কাব্য যে ইন্দ্রিয়মাধুরীময়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বস্তুতঃ রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শের এমন মোহময়

* ওবেরন (Oberon) : পরীদের রাজা ; টাইটানিয়ার স্বামী।

আবেদন কম কবির কাব্যেই মেলে। একখানা চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "বড়ো কবির কাছে সৌন্দর্যবোধই সকলের উপরে। অথবা, বলতে গেলে, সেই বোধই তাঁর অন্য ভাবনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।" তাঁর তীক্ষ্ণ সৌন্দর্যবোধের প্রমাণ রয়েছে তাঁর কবিতায়, কিন্তু তা নিয়ে তাঁর গর্ব ছিল না। একটি সহজ নম্রতা তাঁর চরিত্রকে ভূষিত করেছে। তিনি বলেছেন: "কিছুই আমি জানি না, কিছুই আমি পড়িনি। আমি সলোমনের উপদেশ মেনে চলতে চাই—শিখতে থাকো, বুঝতে চেষ্টা করো।" আবার অন্যত্র: "আমার অভিযোগ করবার কিছু নেই। যা সত্যই সুন্দর, তার সমাদর হবেই, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। যদি 'ওথেলো' লিখতে পারতাম, অবশ্যই প্রশংসা পেতাম। আমি ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করব।"

তাঁর লেখার অসামান্য উৎকর্ষ এসেছে ঐকান্তিক সাধনা থেকে। অথচ কদিনই বা তিনি সময় পেয়েছিলেন? মাত্র তিন বছরের সৃষ্টি নিয়েই তিনি অমর।

'এণ্ডীমিয়ন প্রকাশের পর থেকেই তাঁর শরীর ভেঙে পড়ে। দেখা দেয় যক্ষ্মা। সাংসারিক অভাব অনটন, কাব্যচর্চার পরিশ্রম, আর ফ্যানি ব্রন নামে একটি মেয়ের প্রতি আসক্তি—তাঁর মনকে রেখেছে অশান্ত। ফলে, ক্ষয় দ্রুততর হয়েছে। স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য তিনি ওয়াইট দ্বীপে ও লেক অঞ্চলে কিছুদিন কাটিয়েছিলেন, কিন্তু বিশেষ ফল হয়নি। ফ্যানি ব্রনকে (Fanny Brawne) বিবাহ করবার আকাঙ্ক্ষা তাঁর দারিদ্র্য এবং রোগের জন্য জীবনে অপূর্ণ রয়ে গেছে।

১৮২০-তে প্রকাশিত হয় তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থ 'লামিয়া অ্যাণ্ড আদার পোয়েম্‌স্' (Lamia and other Poems)। 'লামিয়া' ছাড়া এতে আছে 'ইজাবেলা' (Isabella), 'ইভ্ অব্ সেণ্ট অ্যাগ্নিস্' (Eve of St. Agnes), 'হাইপীরিয়ন' (Hyperion) এবং

বিখ্যাত 'ওড্'(Ode) গুলি।* 'এডিনবরা-রিভিউ'তে (Edinburgh Review) এ-বইয়ের উচ্চ প্রশংসা হয়েছিল। 'ওথো দ্য গ্রেট' (Otho the Great) এবং 'কিং স্টীফেন' (King Stephen) নামে দুখানি নাটকও তিনি রচনা করে গেছেন।

ফ্যানি ব্রন রোগশয্যায় তাঁকে শুশ্রূষা করেছেন। তাঁকে ছেড়ে দূরে যেতে তাঁর ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু রোগ বেড়ে চলল। ইতঃপূর্বে ইটালিতে যাবার জন্য শেলির আমন্ত্রণ তিনি উপেক্ষা করেছিলেন। ১৮২০ 'র শেষ দিকে চিত্রশিল্পী বন্ধু সেভার্ন (Severn)-এর সঙ্গে তিনি ইটালী রওনা হলেন। সেখানে ১৮২১-এর ফেব্রুয়ারিতে ঐ বন্ধুর কোলে মাথা রেখে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর বন্ধুদের অনুরোধ করেছিলেন, তাঁর কবরে যেন লিখে দেওয়া হয়—

"এখানে যাহার সমাধিশয়ন
নাম তার শুধু জলের লিখন।"

বন্ধুভাগ্য তাঁর ভালই ছিল। লী হাণ্ট কৈশোরকাল থেকে তাঁর উৎসাহদাতা। সেভার্ন শেষ জীবনের প্রধান সঙ্গী। বায়রন এবং শেলির সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হয়েছিল এবং শেলি তাঁর মৃত্যুতে অমর কবিতা 'অ্যাডোনেইস্' রচনা করেছিলেন।

তাঁর প্রথম দিকের রচনায় একটি রূপমুগ্ধ মনের কোমল স্পর্শ অনুভব করি। ফুলের পাপড়ির মত ভাব, আর ফুলের পাপড়ির মত ভাষা। ভাবপ্রবণতা আছে, কিন্তু মাধুর্য অস্বীকার করতে পারি না।

---

* 'ওড্' (Ode): গ্রীক ভাষায় এর অর্থ গান। পরবর্তী কালের সাহিত্যে, গম্ভীর ভাবপূর্ণ একশ্রেণীর গীতি-কবিতাকে বলা হয়েছে 'ওড্'। এই কবিতা কাউকে উদ্দেশ করে লেখা হয়। বাংলায় একে অনেকে বলেছেন 'প্রশস্তি-কবিতা'। প্রাচীন গ্রীসে পিণ্ডার-চরিত ওড্গুলি এবং নাটকের অন্তর্গত ওড সমূহ নাচের সঙ্গে গাওয়া হত।

অনেক স্থলে এলিজাবেথীয় যুগের সৌন্দর্যপূজারী কবি স্পেন্সার-এর প্রভাব আছে। 'ইমিটেশন অব্ স্পেন্সার' (Imitation of Spenser = স্পেন্সারের অনুসরণ) নামে একটি কবিতাও তিনি লিখেছিলেন। তা ছাড়া 'ক্যালিডোর' (Calidore) কবিতায় 'ফেয়ারি কুঈনের' ছায়া পড়েছে। স্যর ক্যালিডোর ঐ কাব্যেরই একজন বীরপুরুষ, 'সৌজন্যের বীর' (Knight of Courtesy)। 'স্লীপ অ্যাণ্ড পোয়েট্রি'তে (Sleep and Poetry = ঘুম আর কবিতা) কবি জীবনের ক্ষণিকতা ও কাব্যের অমরতার কথা বলেছেন: "জীবন তো একদিন! তরুশির থেকে ঝরে পড়া একটি শিশিরবিন্দু।"* জীবনের দু-একটি মধুর স্মৃতি ফুটে উঠেছে এই কবিতায়। 'আই স্টুড্ টিপ-টো আপন এ লিট্ল্ হিল্' (I stood tip-toe upon a little hill = গোড়ালিতে ভর করে দাঁড়িয়ে ছিলাম একটি ছোট্ট পাহাড়ে)—এই সময়ের একটি অনবদ্য কবিতা। চমকপ্রদ দুটি পংক্তি: "শব্দহীন মৃদু কোলাহল পাতায় পাতায়, নীরবতার যেন অস্ফুট দীর্ঘশ্বাস ('A noiseless noise among the leaves/ Born of the very sigh that silence heaves.')।" 'চ্যাপম্যানের অনুবাদে প্রথম হোমার-পাঠে' (On First Looking into Chapman's Homer), 'ভ্রাতা জর্জ' (To my Brother George), 'লী হাণ্টের মুক্তিতে' (On the Day that Leigh Hunt Left Prison), 'কসিয়ুস্কো' (To Kosciusko) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সনেট তাঁর কুড়ি-একুশ বছর বয়সের রচনা।

'এণ্ডীমিয়ন'-এর (Endymion) আরম্ভেই তাঁর কাব্যমন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে: 'A thing of beauty is a joy for ever'—'যা কিছু সুন্দর, তা আমাদের চির-আনন্দের'। গ্রীক পুরাণের

---

* "Life is but a day, / A fragile dew-drop on its perilous way / From a tree's summit."

সৌন্দর্য তাঁকে মুগ্ধ করেছিল, পরী-অপ্সরী দেব-দেবীদের তিনি যেন প্রত্যক্ষ করতেন। 'ত্থ ওঅর্লড্ ইজ টু মাচ্ উইথ্ আস্' (The world is too much with us = অসহ্য এ পৃথিবী) কবিতায় ওঅর্ডস্ওঅর্থ বলে উঠেছিলেন ঃ "অসহ্য এ পৃথিবী ! আয় আর ব্যয় নিয়ে আমাদের প্রতিদিন শক্তিক্ষয় ! চেয়েও দেখি না আমাদের এই প্রকৃতির পানে।·· সমুদ্র তার হৃদয় খুলে দেয় চাঁদের কাছে। মুখর বাতাস এখন সংবৃত ঘুমন্ত ফুলের মত। এ সবের সঙ্গে আমাদের যোগ নেই, আমরা সুর হারিয়ে ফেলেছি। মন সাড়া দেয় না।··· হায় ভগবান ! আদিম সমাজে প্রকৃতি-পূজারী দেবতা-পূজারী হয়ে জন্মানো বুঝিবা ভাল ছিল।···দেখতাম সমুদ্রগর্ভ থেকে ঋষি প্রোটিয়ুসের উদয়, অথবা শুনতাম সিন্ধুদেবতা ট্রাইটনের শৃঙ্গনিনাদ।" তাঁর মনে এ কল্পনা জেগেছিল ক্ষণেকের জন্য, কিন্তু কীট্স্ ছিলেন এই কল্পনা-রাজ্যেরই অধিবাসী। সমসাময়িক রাজনৈতিক বা সামাজিক ঘটনাবলী তাঁর কাব্যরাজ্যে প্রবেশাধিকার পায়নি। সেখানে শুধু সৌন্দর্যের আরতি, শুধু রূপের ধ্যান। মধ্যযুগীয় দৃষ্টিভঙ্গী (Mediaevalism) এবং গ্রীক মনোভাব (Hellenism) তাঁর কাব্যের তুটি বিশিষ্ট লক্ষণ। শুধু কল্পনা নয়, রূপায়ণও তাঁর গ্রীকদের মত ; বর্ণনায় যেন নিপুণ ভাস্কর্য, শব্দবিন্যাসে সুঠাম মূর্তি ফুটিয়ে তোলা।

গ্রীক পুরাকাহিনী অনুসারে এণ্ডীমিয়ন অপূর্ব সুন্দর তরুণ যুবা। ল্যাটমাস্ পাহাড়ে তিনি ছিলেন ঘুমিয়ে। শীতল-হৃদয়া চাঁদের দেবী 'সেলীনি' (Selene), তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে গেলেন তাঁর কাছে, আপন দেহ এলিয়ে দিলেন তাঁর পাশে, ওষ্ঠে ওষ্ঠস্পর্শ করলেন সাগ্রহে। কীট্সের কাব্যে হয়তো একটু প্রচ্ছন্ন রূপক আছে আমাদের আদর্শ-সন্ধান ও সৌন্দর্যমোহের, কিন্তু সে তাৎপর্য খুব স্পষ্ট নয়। প্রধানতঃ গ্রীক কল্পনার মায়ারাজ্যে ভ্রমণের আনন্দই তিনি প্রকাশ করেছেন। মূল কাহিনীর সঙ্গে আর তু-একটি

উপাখ্যান যুক্ত হয়েছে। ভূমিকায় কীট্স সবিনয়ে বলেছেন: "পাঠক স্পষ্টতঃই দেখতে পাবেন অনভিজ্ঞতা ও অপরিণতির দৃষ্টান্ত। এর ভুল ত্রুটিতে সার্থক সাধনার নয়, সাগ্রহ চেষ্টার নিদর্শন।" দুর্বলতার চিহ্ন থাকলেও এ কাব্যে আছে প্রতিভার অভ্রান্ত স্বাক্ষর। এর কয়েকটি গান, বিশেষতঃ 'হিম্ টু প্যান' (Hymn to Pan= প্রেমদেবতার স্তুতি) এবং 'ও সরো' (O Sorrow=হায় দুঃখ) রসিক-জনের অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়েছে। সমকালীন দুটি পত্রিকার বিরুদ্ধ সমালোচনা সত্ত্বেও এ কাব্য শাশ্বত সাহিত্যে আপন স্থান করে নিয়েছে।

তাঁর খ্যাতি প্রধানতঃ নির্ভর করে শেষ কাব্যগ্রন্থের উপর। শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি অধিকাংশ আছে এই বইয়ে। প্রত্যেকটিতেই ফুটেছে প্রাচীন যুগের স্বপ্নময় পরিবেশ। কোনটির অবলম্বন মধ্যযুগীয় আখ্যান, কোনটির বা গ্রীক পুরাণ-কথা।

'লামিয়া' (Lamia) এক রূপসী মায়াবিনীর গল্প। সে ছিল নাগিনী। দেবতা হার্মিস্ তাকে এক অপরূপ সুন্দরী নারীতে রূপান্তরিত করেন। সে ভালোবেসে ফেলে লীশিয়সকে। লীশিয়স (Lycius) রূপমুগ্ধ হয়ে তাকে গোপনে নিয়ে যান নিজের বাড়িতে। সেখানে মিলনোৎসবের ভোজ-সভায় বৃদ্ধ অ্যাপলোনিয়স (Apollonius) তার ছদ্মবেশের কথা প্রকাশ করে দিতেই সে আর্তনাদ করে অদৃশ্য হয়ে গেল ('with a frightful scream she vanished)। মর্মাহত লীশিয়সের সুসজ্জিত দেহ পড়ে রইল নিষ্প্রাণ, অসাড় (no pulse or breath they found / And in its marriage robe the heavy body wound)। মনোহরণ কীটসের বর্ণনা। অপূর্ব দৃশ্যাবলী আর চমকপ্রদ ঘটনা। ভাষায়, ছন্দে অপরূপ কারুকার্য। কবি অন্যত্র বলেছেন: "কবিতা আমাদের আনন্দ দেবে চমৎকার প্রাচুর্যে (Poetry should please us by a fine excess)।" সেই 'চমৎকার প্রাচুর্য' এতে আছে। কারও

কারও মতে, এতে কারুকার্যের আতিশয্য এসে পড়েছে; অলৌকিক রহস্যসৃষ্টিতে, তাঁরা বলেন, কোল্‌রিজের 'ক্রিস্টাবেল' (Christabel) আরও সার্থক।

কীট্‌সের বিশ্বাস, দার্শনিকতার সংস্পর্শে কবিতা মিলিয়ে যায়। তাই কি অ্যাপলোনিয়সের বিজ্ঞতায় লামিয়ার অন্তর্ধান? গল্পটির প্রত্যক্ষ উৎস বার্টন-এর 'অ্যানাটমি অব্‌ মেলাংকলি'। বার্টন এ কাহিনী পেয়েছিলেন রোমান লেখক ফিলোস্ট্রেটাস্‌-এর বইয়ে।

'ইজাবেলা, অর্‌ দ্য পট্‌ অব্‌ ব্যাজিল' (Isabella, or The Pot of Basil = ইজাবেলা বা পুষ্পপাত্র)-এর আখ্যান গৃহীত হয়েছে ইটালীয় গল্পলেখক বক্কাচ্চিও'র (Boccaccio) 'ডিকামেরন' (Decameron = দশ দিনের গল্প) থেকে। ইজাবেলা আর লরেঞ্জোর (Lorenzo) মধ্যে ছিল গভীর প্রণয়। ইজাবেলার ভাইয়েরা টের পেয়ে একদিন লরেঞ্জোকে দূরে ভুলিয়ে নিয়ে গেল এবং মেরে ফেলল। স্বপ্নে জানতে পেরে ইজাবেলা বনের মধ্যে গিয়ে সেই মৃতদেহ দেখতে পেল। প্রিয়তমের ছিন্ন শির সে রেখে দিল একটি ফুলের টবে আর তাতে লাগাল 'ব্যাজিল'-এর চারা (Basil = এক রকম সুগন্ধি গুল্ম)। গাছটির প্রতি তার আকর্ষণ দেখে তার ভাইয়েরা টব্‌টি চুরি করে নিল। তার মধ্যে ছিন্নমুণ্ড দেখে তারা আতঙ্কিত হয়ে পালালো। ইজাবেলা বেদনায় জর্জরিত হয়ে তিলে তিলে শুকিয়ে মারা গেল।

'দ্য ঈভ্‌ অব্‌ সেণ্ট অ্যাগ্নিস্‌' (The Eve of St. Agnes) আর একটি বর্ণাঢ্য কবিতা। আখ্যান মধ্যযুগের। ম্যাড্‌লীন (Madeline) শুনেছে, সেণ্ট অ্যাগ্নিসের সন্ধ্যায় কুমারীরা তাদের প্রেমিককে স্বপ্নে দেখে। তার প্রেমিক 'পর্ফিরো' (Porphyro) শত্রুকুলের লোক। সে বন্দিনী, আর তার চারপাশে হিংস্র পশুদল আর নিষ্ঠুর শত্রু। রাত্রে কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছিল, স্বপ্নে দেখল

পর্ফিরোকে। জেগে উঠে দেখে, সত্যই সে এসেছে তার পাশে। দুজনে পালিয়ে গেল শত্রু-বেষ্টিত প্রাসাদ ছেড়ে।

'দ্য ঈভ্ অব্ সেণ্ট মার্ক' (The Eve of St. Mark) অসম্পূর্ণ কবিতা। শুধু উপক্রমণিকা-অংশ (Prologue) কবি রচনা করে গিয়েছেন।—প্রাচীন কালের শহর মন্দাক্রান্তা তালে চলেছে। একটি মেয়ে মুগ্ধ শঙ্কিত মনে ভাবছে দূরকালের পৌরাণিক আখ্যান। শীতের সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে ঘোর-ঘোর কুয়াশা নিয়ে—এই পর্যন্তই পাচ্ছি কবির বর্ণনায়। আসল আখ্যানটি রয়েছে অ-কথিত। কিন্তু অতি নিপুণভাবে কবি রহস্যঘন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন তাঁর এই ভূমিকায়।

'লা বেল্ ডেম্ স্যান্স্ মার্সি (La Belle Dame Sans Merci =অকরুণা নারী) নিখুঁত ছোট্ট কবিতা। সার্থক ভাষা-বিন্যাসে এতে মধ্যযুগের একটি করুণ রোমাণ্টিক চিত্র ফুটে উঠেছে। সুন্দরী এক অপ্সরার প্রেমে মুগ্ধ সৈনিক দিনের পর দিন প্রতীক্ষারত। কবে সে অপ্সরা প্রান্তরের মধ্যে দেখা দিয়েছিল, অশ্বপৃষ্ঠে ভ্রমণে বেরিয়েছিল তাঁর সঙ্গে। তারপর যখন একদিন সৈনিক ঘুমিয়ে পড়েছেন, তখন সে গেছে পালিয়ে। দীর্ঘ দিন চলে গেল। সৈনিকের মুখ শুষ্ক, চক্ষু কোটরগত, "শুকায় শেহালা হ্রদে হ্রদে, পাখী গাহে না গান।" কিন্তু অপ্সরা আর এলো না। ['নিষ্ঠুরা সুন্দরী' নাম দিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এর সুন্দর বাংলা অনুবাদ করেছেন।]

'হাইপীরিয়ন' (Hyperion) অসমাপ্ত কাব্যখণ্ড, গ্রীক কল্পনা-সৌন্দর্যে ভরপুর। ১৮১৮-তে আরম্ভ করে কবি কাব্যখানিকে ফেলে রেখেছিলেন। কিছুকাল পরে তিনি আবার লিখতে শুরু করেন, কিন্তু এবারেও শেষ করেননি। প্রথমাংশে তিনি সূর্যদেবতা হাইপীরিয়নের পৌরাণিক আখ্যানই বর্ণনা আরম্ভ করেছিলেন ঃ রাজ্যচ্যুত শনি রাজ্য-পুনরুদ্ধারের আশায় তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু সে আশা ব্যর্থ হয়। দেখা দিলেন তরুণ 'অ্যাপলো'

—সঙ্গীত, কাব্য ও জ্ঞানের দেবতা। প্রথমাংশ এর পরে আর অগ্রসর হয়নি। দ্বিতীয়াংশে পাই: কবি যেন স্বপ্নে চলেছেন কোন্ মন্দির অভিমুখে। পৃথিবীর দুঃখে যাঁদের দুঃখ, কেবল তাঁদেরই সেখানে প্রবেশাধিকার। হৃতগৌরব শনির বিষাদময়ী রাজলক্ষ্মী [দেবী 'মনীটা'—Moneta = লক্ষ্মী, রোমানদের 'জুনো'] কবিকে জানালেন, হাইপীরিয়নের পতন ও অ্যাপলো-দেবের রাজ্যলাভের বৃত্তান্ত। দ্বিতীয়াংশে সম্ভবতঃ কোনও রূপক-তাৎপর্য কবির অভিপ্রেত। 'এণ্ডীমিয়ন' অপেক্ষা 'হাইপীরিয়নে' কবির প্রতিভা অনেক পরিণততর। এর রচনাভঙ্গীতে, মনে হয়, মিল্টনের প্রভাব এসে পড়েছে।

'ওড্' বা প্রশস্তি-কবিতাগুলি, বিশেষতঃ—'ওড টু এ নাইটিংগেল' (Ode to a Nightingale = বুল্‌বুলির প্রতি), 'ওড্ অন্ এ গ্রীসিয়ান আর্ন' (Ode on a Grecian Urn = গ্রীসীয় ভস্মাধার বিষয়ে), 'ওড্ অন্ মেলাংকলি' (Ode on Melancholy = বিষাদ সম্বন্ধে) আর 'ওড্ টু অটাম্' (Ode to Autumn = শরতের প্রতি)—এই চারটি—ইংরেজী কাব্যের অতুলনীয় সম্পদ। কীটসের ঈপ্সিত 'চমৎকার প্রাচুর্য' (fine excess) এখানে 'চমৎকার সংযমে' বাঁধা পড়ে মনোহর রূপ নিয়েছে।

'নাইটিংগেল' (বুল্‌বুলি): নাইটিংগেলের গান কবির মনে কোন্ সৌন্দর্যলোকের স্বপ্ন আনে, জাগায় তন্দ্রাচ্ছন্ন বেদনা।... সুধাবিন্দু পান করে যদি তিনি এ পৃথিবী ছেড়ে উড়ে যেতে পারতেন ঐ পাখীর সঙ্গে, মিলিয়ে যেতে পারতেন ঐ বনের প্রান্তে, ভুলে যেতে পারতেন এই ক্লান্তি, এই চিন্তাজ্বর, এই সংসার—যেখানে মানুষ বসে বসে শুধু শোনে পরস্পরের কাতর আর্তনাদ; বৃদ্ধের শেষ ক'গাছি কেশ জরায় কম্পমান, যেখানে তরুণ যুবা দুদিনে হয় বিবর্ণ, অস্থিসার মুমূর্ষু; সুন্দরীর নয়নে থাকে না দীপ্তি; দিন গেলে প্রেমিক আর খুঁজে পায় না তার প্রিয়ার চোখে অতীতের

সম্মোহন!···অন্ধকার ঘনায়। কবির পায়ের কাছে কি ফুল ফুটে আছে কে জানে! ডালে ডালে মৃদু গন্ধ।···তৃণে ঝোপে, বনফলে বিচিত্র সৌরভ। হথর্ন, এগলান্টাইন্, ভায়লেট, আসন্ন কস্তুরীগোলাপ আর বসন্ত-সন্ধ্যায় মৌমাছিদের গুঞ্জন!···কবির মনে হয়, এমন সুখাবেশে মৃত্যুও মধুর।···অমর বুল্‌বুল্! অতীতেও সম্রাট্ আর বয়স্যেরা শুনেছেন এই পাখীর গান।—প্রবাসে শস্যক্ষেত্রে একাকিনী রুথ্ এরই গান শুনে হয়েছিল গৃহ-বিধুর, আর এরই সুরে সুরে ভীষণ সিন্ধুতলের পরীরাজ্যে ফেনায় ফেনায় খুলে গেছে নিঃসঙ্গ বন্দিনীর মায়া-বাতায়ন।···নিঃসঙ্গ। কথাটি বেজে উঠল ঘণ্টার মত। কবি ফিরে এলেন নিজের কাছে। ভাঙল কল্পনার মোহ। বিদায়, বিদায়! দূরান্তরে মিলায় পাখীর গান,—মাঠ, নদী পার হয়ে, পাহাড়ের কোল ঘেঁষে, হারিয়ে যায় ওধারের উপত্যকায়।···স্বপ্ন, না সত্য? সে গান মিলিয়ে গেছে। কবি কি জেগে, না ঘুমিয়ে?

সংসারের দুঃখ বেদনা আর কল্পনার মায়া-মাধুরী দুইয়ে মিলিয়ে কবি অপূর্ব রসসৃষ্টি করেছেন।

'গ্রীসিয়ান আর্ন' (গ্রীসীয় ভস্মাধার): গ্রীসীয় ভস্মাধারের গায়ে আঁকা পুরাকালের একটি উৎসব-দৃশ্য। 'দেবতা, মানুষ, কারা এঁরা? কারা এই কুমারীরা?···কারা বাজায় বাঁশী? কিসের উল্লাস?···শ্রুত সঙ্গীত মধুর।···অশ্রুত—আরও মধুর।···বাজাও, বেণুবাদক, বাজাও।···তরুতলে, হে তরুণ যুবা,—কোনদিন থামবে না তোমার গান, তরুও হবে না পত্রহীন।···সুখী শাখীদল, ঝরবে না তোমাদের পাতা, বসন্ত কোনদিন নেবে না বিদায়। বেণুবাদক গাইবে চিরদিন চির নূতন গান। কারা আসছেন এই যজ্ঞভূমে? আকাশপানে মুখ তুলে চলেছে মাল্যশোভিত ধেনু, গম্ভীরমূর্তি পুরোহিত নিয়ে চলেছেন তাকে।··কোন্ নদীকূলে, সমুদ্রতীরে অথবা শৈলমূলে ক্ষুদ্র নগরী আজ পুণ্যপ্রভাতে হল জনশূন্য? নগরীর পথ নীরব। কেন, সে-কথা বলতে ফিরে আসবে না কেউ।·সুন্দর

গ্রীসীয় মূর্তি! মর্মরের মানব-মানবী! বনশাখা, দলিত লতা! নীরব এ দৃশ্য কোথায় নিয়ে যায় মনকে, ভাবনার অতীতলোকে, মহাকালের মত। এ যুগও যাবে জীর্ণ হয়ে। স্তব্ধ সঙ্গীত, তুমি তো থাকবে তখনও, বলবে ক্লান্ত মানুষকে ঃ সুন্দরই সত্য, সত্যই সুন্দর ; পৃথিবীবাসী, এই কথাই তোমরা জানো, আর এই কথাই তোমাদের জানবার।”

মধ্যযুগীয় কাহিনী নিয়েও কীটস্ অনেক কবিতা লিখেছেন, কিন্তু প্রাচীন গ্রীসের সঙ্গেই যেন তাঁর অন্তরের নিবিড়তম যোগ। অন্য যাঁরা গ্রীসের কথা নিয়ে কবিতা লিখেছেন, তাঁরা তার পুরাকালের জীবনধারার সঙ্গে এমন একাত্মতা অনুভব করেননি। দেশের এবং কালের দীর্ঘ ব্যবধান সত্ত্বেও তিনি যেন দেব-কল্পনার যুগেরই কোনও গ্রীক।

'মেলাংকলি' (বিষাদ)ঃ কাব্যে দার্শনিকতা কীটসের মনঃপুত নয়। কিন্তু গভীর অনুভূতি তাঁকে ভাব-সত্যের সন্ধান দিয়েছে। 'বিষাদের গান'-এ (Ode on Melancholy) তিনি বলেছেন ঃ “যেয়ো না বিস্মরণী নদীতে, ভেঙো না বিষলতা।···আনত ফুলের উপর অশ্রুবর্ষী মেঘের মত, সবুজ পাহাড়-আড়াল-করা অভ্রছায়ার মত বিষাদ যদি নেমে আসে, তাকে শান্ত কর ভোরের গোলাপে, কিংবা বালুবেলার লবণাক্ত তরঙ্গে। প্রিয়া কুপিতা হলে তোমার হাতে বন্দী কর তার হাতখানি, গভীর দৃষ্টিতে তাকাও তার অনুপম চোখের পানে।—বিষাদ থাকে রূপেরই সঙ্গে, রূপের আছে মৃত্যু। আনন্দ—সে ওষ্ঠে তর্জনী তুলে বিদায় জানায়। সুখ বেদনায় বিষ হয়ে ওঠে, যখন মধুপান করে মুগ্ধ অলি। প্রমোদ-মন্দিরেই বিষাদের বেদী। আনন্দ-দ্রাক্ষা যার কেটেছে রসনায়, সেই পেয়েছে তার তীব্র বেদনার স্বাদ।”—দুঃখ দুঃখ করে কেঁদে লাভ নেই, সুখ আর দুঃখ অবিচ্ছিন্ন, এই কবির বক্তব্য। [মনে পড়তে পারে চণ্ডীদাসের উক্তি ঃ “সুখ দুখ দুটি ভাই। সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি, দুখ যায় তারি ঠাঁই।”]

'অটাম্' (শরৎ) ঃ শরতের পরিপূর্ণতার চিত্র কবি এঁকেছেন তাঁর 'ওড্ টু অটাম্'-এ। "কুয়াসা আর পাকা ফলের ঋতু, পরিণত সূর্যের প্রাণের বন্ধু, তারই সঙ্গে পরামর্শ করে চলো—দ্রাক্ষালতাকে কেমন করে ভরে দেবে ফলে, কুটীর-প্রাঙ্গণের শেওলাধরা গাছগুলিকে নুইয়ে দেবে আপেলের ভারে, সকল ফলের গর্ভে আনবে রসের পূর্ণতা, হেজেলকে পুষ্ট করবে মধুর শাঁসে, ফোটাবে কুঁড়ির পরে কুঁড়ি, শেষ পালার ফুলগুলিকেও ফুটিয়ে তুলবে মৌমাছিদের জন্যে।

কে তোমাকে না দেখেছে তোমার ভাণ্ডারে? যে চায় সে-ই দেখতে পাবে, শস্যাগারের মেঝেতে বসে ফসল ঝাড়ছ তুমি, চুলগুলি হাওয়ায় উড়ছে। অথবা আধেক-ফসল-কাটা মাঠের উপর আফিম ফুলের নেশাধরানো গন্ধে তুমি ঘুমে অচেতন, নিড়ানি পড়ে আছে এক পাশে, ফুল-জড়ানো আগাছাগুলি সব ফেলা হয়নি।

কোথায় বসন্তের গান, হায় কোথায়? তার কথা ভেবোনা আর। তোমারও তো আছে গান। যখন রশ্মিদীপ্ত মেঘেরা মুমূর্ষু দিনটিকে ফুটিয়ে তোলে ফুলের মত, উপত্যকায় ছড়িয়ে দেয় গোলাপী আভা,—তখন বদ্ধ নদীর বুকে বিলাপের সুর তুলে ভেসে আসে মশার দল, বাতাসের ঢেউয়ে ঢেউয়ে যায় আর আসে, পাহাড়পথে নধর মেষশাবকদল ডাকতে ডাকতে চলে, ঝোপের মধ্য থেকে ওঠে ঝিঁঝির তান, রবিন্ পাখী বাগানের প্রান্তে শিস্ দিতে থাকে কোমল সুরে, আর চাতকেরা কোলাহল করে ওড়ে আকাশে।" রেখায় রঙে পূর্ণাঙ্গ ছবি; কোন অংশকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া সম্ভব নয়। কোথাও অভাব নেই, আতিশয্যও নেই। এমন সু-মিতি, সুষমা ও ভাবের গাঢ়তা কম কবিতাতেই মেলে। ম্যাথু আর্নল্ডের মতে, শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলিতে, প্রকাশ-নৈপুণ্যে তিনি শেক্স্পিয়রের সঙ্গে তুলনীয়।*

---

* 'In the faculty of naturalistic interpretation, in what we call natural magic, he ranks with Shakespeare.…Shakes-

'ওড্ টু ইণ্ডোলেন্স' (Ode to Indolence = আলস্যের প্রতি) এবং 'ওড্ টু সাইকি' (Ode to Psyche = মানসীর প্রতি) তাঁর আর দুটি ওড্। এ দুটি কবিত্ব-গৌরবে পূর্বোক্ত চারটির সমকক্ষ নয়।

"Bright star! would I were steadfast as thou art" ('উজ্জ্বল তারা, তোমার মত যদি স্থির হতে পারতাম')—শেষ জীবনের এই সনেটটি তাঁর ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষার দীর্ঘশ্বাসে করুণ। অতন্দ্র নক্ষত্রের মত পৃথিবীর পানে তাকিয়ে তিনি দেখতে চান তার সুন্দর দৃশ্যাবলী : 'পৌরোহিত্য-রত সমুদ্র নিত্য স্নান করিয়ে দিচ্ছে বেলাভূমিকে ; পাহাড় ও জলার উপরে নামছে নম্র তুষারের মুখাবরণ।'...আর প্রশান্ত তৃপ্তিভরে তিনি অনুভব করতে চান প্রিয়ার প্রেমোদ্বেলিত হৃদয়ের উত্থান-পতন।

কীট্সের পত্রাবলীও উৎসুক পাঠকের মন আকর্ষণ করেছে, কারণ সেগুলি কাব্যের অন্তরালবর্তী মানুষটিকে জানবার সহায়। ফ্যানি ব্রনের কাছে লেখা কয়েকটি পত্র ভাবালুতাপূর্ণ, কিন্তু কবির বয়স এবং আকাঙ্ক্ষার ব্যর্থতা স্মরণ করলে তা অসঙ্গত মনে হবে না।

তাঁর কল্পনা-বিলাসের ছোঁওয়া রবীন্দ্রযুগের বাঙালী কবিদের মনে লেগেছে, কিন্তু তাঁর ভাষার নিটোল সৌন্দর্য এবং ভাবের গাঢ়তা কেউ তেমন আত্মসাৎ করতে পারেননি। সত্যেন্দ্রনাথ ও করুণানিধানে তাঁর স্বপ্নবিহ্বলতা আছে, মূর্তন-নৈপুণ্য নেই। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি ভিন্নরূপ হলেও 'চৈতালী'র কবিতায় ['আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জ বনে / গুচ্ছ গুচ্ছ ধরিয়াছে ফল।"] কীটসীয় ইন্দ্রিয়-মোহের এবং 'কল্পনার' 'স্বপ্ন' কবিতায় তাঁরই মত ভাষায় ভাস্কর্যদক্ষতার সন্ধান পাই।

---

pearian work it is; not imitation indeed of Shakespeare, but Shakesperian, because its expression has that rounded perfection and felicity of loveliness of which Shakespeare is a great master.'—Matthew Arnold.

অন্যান্য কবি

রোমান্টিক যুগের প্রধান কবিরূপে গণনীয়—প্রবীণ দলে ওঅর্ডস্‌ওঅর্থ, কোল্‌রিজ, সাদি ও স্কট, আর নবীন দলে শেলি, বায়রন ও কীটস্‌। তা ছাড়া আরও অনেক ক্ষুদ্রতর প্রতিভার উদয়ে এ যুগের কাব্যাকাশ ভাস্বর হয়ে উঠেছিল। তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকজন ঃ

স্যামুয়েল রজার্স (Samuel Rogers : ১৭৬৩-১৮৫৫)

আজ প্রায় বিস্মৃত কবি। অষ্টাদশ শতকের মার্জিত প্রকাশভঙ্গী তিনি আয়ত্ত করেছিলেন, কিন্তু রোমান্টিক যুগের স্বাধীন মৌলিক কল্পনা তাঁর লেখায় প্রকাশ পায়নি। প্রধান কাব্যগ্রন্থ ঃ 'দ্য প্লেষার্স অব্‌ মেমারি' (The Pleasures of Memory = স্মৃতি-সুখ)।

উইলিয়ম লাইল্‌ বোল্‌স্‌ (William Lisle Bowles : ১৭৬২-১৮৫৫)

কোল্‌রিজ এঁর সনেট দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল, পোপের যুগের রীতি-সর্বস্বতা থেকে বোল্‌স্‌ কবিতাকে মুক্তি দিয়েছেন। একটি মধুর করুণ ধর্মভাব তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য।

টমাস্‌ ক্যাম্বেল (Thomas Campbell : ১৭৭৭-১৮৪৪)

বোধহয় রজার্সের 'প্লেষার্সর অব্‌ মেমারি'র প্রভাবে তিনি প্রথমে লেখেন 'প্লেষার্স অব হোপ' (Pleasures of Hope = আশার সুখ)। 'হোহেনলিণ্ডেন' (Hohenlinden) এবং 'Ye Mariners of England' (হে ইংলণ্ডের নাবিকদল) উদ্দীপনাপূর্ণ দুটি যুদ্ধ-কবিতা। আখ্যান-কবিতা রচনায় তাঁর বেশ হাত ছিল, তার প্রমাণ 'গার্ট্রুড্‌ অব্‌ ওয়াইওমিং' (Gertrude of Wyoming), 'ও' কোনর্স চাইল্ড' (O' Connor's Child), 'দ্য স্পেক্টর বোট'

(The Spectre-Boat = ছায়া-তরী), 'লর্ড আলিন্স্ ডটার' (Lord Ullin's Daughter = লর্ড আলিন্সের মেয়ে)।

টমাস মুর (Thomas Moore : ১৭৭৯-১৮৫২)

গীতিরচয়িতা রূপে বিখ্যাত। তাঁর 'আইরিশ মেলডিজ্' (Irish Melodies) এককালে অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র কোন কোন গানের সুরে 'আইরিশ মেলডিজ্'-এর প্রভাব আছে। 'লাল্লা রূখ্'-এ (Lalla Rookh) কবি প্রাচ্য জীবন নিয়ে কয়েকটি কাল্পনিক কাহিনী রচনা করেছেন; পদ্য কাহিনীগুলিকে যুক্ত করেছেন একটি গদ্য কাহিনী দিয়ে। 'লাল্লা রূখ' এ-কাব্যে আওরংজেবের এক মেয়ে। সে দিল্লী থেকে কাশ্মীর গিয়েছিল বুখারিয়ার রাজাকে বিবাহ করবার জন্য। পথিমধ্যে কবির ছদ্মবেশে রাজা দেখা দিয়েছিলেন। পরে তাঁর সঙ্গে রাজকন্যার মিলন হয়। 'লভ্স্ অব্ দ্য এঞ্জেল্স্' (Loves of the Angels = দেবতার প্রেম) তাঁর আর একখানি কাব্যগ্রন্থ। 'দ্য লাইট্ অব্ আদার্ ডেজ্' (The Light of Other Days = অতীতের আলো), 'দ্য জার্নি অন্ওয়ার্ডস্' (The Journey Onwards = সম্মুখের পানে , 'প্রো পাট্রিয়া মোরি' (Pro Patria Mori = দেশের জন্য) কয়েকটি বহুল-পঠিত গীতিকবিতা। বায়রনের চরিতকার রূপেও মুর স্মরণীয়।

চার্লস উল্ফ্ (Charles Wolfe : ১৭৯১-১৮২৩)

তাঁর দেশপ্রেমমূলক বীর-প্রশস্তি 'দ্য বেরিয়াল অব্ স্যর জন্ মুর' (The Burial of Sir John Moore = স্যর জন্ মুরের সমাধি) প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তিনি ছিলেন আত্মগোপনপ্রিয়, তাই তাঁর অল্প কয়েকটি মাত্র কবিতার সন্ধান পাওয়া গেছে।

চার্ল্‌স ল্যাম্‌ (Charles Lamb : ১৭৭৫-১৮৩৪)

প্রধানতঃ গদ্য রচনার জন্য ল্যাম্‌-এর খ্যাতি। কয়েকটি স্নিগ্ধ মধুর কবিতাও তিনি রচনা করেছিলেন। 'দ্য ওল্ড্‌ ফ্যামিলিয়ার ফেসেজ' (The Old Familiar Faces = সেই পুরোনো চেনা মুখ-গুলি) একটি বিষাদ-করুণ মর্মস্পর্শী কবিতা।

মিসেস ফেলিশিয়া হেমান্স্‌ (Mrs. Felicia Hemans : ১৭৯৩-১৮৩৫)

জীবনকালে ইনি অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। স্নেহশীল পবিত্র মাতৃহৃদয়ের সৌকুমার্যে এঁর কবিতাগুলি তৃপ্তিকর। 'ক্যাসাবিয়াঙ্কা' (Casabianca), 'দ্য গ্রেভ্‌স্‌ অব্‌ এ হাউজহোল্ড্‌' (The Graves of a Household = একটি পরিবারের সমাধিগুলি), 'দ্য চাইল্ড্‌স্‌ ফার্ষ্ট গ্রীফ্‌' (The Child's First Grief = শিশুর প্রথম শোক) এখনও সমাদৃত।

লী হাণ্ট (Leigh Hunt : ১৭৮৪-১৮৫৯)

লী হাণ্ট কীট্‌সের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। 'দ্য স্টোরি অব্‌ রিমিনি' (The Story of Rimini = রিমিনির গল্প , 'দ্য ফীস্ট অব্‌ দ্য পোয়েট্‌স্‌' (The Feast of the Poets = কবিদের ভোজ), 'ফোলিয়েজ' (Foliage = কিশলয়) তাঁর কাব্যগ্রন্থ। 'আবু-বেন-আদম্‌' (Abou Ben Adhem) তাঁর একটি সুপরিচিত কবিতা। [৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এর বাংলা অনুবাদ করেছেন।] সাংবাদিক এবং প্রবন্ধকার রূপেও তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। [তাঁর স্বভাবগত কতকগুলি বিশেষত্ব—ডিকেন্স্‌ তাঁর 'ব্লীক হাউস' (Bleak House) উপন্যাসের 'স্কিম্‌পোল' (Skimpole)-এর চরিত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন।] তিনি সাহিত্যরসজ্ঞ ছিলেন ; 'স্টোরিজ্‌ ফ্রম্‌ ইটালিয়ান পোয়েটস্‌'-এ (Stories from Italian Poets) ভাবানুবাদ-দক্ষতার নিদর্শন রয়েছে।

টমাস্ লভ্ পীকক্ (Thomas Love Peacock : ১৭৯৪-১৮৬৬)

ঔপন্যাসিক, হাস্যরসিক এবং প্রবন্ধকার 'পীকক্' কাব্যক্ষেত্রেও অপরিচিত নন। নানা বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল ব্যাপক। 'পামিরা' (Palmyra = তালগাছ), 'দ্য জীনিয়স্ অব্ দ্য টেম্স্' (The Genius of the Thames = টেম্স্-অধিষ্ঠাত্রী), 'রোডোডাফ্নি' (Rhododaphne) এবং 'পেপার-মানি লিরিক্স্' (Paper-money Lyrics = কাগজ-মুদ্রা-গীতি) তাঁর কাব্যগ্রন্থ। 'রোডোডাফ্নি'-তে অপ্রাকৃত রহস্যের ছায়া আছে। 'অ্যান্থিমিয়ন' (Anthemion) ভালোবেসেছিলেন 'ক্যালিরো' (Calliroe) নামে একটি মেয়েকে, কিন্তু 'রোডোডাফ্নি' নামে এক মায়াবিনী গোলাপমালার বিষাক্ত যাদুতে তাঁকে বশীভূত করে। 'ক্যালিরো' মারা যায়। কিন্তু ভাগ্যচক্রের আবর্তনে 'ক্যালিরো' প্রাণ ফিরে পায়, গোলাপমালার যাদু হয় ব্যর্থ। এই কাব্য এবং কীট্সের 'এণ্ডীমিয়ন' একই বৎসরে প্রকাশিত হয়েছিল। ['পীকক্' দীর্ঘদিন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী ছিলেন।]

ওঅল্টর স্যাভেজ্ ল্যাণ্ডর (Walter Savage Landor : ১৭৭৫-১৮৬৪)

ইনি প্রধানতঃ গদ্যলেখক, কবিশক্তিরও অধিকারী ছিলেন। আখ্যানকাব্য 'জিবির' (Gebir) এঁর প্রধান কাব্যগ্রন্থ। প্রাচীন সাহিত্যে এবং ইতিহাসে ইনি ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

ব্রায়ান ওঅলার প্রক্টার (Brian Waller Procter : ১৭৮৭-১৮৭৪)

'ব্যারি কর্ন্ওঅল' (Barry Cornwall)—ছদ্মনামে ইনি অনেক সুখপাঠ্য কবিতা লিখেছেন। গ্রন্থের নাম : 'ইংলিশ সংস' (English Songs = ইংরেজী গান), 'দ্য ফ্লাড্ অব্ থেসালি' (The Flood of Thessaly = থেসালির বন্যা), 'এ সিসিলিয়ান স্টোরি' (A Sicilian Story = সিসিলির একটি গল্প)। 'দ্য সী' (The

Sea = সাগর), 'এ ব্যাকানেলিয়ন সং' (A Bacchanalian Song = মদন-গীতি) প্রভৃতি গীতি-কবিতায় তাঁর সাবলীল ছন্দ-হিল্লোলিত রচনার নিদর্শন মেলে।

এবিনিজার এলিয়ট (Ebenezer Elliott : ১৭৮১-১৮৪৯)

লোহার ব্যবসায়ী, কিন্তু সুকবি, মুক্ত প্রকৃতির অনুরাগী এবং শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতিশীল। তাঁর 'শস্য-আইন'-সংক্রান্ত কবিতায় এই সহানুভূতি বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে। [ইংলণ্ডের গভর্নমেণ্ট শস্যের বিক্রয়-নিয়ন্ত্রণ আইন করেছিলেন, ১৮৪৬-এ সে আইন প্রত্যাহৃত হয়।] বইয়ের নাম : 'দ্য ভার্নাল ওঅক্' (The Vernal Walk = বাসন্ত ভ্রমণ), 'ভিলেজ-প্যাট্রিয়ার্ক' (Village Patriarch = গ্রামের প্রধান), কর্ণ্-ল-রাইমার (Corn Law Rhymer = শস্য আইনের ছড়া)।

জন্ কীব্ল (John Keble : ১৭৯২-১৮৬৬)

গদ্য রচনা—বিশপ্ উইল্সনের জীবনী ও ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধ। পদ্য—'পোয়েম্স্' (Poems = কবিতাবলী), 'দ্য ক্রিশ্চিয়ান ইয়ার' (The Christian Year = খ্রীষ্টীয় বৎসর)। শেষোক্ত গ্রন্থের উপরেই তাঁর খ্যাতি প্রধানতঃ নির্ভর করে।

টমাস হুড (Thomas Hood : ১৭৯৯-১৮৪৫)

দীন-দুঃখীর প্রতি তাঁর অনুকম্পা প্রকাশ পেয়েছে কয়েকটি প্রসিদ্ধ কবিতায়, যেমন : 'সং অব্ দ্য শার্ট' (Song of the Shirt = শার্টের গান) এবং 'ব্রিজ অব্ সাই-জ্' (Bridge of Sighs = দীর্ঘশ্বাসের সেতু)। প্রথমটিতে গরীব দর্জি মেয়েদের হাড়ভাঙা খাটুনি এবং দ্বিতীয়টিতে একটি সমাজত্যক্তা মেয়ের আত্মহত্যার করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে। প্রথমটির বাংলা অনুবাদ আছে ৺যতীন্দ্রমোহন বাগচীর

'রেখা' গ্রন্থে। দ্বিতীয়টির অনুবাদ 'আত্মঘাতিনী'—আছে ৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'তীর্থরেণু'তে।

টমাস লভেল বেড্ডোজ (Thomas Lovell Beddoes ১৮০৩-১৮৪৯)

রোমান্টিক গীতি-কবি। শেলি, কীট্‌স্ এবং গ্যেটের রচনা আর এলিজাবেথীয় যুগের সাহিত্য থেকে তিনি প্রেরণা পেয়েছেন, কিন্তু স্বকীয়তা হারাননি। 'ডেথ্‌স্ জেস্ট বুক' (Death's Jest Book= 'মৃত্যুর কৌতুক-গ্রন্থ') তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্য।

নাটক ঃ

রোমান্টিক যুগ প্রধানতঃ গীতি-কবিতার যুগ, নাটকের যুগ নয়। এ যুগের প্রবন্ধে এবং উপন্যাসেও লেখকদের ভাবধর্মী (Subjective) মনের পরিচয় বেশী পরিস্ফুট ; নাটকে যে বস্তুধর্মিতার (Objectivity) প্রয়োজন, তার নিদর্শন কম। তাই হার্ফোর্ড বলেছেন ঃ "এক্ষেত্রে রোমান্টিক যুগ ব্যর্থ। এ সময়ের অধিকাংশ নাটক দুই শ্রেণীর একটিতে পড়ে—যে নাটক সাহিত্য নয়, আর যা সাহিত্যিক প্রচেষ্টা, কিন্তু পুরোপুরি নাটক নয়।"*

পূর্ববর্তী যুগে গোল্ডস্মিথ এবং শেরিডান উল্লেখযোগ্য নাটক রচনা করেছিলেন। এ যুগে, কোলরিজের 'ওসোরিও', শেলির 'প্রমীথিয়ুস্ আন্‌বাউণ্ড' এবং 'চেঞ্চি', বায়রনের 'ম্যানফ্রেড্', 'কেন্', 'সার্ডানোপেলাস্' এবং 'হেভ্‌ন্ অ্যাণ্ড আর্থ', কীট্‌সের 'ওথো দ্য গ্রেট' এবং 'কিং স্টীফেন্' আকারে নাটক হলেও বস্তুতঃ কাব্য।

---

* "...the one region in which Romanticism failed. The greater part of it falls into one of two categories : plays, which are not literature and literary exercises, which are not, in the fullest sense, plays."

—Age of Wordsworth : Herford.

আর কয়েকজন কাব্যধর্মী নাট্যকার ঃ

চার্ল্‌স্ জেরিমিয়া ওয়েল্‌স্ (Charles Jeremiah Wells: ১৮০০-১৮৯৭)

কবি-নাট্যকার। ছদ্মনাম এচ. এল্. হাওয়ার্ড (H. L. Howard)। 'জোসেফ্ অ্যাণ্ড্ হিজ্ ব্রিদ্রেন' (Joseph and His Brethren = জোসেফ আর তার ভাইয়েরা) তাঁর নাট্যকাব্য। স্যুইনবার্ন, রসেটি এবং থিওডোর ওয়াট্‌স্-ডাণ্টন এর উচ্চপ্রশংসা করেছেন।

টমাস্ ওয়েড (Thomas Wade : ১৮০৫-১৮৭৫)

আখ্যান এবং নাট্য-কাব্য রচনায় কৃতী। 'উওম্যান্‌স্ লভ্, অর্, দ্য ট্রায়াম্ফ অব্ পেশেন্স্' (Woman's Love, or The Triumph of Patience = নারীর প্রেম, বা, ধৈর্যের জয়) তাঁর একখানি উল্লেখযোগ্য নাটক।

জর্জ ডার্‌লি (George Darley : ১৭৯৫-১৮৪৬)

'সিল্‌ভিয়া, অর্ দ্য মে-কুঈন' (Sylvia, or The May Queen = বসন্ত-রাণী) তাঁর রূপকথা ধরণের নাট্যকাব্য।

মঞ্চের জন্য যাঁরা নাটক লিখেছিলেন, তাঁরা শ্রোতাদের ক্ষণিক চিত্তবিনোদনের দিকে দৃষ্টি রেখেছেন। পূর্ব যুগের শক্তিমান্ নাট্যকার গোল্ডস্মিথ বা শেরিডানের প্রতিভা তাঁদের ছিল না। তাই তাঁদের হাতে কমেডি দাঁড়িয়েছিল 'ফার্স' বা প্রহসন হয়ে। উদ্ভট চরিত্রসৃষ্টি এবং হালকা রসিকতা তার অবলম্বন।

জন্ ও' কীফ (John O' Keefe : ১৭৪৬-১৮৩৩)

'ওয়াইল্ড্ ওট্‌স্' (Wild Oats = বুনো বীজ)—দুঃস্থ ভদ্রলোক, কঠোর-হৃদয় জমিদার, উদারমনা মধ্যস্থ, সঙ্গতিপন্ন পিতা, অমিতব্যয়ী পুত্র—এইসব নিয়ে রচিত সামাজিক নাটক।

জর্জ কোল্‌ম্যান (George Colman : ১৭৬২-১৮৩৬)

ব্যবসাদারী নাটক রচনায় পটু ছিলেন। 'দ্য এয়ার অ্যাট্ ল' (The Heir at Law=উত্তরাধিকারী), 'ওয়েজ অ্যাণ্ড মীন্স' (Ways and Means=পথ ও পদ্ধতি), 'দ্য পুয়োর জেণ্টল্‌ম্যান্' (The Poor Gentleman=গরীব ভদ্রলোক), 'জন্ বুল্' (John Bull) প্রভৃতি তাঁর নাটক। নাটকগুলি কতকটা ছকে-বাঁধা, কিন্তু সেকালের শৌখীনদের আদরের বস্তু ছিল।

আঠারোর শতকের শেষের দিকে কয়েক বছর জার্মান নাটকের হুজুক উঠেছিল। গ্যেটে, শিলার, লেসিং এবং কোট্‌জ্‌বু'র নাটক অনূদিত হয়েছে। অনুবাদকদের মধ্যে ছিলেন উইলিয়ম টেলর (William Taylor), মিসেস্ ইঞ্চবল্ড্ (Mrs. Inchbold) এম জি. লুইস্ (M. G. Lewis), শেরিডান (Sheridan) প্রভৃতি। কোট্‌জ্‌বু'র নাটক জনপ্রিয় হয়েছে, তার কারণ তাঁর রসিকতা এবং মঞ্চ-কৌশলই শুধু নয়, প্রচলিত সমাজ-বিধির প্রতি তাঁর অবজ্ঞা এবং প্রাকৃতিক-জীবন-প্রীতিও বটে।

জার্মান নাটকের হুজুক বছর দশেকের মধ্যেই শেষ হয়ে এল। কয়েকজন নাট্যকার প্রবৃত্তি-বিক্ষোভ নিয়ে নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হলেন। কেউ বা কাব্য-নাট্য, ঐতিহাসিক নাটক অথবা সামাজিক নাটক রচনায় মন দিলেন। সেগুলি প্রায় সবই তৎকালীন শ্রোতাদের খুশী করে বিদায় নিয়েছে।

মিস্ জোয়ানা বেলি'র (Miss Joanna Baillee) 'ড্য মন্টফোর্ট' (De Montfort), এবং জেম্‌স্ শেরিডান নোল্‌স্-এর (James Sheridan Knowles) 'ভার্জিনিয়স্' (Virginius) ও 'উইলিয়ম টেল্' (William Tell) মঞ্চসাফল্য অর্জন করেছিল।

নাটক-সৃষ্টিতে এ যুগ দরিদ্র হলেও তার অনুশীলনে এবং রসাস্বাদনে অপটু ছিল না। চার্লস্ ল্যামের পুরনো-নাটক-সংকলন এবং কোলরিজ, হ্যাজলিট্ প্রভৃতির নাটক সম্বন্ধীয় মূল্যবান্ আলোচনা তার প্রমাণ।

গদ্য : কথাসাহিত্য :

রোমান্টিক যুগের উপন্যাসে প্রধান দুটি নাম : স্যর **ওঅল্টর স্কট** আর **জেন অস্টেন**। স্কটের উপন্যাসে মধ্যযুগের বীরত্ব, উদ্দীপনা, যুদ্ধ বিগ্রহ, দুঃসাহসী প্রেম। জেন অস্টেনের উপন্যাসে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত জীবনের ঘরোয়া পরিবেশ, স্নেহ, প্রেম, ঔদ্ধত্য, ঈর্ষা ও অভিমান। একজনের কাহিনীতে দুর্গ, প্রাসাদ, পরিখা, রণক্ষেত্র ; অপরের—পল্লী বা ছোট শহর, প্রতিদিনের হাসি-অশ্রু, মন্থর সামাজিক জীবন। বস্তুতঃ স্কটের উপন্যাসে ক্লাসিকাল সংযম ও সৌষ্ঠব।

পূর্বকথা : সমাজচিত্র ও রোমাঞ্চকর উপন্যাস :

অষ্টাদশ শতাব্দীর রিচার্ডস, ফীল্ডিং প্রভৃতির উপন্যাসে আমরা পেয়েছিলাম তদানীন্তন যুগের সমাজচিত্র, পারিবারিক জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখদুঃখের ছবি। তাঁদের অনুসরণ করেছিলেন আরও অনেকে।

টমাস ডে (Thomas Day : ১৭৪৮-১৭৮৯) স্যাণ্ডফোর্ড অ্যাণ্ড মার্টনে' (Sandford and Merton) গল্পচ্ছলে নীতিশিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন।

মিস্ ফ্রান্সিস বার্নি (Miss Frances Burney : ১৭৫২-১৮৪০) 'এভিলিনা' (Evelina) এবং 'সিসিলিয়া'-তে (Cecilia) ধনি-

সমাজের অহমিকা, চটুলতা, আলস্যবিলাস এবং অন্তঃসারশূন্যতার বাস্তব রূপ উদ্ঘাটন করেছেন।

কিন্তু মানুষের মনে অজানা রহস্যের আকর্ষণও কম নয়। রোমাঞ্চকর উত্তেজনাময় কাহিনী শোনবার আকাঙ্ক্ষা ছিল পাঠকদের অন্তরে। সে আকাঙ্ক্ষা অংশতঃ পূরণ করেছিলেন আঠারোর শতাব্দীর শেষভাগের কয়েকজন লেখক লেখিকা।

কারও কারও মতে, ঐতিহাসিক উপন্যাসের সূচনা করেছিলেন **টমাস লেল্যাণ্ড** (Thomas Leland) তাঁর 'লংফোর্ড, আর্ল অব্ স্যালিসবেরি' (Longford, Earl of Salisbury) গ্রন্থে। রচনাকাল ১৭৬২। তৃতীয় হেনরির রাজত্বকাল অবলম্বনে উপন্যাসটি রচিত।

হোরেস ওঅল্পোল (Horace Walpole : (১৭১৭-১৭৯৭) : 'দ্য কাস্ল্ অব্ অট্রাণ্টো'তে (The Castle of Otranto) অতীত স্মৃতি-মণ্ডিত প্রাচীন দুর্গপ্রাসাদের রহস্যময় জীবনের কথা বলেছেন।

মিস্ ক্লারা রীভ্ (Miss Clara Reeve : ১৭২৯-১৮০৭) ওঅলপোলেরই অনুসরণ করেছেন। তাঁর 'দ্য ম্যান অব্ দ্য ওঅর্লড্' (The Man of the World) এবং 'চ্যাম্পিয়ন অব্ ভার্চু'তেও (Champion of Virtue) ঐতিহাসিক পটভূমি কল্পিত হয়েছে। দ্বিতীয় উপন্যাসটির নাম বদলে পরে করা হয়েছিল 'ওল্ড্ ইংলিশ ব্যারন্' (Old English Baron)।

মিসেস অ্যান্ র‍্যাডক্লিফ (Mrs. Ann Radcliffe : ১৭৬৪-১৮২৩)

ভয় ও রোমাঞ্চ সৃষ্টিতে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর কোন কোন রচনায় অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ আছে। অবশ্য,

প্রায়ই তিনি পরে দেখিয়েছেন, স্বাভাবিক ঘটনাই নানা কারণে অলৌকিক বলে মনে হয়েছিল। দৃশ্য বর্ণনায় এবং আখ্যানবিন্যাসে তাঁর বিশেষ নৈপুণ্য ছিল। 'দ্য মিস্ট্রিজ অব্ উডলফো' (The Mysteries of Udolpho) তাঁর প্রসিদ্ধতম উপন্যাস। অন্যান্য বই: 'রোমান্স অব্ দ্য ফরেস্ট' (Romance of the Forest), 'দ্য ইটালিয়ান' (The Italian)।

ম্যাথু লুইস-ও (Matthew Lewis: ১৭৭৫-১৮১৮) চমকপ্রদ ঘটনাবলী সাজিয়েছেন 'দ্য মঙ্ক্' (The Monk) উপন্যাসে।

এ যুগের শঙ্কা-শিহরণময় একখানি বিশিষ্ট উপন্যাসের রচয়িত্রী গড্উইন কন্যা কবি শেলির স্ত্রী—**মেরি উল্স্টেনক্রাফট্ শেলি** (Mary Wollstonecraft Shelley: ১৭৯৭-১৮৫১)।

উপন্যাসটির নাম 'ফ্রাঙ্কেনস্টাইন'। বৈজ্ঞানিক ফ্রাঙ্কেনস্টাইন নির্জীব বস্তুতে প্রাণসঞ্চারের উপায় জেনেছেন। কবর থেকে অস্থি-কঙ্কাল এনে তাতে প্রাণসঞ্চার করে তিনি একটি মানুষ সৃষ্টি করলেন। মানুষের মত দেখতে, কিন্তু বিরাটকায়, কদাকার, ভয়ঙ্কর। যে তাকে দেখে, সে-ই ভয়ে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়। নিঃসঙ্গ উদ্দেশ্যহীন এই প্রাণীর মনে জাগে তার স্রষ্টার প্রতি বিষম বিদ্বেষ। ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের ভাইকে এবং তার ভাবী স্ত্রীকে সে হত্যা করে। নিরুপায় হয়ে ফ্রাঙ্কেনস্টাইন তাকে বধ করবার জন্য মেরুপ্রদেশ পর্যন্ত তাকে অনুসরণ করেন, কিন্তু অবশেষে নিজেই তার হাতে নিহত হন। বিজ্ঞান-গর্বিত মানুষ আজ নিজেই নিজের ধ্বংসের পথ রচনা করছে, এই ইঙ্গিত উপন্যাসটির মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। লোমহর্ষক আখ্যান, কিন্তু সেইটেই প্রধান কথা নয়; আধুনিক বিজ্ঞানের পরিণামের যে আভাস আছে, তাতেই এর অসাধারণত্ব।

ভীতি-রহস্যময় এই ধরণের উপন্যাসের সাধারণ নাম সমালোচকরা দিয়েছেন 'গথিক রোমান্স'। স্কটের আবির্ভাবের পূর্বে ওআল্‌পোল

প্রভৃতির রচনা খানিকটা নতুনত্বের স্বাদ এনেছিল। বলা যেতে পারে, তাঁদের উপন্যাসেই আসন্ন রোমান্টিক যুগের আগমনবার্তা ঘোষিত হয়েছিল।

স্যর ওঅল্‌টার স্কট (Sir Walter Scott : ১৭৭১-১৮৩২)

কাব্যপরিচয়কালে আমরা স্কটের উপন্যাসের কথা উল্লেখ করেছি। যে অতীতকে আমরা হারিয়েছি,—জীর্ণ প্রাসাদে, ভগ্ন দুর্গে, বিনষ্ট মন্দিরে, যার স্মৃতিচিহ্ন পড়ে আছে,—তাকেই তিনি কল্পনাবলে জীবন্ত করে তুলেছেন। ঐতিহাসিক তথ্যের প্রামাণ্যতা নিয়ে হয়তো কোথাও কোথাও আমরা সংশয় প্রকাশ করতে পারি। তথাপি মধ্যযুগের শৌর্যবীর্যময় জীবনের উল্লাস যে তাঁর উপন্যাসে স্পন্দিত হয়ে উঠেছে, তাতে সন্দেহ নেই।

তাঁর উপন্যাসাবলী: 'ওয়েভার্লি'; 'গাই ম্যানারিং'; 'দ্য অ্যান্টিকোয়েরি; 'দ্য ব্ল্যাক্ ডোয়ার্ফ'; 'ওল্ড্ মর্টালিটি'; 'রব্ রয়'; 'দ্য হার্ট অব্ মিড্‌লোথিয়ান'; 'দ্য ব্রাইড্ অব্ লামারমুর', 'দ্য লেজেণ্ড অব্ মন্ট্‌রোজ'; 'আইভান হো'; 'দ্য মনাস্টারি'; 'দ্য অ্যাবট'; 'কেনিলওঅর্থ্'; 'দ্য পাইরেট'; 'দ্য ফর্চুন্‌স্ অব্ নাইজেল'; 'পেভারিল্ অব্ দ্য পীক'; 'কোয়েন্টিন ডার্‌ওঅর্ড্'; 'সেণ্ট রোনান্‌স্ ওয়েল'; 'রেড্ গণ্টলেট'; 'টেল্‌স্ অব্ দ্য ক্রুজেডার্স'; 'দ্য বিট্রোদ্‌ড্'; 'দ্য ট্যালিস্‌ম্যান'; 'উড্‌স্টক'; 'টু ড্রোভার্স'; 'দ্য হাইল্যাণ্ড উইডো'; 'দ্য সার্জন্‌স্ ডটার'; 'দ্য ফেয়ার মেড্ অব্ পার্থ'; 'অ্যান্ অব গীয়ারস্টাইন'; 'কাউণ্ট রবার্ট্ অব্ প্যারিস'; 'কাস্‌ল্ ডেঞ্জারাস্'।

এরই মধ্যে কতকগুলি বই—'টেল্‌স্ অব্ মাই ল্যাণ্ডলর্ড', প্রথম থেকে চতুর্থ পর্যায়, এবং কতকগুলি 'ক্রনিক্‌ল্‌স্ অব্ দ্য ক্যাননগেট', প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়—আখ্যা নিয়ে বেরিয়েছিল।

রোমান্টিক কল্পনার সঙ্গে স্বাভাবিকতার মিলনে তাঁর কাহিনী

প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ না থাকুক, মৌলিক মানবীয় গুণে চরিত্রগুলি ভূষিত, তাই তাদের অবাস্তব মনে হয় না। 'ওয়েভার্লি' উপন্যাসে এড্ওঅর্ড ওয়েভার্লির বীরত্ব ও প্রেম, 'গাই ম্যানারিং'-এ হ্যারি বার্ট্রামের ভাগ্য-আবর্তন, 'অ্যান্টিকোয়েরি'তে মেজর নেভিল্ এবং জনাথান ওল্ডবাকের প্রতিদ্বন্দ্বিতা—প্রতিটি আখ্যান, ঘাত-প্রতিঘাতে, সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্যের তরঙ্গ-সংক্ষোভে কৌতূহলোদ্দীপক। এক সময়ে 'আইভান হো'র সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'র তুলনা করা হত। উভয়ের মধ্যে বহির্ঘটনাগত খানিকটা সাদৃশ্য আছে। 'আইভান হো'র ঘটনাস্থল ইংলণ্ড; সময় সিংহ-হৃদয় রিচার্ডের রাজত্বকাল, ইউরোপের ধর্মযুদ্ধের বা ক্রুজেডের যুগ, অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দী। দুর্গেশনন্দিনীর অধিকাংশ ঘটনা ঘটেছে বাংলায়, ঘটনাকাল ষোড়শ শতাব্দী, তখন মোগলসম্রাট্ আকবর ভারতের সিংহাসনে সমাসীন। আইভান হো, রাওইনা, এবং রেবেকার প্রেমের জটিলতা হয়তো জগৎসিংহ, তিলোত্তমা ও আয়েষার প্রণয়-রহস্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, দুর্গেশনন্দিনী লেখবার আগে তিনি আইভান হো পড়েননি। সুতরাং সাদৃশ্য সম্ভবতঃ আকস্মিক।

'ট্যালিস্ম্যান' (Talisman = রক্ষাকবচ) উপন্যাসের ঘটনাকাল ধর্মযুদ্ধের যুগ, রিচার্ডের রাজত্ব-সময়।

'দ্য ব্রাইড্ অব্ লামারমুর'-এর (The Bride of Lammermoor = লামারমুরের বধূ) প্রসঙ্গ আছে রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চ-ভূত' গ্রন্থের 'নরনারী' প্রবন্ধে। সেখানে পাই: "লামারমুরের নায়িকা আপনার সকরুণ সচল সুকুমার সৌন্দর্যে যতই আমাদের মনোহরণ করুক না কেন, রেভ্নস্‌উডের বিষাদঘনঘোর নায়কের নিকট হইতে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া লইতে পারে না।" শত্রুকে মৃত্যুমুখ থেকে উদ্ধার করেছিলেন যুবক রেভন্স্‌উড্। আর ঐ শত্রুকন্যার সঙ্গে হয়েছিল তাঁর ভালবাসা। কিন্তু মিলন হল না।

কুচক্রীর চক্রান্তে অন্যত্র বিয়ে হল মেয়েটির। খবর পেয়ে রেভ্‌নস্‌বৃড তাকে উদ্ধার করতে ছুটলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ যথাসময়ে পৌঁছতে পারলেন না। মেয়েটি উন্মাদিনী হয়ে আত্মহত্যা করল। কাহিনী-বিন্যাসের গুণে পাঠকের কৌতূহল উত্তরোত্তর বর্ধিত হতে থাকে। রুদ্ধশ্বাসে তিনি অপেক্ষা করতে থাকেন পরবর্তী ঘটনার জন্য এবং করুণ অবসান তাঁর হৃদয়ে রেখে যায় অশ্রুবাষ্পছায়া।

স্কটের অনেক উপন্যাস স্কটল্যাণ্ডের অতীত ইতিহাস অবলম্বন করে লেখা। প্রধান চরিত্রাবলী প্রায়ই রাজা, রাজপুরুষ বা সামন্তশ্রেণীর। কিন্তু মধ্যবিত্ত এবং নিম্নশ্রেণীর নরনারীর চিত্রও তিনি সযত্নে এঁকেছেন।

গল্প সাজানোর কৌশল তাঁর নিখুঁত। আঁটসাট বাঁধুনি, চরিত্রগুলি নিটোল, প্রতিটি নরনারীর মনের ঘাতপ্রতিঘাত নিপুণভাবে বর্ণিত। ঐতিহাসিক ও ঘটনাপ্রধান উপন্যাসে তাঁর জুড়ি নেই।

তাঁর ধারা অনুসরণ করেছিলেন আরও অনেকে। যেমন:

মিসেস্ অ্যানা এলিজা ব্রে (Mrs. Anna Eliza Bray): বই—'রোমান্সেজ অব্ দ্য ওয়েস্ট' (Romances of the West = পশ্চিমা কাহিনী)। রচনাকাল: ১৮২৫।

হোরেস্ স্মিথ (Horace Smith: ১৭৭৯-১৮৪৯): বই—'ব্র্যাম্ব্‌লটাই হাউস্' (Brambletye House)।

এন্‌স্‌ওঅর্থ, বুলওঅর-লিটন প্রভৃতিও তাঁর অনুসারী। তবে, তাঁদের কাল ভিক্টোরীয় যুগ।

জেন অস্টেনের পূর্ববর্তী এবং সমসাময়িক মহিলা-ঔপন্যাসিক:

কথাসাহিত্যে মহিলাদের আবির্ভাব প্রথম দেখা গেছে সপ্তদশ শতাব্দীতে।

মিসেস্ আফ্রা বেন (Mrs. Aphra Behn : ১৬৪০-১৬৮৯)-এর 'অরুনোকো অর্ দ্য হিস্ট্রী অব দ্য রয়্যাল স্লেভ্ (Oroonoko, or, The History of the Royal Slave = অরুনোকো, বা রাজ-ভৃত্যের কাহিনী) পাঠক-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তিনি কয়েকখানি নাটক ও কয়েকটি কবিতাও লিখেছিলেন। তাঁর প্রথম জীবন কেটেছিল ভারতবর্ষে।

মিসেস্ ম্যান্‌লির (Mrs. Manley : ১৬৬৩-১৭২৪) 'নিউ অ্যাটলান্টিস্' (New Atlantis)* এবং **মিসেস হেউড্**-এর (Mrs. Hayood ১৬৯৩-১৭৫৬) 'মেময়ার্স'-এ (Memoirs = স্মৃতিকথা) সমাজ-সংস্কারের আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ফীল্ডিং-এর বোন **মিস্ সেয়ারা** ফীল্ডিং-এর (Miss Sarah Fielding : ১৭১০-১৭৬৮) 'ডেভিড্ সিম্পল' (David Simple), এবং নাট্যকার শেরিডানের জননী **মিসেস্** ফ্রান্সিস **শেরিডান**-এর (Mrs. Francis Sheridan : ১৭২৪-১৭৬৬) 'মেময়ার্স অব মিস্ সিড্‌নি বিডল্‌ফ্' (Memoirs of Miss Sidney Biddulph = সিড্‌নি বিডল্‌ফের স্মৃতিকথা) উল্লেখযোগ্য। **মিসেস** র‍্যাডক্লিফ্ লিখেছিলেন ভীতি-রহস্যময় উপন্যাস, আর **ক্লারা** রীভ্—ইতিহাসাশ্রয়ী উপাখ্যান। **হানা** মোর (Hanna More : ১৭৪৫-১৮৩৩) —'সিলেব্‌স্ ইন্ সার্চ অব্ এ ওআইফ্-এ (Cœlebs, in Search of a Wife) এবং **মিস ফ্রান্সিস** বার্নি (Miss Frances Burney : ১৭৫২-১৮৪০)—'এভিলিনা' (Evelina) ও 'সিসিলিয়া'-তে (Cecilia) বিদ্রূপ-সরস সমাজচিত্র আঁকবার ক্ষমতা দেখিয়েছেন। **মিস মারিয়া এজওঅর্থ**-এর (Miss Maria Edgeworth : ১৭৬৭-১৮৪৯) 'কাস্‌ল র‍্যাক্‌রেন্ট' (Castle Rackrent) এবং 'বেলিণ্ডা' (Belinda)—স্কট এবং জেন্ অস্টেনের প্রশংসা অর্জন করেছিল।

* বেকনের এই নামের উপন্যাস স্মরণীয়।

তিনি আয়ার্ল্যাণ্ডের জীবনের ছবি এঁকেছেন। তেমনি স্কটল্যাণ্ডের জীবনকে উপন্যাসে রূপ দিয়েছিলেন **সুজান্ ফেরিয়ার** (Susan Ferrier : ১৭৮২-১৮৫৪)। তাঁর প্রধান তিনখানি উপন্যাস—'ম্যারেজ' (Marriage = বিবাহ), 'ইন্‌হেরিটান্স' (Inheritance = উত্তরাধিকার) এবং 'ডেস্টিনি' (Destiny = ভাগ্য)। জেন্ অস্টেনের কিছু পরে **মিস মেরি রাসেল মিটফোর্ড** (Miss Mary Russel Mitford : ১৭৮৫-১৮৫৫) মনোজ্ঞ পল্লীচিত্র এঁকেছিলেন 'আওয়ার ভিলেজ' (Our Village = আমাদের গ্রাম) গ্রন্থে। পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস একে বলা চলে না, মনোরম রেখাচিত্রের সমষ্টি।

জেন্ অস্টেন্ (Jane Austen : ১৭৭৫-১৮১৭)

ওঅর্ড্‌স্‌ওঅর্থ ও কোল্‌রিজের 'লীরিকাল ব্যালাড্‌স্' প্রকাশিত হয়েছিল ১৭৯৮-তে। মিস্ জেন্ অস্টেন্ তাঁর প্রধান উপন্যাস 'প্রাইড অ্যাণ্ড প্রেজুডিস' (Pride and Prejudice = অহংকার ও পূর্বসংস্কার) রচনা শেষ করেন তার আগের বছর অর্থাৎ ১৭৯৭-এ। রোমান্টিক কল্পনার যুগে লেখা হলেও এ উপন্যাস বাস্তবধর্মী এবং ভাবের দিক থেকে আধুনিক। ওঅর্ডসওঅর্থ তাঁর কাব্যে মানুষের সাধারণ জীবনকে মর্যাদা দিয়েছিলেন, জেন অস্টেনের উপন্যাসও দৈনন্দিন জীবনের কথাই বলেছে। অভিজাত এবং মধ্যবিত্ত সমাজের যে জীবন তাঁর প্রত্যক্ষ, তারই কাহিনী তিনি আমাদের শুনিয়েছেন। স্কটের ধারা থেকে এ ধারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কিঞ্চিৎ পূর্বে এবং তাঁর সমকালে আরও অনেকে সমাজচিত্র আঁকলেও এমন স্বাভাবিক পরিবেশ-রচনা, সূক্ষ্ম হৃদয়বৃত্তির প্রকাশ, মার্জিত রসবোধ এবং অনবদ্য শিল্পসৌষ্ঠবের পরিচয় তাঁদের রচনায় নেই।

দক্ষিণ ইংলণ্ডে স্টীভেন্‌টন্-পল্লীর এক পাদ্‌রির মেয়ে তিনি। ভাইবোনদের সঙ্গে শান্তিতে তাঁর ছেলেবেলা কেটেছে। আপন

মনে তিনি পড়াশুনো করতেন এবং অবসর মত লিখতেন। সে লেখা সহজে কাউকে দেখাতেন না। সমঝদারও সে যুগে তুর্লভ ছিল। তাঁর প্রথম বইয়ের প্রকাশক মিলতে লেগেছিল ষোল বছর। প্রধানতঃ গ্রামাঞ্চলেই তাঁর অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ। নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াবার সুযোগ তিনি বেশী পাননি। ভাইয়েরা নৌবিভাগে কাজ করতেন, তাঁদের কাছে বহির্জগতের সংবাদ কিছু কিছু পেতেন। কিন্তু আপন সংকীর্ণ ক্ষেত্রে আশ্চর্য তাঁর পর্যবেক্ষণ, এবং তাকে রূপ দেবার ক্ষমতা। প্রতিদিনের সাধারণ জীবনযাত্রার মধ্যেই তিনি দেখবার এবং বলবার মত অনেক কথা খুঁজে পেয়েছেন। মান-অভিমান, স্নেহ-প্রেমের বিচিত্র লীলা, মনের অদ্ভুত রহস্য, ভুল বোঝাবুঝি, মিথ্যা সংস্কার, স্বার্থচিন্তা, গুরুজনদের উপদেশ, নরনারীর মিলন-পথের অসংখ্য বাধা। ভাবালুতাবর্জিত কৌতুকস্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়েছেন সংসারের পানে এবং তার যথার্থ চিত্র এঁকেছেন।

১৮১১ থেকে ১৮১৮র মধ্যে তাঁর বইগুলি প্রকাশিত হয়েছিল ঃ 'সেন্স অ্যাণ্ড সেন্সিবিলিটি' (Sense and Sensibility = মন ও মতি), 'প্রাইড্ অ্যাণ্ড্ প্রেজুডিস্' (Pride and Prejudice = অহংকার ও পূর্বসংস্কার), 'ম্যান্সফিল্ড পার্ক' (Mansfield Park), 'এম্মা' (Emma), 'নর্থাঙ্গার অ্যাবি' (Northanger Abbey = নর্থাঙ্গার মঠ) এবং 'পার্স্যুয়েশন' (Persuasion = সম্মত করণ)। এ ছাড়া আছে তাঁর অসমাপ্ত এবং অপ্রকাশিত তুখানি বই ঃ 'দ্য ওঅট্‌সন্‌স্' (The Watsons = ওঅট্‌সনেরা) আর 'লেডি সুজান' (Lady Susan)।

'সন্স অ্যাণ্ড সেন্সিবিলিটি'তে আছে—এলিনর, মারিয়ন ও মার্গারেট, তিন বোনের বিবাহ-সংক্রান্ত জটিলতার কাহিনী। এলিনর এড্‌ওঅর্ড ফেরার্সকে ভালোবেসেছিল, কিন্তু পরে শুনল লুসি তার কাছে বাগ্‌দত্তা। সে ক্ষুব্ধ হল, তবু নিজেকে সংবরণ করল। পরে

এড্ওঅর্ডের সঙ্গেই তার বিয়ে হল, লুসি বিয়ে করল এড্ওঅর্ডের ভাই রবার্টকে। আড়ম্বর কিছু নেই, আছে মধ্যবিত্ত ঘরোয়া জীবনের কথা, নিপুণ মনোবিশ্লেষণ, নির্দোষ ব্যঙ্গকৌতুক। লেখিকা দেখিয়েছেন, অতিরিক্ত ভাবপ্রবণতা নিয়ে সংসারে চলা যায় না। এলিনর স্থিরবুদ্ধি, অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলেছে ; মারিয়ন তা পারেনি বলে অনেক দুঃখ পেয়েছে।

'প্রাইড্ অ্যাণ্ড প্রেজুডিস্'-এও ডার্সির অহঙ্কার, এলিজাবেথের অভিমান, নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে দু'জনের বোঝাপড়া এবং অন্যান্য নরনারীর কার্যকলাপ ও আচরণ নৈপুণ্যের সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে।

যাদের কথা তিনি বলেছেন, তাদের প্রত্যেকের চালচলন, কথাবার্তার ভঙ্গী, মুদ্রাদোষ—কিছুই লেখিকার দৃষ্টি এড়ায়নি। তাই প্রতিটি চরিত্র বর্ণনায় প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। আবার সমবেত জীবনের ছবিও ফুটেছে নিখুঁত হয়ে। যেমন, 'এম্মা' উপন্যাসে পার্টির বর্ণনায় ঃ

"সকলে সমবেত হয়েছেন, শুধু আসেননি ফ্রাঙ্ক চার্চিল,—যে-কোন সময়ে হয়তো রিচ্মণ্ড থেকে এসে পড়বেন। মিসেস্ এল্টন তাঁর সুখ-সৌভাগ্যের সমস্ত উপকরণ—মস্ত বড় বনেট আর সুন্দর সাজিটি—নিয়ে সবাইকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য ব্যগ্র। সবাইকে জড়ো করছেন, সবাইকে আপ্যায়ন করছেন, সবার সঙ্গে কথা বলছেন। স্ট্রবেরির কথা উঠল। একমাত্র ঐ কথা ছাড়া আর কোন কথা নেই, আর কোন বিষয়ে চিন্তা নেই। ইংলণ্ডের সেরা ফল—সবাই ভালোবাসে—খুব পুষ্টিকর। এইগুলোই সবচেয়ে ভালো জাতের। টাটকা পাড়তে খুব ভালো লাগে। সকাল বেলাই ভালো, ক্লান্তি আসে না। 'হোবয়' (Hautboy) হল আসল স্ট্রবেরি, অমন আর হয় না, অন্য জাতেরগুলো খাবার মতন নয়। কিন্তু 'হোবয়' বেশী পাওয়া যায় না। আমার কিন্তু 'চিলি'র স্ট্রবেরি ভালো লাগে। যা-ই বলো, 'হোয়াইটউড্-এর গন্ধটি বেশ মিষ্টি। লণ্ডনে স্ট্রবেরির বেজায় দাম,—ব্রিস্টলে কিন্তু সস্তা, আর প্রচুর পাওয়া যায়। চাষের সময়

কখন ? কেমন করে লাগাতে হয় জানো ?—মালীরা কিন্তু অন্য রকম বলে। বাঁধা নিয়ম কিছু নেই। ওটা মালীদের অভ্যাস। বড় সুস্বাদু ফল। বেশী খাওয়া উচিত নয়। হজম করা কঠিন। চেরির মতন নয়। কিস্‌মিস্ আরো ভালো। স্ট্রবেরি তুলতে ঘাড় নুইয়ে থাকাটা কষ্টকর। উঃ, কি কড়া রোদ! একদম হাঁপিয়ে গেছি। ছায়ায় গিয়ে বসা যাক্।"

মিস্ অস্টেনের লেখায় কোথাও উচ্চকণ্ঠ বা উগ্রতা নেই। হাসি-পরিহাসেও একটি নম্র ভঙ্গী; সেইটি তৃপ্তিকর। স্কট তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন: "সাধারণ জীবনের সুখদুঃখ ও সমস্যা বর্ণনার বিস্ময়কর প্রতিভা আছে এই তরুণী মহিলার। উঁচু সুরের গান আমিও গাইতে পারি। কিন্তু যে আশ্চর্য স্পর্শে পরিচিত সামান্য বিষয় ও চরিত্র, অনুভূতি ও বর্ণনার সত্যতায় পরম হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে, সে স্পর্শ আমার নেই।"

'নর্থাঙ্গার অ্যাবি' ভীতি-রহস্য উপন্যাসের ব্যঙ্গ রূপ। তার নায়িকা ক্যাথেরিন মোরল্যাণ্ড সবলাও নয়, সাহসিকাও নয়। বিভীষিকাপূর্ণ কাহিনী পড়ে পড়ে তার মাথা গরম হয়ে উঠেছিল। এমন সময় আমন্ত্রণ এল গ্লস্টারশায়ার থেকে। নর্থাঙ্গার অ্যাবিতে কিছুদিন কাটাতে হবে। কিন্তু সেখানে নৈরাশ্যজনক পরিবেশ। না আছে অন্ধকার কক্ষ, না সুরঙ্গপথ, না গা-ছম্‌ছম্-করা আবহাওয়া একেবারে আধুনিক সুসজ্জিত বাসগৃহ। কিন্তু একদিন রাত্রিবেলায় খুব ঝড়বৃষ্টি হল। সোঁ সোঁ বাতাস, ঝমঝম বৃষ্টি, দরজা জানালার দুমদাম শব্দ। ক্যাথেরিন ঐখানেই ভয়-জাগানো উপন্যাসের সমস্ত শিহরণ অনুভব করল।

জেন অস্টেন কোথাও তাঁর অভিজ্ঞতার বাইরে যাননি। অসম্ভব ঘটনা, ভাবাতিশয্য ও নীতি-উপদেশ তিনি বর্জন করে চলতেন। তাই তাঁর কাহিনী কোথাও অস্পষ্ট বা নীরস হয়ে পড়েনি।

টমাস লভ্ পীকক (Thomas Love Peacock : ১৭৮৫-১৮৬৬): কবি, ঔপন্যাসিক ও সমালোচক। তাঁর 'হেড্লং হল্' (Headlong Hall), 'মেলিন কোর্ট' (Melin Court), 'নাইটমেয়ার অ্যাবি' (Nightmare Abbey), 'মেড্ মারিয়ান' (Maid Marian), 'দ্য মিস্ফর্চুন অব্ এলফিন' (The Misfortune of Elphin), 'ক্রচেট্ কাস্ল' (Crotchet Castle), 'গ্রিল্ রেঞ্জ' (Grill Range) প্রভৃতি উপন্যাসে বিদ্রূপাত্মক সমাজচিত্র রোমান্সমণ্ডিত হয়ে দেখা দিয়েছে। 'ফোর এজেজ অব্ পোয়েট্রি'(Four Ages of Poetry), কবিতার চার যুগ) তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ-গ্রন্থ। তাঁর রচনায় সযত্ন পরিচ্ছন্নতা ও সাবলীল ভঙ্গী লক্ষণীয়। [পীককের কন্যার সঙ্গে ঔপন্যাসিক মেরেডিথের বিবাহ হয়েছিল।]

প্রবন্ধ ঃ

রোমান্টিক যুগে প্রবন্ধ-সাহিত্যের বিভিন্ন রূপ ও রীতির বিকাশ ঘটেছে। কারও লেখা কবিত্বময়, কারও বা রসিকতাপূর্ণ। কোথাও গম্ভীর, কোথাও লঘু। কেউবা তত্ত্বকে দিয়েছেন প্রাধান্য, কেউবা আবেগ-অনুভূতিকে। সমালোচনা-সাহিত্যের আদর্শ উন্নত হয়েছে এই যুগে। পূর্বে নিন্দা-প্রশংসা অনেক ক্ষেত্রে ছিল সমালোচকের মর্জির ব্যাপার, বিচারের নির্দিষ্ট মান ছিল না, যুক্তি ও রসবোধ বিচারকে নিয়ন্ত্রিত করত না। পুরোনো ধারার সমালোচনার দৃষ্টান্ত এ যুগেও আমরা পেয়েছি 'এডিনবরা রিভিয়ু'তে কীট্সের প্রতি বিষোদ্গারে। কোল্রিজ্, ল্যাম্, হ্যাজ্লিট—এঁরা নূতন আদর্শ স্থাপন করলেন। এঁদের সমালোচনার মূল কথা ছিল রসগ্রহণ, সহানুভূতি। অতীতের প্রতি যেমন এঁরা শ্রদ্ধাশীল, নূতনের প্রতি তেমনি উদার। দোষ দেখানোকে এঁরা সমালোচকের প্রধান কাজ বলে মনে করেননি ; আলোচ্য সাহিত্যের মর্মে প্রবেশ করতে চেয়েছেন। এঁদের চিত্ত মার্জিত হয়েছিল অধ্যয়ন, মনন ও রসবোধের সমন্বয়ে। এ যুগের অনেক কবি গদ্য রচনাতেও কৃতী। ওঅর্ডস্ওঅর্থ ও

কোল্‌রিজ 'লীরিকাল ব্যালাডস'-এর ভূমিকায় তাঁদের কাব্যাদর্শ ব্যক্ত করেছিলেন। শেলির 'ডিফেন্স অব পোয়িজি' (Defence of Poesy) মহার্ঘ প্রবন্ধ। ল্যাম্, ল্যাণ্ডর, লভ্ পীকক—প্রভৃতিরও পদ্য রচনার পাশাপাশি উৎকৃষ্ট গদ্য রচনা বর্তমান।

স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ (Samuel Taylor Coleridge : ১৭৭২-১৮৩৪)

কাব্যেও যেমন, গদ্যেও তেমনি, কোলরিজের রচনা স্বল্প এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। কিন্তু তার মূল্য অপরিসীম। বস্তুতঃ রোমান্টিক যুগের সমালোচনা-সাহিত্যের তিনি পথপ্রদর্শক। শেক্স্পিয়র-ব্যাখ্যায় তিনি নূতন ধারার সূচনা করেন। অষ্টাদশ শতকের সাহিত্যিকেরা বলতেন, শেক্স্পিয়রের নাটক বিধিবন্ধনহীন এক উৎকেন্দ্রিক প্রতিভার আকস্মিক প্রকাশ। কোলরিজ বলেছেন, তা' নয়। এ প্রতিভাও নিয়মহীন খাপছাড়া কিছু নয়। পুরোনো নিয়ম হয়তো তিনি পালন করে চলেননি, কিন্তু শিল্পীমাত্রেরই রচনায় আছে তাঁর নিজস্ব নিয়ম বা পদ্ধতি। তাঁকে বুঝতে গেলে তাঁর বিশিষ্ট রীতির দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। জার্মান সমালোচকদের লেখা থেকে কোলরিজ প্রেরণা পেয়েছিলেন। বিশেষ করে লেসিং-* এর লেখা থেকে। পরে কাণ্ট, শিলার এবং শেলিং-†এর দার্শনিক রচনাও তাঁর মনের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

---

*লেসিং (Gotthold Ephraim Lessing : ১৭২৯-১৭৮১) : জার্মান নাট্যকার ও সমালোচক। নন্দনতত্ত্ব (Aesthetics) সম্বন্ধে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'লাওকুন' (Laocoon)।

† কাণ্ট (Immanuel Kant : ১৭২৪-১৮০৪): বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক। শিলার (Johann Christolph Friedrich Schiller : ১৭৫৯-১৮০৫): জার্মান নাট্যকার ও কবি।

শেলিং (Friedrich Wilhelm Schelling : ১৭৭৫-১৮৫৪) জার্মান রোমাণ্টিক দার্শনিক।

শিলার বলেন ঃ প্রতিভা স্ব-তন্ত্র ; গতানুগতিক পথে তার গতি নয়। কিন্তু তারও সৃষ্টিতে আছে সৌষম্য, নিয়মশৃঙ্খলা। সে শাস্ত্র পড়ে কলা-কৌশল শেখে না, অন্তর্দৃষ্টিবলে তা আবিষ্কার করে। শেক্‌স্পিয়র-আলোচনায় কোলরিজ অনুরূপ ধারণা প্রকাশ করেছেন।

তাঁর শেক্‌স্পিয়র-সংক্রান্ত আলোচনা অধিকাংশই বক্তৃতার নোট থেকে সংকলন করে নেওয়া। 'লেকচার্স অন্ শেক্‌স্পিয়র' (Lectures On Shakespeare = শেক্‌স্পিয়র সম্পর্কিত বক্তৃতাবলী) সেই সংগ্রহ গ্রন্থ। খণ্ড খণ্ড রচনা হলেও এই নিবন্ধ বা বক্তৃতামালা শেক্‌স্পিয়র-প্রতিভার উপর নূতন আলোকপাত করেছে। 'বায়োগ্রাফিয়া লিটেরারিয়া' (Biographia Literaria = সাহিত্যিক-জীবনী) বিখ্যাত প্রবন্ধের বই। সম্ভবতঃ তিনি আত্মজীবনী লিখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু নিজের কথা এতে বিশেষ কিছু বলেননি ; আলোচনা করেছেন কাণ্ট, ফিক্‌টে,* শেলিং, ওঅর্ডস্‌ওঅর্থ প্রভৃতি সম্বন্ধে। ওঅড্‌স্‌ওঅর্থের রচনার দুর্বলতা সম্বন্ধে তিনি অনবহিত নন, কিন্তু তাঁর প্রতিভার বৈশিষ্ট্য ও মহিমা বিশদভাবে পরিস্ফুট করেছেন। সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ে তাঁর উক্তি গভীর উপলব্ধির সাক্ষ্য বহন করছে। 'কল্পনা ও কাল্পনিকতা' (Imagination and Fancy), 'প্রতিভা ও দক্ষতা' (Genius and Talent) প্রভৃতি প্রবন্ধে পরস্পরের পার্থক্য বিশ্লেষণ অতি সূক্ষ্ম ও নিপুণ। তিনি বলেন ঃ 'কল্পনা' বিরোধীভাবের মধ্যে ভারসাম্য এবং সামঞ্জস্য আনে।...'প্রতিভা' প্রেরণা ও বিধির সমন্বয়।"†

---

* ফিক্‌টে (Johann Gottlieb Fichte ঃ ১৭৭২-১৮১৪) ঃ বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক।

† "Imagination reveals itself in the balance and reconciliation of discordant qualities ··Genius is the reconciliation of inspiration and law."

'রুচির কথা' (On Taste), 'সৌন্দর্যের কথা' (On Beauty), 'কবিতার কথা' (On Poesy), 'শিল্পের কথা' (On Art) প্রভৃতি প্রবন্ধে এবং দান্তে (Dante), সার্ভান্তিজ (Cervantes) প্রভৃতির সাহিত্যবিচারে লক্ষ্য করি তাঁর মনস্বিতার সঙ্গে রসবোধের চমৎকার মিলন। ধর্ম বিষয়েও তাঁর কয়েকটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আছে। বন্ধু-সভায় আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি যে সব মূল্যবান উক্তি করেছেন, তার সংগ্রহ 'টেব্ল-টক' (Table Talk = বৈঠকী কথা)। ছোট ছোট মন্তব্য হলেও কথাগুলি দীপশিখার মত উজ্জ্বল।

চার্ল্স্ ল্যাম্ (Charles Lamb : ১৭৭৫-১৮৩৪)

ওঅর্ড্স্ওঅর্থ্ নির্জনতার কবি, আর ল্যাম্ লোকালয়ের উপাসক। পাহাড়ে সমুদ্রে বনে ওঅর্ড্স্ওঅর্থের স্বচ্ছন্দ বিহার; ল্যামের মন ঘুরে বেড়িয়েছে লণ্ডনের পথে পথে, অফিস-পাড়ায়, হাটে বাজারে। নির্জন প্রকৃতির শোভা তাঁর ভালো লাগত না, তা নয়; কিন্তু লণ্ডনের বাইরে যাবার সুযোগ তাঁর বেশী মেলেনি; যেটুকু মিলেছে, তা সংক্ষিপ্ত; আর শহরের গতিশীল রূপের মধ্যেও তিনি পেয়েছেন সৌন্দর্যের সন্ধান।

ওঅর্ডস্ওঅর্থ ও কোলরিজের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল এবং তিনি তাঁদের কবিতার অনুরাগী ছিলেন।

লণ্ডনের একটি সাবেকী অঞ্চল নাম টেম্পল্। পুরোনো ধরণের অপরিচ্ছন্ন ঘরবাড়ি—চারদিকে দিনরাত কোলাহল। সেইখানে ল্যামের জন্ম। তাঁর বাবা ছিলেন উকিলের মুহুরি। উকিলের বাড়িরই এক অংশে তাঁরা থাকতেন। শৈশব তাঁর সেখানে কেটেছে। সেখানকার ঘরদোর, বাগান, ফোয়ারা ও নদীর দৃশ্য তাঁর মনের পটে আঁকা হয়ে গিয়েছিল। মা-বাবার সাতটি সন্তানের মধ্যে তিনি কনিষ্ঠ। চারটি অল্প বয়সে মারা গিয়েছিল। বাকিদের মধ্যে বড়টি সংসারের কোন দায়িত্ব স্বীকার করতেন না। কাজেই আশৈশব তাঁর

দুঃখে দারিদ্র্যে দিন কেটেছে। একটি অবৈতনিক বিদ্যালয়ে তিনি সাত বছর পড়েছিলেন। সেখানে কোলরিজ ছিলেন তাঁর সহপাঠী। ওখান থেকে বেরিয়ে চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি কেরানীর কাজে ঢোকেন 'সাউথ-সী-হাউসে'। দু বছর পরে যান 'ঈস্ট-ইণ্ডিয়া-হাউসে'। ঐ সওদাগরী অফিসে তিনি একাদিক্রমে চাকরি করেন তেত্রিশ বছর। অবসর গ্রহণের সময়কার মনোভাব তিনি সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন 'দ্য সুপারঅ্যান্নুয়েটেড্ ম্যান' (The Superannuated Man = অবসরপ্রাপ্ত) নামক নিবন্ধে। প্রথমে মুক্তির আনন্দ, তারপর দীর্ঘ দিনের অসংখ্য স্মৃতি ; চেয়ারখানি, লেখবার টেবিলটি, রোজ যাওয়া আসা, পরিচিত লোকজন—কত কি।

একবার মাস দেড়েক তাঁকে কাটাতে হয়েছিল পাগলাগারদে। তিনি সুস্থ হয়ে ফিরে আসবার কিছুদিন পর তাঁর দিদি পাগল হয়ে গিয়ে মাকে খুন করে ফেলেন। এই দিদিকে উন্মাদ-আশ্রম থেকে বাড়িতে এনে তিনি তাঁর সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। দিদি সুস্থ হয়েছিলেন, তবে মধ্যে মধ্যে তাঁর মস্তিষ্কবিকারের লক্ষণ দেখা দিত। পরম ধৈর্যের সঙ্গে ল্যাম্ সারাজীবন তাঁর পরিচর্যা করেছেন। তিনিও প্রতিভাশালিনী ছিলেন। 'ল্যাম্স্ টেল্স ফ্রম শেক্স্পিয়র'-এর অনেকগুলি গল্পই তাঁর লেখা, চারটি মাত্র চার্লস্ ল্যাম্-এর। ভাই-বোনের এ ভালোবাসার তুলনা আছে কিনা, সন্দেহ। সুখে দুঃখে তাঁরা পরস্পরের নিত্যসঙ্গী। ল্যাম্ বিবাহ করেননি। অসুস্থতার আশঙ্কা মাঝে মাঝে কালো ছায়া বিস্তার করত তাঁদের জীবনের উপর। তবু সারাদিনের পরিশ্রম, অফিসের নানারকম ঝক্কি, অভাব-অভিযোগ—কিছুই তাঁকে দমিয়ে দিতে পারেনি। মনের সৌকুমার্য তিনি রক্ষা করে চলেছেন। তাঁর লেখায় পাই একটি নম্র করুণ অথচ কৌতুকস্নিগ্ধ অন্তরের স্পর্শ।

কোলরিজের 'পোয়েম্স্ অন্ ভেরিয়াস্ সাবজেক্টস্' (Poems on Various Subjects = নানা বিষয়িণী কবিতা) গ্রন্থে তাঁর কয়েকটি

কবিতা বেরিয়েছিল—সি. এল্. (C. L.) এই সংক্ষিপ্ত স্বাক্ষরে। 'রোজামণ্ড গ্রে' (Rosamund Gray) নামে একখানি উপন্যাস, 'জন্ উড্ভিল্' (John Woodvil) নামে একখানি নাট্যকাব্য, এবং বিভিন্ন পত্রিকায় ছোটখাট লেখা প্রকাশের পর দিদির সঙ্গে মিলে তিনি রচনা করেন 'টেল্স্ ফ্রম শেক্স্পিয়র' (Tales from Shakespeare = শেক্স্পিয়রের গল্প)। ছেলে-মেয়েদের জন্য সহজ ভাষায় সংক্ষিপ্ত আকারে তাঁরা শেক্স্পিয়রের অনেকগুলি নাটকের কাহিনী পরিবেশন করেছেন। পুরোনো সাহিত্যের তিনি ছিলেন একান্ত অনুরাগী। 'স্পেসিমেন্স অব্ ইংলিশ ড্রামাটিক পোয়েটস কণ্টেম্পোরারি উইথ শেক্স্পিয়র' (Specimens of English Dramatic Poets Contemporary with Shakespeare = শেক্স্পিয়রের সমসাময়িক ইংরেজী নাট্যকার কবিগণের রচনা-নিদর্শন)*—উৎকৃষ্ট সংকলন-গ্রন্থ। বার্টন, ফুলার, স্যার টমাস ব্রাউন প্রভৃতির রচনা থেকে তিনি রস আহরণ করেছেন। মধ্যযুগ এবং শেক্স্পীরিয় যুগ তাঁর মনকে টেনেছে। অতীত-প্রীতি রোমান্টিক যুগের অন্যতম লক্ষণ। ল্যামের লেখায় এ লক্ষণটি পরিস্ফুট। 'অডিসি' মহাকাব্যের কাহিনী নিয়েও তিনি 'টেল্স্ ফ্রম শেকস্পিয়রে'র মত একখানি বই লিখেছিলেন : 'দ্য অ্যাডভেঞ্চার্স অব্ ইউলিসিস' (The Adventures of Ulysses = ইউলিসিসের অভিযান)।

তাঁর শ্রেষ্ঠ দান 'এস্সেজ অব্ ইলিয়া' (Essays of Elia = 'ইলিয়া'র প্রবন্ধাবলী) এবং 'লাস্ট এস্সেজ অব ইলিয়া' (Last Essays of Elia = 'ইলিয়া'র শেষ প্রবন্ধাবলী)—এই দুটি গ্রন্থের নিবন্ধাবলী। 'কাবাব' (Roast Pig), 'চিম্নি সাফাই' (Chimney

* W. H. Hudson-এর ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লিখিত নাম : Specimens of the English Dramatic Poets, Who Wrote about the Time of Shakespeare.

Sweepers), 'অবসর প্রাপ্ত' (The Superannuated man), 'গরীব আত্মীয়' (Poor Relations), 'স্বপ্ন-শিশু' (Dream Children) —লঘু অথচ গভীর এ রচনাগুলির তুলনা নেই। প্রত্যেকটিতে তাঁর হৃদয়ের স্পর্শ অনুভব করি। একান্ত ব্যক্তিগত বাসনা বেদনা আবেগ অনুভূতি, অথচ আবেদনে সার্বজনীন। বিনম্র কৌতুক, হাসির কোণে অনুকম্পার অশ্রু। এই ল্যামের 'হিউমার' (Humour = কৌতুকরস)।*

তাঁর রচনা তত্ত্বপ্রধান অথবা বিশ্লেষণধর্মী নয়, সম্পূর্ণ রসধর্মী। যাকে আমরা 'ব্যক্তিগত নিবন্ধ' বা 'পার্সনাল এস্‌সে' (Personal Essay) বলি, তার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ হয়েছে তাঁর হাতে। ['রসধর্মী' রচনাকে বলা হয় 'বেল্‌-লেতর্স' (Belle Letters)। বিচার করতে গেলে সাহিত্যমাত্রেই রসধর্মী। তবে এক শ্রেণীর নিবন্ধকে আমরা আজকাল এ নামে অভিহিত করি। বাংলায় বলি রম্য রচনা।]

দুঃখ তাঁকে সইতে হয়েছে অনেক। তা নিয়ে তিনি অভিযোগ বা বিক্ষোভ প্রকাশ করেননি। হয়তো মৃদু বেদনার সুর লেগেছে তাঁর কথায়, কিংবা একটি চাপা দীর্ঘশ্বাস পড়েছে নিভৃতে। যেমন, 'ড্রীম চিল্ড্রেন্‌' (Dream Children) বা 'স্বপ্নশিশু'তে। যে মেয়েটিকে তিনি ভালবেসেছিলেন, সে গেল পরের ঘরে, তাঁর শূন্য গৃহ আলো করে যে শিশুরা দেখা দিতে পারত, তারা হাসছে অন্যত্র। এ ঘর রইল খালি। অন্তরের অপূর্ণ বাসনা শুধু একটি করুণ স্বপ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে তাঁর কাছে, কোথাও উগ্রতা নেই।

গদ্যে লিখলেও তাঁর মন ছিল কবির। গীতিকবির মন্ময়তা (Subjectivity) আছে তাঁর অনেক লেখাতেই, আছে কল্পনা ও অনুভূতির রং। লণ্ডন শহরের গির্জা চিম্‌নি অলিগলি গাড়িঘোড়া

---

* ইংরেজী সাহিত্যে তিন রকম হাস্যরসের উল্লেখ পাই : 'উইট্‌' (Wit) —বাক্‌চাতুর্যজনিত কৌতুক। 'হিউমার' (Humour)—অনুকম্পা-স্নিগ্ধ সূক্ষ্ম নির্মল কৌতুক। 'স্যাটায়ার' (Satire)—তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ।

দোকানপাট-এর সৌন্দর্য তাঁর মত করে আর কেউ এঁকেছেন কিনা সন্দেহ।

কবিতাও তিনি লিখেছিলেন। পূর্বে উল্লেখ করেছি, কোলরিজের বইয়ে তাঁর কয়েকটি কবিতা স্থান পেয়েছিল। 'ওল্ড ফ্যামিলিয়ার ফেসেজ' (Old Familiar Faces=পুরোনো চেনা মুখগুলি) তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতা ।

ওঅল্টর স্যাভেজ ল্যাণ্ডর (Walter Savage Landor :১৭৭৫-১৮৬৪)

মানুষের মনোগত আদর্শ আর বাইরের আচরণ অনেক সময়ে এক সুরে মেলে না। ল্যাণ্ডরের ক্ষেত্রেও মেলেনি। আত্মদ্বন্দ্বে জর্জরিত এই লেখকের জীবন দুঃখময়, কিন্তু তাঁর সাহিত্যপ্রীতি চিরদিন অক্ষুণ্ণ ছিল।

ওঅরউইকে এক চিকিৎসকের ঘরে তাঁর জন্ম। ছেলেবেলা থেকে অতিরিক্ত আত্মাভিমান ও স্বেচ্ছাচারিতার ফলে তিনি অনেককে চটিয়েছেন। কলেজ থেকে বিতাড়ন, বাপের সঙ্গে মনোমালিন্য, দক্ষিণ ওয়েল্‌সে গিয়ে একা একা থাকা, মাতৃসম্পত্তি পেয়ে অল্পদিনের মধ্যে মামলায় সর্বস্বান্ত হওয়া—এ সবই তার দৃষ্টান্ত। দাম্পত্য জীবনেও তিনি সুখী হননি। প্রতিবেশীদের সঙ্গে বনিবনাও না হওয়ায় তিনি রাগ করে ফ্রান্সে চলে যান, তারপর ইটালির নানা স্থানে পরিভ্রমণ করেন। সেখানেই তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'ইমাজিনারি কন্‌ভার্সেশন্স' রচিত হয়। শেষ জীবন তাঁর কেটেছিল ফ্লোরেন্সে। বৃদ্ধ বয়সে যখন নিজের কর্মক্ষমতা প্রায় নিঃশেষিত, তখন পুত্রদের সাহায্য প্রত্যাখ্যান করে তিনি বিপন্ন হয়েছিলেন। ব্রাউনিং-এর উদার আনুকূল্য সে সময়ে তাঁকে রক্ষা করেছিল। স্বাধীনতাপ্রীতির তথা অদ্ভুত খেয়ালের আর একটি দৃষ্টান্ত: নিজের খরচে একদল স্বেচ্ছা-সেনা নিয়ে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে তিনি স্পেনকে সাহায্য করতে গিয়েছিলেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৭৯৫-তে;

অতঃপর 'জিবীর' (Gebir) কাব্য—১৭৯৮তে, অর্থাৎ 'লীরিকাল ব্যালাডস্' প্রকাশের বছরে। প্রাচ্য জীবন অবলম্বনে রচিত এই কাহিনীকাব্য—শক্তির পরিচয় সত্ত্বেও—পূর্ণ সার্থকতা লাভ করেনি। পুরাণ কাহিনী নিয়ে লেখা 'ক্রাইসেঅর' (Chrysaor) এবং 'গুনলাউগ অ্যাণ্ড হেল্গা'য় (Gunlaug and Helga) তাঁর কবি-মন অপেক্ষাকৃত স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছে। 'হেলেনিক্স্'-এ তাঁর নতুন কবিতার সঙ্গে স্বরচিত কয়েকটি পুরোনো ল্যাটিন কবিতার অনুবাদ আছে। 'ডন জুলিয়ান' (Don Julian) শোকনাট্য জনপ্রিয় হয়নি, তবে ডি-কুইন্সির প্রশংসা লাভ করেছিল।

গদ্যলেখক রূপেই তাঁর সমধিক প্রতিষ্ঠা। 'ইমাজিনারি কন্ভার্সেশন্স' (Imaginary Conversations=কাল্পনিক কথোপ-কথন) তাঁর প্রধান সাহিত্যকীর্তি। এর কল্পনা অভিনব। বিভিন্ন দেশের বিখ্যাত মৃত ব্যক্তিরা যেন পরস্পর নানা বিষয়ে আলোচনা করছেন। তাঁদের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে কখনও প্রকাশ পাচ্ছে তাঁদের জীবন-দর্শন, কখনও বা ব্যক্তিগত অনুরাগ বিরাগ। ডায়োজিনিস্ এবং প্লেটো, মার্সেলাস এবং হানিবল, ঈসপ এবং আহোডোপ, দান্তে এবং বিয়াত্রিচে—ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বহু নরনারীই এ গ্রন্থে আবির্ভূত। অনেক সময়ে তাঁদের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে দেশকালের দীর্ঘ ব্যবধান, কিন্তু লেখকের কল্পনায় উভয়ের মিলন ঘটেছে। ক্লাসিক সাহিত্যে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল, তার নিদর্শন রচনায় পরিস্ফুট। সে রচনা যেমন ভাব-গৌরবে সমৃদ্ধ, তেমনি মার্জিত শ্রুতিমধুর ভাষা-বিন্যাসে মনোরম। 'পেরিক্লিস্ অ্যাণ্ড অ্যাস্পেশিয়া' (Pericles and Aspasia) তাঁর আর একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। এতে কল্পনা করা হয়েছে যেন সুন্দরী অ্যাস্পেশিয়া পশ্চিম এশিয়া থেকে পেরিক্লিসের যুগের গ্রীসে এসে চিঠিতে তাঁর অভিজ্ঞতা জানাচ্ছেন। প্রাচীন গ্রীসের এমন উজ্জ্বল চিত্র অন্যত্র দুর্লভ।

শেষ জীবনের একটি কবিতায় তিনি তাঁর অন্তরের কথা

বলেছেন : "কারও সঙ্গে আমার সংগ্রাম ছিল না, কারণ কেউ আমার সংগ্রামের যোগ্য নয়। প্রকৃতিকে আমি ভালোবেসেছিলাম, তার পরেই আর্টকে। জীবনের আগুনে আমি দু হাত সেঁকে নিয়েছিলাম। আজ তা নিভে যায়, আমি বিদায়োন্মুখ।"*

ডিকেন্স তাঁর 'ব্লীক হাউস' (Bleak House) উপন্যাসের 'বয়থর্ন' (Boythorn) চরিত্রে ল্যাণ্ডরের কতকগুলি কৌতুককর বিশেষত্ব ফুটিয়ে তুলেছেন।

উইলিয়ম হ্যাজলিট (William Hazlitt : ১৭৭৮-১৮৩০)

ধর্মযাজক পিতার পুত্র হ্যাজলিট যাজকবৃত্তি গ্রহণ করবেন, তাঁর অভিভাবকদের এই ছিল ইচ্ছা। কিন্তু তাঁর আকর্ষণ ধর্মশাস্ত্রের চেয়ে বেশী ছিল দর্শন ও রাজনীতির প্রতি। ছবি আঁকার নেশাও তাঁকে পেয়ে বসেছিল। প্রথম জীবনে বহুদিন তিনি নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে ছবি এঁকে বেড়াতেন। অনেক এঁকেছিলেন মানুষের প্রতিকৃতি। তন্মধ্যে ল্যামের প্রতিকৃতি খুব সুন্দর হয়েছিল, সেখানি 'ন্যাশনাল পোর্ট্রেট গ্যালারি' বা জাতীয় চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। ছবি আঁকায় আয় যে খুব বেশী হত তা নয়, তবে যা পেতেন তাই নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট থাকতেন। 'দ্য প্লেষার্স অব্ পেন্টিং' (The Pleasures of Painting = ছবি আঁকার আনন্দ) প্রবন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতার বিবরণ আছে।

১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কয়েকটি রাজনীতিবিষয়ক এবং একটি ম্যালথাসের প্রতিবাদসূচক নিবন্ধ রচনা করেন। কিছুকাল পরে

* "I strove with none, for none was worth my strife ;
Nature I loved, and next to Nature, Art ;
I warmed both hands before the fire of life ;
It sinks and I am ready to depart."

রাসেল ইন্স্টিট্যুশনে দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার জন্য তিনি আহূত হন ; এবং ঐ সময়েই 'মর্নিং ক্রনিক্‌ল' (Morning Chronicle) ও 'এগজামিনার' (Examiner) পত্রে নিয়মিত ভাবে প্রবন্ধ লিখতে থাকেন। সারে ইন্স্টিট্যুশনে ইংরেজ কবিগণ সম্বন্ধে তাঁর বক্তৃতা সমাদৃত এবং প্রশংসিত হয়েছিল।

তাঁর বিবাহিত জীবন সুখের হয়নি। দু'বার তিনি বিবাহ করেছিলেন, দু'বারই বিবাহবিচ্ছেদ ঘটেছিল।

উচ্চ শ্রেণীর সমালোচক এবং প্রবন্ধকার—এই তাঁর প্রধান পরিচয়। 'মাই ফার্স্ট অ্যাকোয়েন্টান্স উইথ পোয়েট্‌স্' (My First Acquaintance with Poets) নিবন্ধে তিনি ওঅর্ডস্‌ওঅর্থ ও কোলরিজের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়ের কথা বর্ণনা করেছেন। কোলরিজের প্রভাবেই তাঁর প্রথম সাহিত্য-প্রেরণা জাগে। তিনি লিখেছেন :

"পল্বলের জলে সূর্যকিরণের মত তাঁর প্রতিভা আমার মর্মে প্রবেশ করে তাকে আলোকিত করে তুলেছিল।"

সাহিত্য, চিত্রকলা, নাট্যাভিনয়, রাজনীতি, দর্শন ইত্যাদি বহু বিষয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। তাঁর রচনাবলীকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে ফেলা যেতে পারে :

(১) চিত্র ও নাটক সম্বন্ধীয় : ইংলণ্ডের রঙ্গমঞ্চ (A View of the English Stage) ; 'ফ্রান্স ও ইটালী ভ্রমণ' (Notes on a Journey through France and Italy) ; 'জেম্‌স্ নর্থ কোটের আলোচনা' (Conversations of James North Cote)—এই শ্রেণীর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনা।

(২) সাধারণ নিবন্ধ : অনেকগুলি সাহিত্যগুণান্বিত উৎকৃষ্ট রচনা এই শ্রেণীতে পড়ে। যথা : 'যৌবনে অমরতার অনুভূতি' (Feeling of Immortality in Youth) ; 'ভ্রমণ' (Going a Journey) ; 'লড়াইয়ে যাওয়া' (Going to a Fight) ইত্যাদি।

(৩) সাহিত্য-সমালোচনা : তাঁর কয়েকখানি বই সাহিত্যের নানা বিষয়ের উপর নূতন আলোকপাত করেছে। 'ক্যার‍্যাক্টর্স অব শেক্‌স্পিয়র্স প্লেজ' (Characters of Shakespear's Plays) শেক্‌স্পিয়রের নাটকের চরিত্রাবলী) শেক্‌স্পীরিয় সাহিত্যবিচারে উচ্চমানের অধিকারী। 'লেক্‌চার্স অন্ ইংলিশ পোয়েটস' (Lectures on English Poets = ইংরেজকবিগণ সম্বন্ধে বক্তৃতা), 'ইংলিশ কমিক রাইটার্স' (English Comic Writers = ইংরেজ হাস্যরসিক লেখকগণ), 'ড্রামাটিক লিটারেচার অব দ্য এজ অব এলিজাবেথ' (Dramatic Literature of the Age of Elizabeth = এলিজাবেথীয় যুগের নাট্যসাহিত্য) প্রভৃতিও সমালোচনা-সাহিত্যে খ্যাতি অর্জন করেছে। 'দ্য স্পিরিট অব দ্য এজ্' (The Spirit of the Age) বা 'যুগ-মানস'-এ সমকালীন সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য মূল্যবান। 'অন্ রীডিং ওল্ড বুক্‌স্' (On Reading Old Books = পুরোনো বই পড়া) প্রবন্ধে তিনি বলেছেন : কেবল নূতনত্বের জন্যই কোন রচনা সমাদরযোগ্য নয়, তার আভ্যন্তরিক গুণই বিচার্য। 'মিস্‌সেলেনিয়াস এসসেজ (Miscellaneous Essays = বিবিধ প্রবন্ধ) এবং 'টেবল্ টক্' (Table-Talk = বৈঠকী কথা)-এও তাঁর চিন্তা ও প্রকাশ-নৈপুণ্যের পরিচয় আছে।

সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যাপারে তিনি যুক্তিবাদী। 'ধর্মের বুলি ও ভণ্ডামি' (Cant and Hypocrisy) তার দৃষ্টান্ত। 'লাইবার এমরিস' (Liber Amoris) একটি করুণ প্রেমকাহিনী। শ্লেষ, বিদ্রূপ, বিতর্কেও তাঁর দক্ষতা ছিল। টমাস মূরের সমালোচনায় শ্লেষ ও বক্রোক্তির এবং উইলিয়ম গিফোর্ডের কাছে চিঠিতে তাঁর বিতর্কশক্তির পরিচয় পাই।

পুরোনো সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধায় এবং উৎকৃষ্ট নূতন সাহিত্যের প্রতি অনুরাগে তাঁর নিরপেক্ষ সাহিত্যিক মন আত্মপ্রকাশ করেছে। ক্বচিৎ দু একটি ক্ষেত্রে হয়তো ব্যক্তিগত পছন্দ -অপছন্দ তাঁর বিচার-শক্তিকে আচ্ছন্ন করেছে।

মনীষা, যুক্তি, রসবোধ এবং ভাষার ঋজুতা ও নমনীয়তা তাঁর রচনার বিশিষ্ট সম্পদ।

জেম্‌স্ হেন্‌রি লী হাণ্ট (James Henry Leigh Hunt : ১৭৮৪-১৮৫৯)

শেলী ও কীট্‌সের বন্ধু লী হাণ্ট তাঁদের সমান প্রতিভাবান্ না হলেও সুকবি রূপে গণ্য। তাঁর 'আবু বেন আদম' (সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলায় অনুবাদ করেছেন), 'হেড্‌লং হল্' (Headlong Hall), 'দ্য ক্রিকেট অ্যাণ্ড দ্য গ্রাস্‌হপার' (The Cricket and the Grasshopper = ঝিঁঝি ও ফড়িং), 'দ্য ম্যান অ্যাণ্ড দ্য ফিশ্' (The Man and the Fish = মানুষ ও মাছ) ছাত্রসমাজের সুপরিচিত। 'এগ্‌জামিনার' (Examiner), 'রিফ্লেক্টর' (Reflector) এবং 'লিবারাল' (Liberal) পত্রিকার তিনি সম্পাদক ছিলেন এবং আরও অনেক পত্রিকায় তিনি নিয়মিতভাবে লিখতেন। সরস সুখপাঠ্য প্রবন্ধ রচনায় তাঁর দক্ষতা ছিল। রাজনৈতিক ব্যাপারে স্বাধীন মত প্রচারের ফলে তাঁকে দু' বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। 'লর্ড বায়রন অ্যাণ্ড হিজ কণ্টেম্পোরারিজ' (Lord Byron and His Contemporaries = লর্ড বায়রন ও তাঁর সমসাময়িকগণ) গ্রন্থে বায়রনের প্রতি তাঁর অভিমান ও অপ্রসন্নতার চিহ্ন আছে।

টমাস ডি কুইন্সি (Thomas De Quincey : ১৭৮৫-১৮৫৯)

ডি কুইন্সি ছিলেন অদ্ভুত স্বভাবের মানুষ। তেরো বছর বয়সে তিনি গ্রীক ভাষা এমন আয়ত্ত করেছিলেন যে তাতে অনর্গল বক্তৃতা দিতে পারতেন। অন্যান্য বিষয়েও তাঁর বেশ দখল ছিল। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতিত্ব তাঁর ভাগ্যে জুটল না। শিক্ষকগণ তাঁর জ্ঞানস্পৃহা মেটাতে পারছেন না বলে তিনি ক্ষুণ্ণ মনে স্কুল ছেড়ে দেন। বাড়ির সঙ্গেও তাঁর ছাড়াছাড়ি হল। মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়ানো হল তখন তাঁর নেশা। একদিন হঠাৎ লণ্ডনে চলে গেলেন। সেখানে

জানাশোনা কেউ নেই। কোন আশ্রয় নেই। কয়েকদিন কাটালেন এক ভাঙা বাড়ির অন্ধকার খুপ্‌রিতে। ছোট্ট এক ভিখারী মেয়ের পাশে এক গাড়োয়ানের ছেঁড়া জামা গায়ে জড়িয়ে কাগজ মাথায় দিয়ে শুয়ে থাকতেন। চার দিকে ইঁদুর ছুটোছুটি করত। খাওয়াদাওয়া সব সময়ে জুটত না। একদিন তো না খেতে পেয়ে মৃতপ্রায় হয়েছিলেন। একটি পতিতা মেয়ের দয়ায় সেদিন তাঁর প্রাণরক্ষা হয়েছিল। তার মহত্ত্বের কথা উল্লেখ করে তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন তাঁর রচনায়। কিছুকাল পরে বাড়ির সঙ্গে তাঁর ঝগড়া মিটল। পড়বার সুযোগ পেয়ে তিনি ছাত্ররূপে প্রবেশ করলেন অক্সফোর্ড উর্‌স্টার কলেজে। ডিগ্রী পরীক্ষায় লিখিত অংশের উত্তর এত ভালো হল যে পরীক্ষকেরা মনে করলেন, মৌখিক অংশের উত্তর অমনি ভালো হলে তিনিই শীর্ষস্থান অধিকার করবেন। কিন্তু মৌখিক পরীক্ষায় তিনি উপস্থিতই হলেন না।

সাংসারিক জ্ঞান তাঁর আদৌ ছিল না। সেজন্য দুঃখকষ্ট পেয়েছেন অনেক। নিজে অভাবে থেকেও অন্যকে ধার দিয়েছেন মুক্ত হস্তে। কিন্তু নিজের বিপদের সময় ধারের একটি পয়সাও ফেরত পাননি। তা নিয়ে কারও বিরুদ্ধে তিনি অভিযোগ করেননি। দুঃখ সয়েছেন নিঃশব্দে। ওঅর্ডস্‌ওঅর্থ এবং কোলরিজের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছিল। 'এন্‌শেণ্ট মেরিনার' ছিল তাঁর খুব প্রিয় কবিতা।

১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মার্গারেট সিম্পসনকে বিবাহ করেন। যাঁরা তাঁকে জানতেন, তাঁরা সকলেই এই মহিলার রূপের ও স্বভাবের উচ্চ প্রশংসা করেছেন।

অর্থাভাব ঘোচাবার জন্যে নানা কাগজে তাঁকে লিখতে হয়েছে। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন ম্যাগাজিনে 'কন্‌ফেশন্‌স্‌ অব্‌ অ্যান্‌ ওপিয়ম-ঈটার' (Confessions of an Opium-Eater = আফিংখোরের স্বীকারোক্তি) বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। সে খ্যাতি আজও অক্ষুণ্ণ।

ভবঘুরে জীবনের বেদনা লাঞ্ছনা এবং শারীরিক অসুস্থতা—কিছুই তাঁর স্বাভাবিক প্রফুল্লতা দূর করতে পারে নি। প্রায়ই তিনি স্নায়বিক যন্ত্রণায় ভুগতেন এবং উপশমের জন্য আফিম ধরেছিলেন; তার নেশার হাত থেকে আর তিনি অব্যাহতি পান নি।

বিচারশক্তির সঙ্গে কল্পনার চমৎকার মিলন হয়েছিল তাঁর মধ্যে। 'অন্ দ্য নকিং অব্ দ্য গেট ইন্ ম্যাক্‌বেথ' (On the Knocking of the Gate in Macbeth = 'ম্যাক্‌বেথ'-এ দ্বারে আঘাত) সূক্ষ্ম রসবোধ ও কল্পনার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। দু'এক জায়গায় আলঙ্কারিকতার ঝোঁক দেখা গেলেও অধিকাংশ স্থলে তাঁর বর্ণনা সজীব ও স্বাভাবিক। দৃশ্য ও ধ্বনির বিচিত্র সঙ্কেত ধরা দিয়েছে তাঁর ব্যঞ্জনাময় ভাষায়। 'দ্য ডায়লগ অব্ দ্য থ্রী টেম্পলার্স-এ (The Dialogue of the Three Templars) প্রকাশ পেয়েছে তাঁর যুক্তিশীলতা ও বিশ্লেষণ-নৈপুণ্য। যা রহস্যময় বা অদ্ভুত, তারই প্রতি তাঁর আকর্ষণ, তবু ইচ্ছে করলে তিনি যে বিচার-বিশ্লেষণেও পারদর্শিতা দেখাতে পারতেন, এখানে তার প্রমাণ পাই। 'দ্য ইংলিশ মেল-কোচ্' (The English Mail-Coach = বিলিতি ডাকগাড়ি) এবং 'সাসপিরিয়া ডিপ্রোফাণ্ডিস্'-এ (Suspiria de Profundis = গভীর উৎস থেকে) দেখি তাঁর খেয়ালী কল্পনার দুটি বিভিন্ন রূপ; আর 'দ্য রিভোল্ট অব্ দ্য টার্টার্স্'-এ (The Revolt of the Tartars = তাতার-বিদ্রোহ) কল্পনার উপাদান মিলিয়ে তিনি রচনা করেছেন ইতিহাসের অপূর্ব আলোছায়ার রাজ্য। আপন রচনাবলীকে তিনি ভাগ করেছেন তিন শ্রেণীতেঃ আত্মজীবন-সংক্রান্ত, সমালোচনাত্মক এবং কল্পনামূলক। সর্বত্রই তাঁর রচনার প্রধান আকর্ষণ বক্তব্যে নয়, বর্ণনাভঙ্গীতে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তরে' অহিফেনসেবী ব্রাহ্মণের কল্পনায় ডি-কুইন্সির প্রভাব পড়েছে।

অপরাপর প্রবন্ধকার ঃ

কল্পনা-বৈভবের পাশাপাশি এ যুগের চিন্তার ঐশ্বর্য কম নয়। খাঁটি সাহিত্যিক রচনার জন্য যাঁরা স্মরণীয়, তাঁদের কথা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। আরও বহু লেখক মননের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রেখে গেছেন মূল্যবান সম্পদ্।

সাময়িক পত্র বহুবিধ রচনার প্রকাশে ও প্রচারে সহায়তা করেছে। 'জার্নালিজম্' বা সাংবাদিকতা ক্রমশঃ সাহিত্যের অঙ্গ রূপে গণ্য হয়েছে। 'এডিনবরা রিভিউ', 'ব্ল্যাকউড্', 'লণ্ডন ম্যাগাজিন' প্রভৃতি পত্রিকার দান প্রবন্ধ-সাহিত্যের বিকাশে উল্লেখযোগ্য। এই সব পত্রিকাতেই লিখেছেন জেফ্রি, সিড্নি স্মিথ, হর্ণার, ম্যাকিণ্টশ, ব্রূহাম, কোলরিজ, সাদি, ল্যাম্, ডিকুইন্সি এবং আরও অনেকে।

অষ্টাদশ শতকের শেষে রাজনীতি ও সমাজ-চিন্তার ক্ষেত্রে নূতন আলোকপাত করেছিলেন—

অ্যাডাম স্মিথ্ (Adam Smith : ১৭২৩-১৭৯০) 'ওয়েল্থ অব্ নেশন্স্' (Wealth of Nations=জাতির সম্পদ) গ্রন্থে, আর টমাস পেন (Thomas Paine : ১৭৩৭-১৮০৮) 'রাইট্স অব্ ম্যান্' (Rights of Man=মানুষের অধিকার) রচনা করে। বিশুদ্ধ সাহিত্য না হলেও এ দুই গ্রন্থের প্রভাব বহুবিস্তৃত।

উইলিয়ম গড্উইন (William Godwin ঃ ১৭৫৬-১৮৩৬) এ যুগের প্রভাবশালী প্রগতিবাদী লেখক। 'পলিটিকাল জাস্টিস্ (Political Justice=রাজনৈতিক সুবিচার) এঁর প্রধান গ্রন্থ। [শেলি এঁর স্বাধীন চিন্তায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং এঁরই মেয়েকে বিবাহ করেছিলেন।]

গড্উইন-পত্নী মেরি উল্স্টোন্ক্রাফ্টও (Mary Wollstonecraft : ১৭৫৯-১৭৯৭) প্রতিভাশালিনী নারী ছিলেন। 'রাইটস্ অব্ উইমেন্' (Rights of Women = নারীর অধিকার) গ্রন্থে তাঁর মনস্বিতার পরিচয় আছে।

উইলিয়ম কবেট (William Cobbet : ১৭৬২-১৮৩৫) 'পলিটিকাল রেজিস্টার' (Political Register = রাজনৈতিক বিবরণ) পত্রের সম্পাদক। 'রূরাল রাইড্স' (Rural Rides = পল্লী-ভ্রমণ) বইয়ে তাঁর সাহিত্যিক মনের প্রমাণ পাই। অ্যাড্ভাইস্ টু এ ইয়ংম্যান্' (Advice to a Young Man = যুবকের প্রতি উপদেশ) সুন্দর যুক্তিপূর্ণ গ্রন্থ।

জেরিমি বেন্থাম (Jeremy Bentham : ১৭৪৮-১৮৩২) : যাঁরা বঙ্কিমচন্দ্রের নিবন্ধাবলী পড়েছেন, তাঁরা বেন্থাম মিলের মতবাদের সঙ্গে পরিচিত। 'ফ্র্যাগমেণ্ট অন্ গভর্ণমেণ্ট (Fragment on Government = রাষ্ট্রতন্ত্র সম্পর্কে দু-চার কথা) এবং 'ইন্ট্রোডাকশন্ টু দ্য প্রিন্সিপ্ল্স্ অব্ মরালস্ অ্যাণ্ড লেজিস্লেশন' (Introduction to the Principles of Morals and Legislation = নীতি ও আইনের সূত্র-বিষয়ক ভূমিকা) তাঁর দুখানি চিন্তাপূর্ণ গ্রন্থ। 'ইউটিলিটেরিয়ানিজম্' (Utilitarianism) অর্থাৎ হিতবাদ বা উপযোগিতাবাদ নামক দার্শনিক মতবাদের তিনিই প্রবর্তক। এই মতবাদের সার কথা হল, পাপপুণ্যের বিচার করতে হবে কোন্ কাজে লোকের অহিত বা হিত হল তাই দেখে। যাতে বেশী লোকের বেশী উপকার, (Greatest good to the greatest number) তাই পুণ্য।

জেম্স্ মিল (James Mill : ১৭৭৩-১৮৩৬) 'ওয়েস্ট-মিন্স্টার-রিভিউ' পত্রিকা পরিচলনায় বেন্থামের সহযোগী ছিলেন। 'হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া' (History of India = ভারতবর্ষের ইতিহাস) এবং

'অ্যানালিসিস্ অব দ্য হিউম্যান মাইণ্ড' (Analysis of the Human Mind = মানবমনের বিশ্লেষণ) তাঁর দুখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

তাঁর পুত্র **জন্ স্টুয়ার্ট মিল্** (John Stuart Mill : ১৮০৬-১৮৭৩) প্রসিদ্ধ দার্শনিক এবং 'হিতবাদ'-এর ব্যাখ্যাতা। বঙ্কিমচন্দ্র অনেক স্থলে তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন।

ডেভিড রিকার্ডো (David Ricardo : ১৭৭২-১৮২৩) অর্থনীতি-ও রাজনীতি-বিশারদ। 'প্রিন্সিপ্‌ল্স অব্ পলিটিকাল ইকনমি' (Principles of Political Economy = রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির সূত্র) তাঁর প্রসিদ্ধ পুস্তক।

টমাস্ রবার্ট ম্যাল্‌থাস্ (Thomas Robert Malthus : ১৭৬৫-১৮৩৪) 'এস্‌সে অন্ পপুলেশন' (Essay on Population = জনসংখ্যা সংক্রান্ত প্রবন্ধ) তাঁর প্রসিদ্ধ বই। পৃথিবীর লোকবৃদ্ধি যে অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটাতে চলেছে এবং জন্মহার না কমালে আমরা সমস্যার সমাধান করতে পারব না, সে কথা তিনি স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। অর্থনৈতিক ও সমাজতাত্ত্বিক মহলে 'ম্যাল্‌থুসীয় নীতি' (Malthusian doctrine) বিশেষরূপে সমাদৃত।

জেম্‌স্ ম্যাকিণ্টশ (James Mackintosh ; ১৭৬৫-১৮৩২) : চিন্তাশীল দার্শনিক। 'ভিণ্ডিসি গ্যালিসি' (Vindicæ Gallicæ) গ্রন্থে তিনি ফরাসী বিপ্লব সমর্থন করে বার্কের প্রতিবাদ করেছিলেন। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ : 'অন্ দ্য স্টেট্ অব্ ফ্রান্স' (On the State of France = ফ্রান্স সম্পর্কে); 'ডিস্‌সার্টেশন অন্ দ্য প্রোগ্রেস্ অব্ এথিকাল ফিলজফি' (Dissertation on the Progress of Ethical Philosophy = নীতিশাস্ত্রের প্রগতি সম্পর্কে আলোচনা); 'হিস্ট্রি অব্ ইংল্যাণ্ড' (History of England = ইংলণ্ডের ইতিহাস)।

টমাস্ ব্যাবিংটন মেকলে (Thomas Babington Macaulay : ১৮০০-১৮৫৯) ঐতিহাসিক, সমালোচক ও কবি। তাঁর 'ইংলণ্ডের ইতিহাস' (History of England) সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। তথ্যাদি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অভ্রান্ত না হলেও এ গ্রন্থে তিনি ইতিহাসকে জীবন্ত করে তুলেছেন। ভারতের ইতিহাস সম্পর্কেও তাঁর আলোচনা আছে। 'লেজ অব্ এন্শেণ্ট্ রোম' (Lays of Ancient Rome = প্রাচীন রোম-গাথা) তাঁর একখানি সুপরিচিত কাব্য।

ধর্মসংক্রান্ত আলোচনায় হল্ (Hall), চামার্স (Chalmers), আর্স্কিন (Erskine) ও আর্ভিং (Irving) ; ইতিহাস-চর্চায় মিট্‌ফোর্ড (Mitford), কক্স (Coxe), রস্কো (Roscoe), মেকলে (Macaulay), টার্নার (Turner), লিঙ্গার্ড (Lingard), হ্যালাম (Hallam), মিলম্যান (Milman) ; সাংবাদিকতা ও সমালোচনাক্ষেত্রে 'এডিনবরা-রিভিউ'-সম্পাদক জেফ্রি (Jeffrey), সিড্‌নি স্মিথ (Sydney Smith), গিফোর্ড (Gifford), লক্‌হার্ট (Lockhart), কোলরিজ (Coleridge), ল্যাম্ (Lamb), হ্যাজলিট (Hazlitt), ডি-কুইন্সি (De-Quincey) ও লী-হাণ্ট (Leigh-Hunt)-এর দান বিশেষরূপে স্মরণীয়।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা সাহিত্য ঃ

উনিশ শতকের প্রথমার্ধ বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রস্তুতির যুগ। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগণ, শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ এবং রাজা রামমোহন প্রভৃতির রচনায় আমাদের গদ্যভাষা ক্রমশঃ সুনির্দিষ্ট রূপ ও আকার লাভ করেছে। এই গঠনে ইংরেজী গদ্যের প্রভাব উপেক্ষণীয় নয়। পাশ্চাত্ত্য দর্শন, রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্ম-সংক্রান্ত চিন্তা এ দেশীয় লেখকদের মনকে স্পর্শ করেছে ; কেউ কেউ সমাজ-সংস্কারে সচেষ্ট হয়েছেন, আবার কেউবা পরিবর্তনের বিরোধিতা

করেছেন। প্রধানতঃ অষ্টাদশ শতকের ইংরেজ লেখকদের প্রভাবই লক্ষিত হয়েছে আমাদের উনিশ শতকের গোড়ায়। জনগণের অধিকার, স্ত্রীশিক্ষা, ধর্ম সম্পর্কে উদারনীতি প্রভৃতির কথা বলেছেন রামমোহন এবং তাঁর সমকালীন কোন কোন ব্যক্তি। নব্যভাব নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেছেন ভাবনীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকেরা। কাব্যে পুরনো ধারা চলেছে; ঈশ্বর গুপ্তের লেখায় ফুটে উঠেছে নবযুগের আভাস। তাঁর কাব্যরীতিকে অনেকে পোপের রীতির সঙ্গে তুলনা করেছেন। নাটকের তখনও জন্ম হয়নি, গানের মধ্য দিয়ে পৌরাণিক কাহিনীর পরিবেষণ হয়েছে।

রোমান্টিক যুগের সাহিত্য আমাদের লেখকদের গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্রের উপন্যাসে, বিহারীলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির কাব্যে এবং বহু প্রবন্ধকারের রচনায় তার নিদর্শন পাই।

দশম যুগঃ ভিক্টোরিয়া বা টেনিসনের যুগঃ ১৮৫০-১৯০০ ঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ চিহ্নিত হয়েছে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নামে, কারণ ১৮৩৭ থেকে ১৯০১ পর্যন্ত তাঁর রাজত্বকাল এবং শাসন-ব্যাপারে তাঁর অক্ষয় সুনাম। আবার সাহিত্যের ইতিহাসে টেনিসনের নামেও সে যুগের পরিচয়, কেননা তিনি ঐ কালের প্রতিনিধিস্থানীয় কবি।

ঐতিহাসিক পটভূমি ও যুগপরিচয়ঃ

ইংলণ্ডে তখন অসামান্য সমৃদ্ধির যুগ। তার শিল্প-বাণিজ্যের বিপুল প্রসার ও সাম্রাজ্য-বিস্তার দেশ-দেশান্তর থেকে ঐশ্বর্য আহরণের সহায় হয়েছে। রাজকীয় সুবিচার ও সুবিবেচনার ফলে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত; ভারত ও অন্যান্য উপনিবেশে রাষ্ট্রশক্তি সুদৃঢ়; চীনেও প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রসারিত।

রাষ্ট্রীয় শান্তিশৃঙ্খলার ফলে সাহিত্যিক ও শিল্পিগণ নিশ্চিন্ত মনে নিজ নিজ সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে পেরেছেন। রোমান্টিক কল্পনা কবিমনকে রঞ্জিত করলেও রোমান্টিক যুগের অস্থিরতা, উন্মাদনা ও অশান্তি স্তিমিত হয়ে এসেছে। শেলি বা বায়রনের বিদ্রোহ-প্রবৃত্তি টেনিসন বা ব্রাউনিং-এ নেই। এঁদের লেখায় আছে ভগবানে আস্থা, উন্নত নৈতিক আদর্শ এবং সংযম ও সামঞ্জস্যের বাণী।

এ যুগের প্রধান প্রধান লক্ষণরূপে নির্দেশ করা যেতে পারে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও বিশ্লেষণী বুদ্ধির বিকাশ, গণতন্ত্রের প্রসার ও মানবতাবোধ, জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদের দ্বন্দ্ব, যন্ত্রশিল্পের বিস্তার ও নূতন শ্রেণীবৈষম্যের সূচনা. চিত্রকলায় নবযুগ, অতীত-গৌরব-সন্ধান এবং কোন কোন শিল্পীমনের পলায়নীবৃত্তি। একদিকে এ সময়েও

রোমান্টিক ভাবপ্রবাহ চলেছে, অন্যদিকে তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। ফরাসী বিপ্লব প্রথমে যে উদ্দীপনা জাগিয়েছিল, বিপ্লবীদের উচ্ছৃঙ্খলতায় ক্রমে তা নিস্তেজ হয়ে এলো। জার্মান সাহিত্য ও দর্শন থেকে নূতন প্রেরণা পেলেন কার্লাইল-প্রমুখ লেখকগণ। কেবল সৌন্দর্য-আরাধনা নয়, অনেক সাহিত্যিক এ-সময়ে নৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠায় উৎসাহী।

এ যুগে প্রধান কবি দুজন—টেনিসন্ এবং ব্রাউনিং। দুজনের মানসপ্রকৃতি এবং রচনারীতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তা ছাড়াও অনেক সুকবির আবির্ভাব হয়েছে। গদ্য-সাহিত্য বিষয়বৈচিত্র্যে এবং নব নব প্রকাশভঙ্গীতে হয়েছে সমৃদ্ধ।

কাব্য

আল্‌ফ্রেড টেনিসন (Alfred Tennyson : ১৮০৯-১৮৯২)

শব্দচিত্রে, ছন্দোলালিত্যে, প্রকাশের সৌকুমার্যে এবং সংবেদনশীলতায় টেনিসনের কবিতা অতুলনীয়। শেলির প্রতিভার বিদ্যুদ্দীপ্তি তাতে নেই, কিন্তু আছে অপরূপ শিল্পসৌষ্ঠব। রোমান্টিক কল্পনা এখানে শান্ত এবং প্রসাধনে যত্নশীল। যেমন ইংলণ্ডের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ও পুরাকাহিনী বর্ণনায়, তেমনি সমাজ-মানসের দ্বিধাদ্বন্দ্ব-বিশ্বাসের অভিব্যক্তিতে তাঁর কাব্য সমান সার্থক। পূর্বগামী কবিদের বিচিত্র রূপকলা আত্মসাৎ করেও তিনি আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল।

জীবন ঃ

টেনিসনের জীবন অনুদ্বেল, ঋজুগতি। লিঙ্কনশায়ারের এক ধর্মযাজকের পুত্র তিনি। শিক্ষকদের কঠোর ব্যবহারে স্কুলের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা জন্মেছিল। তবু বিজ্ঞ পিতার কাছে শিক্ষালাভ করে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। তাঁর ভাইয়েরাও কবিতা লিখতেন। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় দুই ভাইয়ের কবিতার বই 'পোয়েম্‌স্ বাই টু ব্রাদার্স' (Poems by Two Brothers)। কেম্‌ব্রিজ ট্রিনিটি কলেজে তিনি যে-সব গুণী বন্ধু পেয়েছিলেন, তরুণ কবি

হ্যালাম (Hallam) তাঁদের একজন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে 'টিম্‌বাক্‌টু' (Timbuctoo) নামে একটি কবিতা লিখে তিনি চ্যান্সেলর-প্রদত্ত পদক পান। অতঃপর বেরোয় তাঁর নিজস্ব প্রথম কবিতাগ্রন্থ 'পোয়েম্‌স্‌ চীফলি লিরিকাল' (Poems Chiefly Lyrical=গীতি কবিতা)। কবিতাগুলিতে বায়রনের প্রভাব সুস্পষ্ট। বায়রনী ধরণেই তিনি ও হ্যালাম এই সময়ে স্পেনের অন্তর্যুদ্ধে জনগণের পক্ষে সৈনিকরূপে যোগ দেবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। অবশ্য যুদ্ধ তাঁদের করতে হয়নি। তবু স্পেন-ভ্রমণ তাঁর কল্পনাকে পরিপুষ্ট করেছে। ১৮৩১-এ তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। তারপর কয়েক বছর তিনি নিভৃতে পড়াশুনায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৩২-এ প্রকাশিত 'পোয়েম্‌স্‌' (Poems=কবিতাবলী) কাব্যগ্রন্থে তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট।

পরের বৎসর তাঁর বন্ধু হ্যালামের মৃত্যু ঘটে। এই উপলক্ষে তিনি একটি মর্মস্পর্শী ক্ষুদ্র কবিতা লিখেছিলেন। 'ইন্‌ মেমোরিয়ম্‌' শোককাব্য রচনারও এই সময়ে আরম্ভ।

পূর্ব গ্রন্থের বিরূপ সমালোচনা হওয়ায় বছর দশেকের মধ্যে তিনি আর কোন বই প্রকাশ করেন নি। ১৮৪২-এ প্রকাশিত হয় 'পোয়েম্‌স্‌' দুই খণ্ড। পরিণত প্রতিভার স্বাক্ষর রয়েছে এই কবিতাগুলিতে।

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাজকবি (Poet-laureate) রূপে বৃত হন। পূর্ববর্তী রাজকবি ছিলেন ওঅর্ডস্‌ওঅর্থ। এই বৎসরের আর দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা তাঁর বিবাহ এবং 'ইন্‌ মেমোরিয়ম্‌' কাব্য প্রকাশ। অতঃপর সুদীর্ঘ জীবন তিনি কাটিয়েছেন শান্তিতে, আপন মনে পড়াশুনা এবং কাব্য রচনা করে। ইংলণ্ডের সামাজিক জীবন সম্বন্ধেও তিনি ছিলেন অবহিত। ভালবাসত তাঁকে সকলেই। সরল, সবল, সদয়, উদার স্বভাব ছিল তাঁর। আত্মপ্রচারে তাঁর স্পৃহা ছিল না। ৮৩ বছর বয়সে অল্‌ডোঅর্থে (Aldworth) তাঁর মৃত্যু হয়।

সাহিত্য ঃ

আঠারো বছর বয়সে এক ভাইয়ের সঙ্গে মিলে তিনি তাঁর প্রথম কবিতার বই প্রকাশ করেন—'পোয়েম্‌স্ বাই টু ব্রাদার্স' (Poems by Two Brothers=দুই ভাইয়ের কবিতা)। সে কবিতায় অসাধারণত্ব নেই। একুশ বছর বয়সের কাব্য 'পোয়েম্‌স্ চীফলি লিরিক্যাল' (Poems, Chiefly Lyrical=গীতি কবিতা)। তাতেও তিনি বায়রনের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। দু বছর পরে 'পোয়েম্‌স্' (Poems=কবিতাবলী) গ্রন্থে প্রকাশিত হয় তাঁর অনেক উৎকৃষ্ট কবিতা ঃ 'লোটস্-ঈটার্স' (Lotos-Eaters= পদ্মমধুসেবী , 'প্যালেস্ অব্ আর্ট' (Place of Art=শিল্পসৌধ), 'এ ড্রীম অব্ ফেয়ার উইমেন' (A Dream of Fair Women= সুন্দরীদের স্বপ্ন), 'দ্য লেডি অব্ শ্যালট' (The Lady of Shallot=শ্যালট-বাসিনী) প্রভৃতি। ['দ্য লেডি অব্ শ্যালট্'-এর সুন্দর অনুবাদ করেছেন মোহিতলাল মজুমদার—'শ্যালটবাসিনী' নামে।

পরে ১৮৪২-এ এইগুলি এবং পরবর্তী অনেক স্মরণীয় কবিতা 'পোয়েম্‌স্' নাম নিয়ে দু খণ্ডে বেরিয়েছিল। এখানেই তাঁর প্রতিভার প্রথম সার্থক প্রকাশ।

প্রাচীন গাথা ও কাব্য থেকে আহরণ-করা কল্পচিত্রগুলির অন্তরালে অনেক স্থলে রয়েছে রূপক অর্থের ইঙ্গিত। ইলিয়ডের 'লোটস্-ঈটার্স' বা পদ্মমধুপায়ীর সঙ্গে তুলনীয় তাঁরা, যাঁরা জীবনের সঙ্গে যোগ না রেখে স্বপ্নজগতে বিহার করেন। 'প্যালেস অব্ আর্ট' বা শিল্পসৌধে, অবাস্তব ভাবলোকে, তাঁদের অবস্থান। 'শ্যালটবাসিনী'তেও অনেকে লক্ষ্য করেছেন গূঢ় ভাবসঙ্কেত। বিষয়বৈচিত্র্যে, বর্ণনানৈপুণ্যে ছন্দোহিল্লোলে কবিতাগুলি পরম রমণীয়। ওআর্ডস্‌ওঅর্থ বলেছিলেন ঃ "জীবিত কবিদের মধ্যে টেনিসন সর্বশ্রেষ্ঠ, নিঃসন্দেহ।" 'ডোরা' (Dora) এবং 'দ্য গার্ডেনার্স ডটার' (The Gardener's Daughter

=মালীর মেয়ে)—আখ্যান কবিতা দুটির তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। 'ইনোনি' (Œnone)-ও হৃদয়গ্রাহী আখ্যান-কবিতা।

অতীতের প্রতি আকর্ষণ রোমান্টিকতার একটি বিশেষ লক্ষণ। টেনিসনের অনেক লেখাতেই সেই লক্ষণ পরিস্ফুট। তবে প্রায়ই নতুন কালের প্রাণস্পন্দন তিনি অনুভব করেছেন পুরানো দিনের আখ্যানে। 'ইউলিসিস্' (Ulysses) একটি দৃষ্টান্ত। হোমরের কাব্যে এই দুঃসাহসী বীরের নানা 'অভিযান' ও ভ্রমণের কথা আছে। উনিশ শতকের ইংলণ্ডে যেনূতন জীবন-চাঞ্চল্য, দেশ-দেশান্তর সম্বন্ধে যে কৌতূহল দেখা দিয়েছিল, তারই যেন ভাবমূর্তি টেনিসনের ইউলিসিস্। এখানে ইউলিসিস বলছেন : 'আমার সমস্ত অভিজ্ঞতা যেন একটি তোরণ, যার মধ্য দিয়ে আভাস পাই অজানা জগতের।' 'মর্টি-ডি-আর্থার' (Morte d' Arthur=আর্থারের মৃত্যু)-এর কাহিনী ম্যালরির ঐ নামের বিখ্যাত বই থেকে নেওয়া। আর্থার-কাহিনী নিয়ে তিনি পরে একখানি বড় কাব্য রচনা করেন 'ইডিল্স্ অব্ দ্য কিং' (Idylls of the King=রাজকাহিনী)। আর্থার ও তাঁর বীর সহচরগণের জীবনে তিনি পেয়েছিলেন তাঁর সযত্নপোষিত নৈতিক আদর্শ। 'দ্য প্রিন্সেস্' (The Princess=রাজকুমারী) কাব্যে নারীর অধিকার ঘোষিত হয়েছে। সমগ্রভাবে বিচার করলে এখানি তাঁর প্রধান কাব্যসমূহের অন্যতম নয়, কিন্তু কয়েকটি সুমধুর গীতি এরই অন্তর্ভুক্ত ; যেমন : "অশ্রু, অলস, অশ্রু, আমি জানি না তার মানে" (Tears, idle tears, I know not what they mean) এবং "মধুর ধীর, মধুর ধীর" (Sweet and low, sweet and low) ইত্যাদি।

'ইন্ মেমোরিয়ম' (In Memoriam=স্মরণে) তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য। ১৮৩৩-এ এর রচনা আরম্ভ, ১৮৫০-এ প্রথম প্রকাশ। বন্ধু হ্যালামের মৃত্যুতে কবি শোকে অভিভূত হন। জীবন-মরণ-রহস্য তাঁর

চিত্তে বিস্তার করে গাঢ় ছায়া। প্রশ্ন জাগে ব্যাকুল হৃদয়ে ঃ মৃত্যুতেই কি সব শেষ ? মানুষের জীবন নশ্বর ? অন্তর থেকেই আসে উত্তর ঃ না, না, মানবাত্মা মৃত্যুহীন ; দেহের বিলয় আছে, আত্মার বিনাশ নেই। নিবিড় অনুভূতি, সূক্ষ্ম ভাবুকতা এবং সুষম প্রকাশভঙ্গী এর মহার্ঘ সম্পদ।* হ্যালামের মৃত্যু উপলক্ষে রচিত একটি ছোট কবিতাও মর্মস্পর্শী—"ভাঙো, ভাঙো, ভেঙে পড়ো ধূসর নিষ্প্রাণ পাষাণের বুকে, হে সমুদ্র।"†

'মড্' (Maud) একব্যক্তিক কাব্যনাট্য (monodrama)। এতে আছে এক প্রেমোন্মত্ত যুবকের কাহিনী। তার মনে জাগে ভাব থেকে ভাবান্তর, বিষাদ, উল্লাস, ক্রোধ, জিঘাংসা। পরে সে উন্মাদ হয়ে যায়, কিন্তু আবার ফিরে পায় সুস্থতা। ভাবালুতাপূর্ণ এর রচনা ; তবে এতেও কয়েকটি হৃদয়গ্রাহী গান আছে।

'ঈনক-আর্ডেন' (Enoch Arden), 'দ্য হোলি গ্রেল' (The Holy Grail = পুণ্যপাত্র), 'ব্যালাড্স্ অ্যাণ্ড আদার পোয়েম্স্' (Ballads and other Poems = গাথা ও কবিতা), 'লক্সলি-হল' (Locksley Hall), 'ডিমিটার' (Demeter) প্রভৃতি তাঁর অপরাপর কাব্য। 'দ্য চার্জ অব্ দ্য লাইট ব্রিগেড্' (The Charge of the Light Brigade = সেনাবাহিনীর আক্রমণ), 'দ্য রিভেঞ্জ' (The Revenge = প্রতিশোধ) এবং 'দ্য ডিফেন্স অব্ লাক্নৌ' (The Defence of Lucknow = লক্ষ্ণৌ-রক্ষা) তিনটিই সাবলীল রণগাথা।

---

* ইংরেজী সাহিত্যে আর দুখানি প্রসিদ্ধ শোককাব্য আছে—মিল্টনের 'লীসিডাস' এবং শেলির 'অ্যাডোনেইস্'। বাংলায় মনে পড়বে রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয় বড়ালের স্ত্রী-বিয়োগের কাব্য, যথাক্রমে 'স্মরণ' আর 'এষা'। 'এষা'-তে কবি শোকার্ততা থেকে ক্রমশঃ শোকোত্তীর্ণ হয়েছেন।

† "Break, break, break / On thy cold gey stones, O Sea."

তিনি কাব্যের সুদক্ষ শিল্পী। প্রকৃতির রূপ লাবণ্য কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। পুরোনো সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে তিনি সযত্নে আহরণ করেছেন সৌন্দর্যের উপাদান। শব্দ এবং অলঙ্কার প্রয়োগে তাঁর আশ্চর্য পটুতা। গতানুগতিক দৃশ্য ও ভাব পরিহার করে তিনি এনেছেন নবীনতার দীপ্তি। ছন্দে তাঁর গীতিঝঙ্কার, ভাষায় ধ্বনি-হিল্লোল। 'দ্য ব্রুক' (The Brook = নদী কবিতায় পাহাড়ী নদীর উচ্ছলতা ও তীরের বিচিত্র রূপ সুন্দর ফুটে উঠেছে।

বীরত্বের প্রতি শ্রদ্ধা ও দেশপ্রেম তাঁকে আর্থার-কাহিনীর প্রতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট করেছে। দেশাত্মবোধক অন্যান্য কবিতাও তিনি লিখেছেন। অতীত-অনুরাগী বলে তিনি বর্তমান-বিমুখ নন। সমকালীন চিন্তা ও গতিপ্রবাহের সঙ্গে তিনি যোগ রক্ষা করে চলতেন।

ফরাসী বিপ্লব তখন অবসিত, কিন্তু তা ছড়িয়ে দিয়ে গেছে কয়েকটি ভাবের বীজঃ সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা। সে ভাবাদর্শের অনুমোদন করলেও তিনি আভিজাত্যের অনুরাগী। উচ্ছৃঙ্খলতায় তাঁর শ্রদ্ধা নেই। তিনি বিশ্বাস করেন, কি বস্তুজগতে, কি মনোজগতে সকলই নিয়মাধীন। বিশ্ববিধাতার অলঙ্ঘ্য নীতি শাসন করছে এ জগৎকে। বিজ্ঞানযুগে – লায়েল হাক্সলি ডারুইনের যুগে—তাঁর আবির্ভাব। বিজ্ঞানকে তিনি গ্রহণ করেছেন, কিন্তু রসবোধকে শুষ্ক হতে দেন নি। প্রকৃতিকে ওঅর্ডস্‌ওঅর্থ যে অধ্যাত্ম মহিমায় মণ্ডিত করে দেখেছেন (যেমন, 'টিণ্টার্ন অ্যাবি'তে), টেনিসন তা দেখেন নি। তিনি রূপকারের দৃষ্টিতে দেখেছেন তার আলো-ছায়ার লীলা, তার বিচিত্র বর্ণবিলাস। ঐশ্বরিক সত্তায়, ভগবানের মঙ্গলবিধানে তাঁর বিশ্বাস ছিল। সংসারের সহস্র ভাঙা গড়ার মধ্যে ঐ বিশ্বাস তাঁকে দিয়েছে সান্ত্বনা, দিয়েছে মনের স্থৈর্য। 'ক্রসিং দ্য বার' (Crossing the Bar = উত্তরণ)-এ তাঁর বিশ্বাসের সুন্দর পরিচয় আছে।

রবার্ট ব্রাউনিং (Robert Browning : ১৮১২-১৮৮৯)

ব্রাউনিং-এর কাব্যরীতি টেনিসন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। টেনিসনের কবিতা সহজ সুন্দর সরল, সুললিত। ব্রাউনিং-এর কবিতা গূঢ়সঞ্চারী, জটিল, কখনও কখনও আপাতরুক্ষ। অথচ দুজনই বড় কবি। যদিও ব্রাউনিং-এর সমকালে তাঁর সমঝদার-সংখ্যা বেশী ছিল না, কিন্তু পরে তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি উত্তরোত্তর বর্ধিত হয়েছে। শুদ্ধশিল্পীরূপে টেনিসন বেশী সফল, কিন্তু ভাবুক-রূপে ব্রাউনিংই বড়।

জীবন :

১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনের কাছাকাছি কাম্বারওয়েলে তাঁর জন্ম। পিতা ছিলেন ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ডের কেরানী। শিল্প ও সাহিত্যে তাঁর অনুরাগ ছিল। পুত্রকে তিনি নিজের খুশিমত পড়াশুনো করতে এবং চলতে দিতেন। বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক পড়াশুনায় ব্রাউনিং-এর বিশেষ আগ্রহ ছিল না। কিন্তু স্বেচ্ছায় তিনি নানা বিষয় শিখেছেন। ছেলেবেলা থেকে প্রাচীন সাহিত্য (Classics) তিনি মন দিয়ে পড়েছেন। তাছাড়া সঙ্গীত এবং চিত্রবিদ্যাতেও তাঁর দক্ষতা ছিল। পুরুষোচিত খেলাধূলায় তিনি আনন্দ পেতেন; ঘোড়ায় চড়তে, তরোয়াল খেলতে এবং ঘুষি লড়তে জানতেন; নৃত্যও অভ্যাস করেছিলেন। ফলে, তিনি অর্জন করেছিলেন সুগঠিত শরীর, অটুট স্বাস্থ্য এবং প্রফুল্ল প্রকৃতি।

টেনিসন পল্লী-প্রকৃতির একান্ত অনুরাগী। ব্রাউনিং শহরের শোভাও ভালোবেসেছেন। নগরীর দীপমালায় এবং জনতার জীবন-চাঞ্চল্যে তাঁর মন সাড়া দিত। তাঁর প্রথম দিকের রচনায় আছে বায়রনের প্রভাব, পরে কিছুদিন শেলির। 'পলিন্'-এ (Pauline) শেলির প্রভাব সুস্পষ্ট। এ কাব্যের প্রকাশ-কালে তাঁর বয়স একুশ বছর। প্রায় এই সময়েই তিনি অশ্বারোহণে সম্ভবতঃ দেড় হাজার

মাইল অতিক্রম করে বেড়াতে গিয়েছিলেন রাশিয়ায়। সেখানে জনৈক ফরাসী জ্ঞানতপস্বীকে দেখে তিনি 'প্যারাসেল্‌সাস্' কাব্যের প্রেরণা পেয়েছিলেন।

'প্যারাসেল্‌সাস্' (Paracelsus), 'স্ট্রাফোর্ড' (Strafford) 'সর্ডেলো' (Sordello) প্রভৃতি রচনায় তাঁর স্বকীয়তা প্রকাশ পেয়েছে। ১৮৪৬-এ তাঁর 'বেল্‌স্ অ্যাণ্ড পম্‌গ্রানেট্‌স্' (Bells and Pomegranates) প্রকাশের বছরে এলিজাবেথ ব্যারেটের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তাঁর ডায়রিতে এ বিবাহের উল্লেখ অতি সংক্ষিপ্ত: "সেপ্টেম্বর ১২, ১৮৪৬। একটি সাক্ষাৎ, ১০.৪৫. থেকে ১১.১৫র মধ্যে।" এলিজাবেথ তখন কবি-হিসাবে ব্রাউনিং-এর চেয়ে বেশী পরিচিত। দুজনের আলাপের ফলে অন্তরঙ্গতা জন্মে। কিন্তু এ বিবাহে এলিজাবেথের পিতার সম্মতি ছিল না। দীর্ঘদিন এলিজাবেথ অসুস্থ ছিলেন। প্রতিভাময়ী কিন্তু রুগ্না এই তরুণীকে নিয়ে ব্রাউনিং সহসা ইটালিতে চলে যান। পনরো বছর তাঁরা পরমসুখে দাম্পত্য জীবন যাপন করেছিলেন। বিবাহের পর এলিজাবেথের স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হয়েছিল। ১৮৬১-তে তাঁর মৃত্যু ঘটে। ব্রাউনিং শোকার্ত হয়েছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু ভগবানের উপর নির্ভর করে তিনি মনকে শান্ত করেছিলেন; বলেছিলেন, "ঘুমন্ত সন্তানের মত ওকে তিনি কোলে তুলে নিয়েছেন!" কয়েক বছর তিনি আর ইটালিতে যান নি। পরে প্রতি বৎসর একবার গিয়ে নিজেদের বাসগৃহটি দেখে আসতেন। বাড়িটি তিনি কিনে নিতে চেয়েছিলেন, কার্যতঃ তা সম্ভব হয় নি। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে, শেষ বই 'অ্যাসোলাণ্ডো' (Asolando) প্রকাশের দিন, ভেনিসে তাঁর মৃত্যু ঘটে। ইটালিতে স্ত্রীর সমাধির পার্শ্বে শায়িত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করে গিয়েছিলেন তিনি, কিন্তু তাঁর সমাধি স্থাপিত হয়েছিল টেনিসনের সমাধির পার্শ্বে, বিলাতে ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবিতে।

সাহিত্যঃ

ক্রমবিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখে সমালোচকেরা তাঁর রচনাবলীকে ভাগ করেছেন তিনটি বা চারটি যুগে ঃ

প্রথম যুগ ঃ ১৮৩৩-১৮৪১ ঃ আবেগোচ্ছল প্রথম যৌবনের কাব্য 'পলিন' (Pauline ঃ প্রকাশ—১৮৩৩) সুখপাঠ্য, কিন্তু উচ্চাঙ্গের সৃষ্টি নয়। কবির চিন্তাধারা ও আদর্শের আভাস এতে আছে; কিন্তু রচনায় গাঢ়তা আসে নি। 'প্যারাসেল্সাস্'-এ (Paracelsus ঃ প্রকাশ—১৮৩৫) কবি সার্থকভাবে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। শুষ্কজ্ঞানে নয়, প্রেমে আমাদের আত্মার বিকাশ, এই হল কাব্যখানির মর্মকথা। মধ্যযুগের 'অল্কেমিস্ট' (Alchemist = যাঁরা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সোনা তৈরির চেষ্টা করতেন; স্পর্শমণি-সন্ধানী) 'প্যারাসেল্সাস্'। কারও কারও মতে তিনি নাকি আধুনিক রসায়নের পথপ্রদর্শক। ব্রাউনিং-এর কাব্যে তিনি কঠোর জ্ঞান-তপস্বী, জ্ঞানসাধনার জন্য পরিহার করেছেন ঘর-সংসার। কিন্তু যখন তাঁর ভালোবাসার পাত্রী মেয়েটি মারা গেল, তখন তিনি অনুভব করলেন, সত্যকে ছেড়ে এতদিন মিথ্যা মায়ার পিছনে ছুটেছেন; সংসারকে বর্জন করে নয়, সংসারের মধ্য দিয়েই লাভ করতে হবে সিদ্ধি। [রবীন্দ্রনাথের 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাট্যকাব্য এবং 'পরশ-পাথর' ও 'আকাশের চাঁদ' কবিতার সঙ্গে এর ভাব-সাম্য লক্ষণীয়। নিষ্ফল জ্ঞানচর্চার দৃষ্টান্ত হিসেবে মার্লোর 'ডক্টর ফস্টাস্' এবং গ্যেটের 'ফাউস্ট'-এর কথাও মনে পড়তে পারে।] 'সর্ডেলো'তেও (Sordello ঃ প্রকাশ—১৮৪০) আছে ভাবুকতা ও ও বাস্তবতার সংঘাত। ভাবপ্রবণ সর্ডেলো সে সংঘাত সইতে পারে নি। এ কাব্যে ইটালির সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা আছে, পাণ্ডিত্যের নিদর্শনও আছে, তবু রসের গাঢ়তা নেই। স্থানে স্থানে ভাষা দুর্বোধ্য হয়ে পড়েছে। নাটকের প্রতি তাঁর ঐকান্তিক আকর্ষণ ছিল। অনেক নাটক তিনি রচনা করেছেন, তাছাড়া তাঁর

বহু কবিতায় আছে নাট্যলক্ষণ। চরিত্র-চিত্রণে, মনোবিশ্লেষণে, কাহিনীতে সেই লক্ষণ পরিস্ফুট। রাজা প্রথম চার্লসের সেনাপতি স্ট্রাফোর্ডের শেষজীবন নিয়ে রচিত ট্রাজেডি 'স্ট্রাফোর্ড' (Strafford) তাঁর প্রথম নাটক (প্রকাশ : ১৮৩৭)।

দ্বিতীয় যুগ : ১৮৪১-১৮৬৮ : 'বেল্‌স্ অ্যাণ্ড পাম্‌গ্রানেট্‌স্' (Bells and Pomegranates = ঘণ্টা ও ডালিম)* প্রকাশিত হয় ১৮৪১-এ। এখান থেকেই দ্বিতীয় যুগের আরম্ভ। নানা ভাবের, নানা সুরের, অনেক সুন্দর কবিতা এতে স্থান পেয়েছে। বস্তুতঃ এখানি সংকলন। অন্য নামের বইয়েও কবিতাগুলি বেরিয়েছিল। আগেকার চেয়ে অনেক বেশী নৈপুণ্য এসেছে তাঁর দ্বিতীয় যুগের লেখায়। 'পিপ্পা পাসেজ' (Pippa Passes = 'পিপ্পা' চলে), 'পায়েড পাইপার' (Pied Piper = রঙিন বাঁশীওয়ালা) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিতা এবং কয়েকটি উৎকৃষ্ট নাট্যকবিতা এ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

'নাট্যগীতি' (Dramatic Lyrics) এবং 'নাটকীয় রোমান্স'-এ (Dramatic Romances) তাঁর প্রতিভার একটি বিশিষ্ট দিক ফুটে উঠেছে। জীবনের সন্ধিক্ষণে বা কোনও সংকটমুহূর্তে পাত্রপাত্রীর অন্তর-রহস্যের উন্মোচন, তাঁর একান্ত প্রিয় পদ্ধতি। 'ক্রিসমাস ঈভ অ্যাণ্ড্ ঈস্টার ডে'-র (Christmas Eve and Easter Day = ক্রিস্‌মাস-সন্ধ্যা ও ঈস্টারের দিন) প্রকাশকাল ১৮৫০; 'মেন্ অ্যাণ্ড উইমেন'-এর (Men and Women = নরনারী) ১৮৫৫; 'ড্রামাটিস পার্সনী'-র (Dramatis Personæ = নাটকের পাত্রপাত্রী) ১৮৬৪; 'দ্য রিং অ্যাণ্ড দ্য বুক'-এর (The Ring and the Book = আংটি ও বই) ১৮৬৮-'৬৯। 'দ্য রিং অ্যাণ্ড দ্য বুক' তত্ত্ব ও কবিত্বের সমন্বয়, তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এতে কবির তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ এবং জীবন-

* 'বেল্‌স্' বা ঘণ্টা এখানে কাব্যের, আর 'পামগ্রানেট্‌স্' বা ডালিম এখানে তত্ত্বের প্রতীক। বাইবৃলের 'এক্সোডাস্' বা নিষ্ক্রমণ অংশ থেকে এই নামকরণ।

দর্শন প্রকাশ পেয়েছে। কাহিনীর মূলে আছে একটি হত্যা-ব্যাপার। কাউণ্ট গুইডো (Count Guido) হত্যা করেন তাঁর সুন্দরী স্ত্রীকে। রোমে তাঁর বিচার কালে ন' জনের সাক্ষ্যে ঘটনাটিকে বিভিন্ন দিক থেকে দেখানো হয়েছে। বারো খণ্ডে রচিত এই সুদীর্ঘ কাব্যে দেখি পুণ্যের সংস্পর্শে পাপীর পরিবর্তন। রচনায় সাধারণ লালিত্য উপেক্ষিত। কিন্তু নাটকীয় উপস্থাপন, প্রখর অন্তর্দৃষ্টি এবং গভীর তত্ত্ব-ভাবনার গুণে এ কাব্য পাঠকের হৃদয় অধিকার করে নেয়।

তৃতীয় যুগ ঃ ১৮৬৮-১৮৮৯ ঃ শেষ যুগেও তাঁর সৃষ্টিশক্তির হ্রাস হয় নি। বহু কাব্য তিনি শেষ পর্বেও রচনা করেছেন। অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে মানব-মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ঘাত-প্রতিঘাতকে রূপ দেবার ক্ষমতা বহুলাংশে বেড়ে গিয়েছে। দৃষ্টি হয়েছে ক্রমশঃ অন্তর্মুখী।

'ফিফাইন এ্যাট দ্য ফেয়ার' (Fifine at the Fair = মেলায় ফিফাইন), 'রেড কটন নাইটক্যাপ্ কান্ট্রি' (Red Cotton Night Cap Country = লাল সূতী রাত-টুপির দেশ), 'দ্য ইন্ অ্যাল্বাম' (The Inn Album = শরাইখানার ছবির বই)—প্রত্যেকটিতে নাটক-লক্ষণ বর্তমান। 'ড্রামাটিক ঈডিল্স্'-এ (Dramatic Idyls = নাট্য কাহিনী) 'মুলেখ' (Muleykh) চিত্তাকর্ষক আরব্য আখ্যান। শেষ রচনা 'অ্যাসোল্যাণ্ডো' (Asolando ঃ ১৮৮৯) তাঁর মৃত্যুদিনে প্রকাশিত। এই কাব্যে তত্ত্বচিন্তার প্রাধান্য নেই, যৌবনের গীতি উচ্ছ্বাস যেন বিদায়-মুহূর্তে আবার ফিরে এসেছে।

ব্রাউনিং-এর ব্যক্তিত্বের তিনটি দিক্ ঃ তিনি প্রেম ও যৌবনের গায়ক ; মানব-মনের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষক ; মানুষের আত্মিক মহিমায় ও ভগবানের কল্যাণশক্তিতে বিশ্বাসী। 'ঈভ্লিন হোপ' (Evelyn Hope), 'ইন্ এ গণ্ডোলা' (In a Gondola = পান্সিতে) 'পর্ফিরিয়াজ লাভার' (Porphyria's Lover = পর্ফিরিয়ার

প্রেমিক), 'মীটিং অ্যাট্ নাইট' (Meeting at Night = রাতের সাক্ষাৎ), 'পার্টিং অ্যাট মর্নিং' (Parting at Morning = ভোরের বিদায়), 'লাস্ট্ রাইড্ টুগেদার' (Last Ride Together = একত্রে শেষ অশ্বারোহণ)—কবিতাগুলি প্রেমের আনন্দ-বেদনার অপরূপ প্রকাশ।

নাটক ও নাট্য-কবিতাগুলিতে তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি বিস্ময়কর। মানুষের পাপপুণ্য, দ্বিধাদ্বন্দ্ব, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতি ধরা দিয়েছে তাঁর রচনায়। শেক্স্পিয়রের সঙ্গে কোন কোন লেখক তাঁর তুলনা করেছেন। অবশ্য সে তুলনা নিরর্থক। শেক্স্পিয়রের নাট্যপ্রতিভা ব্রাউনিং-এর ছিল না। নাটক ভাব-সর্বস্ব নয়, ঘটনা-নির্ভর। ব্রাউনিং মনোরাজ্যের নিপুণ রূপকার, ঘটনা-বিন্যাসের সুদক্ষ শিল্পী নন।

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাটক ও নাট্যকবিতা: স্ট্রাফোর্ড (Strafford), 'পিপ্পা পাসেজ' (Pippa Passes), 'কিং ভিক্টর অ্যাণ্ড্ কিং চার্লস্' (King Victor and King Charles), 'দ্য রিটার্ন অব্ দ্য ড্রুজেস্' (The Return of the Druses), 'এ ব্লট ইন্ দ্য স্কাচন' (A Blot in the Scutcheon), 'কোলম্স্ বার্থডে' (Colombe's Birthday), 'এ সোল্স্ ট্রাজেডি' (A Soul's Tragedy), 'লুরিয়া' (Luria), 'ইন্ এ ব্যালকনি' (In a Balcony)।

বাইরের সমস্ত বিধিবিধানের চেয়ে মানুষের মন বড়, এ কথা তিনি নানাভাবে নানা স্থানে বলেছেন। শিল্প কি? সে কি শুধু বাইরের সৌষ্ঠব, না প্রাণের ব্যঞ্জনা? 'ফ্রা লিপ্পো লিপি' (Fra Lippo Lippi) এবং 'অ্যাণ্ড্রিয়া ডেল সার্টো' (Andrea del Sarto) উভয়ত্রই কবি দেখিয়েছেন জীবনবিমুখ আর্টের ব্যর্থতা। তিনি জীবন-রসিক। আর্টের জন্য আর্ট নয়, জীবনের জন্য আর্ট, এই তাঁর বিশ্বাস। বহিরঙ্গের পূর্ণতাতেই শিল্পের সার্থকতা নয়, আঙ্গিককে ছাপিয়ে উঠুক জীবনের উচ্ছ্বাস। যেখানে প্রাণের আকৃতি, সেখানেই পূর্ণতা নয়, সমাপ্তি নয়, অপূর্ণতা, অশেষের ব্যঞ্জনা।

এ অপূর্ণতা, এ চাঞ্চল্য, এ বিক্ষোভ পূর্ণতারই অঙ্গ, তারই উপাদান। [স্মরণীয় : "কাব্য নয়, চিত্র নয়, প্রতিমূর্তি নয়। ধরণী চাহিছে শুধু হৃদয় হৃদয়।"—অক্ষয়কুমার বড়াল।]

বিধাতার বিধানে কবির অখণ্ড বিশ্বাস। সুখ আর দুঃখ, আরম্ভ ও শেষ—সকলই সার্থক। তিনি আশাবাদী, আনন্দের সাধক। 'পিপ্পা পাসেজ' কবিতায় রেশম-কারখানার কর্মী গরীব মেয়ে পিপ্পা গান গেয়ে চলেছে, "ভগবান্ আছেন স্বর্গে, জগতের সর্বত্র কুশল" (God's in His heaven/All's right with the world)। এই তাঁর অন্তরের বাণী।

'অ্যাব্ট্ ভোগলার' (Abt Voglar) একটি বিখ্যাত কবিতা। ভোগ্‌লার ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ। গান থামে, সুর মিলিয়ে যায়, কিন্তু তিনি জানেন, 'শেষের মধ্যে অশেষ আছে'। যা ভালো তার মৃত্যু নেই। জীবনের গান থামে না। খাদে নিখাদে চলেছে জগতের চিরন্তন সঙ্গীত।

'রাব্বি বেন এজ্‌রা'-তে (Rabbi Ben Ezra) শুনি অনিত্যের মধ্যে নিত্যের জয়গান। "সংসার রূপ বদলায়, কিন্তু ধ্রুব সত্য তোমার আত্মা আর ভগবান্। যে শক্তি সঞ্চারিত হয়েছে তোমাতে, তা ছিল, এবং থাকবে। সময়ের চাকা ঘুরে আসে, থামে ; কিন্তু কুম্ভকারও আছেন আর আছে তাঁর উপাদান—মাটি।"*

তাঁর রচনার দুর্বোধ্যতা ও বন্ধুরতা সম্বন্ধে পাঠকের অভিযোগ অমূলক নয়। কিন্তু অনেক সময়েই তিনি ভাবের একান্ত বশবর্তী হয়ে চলেছেন, ভাষার প্রসাধনে দৃষ্টি দেবার অবকাশ পাননি।

---

* "Earth changes, but thy Soul and God stand sure.
What entered into thee,
That was, is, and shall be.
Time's wheel runs back or stops ; Potter and Clay endure."

লালিত্যসাধন তাঁর অসাধ্য না হলেও ভিতরের কথাতেই ছিল তাঁর একান্ত মনোযোগ। কেউ কেউ বিস্ময় প্রকাশ করেন, সঙ্গীতজ্ঞ হয়েও কেন তিনি মাঝে মাঝে শ্রুতিমাধুর্যের প্রতি উদাসীন! সে ত্রুটি সত্ত্বেও ভাবের ঐশ্বর্য, দৃষ্টির মৌলিকতা এবং বিষয়ের বৈচিত্র্যের জন্য তিনি শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম বলে গণ্য।

অন্যান্য কবি ঃ

এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং (Elizabeth Barret Browning : ১৮০৬-১৮৬১)

ব্রাউনিং-এর চেয়ে তিনি বয়সে ছ'বছরের বড়, কবি হিসেবেও তাঁর আগেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন ধনিকন্যা এবং রুগ্না। ১৫ বছর বয়সে মেরুদণ্ডে আঘাতের ফলে বহুদিন তিনি প্রায় অচল হয়ে ছিলেন। পড়াশুনায় তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল, বিশেষ অনুরাগ ছিল প্রাচীন গ্রীক-সাহিত্যে (Greek Classics)। অসুস্থ শরীরে ঘরের মধ্যেই তিনি কাটাতেন যৌবনের দিনগুলি, বিচরণ করতেন আপন কল্পনারাজ্যে। অল্প বয়সেই তিনি কবিতা লেখা শুরু করেন এবং কতিপয় কাব্যের পর ১৮৩৮-এ প্রকাশিত হয় তাঁর 'দ্য সেরাফিম অ্যাণ্ড আদার পোয়েমস্' (The Seraphim and other Poems)। এ কাব্য বহু সাহিত্যরসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ওঅর্ডস্ওঅর্থ, ল্যাণ্ডর, মিস্ মিটফোর্ড প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল। ১৮৪৬-এ ব্রাউনিং-এর সঙ্গে তাঁর পরিচয়, প্রেম ও বিবাহ। এ বিবাহ উভয়ের পক্ষে সুখজনক ও কল্যাণকর হয়েছিল। ব্রাউনিং পেয়েছিলেন শান্তি ও নব প্রেরণা; ব্যারেট পেয়েছিলেন স্বাস্থ্য ও উৎসাহ। পনরো বছর দু'জনের বিবাহিত জীবন ইটালিতে পরম সুখে কেটেছিল।

দুঃখী ও নির্যাতিতের প্রতি ছিল তাঁর গভীর সহানুভূতি। ১৮৪৪ এ

প্রকাশিত পোয়েম্‌স্‌' (Poems = কবিতাবলী) কাব্যের 'দ্য ক্রাই অব্‌ দ্য চিল্‌ড্রেন্‌' (The Cry of the Children = শিশুদের কান্না) শীর্ষক কবিতাটি কারখানার অল্পবয়স্ক শ্রমিকদের দুর্দশার প্রতি সমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করে। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ইটালির স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি তাঁর ঐকান্তিক সমর্থন জানিয়েছিলেন। 'সনেট্‌স্‌ ফ্রম্‌ দ্য পর্টুগীজ' (Sonnets from the Portuguese = সনেট : পর্তুগীজ থেকে) অনবদ্য প্রেম-কবিতার সমষ্টি। তাঁর স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস-প্রবণতা এখানে চতুর্দশ চরণের সীমায় সংযত। অথচ মনের গভীর অনুভূতি স্বতঃস্ফূর্ত রূপে দেখা দিয়েছে। এই সনেটগুলিই বোধ হয় তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। 'অরোরা লী' (Aurora Leigh : প্রকাশ—১৮৫৬) অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত আখ্যান কাব্য। এতে নায়িকা লী তাঁর জীবন ও মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। পরবর্তী কাব্য 'পোয়েমস্‌ বিফোর কংগ্রেস' (Poems Before Congress)-এর প্রকাশ ১৮৬০-এ। 'লাস্ট পোয়েম্‌স্‌' (Last Poems = শেষের কবিতা) প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পর ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে।

একটি স্নিগ্ধ কোমল নারীহৃদয়ের পরিচয় পাই তাঁর কবিতাগুলিতে। ভাবাতিশয্য এবং ভাষার দুর্বলতা দুই-এক স্থানে আছে বটে, তবু সহজ মানবিক আবেদনে তাঁর রচনা হৃদয়গ্রাহী।

প্রি-র‍্যাফেলাইট কবিগোষ্ঠী ও ডাণ্টে গেব্রিয়েল রসেটি (The Pre-Raphaelites and Dante Gabriel Rossetti : ১৮২৮-১৮৮২)

প্রি-র‍্যাফেলাইট কবি-গোষ্ঠীর পুরোধা ছিলেন ডাণ্টে গেব্রিয়েল রসেটি। তাঁর জন্ম লণ্ডনে। কিন্তু তিনি আধা-ইতালীয়, কেননা তাঁর মা-বাবা দু'জনের মধ্যেই ছিল ইতালীয় রক্ত। বাবা ছিলেন লণ্ডনে ইতালীয় ভাষার অধ্যাপক, মা-ও ছিলেন বিদুষী।

'প্রি-র‍্যাফেলাইট' কথাটির অর্থ র‍্যাফেল বা রাফায়েল-এর পূর্ববর্তী। রাফায়েল ছিলেন পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর (১৪৮৩-১৫২০

খ্রীঃ) ইতালীয় চিত্রকর। তাঁর অঙ্কিত 'ম্যাডোনা'—যীশু-জননী মেরীর মূর্তি—এবং অন্যান্য বহু চিত্র পৃথিবী-বিখ্যাত। রোমের কয়েকটি গির্জায় এবং ইউরোপের প্রধান প্রধান চিত্রশালায় তাঁর আঁকা অনেক সুন্দর ছবি আছে। অঙ্গ-সৌষ্ঠবের চেয়ে ভাবের ব্যঞ্জনাকে তিনি বড় বলে মনে করতেন।

রসেটি ছিলেন একাধারে চিত্রকর ও কবি। তিনি, হোলম্যান হাণ্ট (Holman Hunt), এডোয়ার্ড মিলে (Edward Millais) এবং বার্ণ-জোন্স (Burne Jones) প্রথমতঃ চিত্রকলায় নব আন্দোলন আনতে চেয়েছিলেন। দেহসৌন্দর্যবিমুখ রাফায়েলীয় রীতির অনুবর্তনে তাঁদের অনীহা। পূর্বতন চিত্রকরদের মত প্রকাশের সরলতার তাঁরা পক্ষপাতী, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপকে ফুটিয়ে তোলা তাঁদের আদর্শ। পরে সাহিত্যেও এই আন্দোলন প্রসারিত হয়। রসেটি এবং তাঁর দলীয় কবিগণ—মরিস্, সুইনবার্ণ, ক্রিস্টিনা রসেটি—ইন্দ্রিয়-গোচর রূপের উপাসনা করেছেন। এঁরাই 'প্রি-র‍্যাফেলাইট' কবিগোষ্ঠী নামে পরিচিত।

এঁদের লেখায় বর্ণনা-নৈপুণ্য—ভাষায় চিত্র আঁকবার ক্ষমতা—অসাধারণ; ভাবের গভীরতা তদনুপাতে কম। ইন্দ্রিয়মোহ রচনায় এঁরা সুপটু, আদর্শউদ্বোধনে এঁদের আগ্রহ বিরল। এঁদের মতে, শিক্ষা দান নয়, সৌন্দর্য সৃষ্টিই শিল্পীর আসল কাজ। অনেকে এঁদের 'ফ্লেশ্‌লি স্কুল' (Fleshly school) অর্থাৎ 'রক্তমাংসের শিল্পী' বলেছেন। তা বলে ধর্মভাবহান এঁরা নন, সুস্থ প্রাকৃত জীবনের অনুরাগী, যান্ত্রিকতা ও জড়বাদের বিরোধী, অতীত-প্রেমিক, মধ্যযুগীয় সরল বলিষ্ঠ রূপতান্ত্রিকতার পক্ষপাতী। দৈনন্দিন জীবনের সকল সমস্যা থেকে দূরে সরে এঁরা যেন কল্প-প্রাসাদ গড়তে চেয়েছেন। সময়ে সময়ে মনে হয়, এঁদের লেখা সুন্দর, কিন্তু প্রাণ-চঞ্চল নয়। কলা-কৃতির দিক্ থেকে অবশ্য এঁদের রচনা খুবই মূল্যবান।

রাস্কিন্ (Ruskin) 'মডার্ণ পেন্টার্স্'-এ (Modern Painters = আধুনিক চিত্রকরগণ) নবীন চিত্রকরদের রাফায়েলের অন্ধ অনুকরণ-প্রবৃত্তির নিন্দা করেছেন। প্রি-র‍্যাফেলাইটদের সঙ্গে এ বিষয়ে তাঁর মতের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। রসেটির সঙ্গে রাস্কিনের (রাস্কিন বয়সে দশ বছরের বড় ছিলেন) ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, কিন্তু তাঁদের সৌহার্দ্য স্থায়ী হয়নি।

প্রি-র‍্যাফেলাইটদের মুখপাত্র ছিল 'দ্য জার্ম' (The Germ = বীজ)। এতে কভেন্টি্, প্যাটমোর, ক্রিস্টিনা রসেটি প্রভৃতি লিখতেন। ডাণ্টে গেব্রিয়েল রসেটির বিখ্যাত কবিতা 'দ্য ব্লেসেড্ ড্যামোজেল' (The Blessed Damozel = পুণ্যবতী) এতেই বেরিয়েছিল। ১৮৫১-তে এলিজাবেথ সিডল (Elizabeth Siddal) নামে একটি মেয়ের সঙ্গে রসেটির পরিচয় হয়। উভয়ের ভালোবাসা জন্মে এবং পরে বিবাহ হয়। মেয়েটি দোকানে কাজ করত, অসাধারণ বুদ্ধিমতী, মধুরস্বভাবা এবং অপূর্ব সুন্দরী ছিল। তাঁদের বিবাহিত জীবন হয়েছিল সুখের, কিন্তু স্বল্পস্থায়ী। দু' বছর পরেই সিডলের মৃত্যু ঘটে। শোকার্ত রসেটি তাঁর সমস্ত রচনা স্ত্রীর সমাধিতে বিসর্জন করেছিলেন, বন্ধুদের চেষ্টায় পরে তার উদ্ধার ঘটে।

বহু সাহিত্যিক ও শিল্পীকে তিনি বন্ধুরূপে পেয়েছিলেন। তাঁর স্বভাব-মাধুর্য অনেককে আকৃষ্ট করত।

চিত্রকর এবং কবি উভয়রূপেই তিনি প্রসিদ্ধ। ভাষাতেও তিনি ছবি এঁকে গেছেন। এ প্রসঙ্গে হয়তো কীট্স্কে আমাদের মনে পড়বে। 'দ্য ব্লেসেড্ ড্যামোজেল' (The Blessed Damozel = পুণ্যবতী) তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতা। "স্বর্গে স্বর্ণদণ্ডে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পুণ্যবতী মেয়েটি, হাতে তার 'তিনটি কুমুদ',

চুলে তার 'সাতটি তারা'।"* 'তিনটি কুমুদ' 'সাতটি তারা'—মধ্যযুগীয় চিত্রকরদের প্রতীক-পন্থা (Symbolism) স্মরণ করিয়ে দেয়। পরবর্তী সিম্বলিস্ট বা প্রতীকী কবিরা প্রি-র‍্যাফেলাইটদের কাছ থেকে প্রেরণা পেয়েছেন। ছন্দ-দোলায় 'ট্রয়-টাউন' (Troy-Town) একটি উপভোগ্য কবিতা।

'এ লাস্ট কন্‌ফেশন' (A Last Confession = শেষ স্বীকারোক্তি) সুরচিত কাহিনীকাব্য। একটি খুনের কথা নিয়ে ঐ গল্প, আর সমস্ত কবিতায় লাল রঙের কয়েকবার উল্লেখ যেন রক্তরঞ্জিত চিত্রটিকে প্রত্যক্ষ করে তুলেছে। 'দ্য হাউস্ অব্ লাইফ' (The House of Life = জীবনের ঘর) ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রজালময় অপূর্ব সনেটগুচ্ছ। 'দ্য ব্রাইড্‌স্ প্রিল্যুড্' (The Bride's Prelude = বধূর প্রস্তাবনা) এবং 'রোজ মেরি'-তে (Rose Mary) যে মোহাবেশময় চিত্রসৌন্দর্য ফুটেছে, তার তুলনা নেই। 'সিস্টার হেলেন'-এর (Sister Helen) রহস্যঘন পরিবেশ কোলরিজ-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আবার, সহজ সরল লোকগাথার ভঙ্গীতে রচিত 'স্ট্রেটন-ওঅটার' (Stretton Water = স্ট্রেটনের জল), 'দ্য কিংস্ ট্রাজেডি' (The King's Tragedy = রাজশোক) এবং 'দ্য হোয়াইট শিপ্' (The White Ship = সাদা জাহাজ) তাঁর সৃষ্টিবৈচিত্র্যের অন্যতর নিদর্শন।

রসেটির চেয়ে চিন্তাশীল এবং শক্তিমান্ কবি আরও থাকলে তাঁর ক্ষেত্রে তিনি অনন্য। সৌন্দর্যানুরাগীদের জন্য তিনি রেখে গেছেন অপরূপ শিল্পবৈভব, জীবন-রস-পিপাসুদের জন্য সংসারের কামনা-বাসনার কাহিনী।

---

* "The blessed damozel leaned out
From the gold bar of heaven.
... ...
She had three lilies in her hand
And the Stars in her hair were Seven."

উইলিয়ম মরিস (William Morris : ১৮৩৪-১৮৯৬)

প্রি-র‍্যাফেলাইট দলের অন্যতম শক্তিমান্ কবি। শুধু কবি নন, চিত্রকর এবং কারুশিল্পীও বটেন; স্থাপত্যে, আসবাবপত্র-নির্মাণে, সুন্দর ছাপা ও বাঁধাইয়ের কাজে তিনি তাঁর স্বাভাবিক সৌন্দর্যবোধের চিহ্ন রেখে গেছেন। কল্পনা আর কর্মদক্ষতা দুইই তাঁর একসঙ্গে ছিল। ছেলেবেলা থেকে পুরাকাহিনীতে তিনি ডুবে থাকতেন, মধ্যযুগীয় আখ্যান তাঁকে মুগ্ধ করত। 'দ্য আর্থ্লি প্যারাডাইজ' (The Earthly Paradise = মর্ত্যের স্বর্গ) তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য। কবি বর্ণনা করেছেন, জাহাজডুবির ফলে উত্তরাঞ্চলের একদল জলদস্যু (Viking) উত্তীর্ণ হল পুরাণ-প্রসিদ্ধ অ্যাটলান্টিস্ দ্বীপে। সেখানে সুশ্রী, বলিষ্ঠ, জ্ঞানী, উন্নত মানুষদের বাস। তাদের কাছে দস্যুরা শুনল সে দেশের আখ্যান, আর তাদের শোনালো উত্তর-দেশের বিচিত্র কাহিনী। উত্তরদেশের কাহিনীর প্রতি—বিশেষতঃ আইস্ল্যাণ্ডীয় 'সাগা' বা গাথার প্রতি—ছিল তাঁর প্রবল আকর্ষণ। নানা কাজের মধ্যেও তিনি সযত্নে শিখেছিলেন আইস্ল্যাণ্ডীয় ভাষা।

'সিগুর্ড দ্য ভল্সুং'-ও (Sigurd the Volsung) তাঁর আইস্ল্যাণ্ডীয় কাহিনী নিয়ে কাব্যগাথা। তাঁর অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনীমূলক কাব্য 'দ্য লাইফ অ্যাণ্ড ডেথ অব্ জেসন্' (The Life and Death of Jason = জেসনের জীবন ও মৃত্যু), 'দ্য ডিফেন্স অব্ গুইনিভিয়ার' (The Defence of Guinevere = গুইনিভিয়ারের রক্ষা) প্রভৃতি। পুরোনো কালের স্বপ্ন এসব কাব্যে মায়াময় হয়ে দেখা দিয়েছে। কবি যেন সেই স্বপ্নেই বিভোর। তাঁরই কথায়, তিনি যেন 'শূন্য দিনের অলস স্বপ্নচারী' (an idle dreamer of an empty day)। তাঁর বর্ণনায় ভাষা ও ছন্দের অপরূপ লালিত্য, কিন্তু কাহিনীর গতি মন্থর। ভার্জিলের 'ঈনীড্' (Æneid) এবং হোমারের 'অডিসী'র (Odyssey) তিনি কাব্যানুবাদ

করেছিলেন। কয়েকখানি গদ্য রোমান্সেরও তিনি রচয়িতা ঃ 'দ্য হাউস অব্ দ্য উল্‌ফিংস্' (The House of the Wolfings), 'দ্য রূট্‌স্ অব্ দ্য মাউণ্টেন্‌স্' (The Roots of the Mountains = শৈলমূল), 'দ্য স্টোরি অব্ দ্য গ্লিটারিং প্লেন' (The Story of the Glittering Plain' = উজ্জ্বল সমতল দেশের গল্প), 'দ্য উড বিয়ণ্ড দ্য ওঅর্লড্' (The Wood Beyond the World = পৃথিবীর ওপারের বন), 'দ্য ওঅটর অব্ দ্য ওঅণ্ড্রস্ আইল্‌স্' (The Water of the Wondrous Isles = আশ্চর্য দ্বীপের জলধারা), 'দ্য ওয়েল অ্যাট দ্য ওঅর্লডস্ এণ্ড' (The Well at the World's End = পৃথিবী-প্রান্তের কূপ), 'স্টোরি অব্ দ্য সাণ্ডারিং ফ্লাড্' (Story of the Sundering Flood = প্রবল বন্যার কাহিনী)।

অলস স্বপ্নচারী মাত্র তিনি ছিলেন না। কর্মঠতা এবং বাস্তব বুদ্ধি তাঁর ছিল। রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মক্ষেত্রে তিনি ন্যায় ও সাম্যের প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। 'দ্য ড্রীম অব্ জন বল্' (The Dream of John Ball = জন বলের স্বপ্ন) এবং নিউজ ফ্রম নো-হোয়ার (News from Nowhere = অকুত্র সংবাদ) সমাজতান্ত্রিক আদর্শমূলক আখ্যান।

অলগার্নন চার্লস স্থইনবার্ণ (Algernon Charles Swinburne : ১৮৩৭-১৯০৯)

লণ্ডনে তাঁর জন্ম ; ঈটনে এবং অক্সফোর্ডে কেটেছে ছাত্রজীবন ; বাবা ছিলেন অ্যাড্‌মিরাল। মুক্ত প্রকৃতির আকর্ষণ ছিল তাঁর প্রবল ; নদীতে সমুদ্রে সাঁতার কাটতে ভালোবাসতেন, পাহাড়ে, বনে ঘুরে বেড়াতেন স্বচ্ছন্দে। প্রাচীন নাটকের প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিল ছেলেবেলা থেকে। গ্রীক, ইটালিয়ান এবং ফরাসী তিনি ভালোভাবে শিখেছিলেন। পুরাকালের দেব-দেবী-কাহিনী তাঁকে আনন্দ দিত। বাইব্‌ল-ও তিনি পড়েছিলেন, কিন্তু 'স্ক্রিপ্‌চার'

(Scripture) বা ধর্মশাস্ত্রের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল না। প্রি-র‍্যাফেলাইট শিল্পী ও কবিগোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা জন্মেছিল। তিনি তাঁদের দলভুক্ত হয়েছিলেন। রসেটি, মরিস্‌, বার্ন-জোন্স তাঁর বন্ধু ছিলেন। পরে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব জন্মেছিল প্রখ্যাত সমালোচক সাহিত্যরসিক থিওডোর ওয়াট্‌স্‌-ডাণ্টন (Theodore Watts-Dunton)-এর সঙ্গে। ভাষার শিল্পকর্ম ছিল তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ। প্রথম দিকের যে সব রচনা তাঁর মনোমত হয়নি, তা বিনা দ্বিধায় বর্জন করেছেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ (প্রকাশকাল : ১৮৬০) —ছ'খানি নাটক—'দ্য কুঈন মাদার' (The Queen-Mother = রাণী-মা) ও 'রোজামণ্ড' (Rosamond) সাহিত্যরসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি ; কিন্তু ১৮৬৫-তে 'অ্যাটালাণ্টা ইন্‌ ক্যালিডন' (Atalanta in Calydon = ক্যালিডনে অ্যাটালাণ্টা) প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে রসিক-মহলে সাড়া পড়ে যায়। নাট্যকাব্যখানি প্রাচীন গ্রীক নাটকের আদর্শে রচিত এবং ভাষাচাতুর্যে ও ছন্দোমাধুর্যে অতুলনীয়। এ নাটকের কাহিনী হল :

'ক্যালিডন-রাজ ঈনিয়ুস (Œneus) আর-সব দেবতার পূজা করেছিলেন, করেননি দেবী আর্টিমিসের (Artemis)। তাই দেবী ক্রুদ্ধ হয়ে এক বন্যবরাহ ছেড়ে দিলেন রাজ্যে। সে ছারখার করতে লাগল রাজ্য, জাগাল আতঙ্ক। গ্রীসের প্রধানেরা সমবেত হলেন সমস্যা সমাধানে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আয়েষিয়ুস-কন্যা (Iasius) অপূর্ব সুন্দরী শিকার-পটু কুমারী অ্যাটালাণ্টা। বরাহ-শিকারের চেষ্টা অনেকে করলেন। আর্টিমিস্‌ সদয়া হলেন অ্যাটালাণ্টার প্রতি। তাঁরই হাতে নিহত হল ঐ বরাহ। ক্যালিডন রাজকুমার মেলিয়েগার (Meleager) মুগ্ধ হলেন তাঁর রূপে ও বীরত্বে, পুরস্কার দিলেন তাঁকে। অন্য শিকারীরা তাতে ঈর্ষ্যান্বিত হয়ে বাধা দিতে গেলেন। মেলিয়েগারের সঙ্গে তাঁদের যুদ্ধ হল। অনেকেই মারা গেলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন ক্যালিডন-রাণীর

দুই ভাই। তাঁদের মৃত্যুতে রাণী ক্রুদ্ধ হলেন। এবং যে-কাষ্ঠখণ্ডে মেলিয়েগারের প্রাণ, তা নিক্ষেপ করলেন আগুনে। সেটি পুড়ে ছাই হয়ে গেল, আর মেলিয়েগারের প্রাণশিখাও ধীরে ধীরে নির্বাপিত হল। সে শোকের আঘাত রাণী সইতে পারলেন না, অচিরে মারা গেলেন। [গ্রীক পুরাণ কাহিনী অনুসারে, অ্যাটালাণ্টা 'জীউস'-কন্যা (Daughter of Zeus)। মেলিয়েগারের পুরস্কার পাবার পর, তিনি পণ করেছিলেন, যিনি দৌড়ে তাঁকে পরাস্ত করতে পারবেন, তিনিই পাবেন বরমাল্য। দেবী আফ্রডাইটির (Aphrodite) কৃপায় 'মিলানিয়ন' (Milanion) জয়লাভ করে তাঁকে বিবাহ করেন।]

পরবর্তী কাব্য 'পোয়েমস্ অ্যাণ্ড ব্যালাড্স্'-এর (Poems and Ballads = কবিতা ও গাথা) প্রকাশ ১৮৬৬-তে। বর্ণাঢ্য, ধ্বনি-ঝঙ্কৃত এর কবিতাগুলি অচিরে সকলের মনোহরণ করেছিল। 'হিম্ টু প্রসার্পাইন' (Hymn to Proserpine = প্রসার্পাইন্ বা প্রসার্পিনার প্রতি) এর একটি মনোরম কবিতা।

প্রকৃতি-চিত্রের এবং পৌরাণিক কবিতার মধুর স্বপ্নাবেশ লক্ষ্য করে যদি কেউ ভাবেন, তিনি জীবন-বিমুখ, তাহলে ভুল করবেন। অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবং মুক্তির সপক্ষে তাঁর কণ্ঠ নির্ভয় সোচ্চার। এ বিষয়ে রসেটির সঙ্গে তাঁর স্বাভাবিক পার্থক্য। রসেটি সাহিত্যে রাজনীতি বা সমাজনীতির অনুপ্রবেশ পছন্দ করতেন না। 'সংস্ বিফোর সান্‌রাইজ'-এ (Songs Before Sunrise = উষাসঙ্গীত) বিদ্রোহের গান ধ্বনিত হয়েছে। 'এ সং অব্ ইটালি'-তেও (A Song of Italy = ইটালির গান) তাই। পরে এ কাব্য 'সংস অব্ টু নেশনস্'-এর (Songs of Two Nations = দুই জাতির গান) অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এ সব কবিতার ছন্দঃস্পন্দে তরঙ্গায়িত হয়েছে ভাবোন্মাদনা।

তাঁর কাব্যের মত বিচিত্র ছন্দ-হিল্লোল বোধ হয় আর কোন

ইংরেজ কবির কাব্যে দেখা যায়নি। সুরের লীলায়, ভাষার ঐশ্বর্যে কোথাও কোথাও তাঁর ভাব আড়ালে পড়ে গেছে। তবু তাঁর ভাষা আর ছন্দের যাদু পাঠককে অভিভূত করে ফেলে, তাতে সন্দেহ নেই। গীতিকবিতায় তিনি একটি নিজস্ব ধারা রেখে গেছেন, সেখানে তাঁর জুড়ি নেই।

এ প্রসঙ্গে আমাদের সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে মনে পড়তে পারে। তাঁকেও আমরা বলি ছন্দের যাদুকর, ছন্দঃসম্রাট্। তাঁরও রচনায় অনেক সময়ে ভাবের চেয়ে ভাষা ও ছন্দের প্রাধান্য। স্বপ্নময় চিত্রে, পুরাণপ্রীতিতে এবং মুক্তি-বন্দনায়ও উভয়ের সাদৃশ্য আছে।

'ট্রিস্ট্রাম অব্ লায়নেস্' (Tristram of Lyonesse), 'ইন্ দ্য সল্ট মার্শেজ' (In the Salt Marshes = নোনা বিলে), 'বাই দ্য নর্থ সী' (By the North Sea = উত্তর সাগরের ধারে), 'এ ফর্সেক্ন্ গার্ডেন' (A Forsaken Garden = পরিত্যক্ত কুঞ্জ), 'অন্ দ্য ক্লিফ্স্' (On the Cliffs = পাহাড়-চূড়ায়), 'দ্য গার্ডেন অব্ প্রসার্পাইন' (The Garden of Proserpine = প্রসার্পাইনের কুঞ্জ), 'দ্য ট্রায়াম্ফ্ অব্ টাইম্' (The Triumph of Time = কালের জয়), 'ইটিলাস্' (Itylus) প্রভৃতি কবিতায় তাঁর শব্দমন্ত্রের প্রভাব অনুভব করি।*

অনেক নাটকও তিনি রচনা করেছেন, সেগুলিও গীতিধর্মী। স্বভাবতঃ তিনি কবি, এবং গীতিকবি। ব্রাউনিংও কবি-নাট্যকার। তাঁর

* রবীন্দ্রনাথ এবং সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর কয়েকটি কবিতার অনুবাদ করেছেন। 'অ্যাটালাণ্টা ইন্ ক্যালিডন্'-এর একটি কোরাসের সুন্দর অনুবাদ করেছেন মোহিতলাল মজুমদার :

'Before the beginning of years,
There came to the making of man,
="হল যবে আয়োজন/সৃষ্টির আদিতে, /
মানুষের মর্মের/ছাঁচখানি বাঁধিতে" /

নাটকে মনোবিশ্লেষণের প্রাধান্য, ঘটনার বিরলতা, তাই তাতে নাটকের পূর্ণতা নেই। সুইনবার্ণের নাটকে কাব্যগীতির প্রাধান্য, চরিত্র-চিত্রণ অস্পষ্ট, তাই সেখানেও নাট্যলক্ষণ অসম্পূর্ণ। তবু, ব্রাউনিং-এর অন্তর্দৃষ্টি আর সুইনবার্ণের কবিত্ব, উভয়ের রচনার বিশিষ্ট সম্পদ। সাহিত্যগুণে উভয়ের রচনাই মূল্যবান্। এলিজাবেথীয় নাটক তাঁর প্রিয় ছিল; তা থেকে তিনি প্রেরণা পেয়েছেন। 'বথ্ওয়েল' (Bothwell), 'মেরি স্টুয়ার্ট' (Mary Stuart) এবং 'লোক্রিন্' (Locrine) তাঁর তিনখানি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক নাটক।

সমালোচক-রূপেও ইংরেজী সাহিত্যে তাঁর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। যুক্তির তীক্ষ্ণতা নয়, অনুভূতির ঐকান্তিকতা তাঁর সমালোচনার মূলশক্তি। অনুভূতি-প্রভাবে সময়ে সময়ে তিনি রচনা-বিশেষের মর্মে প্রবেশ করতে পেরেছেন। তাঁর শেক্স্পিয়র এবং ব্লেক-সম্বন্ধীয় আলোচনা সুপ্রসিদ্ধ। মার্লো, এলিজাবেথীয়গণ, ব্রন্টিদ্বয়, ব্রাউনিং, ম্যাথু আর্নল্ড এবং ডিকেন্সের বিচারেও তিনি রসগ্রাহিতার পরিচয় দিয়েছেন। কারও কারও বিষয়ে তাঁর মন্তব্য অতিপ্রশংসা বা অতিনিন্দাদুষ্ট।

ক্রিস্টিনা রসেটি (Christina Rossetti : ১৮৩০-১৮৯৪)

ইনি ডাণ্টে গেব্রিয়েল রসেটির বোন, প্রি-র‍্যাফেলাইট কবিদের অন্যতম। একটি গভীর ধর্মভাব এঁর কবিতাগুলিতে ব্যাপ্ত। প্রি-র‍্যাফেলাইটদের পত্রিকা 'জার্ম'-এ এঁর কয়েকটি কবিতা ছদ্মনামে বেরিয়েছিল। 'গব্লিন-মার্কেট অ্যাণ্ড-আদার পোয়েম্স্' (Goblin Market and Other Poems = পরীর হাট ও অন্যান্য কবিতা), 'দ্য প্রিন্সেজ প্রোগ্রেস্' (The Prince's Progress = রাজকুমারের যাত্রা), 'এ পেজ্যাণ্ট্ অ্যাণ্ড্ আদার পোয়েম্স্' (A Pageant and Other Poems = শোভাযাত্রা ও অন্যান্য কবিতা), 'ভার্সেজ্' (Verses = পদ্যমালা), 'নিউ পোয়েম্স্' (New

Poems=নূতন কবিতা) এবং শিশুপাঠ্য কবিতার বই 'সিংসং' (Sing Song=ছড়া) এঁর প্রধান রচনা। একটি মেয়েলী কোমল সুর, সংসারের অনিত্যতা-জনিত বেদনা, এবং ভগবানে আত্মসমর্পণের ভাব—এইগুলি এঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য।

আর্থার হিউ ক্লাফ্ (Arthur Hugh Clough : ১৮১৯-১৮৬১)

টেনিসন, সুইনবার্ণ বা রসেটির রচনা-লালিত্য তাঁর ছিল না, ব্রাউনিং-এর মনীষাও নয়, তবু তাঁর কবিতার একটি সহজ আবেদন আছে। সমকালীন সমস্যায় ও প্রশ্নে তাঁর চিত্ত আলোড়িত হয়েছে। ওরিয়েল কলেজে তিনি অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু কর্তৃপক্ষের ক্যাথলিক সংস্কার সর্বান্তঃকরণে মেনে নিতে না পারায় তিনি পদত্যাগ করেন। তখনকার মনোভাব তিনি প্রকাশ করেছিলেন 'দ্য বোথি অব্ টোবার-না-ভুয়োলিশ' (The Bothie of Tober-na'-Vuolich) কাব্যে। দ্বিতীয় কাব্য রচিত হয়েছিল তাঁর ইটালি ভ্রমণ-কালে—'আমুর-দ্য-ভোয়াজ' (Amour de Voyage=ভ্রমণ লীলা)। তাতে অন্তরের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংশয়কে তিনি রূপ দিতে চেয়েছেন। 'ডিপ্‌সিকাস্'-এরও (Dipsychus) প্রেরণা তাঁর অধ্যাত্ম ভাবনা। ম্যাথু আর্নল্ডের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন তিনি এবং তাঁরই মৃত্যু উপলক্ষে আর্নল্ড লিখেছিলেন 'থার্সিস্' (Thyrsis)। গভীর অধ্যাত্মবোধের সঙ্গে মননশীলতার মিলন দু'জনের মধ্যেই দেখা গেছে; তবে আর্নল্ড অপেক্ষাকৃত শক্তিমান্ লেখক। ছোট কবিতাগুলিই ক্লাফের শ্রেষ্ঠ দান। তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতা—"Say not the struggle not availeth' (ব'লো না সংগ্রাম বৃথা)। আর-একটি কবিতায় তিনি প্রাচীন ও নবীন সম্বন্ধে তাঁর মনের কথা সুন্দর ভাবে প্রকাশ করেছেন :

"পুরোনো বলেই কোন কিছু সত্য নয়, আবার নতুন বলেও না। পুরোনো চিন্তাও মনে রাখবার যোগ্য। দু' হাজার বছর ধ'রে কত

মানুষ তাঁদের পরিশ্রম আর উদ্বেগ আর সাধনার ফল রেখে গেছেন আমাদের জন্যে। কতটুকু আমরা দেখতে পাই? চোখের সামনে কয়েক হাত মাত্র, তার বেশী নয়। তাতেই কি বোঝা যায় এই বিরাট্ সৃষ্টিকে? জগৎ চলে আপন পথে, প্রতিদিন সংগ্রহ করে নেয় নব নব সত্য। তাকে সে অস্বীকার করতেও পারে না, ধরে রাখতেও পারে না।"

ম্যাথু আর্নল্ড (Matthew Arnold : ১৮২২-১৮৮৮)

রাগ্‌বি এবং অক্সফোর্ডের কৃতী ছাত্র ম্যাথু আর্নল্ড ছিলেন আজীবন শিক্ষাব্রতী—প্রথমে বিদ্যালয়-পরিদর্শক, পরে অধ্যাপক। তাঁর মার্জিত রুচি, উন্নত সংস্কৃতি এবং নিখুঁত শিষ্টাচারে সুশিক্ষার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যেত। তাঁর বাবাও ছিলেন সুপণ্ডিত, রাগ্‌বি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। টমাস্ হিউজ-এর (Thomas Hughes) নীতিমূলক আখ্যান 'টম্ ব্রাউন্‌স্ স্কুল-ডেজ' (Tom Brown's School Days) গ্রন্থে এই প্রধান শিক্ষকের চরিত্র অক্ষয় হয়ে আছে।

ম্যাথু আর্নল্ড গদ্যে পদ্যে সমান কৃতী। সম্ভবতঃ গদ্য রচনাতেই তাঁর দান বেশী মূল্যবান্। অনুভূতিশীল অথচ সংযত, সকরুণ অথচ গম্ভীর—তাঁর স্বভাব প্রতিফলিত হয়েছে লেখায়। চাপল্য বা উত্তেজনা তাঁর প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। তাঁর মতে, প্রকৃত সাহিত্য হল 'জীবন-সমীক্ষা' (Criticism of life)। সেই দৃষ্টি নিয়েই তিনি সাহিত্য বিচার ও সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। তাঁর প্রথম দিকের রচনা অধিকাংশ কাব্য, আর শেষের দিকের—অধিকাংশ প্রবন্ধ। শেষ জীবনেও তিনি কবিতা লিখেছেন, কিন্তু পরিমাণে কম।

তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দ্য স্ট্রেড রেভেলার অ্যাণ্ড আদার পোয়েম্‌স্' (The Strayed Reveller and Other Poems = পথহারা প্রমোদী ও অন্যান্য কবিতা)। অপরাপর কাব্য: 'এম্পেডোক্লিস্

অ্যাট্ এট্‌না' (Empedocles at Etna = এট্‌নায় এম্পেডোক্লিস্) ; 'পোয়েম্‌স্' (Poems = কবিতাবলী) ; 'নিউ পোয়েম্‌স্' (New Poems = নতুন কবিতা) ; শোকনাট্য—'মেরপি' (Merope)।

ভাবুকতা, সৌকুমার্য, আন্তরিকতা ও প্রসাদগুণ তাঁর কবিতার সম্পদ্। বায়রণ বা শেলির মত উচ্ছ্বাস, কিংবা পোপ বা ড্রাইডেনের মত ব্যঙ্গ, কোনটাই তাঁর স্বভাব-সঙ্গত নয়। আবার ব্রাউনিং-এর মত অলঙ্কার-বিমুখ তত্ত্বচিন্তাও তাঁর নয়। তবে নব্যবিজ্ঞান এবং অন্তরের ধর্মবিশ্বাস—উভয়ের দ্বন্দ্ব তাঁকে বিচলিত করেছে ; কাব্যে তাই দ্বিধা ও সংশয়ের ছায়া পড়েছে। বিশ্বাসই অধিকাংশ সময়ে জয়ী। 'দ্য স্কলার জিপসি' (The Scholar Gipsy = পণ্ডিত বেদে) আর 'থার্সিস' (Thyrsis) তাঁর দু'টি বিখ্যাত কবিতা। অক্সফোর্ডের জনৈক পণ্ডিত সম্বন্ধে কিম্বদন্তী আছে, তিনি নাকি আধুনিক সভ্যতার গ্লানি সহ্য করতে না পেরে বেদেদের দলে যোগ দিয়েছিলেন এবং তাদের মধ্যে নিহিত জ্ঞান আয়ত্ত করেছিলেন। এই কিম্বদন্তী অবলম্বনেই 'স্কলার জিপ্‌সি' লেখা। অক্সফোর্ডের এবং আশপাশের সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি এবং সহজ সরল জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা তাঁর এ কবিতায় ফুটে উঠেছে। 'থার্সিস্' শোক-কবিতা—কবি ক্লাফের মৃত্যু উপলক্ষে রচিত। দু'টি কবিতার মধ্যে ভাবগত যোগ আছে।

'মার্গারিটের প্রতি' (To Marguerite) শীর্ষক পাঁচটি কবিতায় 'প্রেমের করুণ কোমলতা' চমৎকার ফুটেছে। এরই একটির উল্লেখ আছে রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত' প্রবন্ধে : "মনে পড়িতেছে, কোন এক ইংরেজ কবি লিখিয়াছেন, মানুষেরা এক-একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো, পরস্পরের মধ্যে অপরিমেয় অশ্রুলবণাক্ত সমুদ্র।"*

---

* "Yea ! in the Sea of life enisled, / With echoing straits between us thrown, / Dotting the shoreless watery wild /We mortal millions live alone."

'ফর্সেক্‌ন্‌ মারম্যান্‌'-এ (Forsaken Merman = পরিত্যক্ত মীন-নর) একটি রূপকথাকে আশ্রয় করে বেজেছে প্রেম-বেদনার মর্মস্পর্শী করুণ সুর। সমুদ্রবাসী এক মীন-নর বিয়ে করেছিল এক নারীকে। স্বামী-পুত্রকে ফেলে সে নারী চলে গেল তার আপন দেশে, আর ফিরে এলো না। দূর শহরের শ্বেত-প্রাচীর,—গির্জায় ঘণ্টা বাজে,—'মীন-নর' শিশুদের নিয়ে উৎসুক হয়ে তাকায়, যদি সে আসে! কিন্তু হায় বৃথা আশা! মানবী কি আর ফিরবে কোনদিন এই সমুদ্রপুরে? 'বোল্‌ডার ডেড' (Bolder Dead) এবং 'সোরাব্‌ অ্যাণ্ড রুস্তম' (Sohrab and Rustum) দু'টি সুন্দর আখ্যান-কাব্য। প্রথমটির মূল উত্তরাঞ্চলের পুরাকাহিনী, দ্বিতীয়টির পারসীক কবি ফিরদৌসীর শাহনামা। 'এস্‌সেজ ইন্‌ ক্রিটিসিজম্‌,' 'কাল্‌চার অ্যাণ্ড অ্যানার্কি'—তাঁর উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ-গ্রন্থ।

এড্‌ওআর্ড ফিট্‌স্‌জেরাল্ড (Edward FitzGerald : ১৮০৯-১৮৮৩)

কাব্য-সাহিত্যে তাঁর স্মরণীয় দান 'রুবাইয়াৎ-অব্‌-ওমরখৈয়াম' (Rubaiyat of Omar Khayyam = ওমরখৈয়ামের রুবাইয়াৎ)। 'রুবাই' হল পারস্যের এক ধরণের গীতি-কবিতা। ওমরখৈয়াম পারসীক সাহিত্যের প্রসিদ্ধ কবি। তাঁর কতকগুলি কবিতার ভাব অবলম্বনে ফিট্‌স্‌জেরাল্ড্‌ এই কবিতাগুলি লিখেছিলেন। হুবহু অনুবাদ নয়; প্রকৃতপক্ষে ঐ কবিতাগুলির প্রেরণায় তিনি নতুন কবিতা রচনা করে গেছেন। ইংরেজী কবিতাগুলিতে যে ভাব প্রধান হয়ে উঠেছে, সে হল,—"দু দিনের জীবন, বিষাদে কাটিয়ো না, ভোগ করে নাও।" তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ: 'ইউফ্রেনর' (Euphranor), 'পলোনিয়স্‌' (Polonius), 'এ কলেক্‌শন্‌ অব্‌ ওআইজ সজ্‌ অ্যাণ্ড সেয়িংস্‌' (A Collection of Wise Saws and Sayings = বিচক্ষণ নীতি ও উক্তির সংগ্রহ)।

জেমস্ টম্সন্ (James Thomson : ১৮৩২-১৮৮২)

একই নামের পূর্বগামী এক কবি লিখেছিলেন 'সীজ্ন্স্'। এঁর বিশিষ্ট কাব্য 'দ্য সিটি অব্ ড্রেড্ফুল নাইট' (The City of Dreadful Night = ভয়ঙ্কর রাত্রির শহর)। নৈশ নগরীর ভয়াবহ রূপ এতে ফুটে উঠেছে। 'ভেন্স্ স্টোরি' (Vane's Story = ভেনের গল্প), 'ওয়েডা' (Weddah), 'দ্য টু ঈডিল্স্ অব্ ককেন' (The Two Idylls of Cockayne = ককেনের দুটি গল্প), 'সান্ডে আপ্ দ্য রিভার' (Sunday Up the River = রবিবার নদীর উজানে), 'সান্ডে অ্যাট্ হ্যাম্পস্টেড্' (Sunday at Hampstead = হ্যাম্পস্টেডে রবিবার) প্রভৃতিও তাঁর রচনা।

অন্যান্য কবি ঃ

এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং এবং ক্রিস্টিনা রসেটির কথা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। এ যুগের আর তিন জন মহিলা-কবি তিন বোন, শার্লট ব্রন্টি (Charlotte Bronte : ১৮১৬-১৮৫৫), এমিলি ব্রন্টি (Emily Bronte : ১৮১৮-১৮৪৫) এবং অ্যান্ ব্রন্টি (Anne Bronte : ১৮২০-১৮৪৯)। তিন জনের কবিতা একসঙ্গে বেরিয়েছিল 'পোয়েম্স্ বাই কারার্, এলিস্ অ্যাণ্ড অ্যাক্টন্ বেল' (Poems by Currer, Ellis and Acton Bell) নামক গ্রন্থে। কারার, এলিস্ এবং অ্যাক্টন্ বেল্ তিন বোনের ছদ্মনাম। ঔপন্যাসিক রূপেই তাঁদের সমধিক প্রতিষ্ঠা। [পৃ. ২৫৮-৬০ দ্রষ্টব্য।]

সমকালীন আর একজন উল্লেখযোগ্য মহিলা কবি **অ্যাডেলেড অ্যান্ প্রক্টার** (Adelaide Ann Procter : ১৮২৫-১৮৬৪)—সাবলীল, হৃদয়গ্রাহী কয়েকটি কবিতার রচয়িত্রী।

কভেন্ট্রি প্যাটমোর (Coventry Patmore : ১৮২৩-১৮৯৬)। রচনা : 'দ্য এঞ্জেল ইন্ দ্য হাউস্' (The Angel in the House

=গৃহে দেবদূত), 'দ্য আন্নোন্ ঈরস্' (The Unknown Eros =অজানা কামনা), 'আমিলিয়া' (Amelia)।

আর্থার ও' শনেসি (Arthur O' Shaughnessy : ১৮৪৪-১৮৮১)

সুললিত ভাষায় ও ছন্দে অনেক মনোরম কবিতা রচনা করেছেন। প্রি-র্যাফেলাইট কবিদের প্রভাব এবং 'কেল্টিক সুর' (Celtic note : স্কটল্যাণ্ড আয়ার্ল্যাণ্ডের কবিদের কল্পনায়, পুরাণে ও রূপকথায় যে রহস্যের ইঙ্গিত, তাকে কেল্টিক সুর বলে থাকি) তাঁর রচনায় পরিস্ফুট। রচনা : 'অ্যান্ এপিক্ অন্ উইমেন্' (An Epic on Women='নারীমঙ্গল') 'লেজ্ অব্ ফ্রান্স' (Lays of France=ফ্রান্সের গান), 'মিউজিক অ্যাণ্ড মুন্লাইট' (Music and Moonlight=সঙ্গীত ও জ্যোৎস্না), 'সংস্ অব্ এ ওঅর্কর' (Songs of a Worker=কর্মীর গান)। 'দ্য পোয়েট্‌স্ সং' (The Poet's Song) কবিতার অনুবাদ করেছেন মোহিতলাল মজুমদার 'কবি-গাথা' নাম দিয়ে :

"আমরা সবাই সঙ্গীত গড়ি ছন্দের কারিকর,
স্বপন বয়ন করি যে আমরা ভাবনারো অগোচর"*

অব্রি ড্য ভিয়ের (Aubrey de Vere : ১৮১৪-১৯০২)

রচনা : 'ইনিস্ফেল অ্যাণ্ড আদার পোয়েম্স্' (Innisfail and Other Poems); 'লেজেণ্ডস্ অব্ সেণ্ট প্যাট্রিক' (Legends of St. Patrick=সেণ্ট প্যাট্রিকের কাহিনী)। রবীন্দ্রনাথ এঁর দু একটি কবিতার বাংলা অনুবাদ করেছেন 'কড়ি ও কোমলে।'

---

* "We are the music-makers,/We are the dreamers of dreams."—O' Shaughnessy.

থ্যাকারে জর্জ এলিয়ট কিংস্‌লি প্রধানতঃ ঔপন্যাসিক ও গল্পকার ; কিন্তু কাব্য-ভাণ্ডারেও তাঁরা কিছু দান রেখে গেছেন।

গদ্য ঃ

উপন্যাস ঃ

ভিক্টোরীয় যুগের বাস্তবতা-বোধ এবং জীবন-সমীক্ষা ইংরেজী উপন্যাসে যুগান্তর নিয়ে এল। এল সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ, প্রখর সমাজ-চেতনা এবং নূতন অভিজ্ঞতার প্রভাব। শিল্প-বিপ্লবের পর নগর-জীবনের যে রূপান্তর ঘটেছিল তারও ছায়া পড়ল লেখায়। আমরা দেখেছি, উপন্যাসের সূচনা হয়েছে এলিজাবেথীয় যুগে সিডনির 'আর্কেডিয়া' প্রভৃতি গ্রন্থে ; বিকাশ হয়েছে সপ্তদশ শতাব্দীতে ডিফো এবং সুইফ্‌টের রচনায় ; আরও উৎকর্ষ ঘটেছে অষ্টাদশ শতকে রিচার্ডসন আর ফীল্ডিং-এর হাতে। কিন্তু তার পূর্ণ সৌষ্ঠব এবং বৈচিত্র্য এসেছে ঊনবিংশ আর বিংশ শতাব্দীতে। ভিক্টোরীয় যুগের যে তিনটি নাম সর্বাগ্রে মনে পড়বে, তা হল ডিকেন্স, থ্যাকারে এবং জর্জ এলিয়ট। তারপর হয়তো স্মরণে আসবে ব্রন্টি-ভগিনীত্রয়, মেরেডিথ, হার্ডি। ভুলতে পারব না ক্যাপ্টেন ম্যারিয়াট, বুলওআর লিটন, চার্লস্‌ রীড, মিসেস গ্যাসকেল, অ্যান্টনি ট্রলপ এবং রবার্ট লুই স্টীভেন্‌সনকেও।

চার্লস্‌ ডিকেন্স (Charles Dickens : ১৮১২-১৮৭০)

পৃথিবীর কথাসাহিত্যে অবিস্মরণীয় নাম ডিকেন্সের। সূক্ষ্ম-বিচারে হয়তো আজ বলতে পারি, এইসব চরিত্র অতিরঞ্জিত, কিন্তু কৌতুকে ও কারুণ্যে তাঁর অঙ্কিত বহু চরিত্রই পাঠকের মনে উজ্জ্বল

হয়ে আছে, তা মুছে যাবার নয়। তাঁর রচনা ক্লাসিক বা শাশ্বত বলে গণ্য হয়েছে।

দুঃখেরও সার্থকতা আছে জীবনে; তা কোমল করে, দৃঢ় করে আমাদের মনকে। ডিকেন্সের রচনায় যে উদার সহানুভূতি, তা জেগেছে দুঃখের অভিজ্ঞতা থেকেই। সংসারে অনেক ঘা খেতে হয়েছে তাঁকে, কিন্তু তিনি দমে যাননি। সমস্ত বেদনার ঊর্ধ্বে উঠেছে তাঁর মনুষ্যত্বের জয়গান।

তাঁর বাবা ছিলেন নৌবিভাগ অফিসের সামান্য কেরানী। সংসার চলত না তাঁর সামান্য আয়ে। দেনার দায়ে তাঁকে জেলেও যেতে হয়েছে। ডিকেন্সকেও খাটতে হয়েছে প্রচুর। কিছুদিন কাজ করেছিলেন এক রঙের কারখানায়। উদয়াস্ত পরিশ্রম করেও মজুরি পেতেন সামান্য, বেশী পেতেন দুর্ব্যবহার। কিছুদিন তিনি এক অনাথ-বিদ্যালয়ে পড়েছিলেন। তার অযোগ্য নিষ্ঠুর প্রধান শিক্ষকের চিত্র কিছুটা ফুটেছে তাঁর 'নিকোলাস্ নিক্ল্বি' উপন্যাসে। ইংলণ্ডের অনেক অনাথাশ্রম ও বেসরকারী বিদ্যালয়ই তখন ওই রকম ছিল। দুঃস্থ অসহায় ছাত্রদের নিদারুণ নির্যাতন ভোগ করতে হত। ডিকেন্সের বই দেশবাসীর চোখে আঙুল দিয়ে ওই সব সামাজিক গলদ দেখিয়ে দিয়েছিল। খবরের কাগজের সংবাদদাতারূপেও অনেক দিন তিনি কাজ করেছিলেন। তখন দেশের বিভিন্ন নরনারীর এবং বিবিধ ঘটনার সংস্পর্শে তাঁকে আসতে হয়েছে। যেমন ছিল তাঁর পর্যবেক্ষণশক্তি, তেমনি ছিল কল্পনা আর অনুভূতি। তিন গুণের সমন্বয়ে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতাকে চিরন্তন রূপ দিয়ে গেছেন। ১৮৩৬,'৩৭-এ সাময়িকপত্রের জন্য ধারাবাহিকভাবে তিনি লিখেছিলেন 'পিক্উইক পেপার্স' (Pickwick Papers = পিক্উইকের দপ্তর)। পিক্উইক্ ক্লাবের সভাপতি ও সদস্যদের নানা অভিজ্ঞতার চিত্র নিয়ে এই উপন্যাস; গল্পের বাঁধন আলগা, কিন্তু এর বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে সমাজের ছবিটি ঠিক ফুটে উঠেছে।

থ্যাকারে জর্জ এলিয়ট কিংস্‌লি প্রধানতঃ ঔপন্যাসিক ও গল্পকার ; কিন্তু কাব্য-ভাণ্ডারেও তাঁরা কিছু দান রেখে গেছেন।

গদ্য ঃ

উপন্যাস ঃ

ভিক্টোরীয় যুগের বাস্তবতা-বোধ এবং জীবন-সমীক্ষা ইংরেজী উপন্যাসে যুগান্তর নিয়ে এল। এল সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ, প্রখর সমাজ-চেতনা এবং নূতন অভিজ্ঞতার প্রভাব। শিল্প-বিপ্লবের পর নগর-জীবনের যে রূপান্তর ঘটেছিল তারও ছায়া পড়ল লেখায়। আমরা দেখেছি, উপন্যাসের সূচনা হয়েছে এলিজাবেথীয় যুগে সিডনির 'আর্কেডিয়া' প্রভৃতি গ্রন্থে ; বিকাশ হয়েছে সপ্তদশ শতাব্দীতে ডিফো এবং সুইফ্‌টের রচনায় ; আরও উৎকর্ষ ঘটেছে অষ্টাদশ শতকে রিচার্ডসন আর ফীল্ডিং-এর হাতে। কিন্তু তার পূর্ণ সৌষ্ঠব এবং বৈচিত্র্য এসেছে উনবিংশ আর বিংশ শতাব্দীতে। ভিক্টোরীয় যুগের যে তিনটি নাম সর্বাগ্রে মনে পড়বে, তা হল ডিকেন্স, থ্যাকারে এবং জর্জ এলিয়ট। তারপর হয়তো স্মরণে আসবে ব্রন্টি-ভগিনীত্রয়, মেরেডিথ, হার্ডি। ভুলতে পারব না ক্যাপ্টেন ম্যারিয়াট, বুলওআর লিটন, চার্লস্‌ রীড, মিসেস গ্যাসকেল, অ্যান্টনি ট্রলপ এবং রবার্ট লুই স্টীভেন্‌সনকেও।

চার্লস্‌ ডিকেন্স (Charles Dickens : ১৮১২-১৮৭০)

পৃথিবীর কথাসাহিত্যে অবিস্মরণীয় নাম ডিকেন্সের। সূক্ষ্ম-বিচারে হয়তো আজ বলতে পারি, এইসব চরিত্র অতিরঞ্জিত, কিন্তু কৌতুকে ও কারুণ্যে তাঁর অঙ্কিত বহু চরিত্রই পাঠকের মনে উজ্জ্বল

হয়ে আছে, তা মুছে যাবার নয়। তাঁর রচনা ক্লাসিক বা শাশ্বত বলে গণ্য হয়েছে।

দুঃখেরও সার্থকতা আছে জীবনে; তা কোমল করে, দৃঢ় করে আমাদের মনকে। ডিকেন্সের রচনায় যে উদার সহানুভূতি, তা জেগেছে দুঃখের অভিজ্ঞতা থেকেই। সংসারে অনেক ঘা খেতে হয়েছে তাঁকে, কিন্তু তিনি দমে যাননি। সমস্ত বেদনার ঊর্ধ্বে উঠেছে তাঁর মনুষ্যত্বের জয়গান।

তাঁর বাবা ছিলেন নৌবিভাগ অফিসের সামান্য কেরানী। সংসার চলত না তাঁর সামান্য আয়ে। দেনার দায়ে তাঁকে জেলেও যেতে হয়েছে। ডিকেন্সকেও খাটতে হয়েছে প্রচুর। কিছুদিন কাজ করেছিলেন এক রঙের কারখানায়। উদয়াস্ত পরিশ্রম করেও মজুরি পেতেন সামান্য, বেশী পেতেন দুর্ব্যবহার। কিছুদিন তিনি এক অনাথ-বিদ্যালয়ে পড়েছিলেন। তার অযোগ্য নিষ্ঠুর প্রধান শিক্ষকের চিত্র কিছুটা ফুটেছে তাঁর 'নিকোলাস্ নিক্‌ল্‌বি' উপন্যাসে। ইংলণ্ডের অনেক অনাথাশ্রম ও বেসরকারী বিদ্যালয়ই তখন ওই রকম ছিল। দুঃস্থ অসহায় ছাত্রদের নিদারুণ নির্যাতন ভোগ করতে হত। ডিকেন্সের বই দেশবাসীর চোখে আঙুল দিয়ে ওই সব সামাজিক গলদ দেখিয়ে দিয়েছিল। খবরের কাগজের সংবাদদাতারূপেও অনেক দিন তিনি কাজ করেছিলেন। তখন দেশের বিভিন্ন নরনারীর এবং বিবিধ ঘটনার সংস্পর্শে তাঁকে আসতে হয়েছে। যেমন ছিল তাঁর পর্যবেক্ষণশক্তি, তেমনি ছিল কল্পনা আর অনুভূতি। তিন গুণের সমন্বয়ে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতাকে চিরন্তন রূপ দিয়ে গেছেন। ১৮৩৬,'৩৭-এ সাময়িকপত্রের জন্য ধারাবাহিকভাবে তিনি লিখেছিলেন 'পিক্‌উইক পেপার্স' (Pickwick Papers = পিক্‌উইকের দপ্তর)। পিক্‌উইক্ ক্লাবের সভাপতি ও সদস্যদের নানা অভিজ্ঞতার চিত্র নিয়ে এই উপন্যাস; গল্পের বাঁধন আলগা, কিন্তু এর বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে সমাজের ছবিটি ঠিক ফুটে উঠেছে।

অতঃপর একে একে প্রকাশিত হয়, 'অলিভার টুইস্ট' (Oliver Twist), 'নিকোলাস নিক্‌ল্‌বি' (Nicholas Nickleby), 'দ্য ওল্ড কিউরিয়সিটি শপ' (The Old Curiosity Shop=পুরোনো সামগ্রীর দোকান), 'বার্নাবি রাজ' (Barnaby Rudge), 'মার্টিন চাজ্‌ল্‌উইট্' (Martin Chuzzlewit), 'এ ক্রিস্‌মাস্ কেরল' (A Christmas Carol=বড়দিনের গান), 'দ্য ক্রিকেট অন দ্য হার্থ' (The Cricket on the Hearth=ভিটেয় ঝিঁঝি), 'ডম্বি অ্যাণ্ড সন্' (Dombey and Son=ডম্বি আর তার ছেলে), 'ডেভিড কপারফীল্ড' (David Copperfield), 'ব্লীক হাউস' (Bleak House=শূন্য ঘর), 'হার্ড টাইম্‌স্' (Hard Times=দুর্দিন), 'লিট্‌ল্ ডরিট্' (Little Dorrit), 'এ টেল অব্ টু সিটিজ' (A Tale of Two Cities=দুই নগরের কথা), 'গ্রেট এক্সপেক্‌টেশন্স' (Great Expectations=বড়ো আশা), 'আওয়ার মিউচুয়াল ফ্রেণ্ড' (Our Mutual Friend=পরস্পরের বন্ধু), 'এডুইন ড্রুড্' (Edwin Drood)। প্রতি গ্রন্থই পাঠক-সমাজে সাদরে গৃহীত হয় এবং ডিকেন্সের খ্যাতি উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে।

'অলিভার টুইস্টে' আছে এক অজ্ঞাতকুলশীল দুর্ভাগ্য বালকের কাহিনী। কারখানায় তার খাটুনি ও লাঞ্ছনার সীমা ছিল না। ঘটনাচক্রে সে গিয়ে পড়ল এক চোরের দলে। ওই দলেরই একটি মেয়ে—'ন্যান্সি'র চেষ্টায় জানা গেল তার প্রকৃত পরিচয়। দয়ালু ব্রাউনলোর কাছে সে আশ্রয় লাভ করল, আর চোরেরা পেল শাস্তি। লণ্ডন শহরের কারখানার জীবন, চোরের আড্ডা, সামাজিক অবস্থা সবই লেখকের জানা। তাই এতে বাস্তবতার অভাব নেই। কিন্তু সেইটেই সব কথা নয়। যে অনুকম্পা, যে দরদ মানুষের অন্তরকে উদ্ভাসিত করতে জানে, সেই দরদ ছিল তাঁর। তারই ফলে অলিভারের দুঃখবেদনা হয়েছে গভীর মর্মস্পর্শী, অন্যান্য চরিত্রও হয়েছে সজীব।

'নিকোলাস নিক্‌লবি'-তেও আছে একটি ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবনের কাহিনী। বাবার মৃত্যুর পর নিকোলাস তার মাকে আর বোনকে নিয়ে অথৈ সমুদ্রে পড়ল। কাকার কাছে সাহায্য চাইতে গিয়ে হল অপমানিত। তার স্পষ্ট কথার স্পর্ধা অহংকারী ও স্বার্থপর কাকা সহ্য করলেন না। তিনি ওকে পাঠিয়ে দিলেন এক অনাথ বিদ্যালয়ে। তার পরিচালক ছেলেদের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার করতেন। বিশেষ করে 'স্মাইক' (Smike) নামে একটি বোকা ছেলের উপর তাঁর ব্যবহার এমন অমানুষিক হয়ে উঠল যে নিকোলাস প্রতিবাদ না করে পারল না। পরিচালক খড়্গহস্ত হয়ে উঠলেন। স্মাইককে নিয়ে নিকোলাস পালাল। কুচক্রীরা পিছনে লাগল। রোগে, আতঙ্কে, স্মাইক মারা গেল। অক্লান্ত অধ্যবসায়ে ভাগ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে অবশেষে নিকোলাস জয়ী হল, মা-বোনকে উদ্ধার করল দুঃখ-দুর্দশার হাত থেকে। লেখক তাঁর প্রথম জীবনের দারিদ্র্য ও অনাথ-বিদ্যালয়ের লাঞ্ছনাকে এই উপন্যাসে রূপ দিয়েছেন।

'দ্য ওল্ড কিউরিয়সিটি শপ'-এ আছে বালিকা 'নেল' (Nell) আর তার ঠাকুরদার জীবনের করুণ ছবি। বুড়ো ঠাকুরদার ছিল একটি ছোট্ট পুরোনো সামগ্রীর দোকান। সেখানকার নিরানন্দ অন্ধকার ঘরে দুঃখে দৈন্যে নেল্‌-এর দিন কাটে। সুদখোর কুইল্‌প (Quilp) দেনার দায়ে দোকানটি বাজেয়াপ্ত করে নেয়। বৃদ্ধ তাঁর নাতনীকে নিয়ে আশ্রয় নিলেন এক গ্রাম্য গির্জায়। বৃদ্ধের ভাই তাঁর দুঃখ কষ্টের কথা শুনে দেখা করতে এলেন। কিন্তু সুখ তাঁদের কপালে ছিল না। অভাবের তাড়নায় নেল মারা গেল। ঠাকুরদাও অচিরে তার অনুসরণ করলেন। শিশু-জীবন তার সুখ-দুঃখ স্বপ্ন কল্পনা নিয়ে ডিকেন্সের অনেক উপন্যাসেই সুন্দর চিত্রিত হয়েছে। নেলের ক্ষুদ্র জীবনও এখানে মনোজ্ঞ রূপে দেখা দিয়েছে। বাস্তবতার নামে তিনি শুধু সংসারের খারাপ দিকটাই দেখাননি, ভালোমন্দ সব রকম লোকের কথাই তিনি বলেছেন।

'ডেভিড্ কপারফাল্ড' অনেকটা ডিকেন্সের আত্মজীবনীমূলক। তিনি নিজে এই বইখানিকে স্ব-রচিত বইয়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পছন্দ করতেন। পিতার মৃত্যুর পরে ডেভিড্ কপারফীল্ডের জন্ম। দুঃখ কষ্ট ছেলেবেলা থেকেই তার সঙ্গী। তার মা আবার বিয়ে করে বসলেন একটি দুষ্ট লোককে, তার নাম মার্ডস্টোন। ফলে, ডেভিডের আর তার মায়ের লাঞ্ছনার অবধি রইল না। অল্প দিনের মধ্যেই তার মায়ের মৃত্যু হল। ডেভিড্‌কে পাঠানো হল এক স্কুলে, সেখানেও নিষ্ঠুর প্রধান শিক্ষকের অত্যাচার। সেখান থেকে পালিয়ে সে গেল লণ্ডনে। দীর্ঘ সংগ্রামের পর সে সুখের মুখ দেখতে পেয়েছিল এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল লেখক-রূপে। চার দিকের হৃদয়হীনতার মধ্যেও সে দেখা পেয়েছিল স্নেহময়ী ধাত্রী পেগটির, সদা-প্রফুল্ল মিকবারের, মধুর স্বভাবা আগ্নিসের। সংসারের দুঃখ-দুর্গতির মধ্যে এরা এনেছে স্বর্গীয় সান্ত্বনা। 'ব্লীক হাউস' বা 'শূন্যগৃহে' তখনকার আদালতের বিচার-ব্যবস্থার প্রতি রয়েছে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ। ভালো মন্দ নানা চরিত্রের মধ্য দিয়ে এ উপন্যাসেও সমাজের বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে।

'এ টেল্ অব্ টু সিটিজ্'-এর কাহিনীর পটভূমিতে আছে ফরাসী বিপ্লব। লণ্ডন এবং প্যারিস্ দুই শহরকে অবলম্বন করে চলেছে ঘটনা পর্যায়। এ গ্রন্থ ইতিহাস নয়, কিন্তু ঐতিহাসিক যুগের আবহাওয়া ঘিরে আছে গল্পটিকে। তৎকালীন ফ্রান্সের অভিজাত সমাজের দুর্নীতির চিত্র এতে সুস্পষ্ট। কিন্তু এখানেও অন্ধকারের মধ্যে আলোর রেখা আঁকতে লেখক ভোলেননি। ডাঃ ম্যানেট, এবং চার্লস্ ডার্নের চরিত্র মহৎ, সিড্‌নি কার্টন অবিস্মরণীয়।

'হাউস্‌হোল্ড ওঅর্ডস্' (Household Words = ঘরোয়া কথা) নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রের তিনি প্রতিষ্ঠা এবং সম্পাদনা করেছিলেন।

ডিকেন্সের উপন্যাসে হয়তো কিঞ্চিৎ ভাবপ্রবণতা এবং অতিরঞ্জন

আছে, তবু তা অস্বাভাবিক মনে হয় না। পুঙ্খানুপুঙ্খ মনোবিশ্লেষণও তিনি করেননি। কিন্তু মানব-চরিত্রের মূল প্রবৃত্তিগুলি তাঁর গল্পের মধ্য দিয়ে সুন্দর রূপ নিয়েছে। যাদের কথা তিনি বলেছেন, তাদের সুখ দুঃখ আমাদের অন্তরকে স্পর্শ করে, তাদের নির্মমতা আমাদের ব্যথিত করে। মনে হয়, জীবন্ত নরনারীর সান্নিধ্যে এসেছি। হাসি আর অশ্রু—দুইয়েরই তিনি নিপুণ চিত্রকর। মানুষের স্বভাবে অনেক অসঙ্গতি আছে, অনেক আছে অদ্ভুত খেয়াল। সেগুলিকে নিয়ে তিনি হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন; আবার দুঃখ দুর্ভাগ্য অনেকের আজন্ম সঙ্গী, গভীর সহানুভূতির সঙ্গে তাদের কথা বলেছেন। মানুষের শয়তানির বহু দৃষ্টান্ত আছে তাঁর বইয়ে, কিন্তু তিনি আশাবাদী। অন্ধকারের পাশে আলো আছে, হীনতার পাশে মহিমা আছে, সে কথা তিনি ভোলেননি।

যা নগণ্য, যা তুচ্ছ, যা উপেক্ষিত, তারও সৌন্দর্য চোখে পড়েছে তাঁর। বাইরের কুয়াশা, রাস্তা, দোকান-ঘর, এ সবের দৃশ্য তাঁর বর্ণনায় ছবির মতন ফুটে উঠেছে। আবার সমাজের নির্যাতিত, অবহেলিত মানুষ পেয়েছে তাঁর মমতা, তাঁর উদার ভালোবাসা।

উইলিয়ম মেক্‌পীস্ থ্যাকারে (William Makepeace Thackeray: ১৮১১-১৮৬৩)

ডিকেন্স জন্মেছেন গরীব-ঘরে, মানুষ হয়েছেন দুঃখকষ্টের মধ্যে। আর থ্যাকারের জন্ম ধনীর ঘরে, সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে কেটেছে তাঁর জীবন। ডিকেন্সের উপন্যাসে পাই দরিদ্র মধ্যবিত্তদের কথা, আর থ্যাকারের উপন্যাসে অভিজাত-সমাজের চিত্র। ডিকেন্সের লেখায় সমবেদনার অশ্রু, তিনি দৈন্যের মধ্যে পেয়েছেন মহত্ত্বের সন্ধান; আর, থ্যাকারের লেখায় বিদ্রূপের কটাক্ষ; তিনি ঐশ্বর্যের মধ্যে দেখেছেন অহমিকা আর প্রবঞ্চনা।

কলকাতায় থ্যাকারের জন্ম; তাঁর বাবা ছিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া

'ডেভিড্ কপারফাল্ড' অনেকটা ডিকেন্সের আত্মজীবনীমূলক। তিনি নিজে এই বইখানিকে স্ব-রচিত বইয়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পছন্দ করতেন। পিতার মৃত্যুর পরে ডেভিড্ কপারফীল্ডের জন্ম। দুঃখ কষ্ট ছেলেবেলা থেকেই তার সঙ্গী। তার মা আবার বিয়ে করে বসলেন একটি দুষ্ট লোককে, তার নাম মার্ডস্টোন। ফলে, ডেভিডের আর তার মায়ের লাঞ্ছনার অবধি রইল না। অল্প দিনের মধ্যেই তার মায়ের মৃত্যু হল। ডেভিড্‌কে পাঠানো হল এক স্কুলে, সেখানেও নিষ্ঠুর প্রধান শিক্ষকের অত্যাচার। সেখান থেকে পালিয়ে সে গেল লণ্ডনে। দীর্ঘ সংগ্রামের পর সে সুখের মুখ দেখতে পেয়েছিল এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল লেখক-রূপে। চার দিকের হৃদয়হীনতার মধ্যেও সে দেখা পেয়েছিল স্নেহময়ী ধাত্রী পেগটির, সদা-প্রফুল্ল মিকবারের, মধুর স্বভাবা আগ্নিসের। সংসারের দুঃখ-দুর্গতির মধ্যে এরা এনেছে স্বর্গীয় সান্ত্বনা। 'ব্লীক হাউস' বা 'শূন্যগৃহে' তখনকার আদালতের বিচার-ব্যবস্থার প্রতি রয়েছে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ। ভালো মন্দ নানা চরিত্রের মধ্য দিয়ে এ উপন্যাসেও সমাজের বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে।

'এ টেল্ অব্ টু সিটিজ্'-এর কাহিনীর পটভূমিতে আছে ফরাসী বিপ্লব। লণ্ডন এবং প্যারিস্ দুই শহরকে অবলম্বন করে চলেছে ঘটনা পর্যায়। এ গ্রন্থ ইতিহাস নয়, কিন্তু ঐতিহাসিক যুগের আবহাওয়া ঘিরে আছে গল্পটিকে। তৎকালীন ফ্রান্সের অভিজাত সমাজের দুর্নীতির চিত্র এতে সুস্পষ্ট। কিন্তু এখানেও অন্ধকারের মধ্যে আলোর রেখা আঁকতে লেখক ভোলেননি। ডাঃ ম্যানেট, এবং চার্লস্ ডার্নের চরিত্র মহৎ, সিড্‌নি কার্টন অবিস্মরণীয়।

'হাউস্‌হোল্ড ওঅর্ডস্' (Household Words = ঘরোয়া কথা) নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রের তিনি প্রতিষ্ঠা এবং সম্পাদনা করেছিলেন।

ডিকেন্সের উপন্যাসে হয়তো কিঞ্চিৎ ভাবপ্রবণতা এবং অতিরঞ্জন

আছে, তবু তা অস্বাভাবিক মনে হয় না। পুঙ্খানুপুঙ্খ মনোবিশ্লেষণও তিনি করেননি। কিন্তু মানব-চরিত্রের মূল প্রবৃত্তিগুলি তাঁর গল্পের মধ্য দিয়ে সুন্দর রূপ নিয়েছে। যাদের কথা তিনি বলেছেন, তাদের সুখ দুঃখ আমাদের অন্তরকে স্পর্শ করে, তাদের নির্মমতা আমাদের ব্যথিত করে। মনে হয়, জীবন্ত নরনারীর সান্নিধ্যে এসেছি। হাসি আর অশ্রু—দুইয়েরই তিনি নিপুণ চিত্রকর। মানুষের স্বভাবে অনেক অসঙ্গতি আছে, অনেক আছে অদ্ভুত খেয়াল। সেগুলিকে নিয়ে তিনি হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন; আবার দুঃখ দুর্ভাগ্য অনেকের আজন্ম সঙ্গী, গভীর সহানুভূতির সঙ্গে তাদের কথা বলেছেন। মানুষের শয়তানির বহু দৃষ্টান্ত আছে তাঁর বইয়ে, কিন্তু তিনি আশাবাদী। অন্ধকারের পাশে আলো আছে, হীনতার পাশে মহিমা আছে, সে কথা তিনি ভোলেননি।

যা নগণ্য, যা তুচ্ছ, যা উপেক্ষিত, তারও সৌন্দর্য চোখে পড়েছে তাঁর। বাইরের কুয়াশা, রাস্তা, দোকান-ঘর, এ সবের দৃশ্য তাঁর বর্ণনায় ছবির মতন ফুটে উঠেছে। আবার সমাজের নির্যাতিত, অবহেলিত মানুষ পেয়েছে তাঁর মমতা, তাঁর উদার ভালোবাসা।

উইলিয়ম মেক্‌পীস্‌ থ্যাকারে (William Makepeace Thackeray: ১৮১১-১৮৬৩)

ডিকেন্স জন্মেছেন গরীব-ঘরে, মানুষ হয়েছেন দুঃখকষ্টের মধ্যে। আর থ্যাকারের জন্ম ধনীর ঘরে, সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে কেটেছে তাঁর জীবন। ডিকেন্সের উপন্যাসে পাই দরিদ্র মধ্যবিত্তদের কথা, আর থ্যাকারের উপন্যাসে অভিজাত-সমাজের চিত্র। ডিকেন্সের লেখায় সমবেদনার অশ্রু, তিনি দৈন্যের মধ্যে পেয়েছেন মহত্ত্বের সন্ধান; আর, থ্যাকারের লেখায় বিদ্রূপের কটাক্ষ; তিনি ঐশ্বর্যের মধ্যে দেখেছেন অহমিকা আর প্রবঞ্চনা।

কলকাতায় থ্যাকারের জন্ম; তাঁর বাবা ছিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া

কোম্পানির পদস্থ কর্মচারী। ছ বছর বয়সে পিতৃবিয়োগের পর তিনি বিলেতে চলে যান এবং সেখানেই লেখাপড়া করেন। স্কুল-কলেজের লেখাপড়ায় তাঁর খুব মন ছিল না। কলেজ ছাড়বার পর তিনি কিছুদিন ছবি আঁকায়, কিছুদিন সাংবাদিকতায় মন দিয়েছিলেন, পরে উপন্যাস-রচনায় হাত দেন। এতে সাফল্য এলো। সাংবাদিক জীবনে 'বুক্ অব্ স্নব্‌স্' (Book of Snobs = উন্নাসিকদের কথা) লিখে তিনি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন, কিন্তু সেখানি সাহিত্যকীর্তি হিসাবে গণনীয় নয়। 'ভ্যানিটি ফেয়ার' (Vanity Fair = অহমিকার মেলা) তাঁর প্রথম উপন্যাস। এই গ্রন্থই তাঁকে সাহিত্য-জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। তারপর একে একে প্রকাশিত হয় 'পেণ্ডেনিস্' (Pendennis), 'হেন্‌রি এস্‌মণ্ড' (Henry Esmond), 'নিউকাম্‌স্' (Newcomes) ও 'ভার্জিনিয়ান্‌স্' (Virginians)। সাহিত্য ও ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি কয়েকটি উৎকৃষ্ট বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তা নিবদ্ধ হয়েছে তুখানি গ্রন্থে: 'হিউমারিস্টস্ অব্ দ্য এইটিন্‌থ সেঞ্চুরি' (Humorists of the Eighteenth Centnry = অষ্টাদশ শতকের হাস্যরসিকগণ) আর 'দ্য ফোর জর্জেস্' (The Four Georges = জর্জ-চতুষ্টয়)।

'ভ্যানিটি ফেয়ার' নামের উৎস বানিয়ানের 'পিল্‌গ্রিম্‌স্ প্রোগ্রেস্'। সেখানে স্বর্গযাত্রী দলকে এই অহমিকা-নগরীর মেলা পার হতে হয়েছিল। থ্যাকারে তাঁর সময়কার উঁচু মহলে যে অহমিকার স্বরূপ দেখেছেন, তাই এঁকে দেখিয়েছেন এই উপন্যাসে। এখানি, তিনিই বলেছেন, 'নায়কহীন উপন্যাস'। এর প্রধান তুটি নারীচরিত্র, সরলা 'আমিলিয়া' আর চতুরা 'বেকি'। 'আমিলিয়া' সাত-চড়ে-রা-করে না এমনি মেয়ে; আর 'বেকি' নীতি-নিয়মের ধার ধারে না, খেলিয়ে বেড়ায় মূর্খ লোভী পুরুষদের। বিবিধ চরিত্রের মধ্য দিয়ে এতে তথাকথিত উঁচু-সমাজের আভ্যন্তরিক অসারতা দেখানো হয়েছে। লেখায় ফুটেছে ব্যঙ্গের মনোভাব।

ব্যঙ্গের ভাব কিছুটা আছে তাঁর 'পেণ্ডেনিস্'-এও (Pendennis)। অস্থিরমতি, আত্মসুখপরায়ণ দোষেগুণে জড়িত মানুষ। থ্যাকারের আপন জীবনের ছায়া কিছুটা পড়েছে এ উপন্যাসে।

তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'হেন্‌রি এস্‌মণ্ড'। এর ঘটনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দী, রাণী অ্যান্‌-এর আমল। ভাবমুগ্ধ দৃষ্টিতে নয়, সহজ স্বচ্ছ দৃষ্টিতে তিনি দেখেছেন সেযুগের ইংলণ্ডকে, বর্ণনা করেছেন তার রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবন। তাঁর চোখে পড়েছে, যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে কোন মহিমা নেই, আছে নৃশংসতা, বীর সেনাপতির অন্তরে মহৎ প্রেরণা নয়, ঈর্ষা ও আত্মম্ভরিতা। যা ঘটে তিনি তারই কথা বলেন, স্বপ্নরঙীন ছবি আঁকায় তাঁর আগ্রহ নেই। ইতিহাসকে তিনি যথাযথভাবে এঁকে দেখিয়েছেন, যুগচিত্রকে পরিস্ফুট করবার জন্যে। অষ্টাদশ শতাব্দীর লেখকদের, বিশেষতঃ অ্যাডিসনের, ভাষাভঙ্গীরও অনুসরণ করেছেন। এ উপন্যাসের শেষভাগে দেখি সুন্দরীর রূপমুগ্ধ নায়ক অবশেষে তার বাঞ্ছিতার জননীকে বিবাহ করেছে। ব্যাপারটা অদ্ভুত, অসাধারণ, অবাঞ্ছনীয়, কিন্তু সংসারে এমন ঘটে না বলতে পারি না। লেখক যেভাবে অকুণ্ঠচিত্তে জীবনের বাস্তবরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন, তাতে এ পরিণতি অপ্রত্যাশিত নয়।

'নিউকাম্‌স্'—'পেণ্ডেনিস্'-এর, এবং 'ভার্জিনিয়ান্‌স্—'হেন্‌রি এস্‌মণ্ড'-এর উপসংহার। মানুষের দোষত্রুটি দুর্বলতার কথা অপরাপর উপন্যাসের মত এ দুখানিতেও লেখক বলেছেন, তবে 'নিউকাম্‌স'-এ তাঁর লেখনী অনুকম্পা-স্নিগ্ধ। বস্তুতঃ থ্যাকারে সমাজের কঠোর সমালোচক হলেও হৃদয়হীন বা নীতিহীন নন। প্রকৃত মহত্ত্বের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল এবং সেইজন্যই কপটতা ও প্রবঞ্চনাকে সহজে ক্ষমা করতে পারেন না। কোথাও কোথাও তাঁর নীতি উপদেশ উপন্যাসের সহজ গতিতে বাধা দিয়েছে। তবু তিনি যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক, সে বিষয়ে দ্বিমত নেই।

মেরি আন্ ইভান্স, বা, জর্জ এলিয়ট্ (Mary Ann Evans, or George Eliot : ১৮১৯-১৮৮০)

জর্জ এলিয়ট ছদ্মনাম, প্রকৃত নাম মেরি আন্ ইভান্স। তাঁর বাবা রবার্ট ইভান্স ছিলেন রক্ষণশীল 'টোরি' এবং 'পিউরিটান'*। পিতার ধর্মানুরাগ তাঁর মনকে স্পর্শ করলেও তিনি নির্বিচারে সব কিছু মেনে নেবার পক্ষপাতী ছিলেন না। তীক্ষ্ণবুদ্ধি এই লেখিকার রচনায় সহৃদয়তার সঙ্গে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণশক্তির চমৎকার মিলন ঘটেছে। সে যুগের বিজ্ঞান-দর্শন তিনি সযত্নে আয়ত্ত করেছিলেন এবং তাঁর সব রচনায় মননশীলতার পরিচয় বর্তমান। তাঁর লেখা আমাদের ভাবায়। উপন্যাসের ঘটনাবলী সুবিন্যস্ত, চরিত্রগুলি জীবন্ত, কিন্তু সেইটেই শেষ কথা নয়। একটি গভীর জীবন-দর্শন এবং নৈতিক আদর্শ তাঁর কাহিনীসমূহের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে।

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর কিছুদিনের জন্য তিনি বিদেশ-ভ্রমণে গিয়েছিলেন। দেশে ফিরে এসে তিনি 'ওয়েস্টমিন্স্টার রিভিউ'-তে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন এবং ঐ পত্রিকার সহকারী-সম্পাদক হন। ১৮৫৪-তে জর্জ হেন্‌রি লুইসের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তাঁর উৎসাহে তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় গল্প লিখতে আরম্ভ করেন। ব্ল্যাকউড্‌স্ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত তাঁর প্রথম গল্প 'এমস্ বার্টন' (Amos Barton) পরে 'সীন্‌স্ অব্ ক্লেরিকাল লাইফ'-এর (Scenes of Clerical Life = যাজক-জীবনের ছবি) অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। তাঁর প্রধান প্রধান উপন্যাস—'অ্যাডাম বীড' (Adam Bede), 'দ্য মিল্ অন্ দ্য ফ্লস্' (The Mill on the Floss = ফ্লস্-কূলের কারখানা), 'সাইলাস্ মার্ণার' (Silas Marner), 'রমলা'

* 'টোরি' (Tory)—ইংলণ্ডের রক্ষণশীল অভিজাতশ্রেণীর রাজনীতিক দল।

'পিউরিটান' (Puritan)—নীতিবাদী, শুচিতা-পন্থী।

(Romola), 'ফেলিক্স হোল্ট' (Felix Holt), 'মিড্‌ল্‌মার্চ' (Middlemarch), 'ড্যানিয়েল ডারণ্ডা' (Daniel Deronda)। অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্ট্রসের (Strauss) লেখা যাশুখ্রীষ্টের জীবনীর অনুবাদ, 'স্প্যানিশ জিপ্‌সি' (Spanish Gypsie = স্পেনের বেদে) নামক নাটক এবং বিবিধ প্রবন্ধের সংকলন।

১৮৭৮-এর জর্জ হেনরি লুইসের মৃত্যু হয়। ১৮৮০-তে নিজের মৃত্যুর কয়েক মাস পুর্বে তিনি দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করেন জন্‌ ওঅল্‌টর ক্রস্‌কে (John Walter Cross)।

মানব-মনের বিচিত্র অন্তর্দ্বন্দ্ব ধরা দিয়েছে তাঁর উপন্যাসে। অনেকে তাঁকেই মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসের পথপ্রদর্শক বলে মনে করেন। কোনও চরিত্রই সেখানে স্থির বা স্থাণু নয়, ভালো-মন্দর টানে তাদের চরিত্রে নানারূপ ভাবান্তর ঘটেছে।

জর্জ এলিয়টের সাহিত্যজীবনে তিনটি ভাগ। প্রথম ভাগে পড়ে সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী ; দ্বিতীয় ভাগে, 'সীন্‌স্‌ অব্‌ ক্লেরিকাল লাইফ' থেকে 'সাইলাস্‌ মার্নার' পর্যন্ত উপন্যাস ; আর তৃতীয় ভাগে, 'রমলা' থেকে 'ড্যানিয়েল ডারণ্ডা' পর্যন্ত বাকী উপন্যাস। দ্বিতীয় ভাগেই পড়ে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি। অভিজ্ঞতা থেকে আঁকা পল্লী-সমাজের যথাযথ রূপ ফুটে উঠেছে এই সময়ের উপন্যাসে। এই জীবনচিত্রগুলিতে লেখিকার অন্তর্দৃষ্টির ও মানব-প্রীতির পূর্ণ পরিচয় পাই।

অ্যাডাম বীড : 'হেটি সরেল' (Hetty Sorrel) নামে একটি মেয়েকে ভালোবাসত গ্রামের ছুতোর অ্যাডাম বীড। কিন্তু হেটি ধরা দিল জমিদার আর্থার ডনিথর্ন্‌-এর (Arthur Donnithorne) প্রলোভনে। এরকম ক্ষেত্রে সচরাচর যা ঘটে, তাই ঘটল। ডনিথর্ন কিছুদিন পরে ত্যাগ করলেন তাকে। দুঃখে লজ্জায় অপমানে সে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ল। সদ্যোজাত শিশুকে নিয়ে কি করবে ভেবে

পেল না। অবশেষে শিশুহত্যার দায়ে তাকে যেতে হল দ্বীপান্তরে। অ্যাডাম বীড্ দেখল, সে চরিত্রবলে জয় করেছে ধর্মপ্রাণা 'ডিনা মরিস্'-এর (Dinnah Morris) মন। মিলন হল দুজনার।

দ্য মিল্ অন্ দ্য ফ্লস্ঃ ফ্লসের কূলে কারখানাঃ তার মালিক হলেন টালিভার (Tulliver)। তাঁর ছেলে টম্ নিতান্ত বিষয়ী প্রকৃতির, আর ম্যাগি (Maggie) কল্পনাপ্রবণ, বুদ্ধিমতী। ম্যাগি ভালোবেসেছিল ফিলিপ ওয়েকেম্‌কে (Philip Wakem), কিন্তু মিলন হল না, বাপ আর ভাই বেঁকে বসলেন। দুজনের দেখাশুনোও তাঁরা বন্ধ করে দিলেন। কিছুদিন পরে উগ্রপ্রকৃতি ভাই—বোনকে তাড়িয়ে দিলেন বাড়ি থেকে। নদীতে বন্যা এলো। শহর গেল ভেসে। ম্যাগি নির্ভয়ে বাঁচাতে গেল ভাইকে। বোনের প্রতি দুর্ব্যবহারের জন্য ভাই আজ অনুতপ্ত। দুজনেরই হল সলিল-সমাধি। উপন্যাসখানি করুণ, বিয়োগান্ত।

সাইলাস মার্নারঃ অনেকের মতে এইখানিই জর্জ এলিয়টের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। সাইলাস মার্নার একজন গ্রাম্য তাঁতী। মিথ্যা চুরির অভিযোগে দণ্ডিত হয়ে সে গ্রামান্তরে গেল। সেখানে আয় হতে লাগল ভাল। কিন্তু জমিদারের কনিষ্ঠ পুত্র একদিন তার ঘর থেকে টাকা চুরি করে পালালো। জমিদারের জ্যেষ্ঠপুত্র গোপনে একটি গরীব মেয়েকে বিয়ে করেছিল; কিন্তু তাকে ঘরে আনেনি। মেয়েটি অনেক দিন অপেক্ষা করে অবশেষে তার শিশুকন্যাকে নিয়ে রওনা হল স্বামিগৃহে। পথিমধ্যে বরফ-ঝড়ে তার মৃত্যু হল। কন্যাটি বাঁচল। সাইলাস্ তাকে কুড়িয়ে পেয়ে ঘরে নিয়ে এল, পালন করতে লাগল আপন মেয়ের মত। ঐ স্নেহের মধ্যে সে পেল পরম শান্তি। পরে সমস্ত ঘটনা জেনে যখন জমিদার-পুত্র অনুতপ্ত চিত্তে মেয়েকে নেবার জন্যে এল, তখন মেয়েটি তার পালক-পিতাকে ছেড়ে কিছুতেই যেতে চাইল না। লেখিকার নিপুণ মনোবিশ্লেষণ, সহানুভূতি এবং উচ্চ আদর্শ সহজেই পাঠকের মন জয় করে নেয়।

রমলা ঃ এর পটভূমি পঞ্চদশ শতাব্দীর ইটালি। ‘স্যাভোনারোলা’ তখন ধর্মসংস্কারে প্রবৃত্ত, তাঁর বক্তৃতা সমগ্র সমাজে আলোড়ন জাগিয়েছে। ঐ সময়ে প্রবঞ্চনা করে সুন্দরী ‘রমলা’কে বিয়ে করেছে একজন গ্রীক। গ্লানি-জর্জরিত রমলা অবশেষে উপলব্ধি করল, পরার্থে আত্মত্যাগে তার জীবনের সার্থকতা। যেমন ঐতিহাসিক পরিবেশ রচনায়, তেমনি চরিত্র-চিত্রণে লেখিকার নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে।

‘ফেলিক্স হোল্ট’—এক আদর্শবাদী সমাজ-সংস্কারক ; আইন এবং নীতির প্রশ্ন এ গ্রন্থে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। ‘মিড্‌ল্‌মার্চ’ একটি ছোট শহর ; সেখানকার দু’টি দম্পতির জীবন অবলম্বন করে এ উপন্যাস রচিত। ‘ড্যানিয়েল ডারণ্ডা’ তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস। শেষের দিকের উপন্যাসগুলিতে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে লেখিকার নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু শিল্পগৌরবে এগুলি পূর্বতন রচনার সমকক্ষ নয়।

দু’এক স্থলে তাঁর লেখা পাণ্ডিত্য ও নীতি-কথায় ভারাক্রান্ত হলেও চরিত্র-চিত্রণে ও মনোবিশ্লেষণে তাঁর তুলনা বিরল। মানুষের ভুলভ্রান্তি ও দুঃখময় পরিণামের দৃষ্টান্তে তিনি আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন। সার্থক ট্রাজেডির মতই তা চিত্তশুদ্ধির সহায়। কিন্তু শাসকের ভূমিকা তাঁর নয়। মানুষের প্রতি তাঁর ভালবাসা অফুরন্ত। বিষাদের মেঘান্ধকারকে কৌতুকের ঝিলিকে উদ্ভাসিত করে তুলতেও তিনি সুপটু। শুধু তিনি এই বিশ্বাসটি আমাদের মনে মুদ্রিত করে দিতে চেয়েছেন যে সুপথে বা কুপথে চলা আমাদের ইচ্ছাধীন ; কিন্তু নীতির বিরোধিতা করে এ সংসারে কেউ কোন দিন রেহাই পায় না। প্রাকৃতিক জগতের মত মানুষের মনোজগৎও নিয়মে বাঁধা।

ব্রন্টিত্রয় (Bronte Sisters)

শার্লট (Charlotte Bronte: ১৮১৬-১৮৫৫), এমিলি (Emily Bronte: ১৮১৮-১৮৪৮), এবং অ্যান্ (Anne Bronte: (১৮২০-১৮৪৯), ব্রন্টিরা তিন বোনই যশস্বিনী। সবচেয়ে প্রতিভাশালিনী শার্লট। তাঁর 'জেন্ এয়ার' (Jane Eyre) একখানি অমর উপন্যাস।

অল্প বয়সে মা-হারা তিন বোন্ নিঃসঙ্গ জীবন কাটিয়েছেন মাসীর তত্ত্বাবধানে আর পিতার অতি কঠোর শাসনে। নির্জন প্রকৃতি আর প্রচুর বই হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁদের জীবনের সাথী। লেখাপড়ায় তিনজনের ছিল অনুরাগ। জীবিকার জন্য তিনজনেরই কঠিন পরিশ্রম করতে হয়েছে; কখনও নিয়েছেন গভর্নেসের (গৃহকর্ত্রীর) কাজ, কখনও শিক্ষকতা। সে অভিজ্ঞতার ছবি ফুটেছে তাঁদের উপন্যাসে। সচ্ছলতা কোনদিন তাঁদের জীবনে আসে নি। স্বাস্থ্যও তাঁদের ভাল ছিল না। তবু জীবনযুদ্ধে তাঁরা হার মানে নি; প্রবল স্বাধীনতাপ্রিয়তা ও মর্যাদাবোধ নিয়ে মাথা উঁচু করে চলেছেন, লিখেছেন কবিতা আর উপন্যাস এবং স্বাভাবিক প্রতিভার নিশ্চিত স্বাক্ষর রেখে গেছেন রচনায়। তাঁদের বড় ভাই আর বোন মারা গিয়েছিলেন ক্ষয়রোগে। তাঁরা নিজেরাও ছিলেন রুগ্ন, তবু মনে ছিল তাঁদের অফুরন্ত ভাবের উৎস।

একদিন হঠাৎ শার্লটের চোখে পড়ল এমিলির একখানা কবিতার খাতা। কবিতাগুলি তাঁর ভালো লাগল। সে কথা বলতেই অ্যান্ও তাঁর কবিতা এনে হাজির করলেন। শার্লট উদ্‌যোগী হয়ে তিনজনের কবিতা একত্র করে ছদ্মনামে একখানি বই আকারে প্রকাশ করলেন। তারপর এল উপন্যাসের পালা। অনেক চেষ্টায় এমিলির 'উদারিং হাইট্‌স্' (Wuthering Heights) আর অ্যান্-এর 'অ্যাগনিস্ গ্রে'র (Agnes Grey) প্রকাশক মিলল; শার্লট-এর প্রথম বই 'প্রোফেসর'-এর (Professor) প্রকাশক পাওয়া গেল না।

তাঁর দ্বিতীয় বই 'জেন্ এয়ার' অবশ্য সাগ্রহে গৃহীত হল। শার্লট অর্থমূল্যও পেলেন ৫০০ পাউণ্ড। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সে বই বিপুল সমাদর লাভ করল।

শার্লট ব্রন্টির 'জেন্ এয়ার' অনেকাংশে আত্মকথা। তাঁর জীবনের বিষাদ-ছায়া সমস্ত কাহিনীর উপর প্রসারিত। একটি কোমল সুকুমার হৃদয়ের অনুরাগ সংরাগ ও অপূর্ণ আশা-আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনে সহানুভূতি জাগায়। গৃহের শূন্যতা, প্রকৃতির নির্জনতা, স্কুল-জীবনের রিক্ততা ও নীরব প্রেমের বেদনা উপন্যাসটির মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। অনাথা জেন্ থাকত তার মাসীর কাছে। মাসী তাকে পাঠালেন এক দাতব্য বিদ্যালয়ে। সেখানকার জীবন নিরানন্দ, দুঃসহ। পাঠ শেষ করে সে হল শিক্ষয়িত্রী, কিছু দিন পরে গভর্নেস্ হয়ে গেল রচিস্টার (Rochester)-এর সংসারে। রচিস্টার তেজস্বিনী বুদ্ধিমতী এই মেয়েটিকে ভালোবেসে ফেললেন। জেন্ও ভালোবাসল তাঁকে। কিন্তু বিয়ে হল না। জেন্ জানতে পারল, রচিস্টারের স্ত্রী আছেন, তিনি পাগলিনী। জেন্ চলে গেল এক পাদ্রীর আশ্রয়ে। তাঁর সঙ্গে বিবাহের উদ্যোগ হচ্ছিল, এমন সময়ে জানা গেল রচিস্টারের বাড়িঘর আগুনে পুড়ে গেছে, পাগলিনী স্ত্রীকে আগুন থেকে বাঁচাতে গিয়ে রচিস্টার অন্ধ ও পঙ্গু হয়ে গেছেন। জেন্ দেখতে গেল, তাঁকেই সান্ত্বনা দেবার জন্যে তাঁর জীবনসঙ্গিনী হয়ে রইল। শার্লটের আর দু খানি উপন্যাস 'শার্লি' (Shirley) আর 'ভিলেট' (Villette)। ব্রাসেল্সে তাঁর অনেকদিন কাটাতে হয়েছিল, তার স্মৃতি বহুলাংশে এই দুই বইয়ে রূপ নিয়েছে।

এমিলি ব্রন্টির 'উদারিং হাইট্স্' (Wuthering Heights)—হীথক্লিফ্ নামে একটি কুড়িয়ে পাওয়া বন্য প্রকৃতির ছেলের কাহিনী। অপমানে অবজ্ঞায় সে ক্ষুব্ধ, প্রতিহিংসায় উন্মত্ত। তার কামনাও উদ্দাম। লেখিকার কল্পনায় নতুনত্ব আছে। বর্ণনাশক্তিও অসাধারণ।

অ্যান্ ব্রন্টির 'অ্যাগ্নিস্ গ্রে' (Agnes Grey)-তেও তাঁর আপন দুঃখের অভিজ্ঞতা ফুটেছে। অ্যাগ্নিস্ এক বাড়িতে গভর্নেসের কাজ নিয়ে দুর্ব্যবহার পেয়েছে ও নিঃসঙ্গতা অনুভব করেছে, তারই করুণ চিত্র। কেবল ওয়েস্টন দেখেছিলেন তাকে করুণার চোখে, তাকেই পরে সে পতিত্বে বরণ করেছিল।

তাঁর অপর উপন্যাস 'দ্য টেনাণ্ট অব্ ওয়াইল্ডফেল্ হল' (The Tenant of Wildfell Hall = ওয়াইল্ডফেল্ হলের বাসিন্দা) এক নারীর দুর্ভাগ্যের কাহিনী। এই বাসিন্দা হলেন হেলেন গ্রেহাম। লোকে তাঁকে বিধবা বলে জানে ও তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে কানাঘুষা করে। গিলবার্টের ধারণা—ইনি নিষ্পাপ। কোনও কারণে গিলবার্টেরও মনে সন্দেহ জেগেছিল। পরে জানা গেল তা অমূলক। এক মদ্যপ লম্পটের সঙ্গে হেলেনের বিবাহ হয়েছিল, তার সঙ্গে ঘর করা সম্ভব হয়নি। তবু তার রোগশয্যায় সে আমৃত্যু তার সেবা করেছে। গিলবার্ট মেয়েটির পাণি-প্রার্থনা করল এবং তাকে বিবাহ করল।

তিন বোনেরই লেখায় তাঁদের দুঃখ-বেদনা, ভাবপ্রবণতা এবং স্বাধীনতাপ্রীতি পরিস্ফুট।

জর্জ মেরেডিথ (George Meredith : ১৮২৮—১৯০৯)

মেরেডিথ শক্তিমান ঔপন্যাসিক, তবে তাঁর আবেদন সুধীজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তিনি স্বভাবতঃ মননধর্মী। চরিত্র-সৃষ্টির চেয়ে চরিত্র-বিশ্লেষণে এবং ঘটনা-বিন্যাসের চেয়ে জীবন-ব্যাখ্যায় তাঁর বেশী উৎসাহ। ভাবের গভীরতা এবং ভাষার জটিলতা তাঁর রচনাকে সাধারণ পাঠকের দুরধিগম্য করে তুলেছে। কিন্তু যাঁরা ভাবুক, তাঁরা মেরেডিথের লেখা ভালোবাসেন।

তাঁর আইন-ব্যবসায়ে প্রবেশ করবার কথা ছিল। কিন্তু ওতে আগ্রহ ছিল না বলে তিনি সাংবাদিক-বৃত্তি গ্রহণ করেন। প্রসিদ্ধ

সাহিত্যিক টমাস লভ্ পীককের কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তাঁর প্রথম প্রকাশিত বই 'পোয়েম্‌স্‌' (Poems = কবিতা)। 'লভ্ ইন্ দ্য ভ্যালি' (Love in the Valley = উপত্যকায় প্রেম) এবং আরও কয়েকটি সুন্দর কবিতা এ বইয়ে আছে। কিন্তু তখনকার পাঠক-মহলে এ বইয়ের বিশেষ সমাদর হয়নি। পরবর্তী বই কৌতুক-নক্‌শা (burlesque)—'দ্য শেভিং অব্ শগপত' (The Shaving of Shagpat = শগপতের ক্ষৌরি) আরব্যোপন্যাস জাতীয় গল্প নিয়ে মজাদার রচনা। তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'দ্য অর্ডিয়াল অব্ রিচার্ড ফেভারেল' (The Ordeal of Richard Feverel = রিচার্ড ফেভারেলের পরীক্ষা বা বিচার)। এইখানি প্রকাশের পর তিনি সুইনবার্ন এবং প্রি-র‍্যাফেলাইট কবিদের সঙ্গে পরিচিত হন। অন্যান্য উপন্যাস: 'ইভান্ হ্যারিংটন' (Evan Harrington), 'এমিলিয়া ইন্ ইংল্যাণ্ড' বা 'সাণ্ড্রা বেলোনি' (Emilia in England, or Sandra Belloni), 'রোডা ফ্লেমিং' (Rhoda Fleming), 'ভিট্টোরিয়া' (Vittoria), 'দ্য অ্যাডভেঞ্চার্স অব্ হ্যারি রিচ্‌মণ্ড' (The Adventures of Harry Richmond = হ্যারি রিচ্‌মণ্ডের অভিযান), 'বীচাম্‌স্ ক্যারিয়ার' (Beecham's Career = বীচাম-চরিত্র), 'দ্য টেল্ অব্ ক্লো' (The Tale of Chloe = ক্লো কাহিনী), 'দ্য ইগোয়িস্ট' (The Egoist = আত্মম্ভরী), 'ডায়েনা অব্ দ্য ক্রস্‌ওয়েজ' (Diana of the Crossways = পথের মোড়ের 'ডায়না'), 'ওয়ান অব আওয়ার কংকারার্স' (One of Our Conquerors = বিজয়ীদের একজন), 'লর্ড অর্মণ্ট অ্যাণ্ড হিজ অ্যামিণ্টা' (Lord Ormont and His Aminta = লর্ড অর্মণ্ট আর তাঁর অ্যামিণ্টা) এবং 'দ্য অ্যামেজিং ম্যারেজ' (The Amazing Marriage = অদ্ভুত বিয়ে)।

'দ্য অডিয়াল অব রিচার্ড ফেভারেল'-এ একটি দুঃখময় কৈশোর প্রেমের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ এবং উজ্জ্বল

সংলাপ তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য। 'দ্য ইগোয়িস্ট' তাঁর প্রসিদ্ধতম উপন্যাস। আত্মাভিমান কিরূপে মানুষের বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে, এ কাহিনীতে তাই দেখানো হয়েছে। রচনায় লেগেছে বিদ্রূপের সুর। স্যর উইলোবি প্যাটার্ন ক্লারাকে ভালোবেসেও বংশমর্যাদা হারানোর ভয়ে তাকে বিবাহ করতে কুণ্ঠিত, অনুকম্পামিশ্র পরিহাসের সুরে লেখক এই পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেছেন। এ গ্রন্থের কথোপকথন চিন্তাপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক। 'ডায়েনা অব দ্য ক্রসৃওয়েজ'-এ পাই রাজনৈতিক ঘূর্ণীপাকে প্রেমের দুর্গতির একটি মনোজ্ঞ চিত্র। এই তিনখানিই কথাসাহিত্যে তাঁর শ্রেষ্ঠ দান।

গল্পের গতির চেয়ে আলোচনা, বিশ্লেষণ, মনোরহস্যের উন্মোচন—এই সবের দিকে লেখকের ঝোঁক বেশী। মননশীলতা তাঁর বৈশিষ্ট্য, তবে সে মনন শুষ্ক তত্ত্ব মাত্র নয়, তাঁর অন্তরের অনুভূতি ও বিশ্বাসে উদ্দীপ্ত। কেউ কেউ এ বিষয়ে কবি ব্রাউনিঙের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন। রচনাতেও ব্রাউনিঙের মত ভাষার অতি-সংক্ষেপ-জনিত দুর্বোধ্যতা কোথাও কোথাও দেখা দিয়েছে। উপন্যাসকে তিনি ভাবালুতাবর্জিত জীবন-দর্শন রূপে উপস্থিত করতে চেয়েছেন। তাঁর বুদ্ধিবাদ ও ভাবনাদীপ্ত সংলাপ বার্নার্ড শ' প্রমুখ আধুনিক সাহিত্যিকদের স্মরণ করিয়ে দেয়।

কাব্যক্ষেত্রেও তাঁর দান আছে। প্রথম জীবনের 'পোয়েমস' ছাড়া তাঁর পরিণত জীবনের কাব্য 'মডার্ন লভ' (Modern Love = আধুনিক প্রেম) সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। শেষোক্ত গ্রন্থ সুইনবার্ণ প্রভৃতি কাব্যরসিকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়েছে। 'এস্‌সে অন কমেডি' (Essay on Comedy = কমেডি বিষয়ক প্রবন্ধ) একটি চিন্তাপূর্ণ উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ।

টমাস হার্ডি (Thomas Hardy : ১৮৪০-১৯২৮)

ভিক্টোরীয় যুগ এবং পরবর্তী যুগ—দুই যুগ ব্যাপ্ত করে হার্ডির জীবনকাল। কিন্তু এ দুই যুগের অন্যান্য লেখক থেকে তিনি অনেকাংশে স্বতন্ত্র। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে তাঁর মধ্যে দুটি বিরোধীভাবের সমাবেশ হয়েছিল। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী বৈজ্ঞানিক, কেননা, তিনি উপলব্ধি করেছেন, মানুষ স্বাধীন নয়। তাকে গড়ে তোলে তার পরিবেশ। চতুঃপার্শ্বস্থ প্রকৃতি সূক্ষ্ম প্রভাব বিস্তার করে তার মনের উপর, তার চরিত্রের উপর। বিশ্ব জুড়ে এক মহাশক্তি কাজ করে চলেছে। সে জড়শক্তি, তার দয়ামায়া বা কারও উপর পক্ষপাত নেই, সেই-ই নিয়তি। তারই প্রভাবে আমাদের জীবন ভাঙছে, গড়ছে। এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি সত্ত্বেও তিনি আধুনিক সভ্যতার প্রতি প্রসন্ন ন'ন। এ সভ্যতা মানুষকে করেছে কৃত্রিম। সুস্থ সবল স্বাভাবিক মানুষের সন্ধান করতে হলে যেতে হবে পল্লী-অঞ্চলে, মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে। আর, একালের স্থাপত্য তাঁর মনকে আকর্ষণ করত না, প্রাচীন কালের স্মৃতিচিহ্নগুলি তিনি ভালোবাসতেন। তাঁর লেখাতেও ফুটে উঠেছে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ নয়, মনোরম কবিকল্পনা।

দক্ষিণ ইংলণ্ডে ডর্চেস্টারের কাছাকাছি উত্তর-বক্‌হ্যাম্পটনে হার্ডির জন্ম। প্রথম যৌবনের কিছুকাল বাদে প্রায় সমস্ত জীবন তিনি আপন পল্লীভূমির কাছাকাছিই কাটিয়েছেন। সমকালীন সমাজ, সভ্যতা বা নাগরিক জীবনের মোহ তাঁর ছিল না। বিরাট প্রান্তর, বিশাল জলাভূমি, বিস্তীর্ণ পর্বতমালা, নিবিড় অরণ্য—তাঁর মনকে টানত। তিনি ঐ দৃশ্য দেখতেন, ওর বিপুল শক্তি মনে মনে অনুভব করতেন, প্রকৃতির অমোঘ শক্তির কাছে বিস্ময়ভরে মাথা নত করতেন। লণ্ডন নয়, ঐ প্রান্তর অরণ্যময় দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল—'ওয়েসেক্স' (Wessex) তাঁর ধ্যানের তপোবন, সাহিত্যের সাধনপীঠ, প্রায় সমস্ত উপন্যাসের পটভূমি।

সাধারণ শিক্ষার পর জীবিকার জন্য তিনি অনুশীলন করেছিলেন স্থাপত্যবিদ্যা। তাতে কৃতিত্বের জন্য তিনি পদক এবং পুরস্কারও পেয়েছিলেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা ঐ বিষয়েই একটি প্রবন্ধ। কিন্তু সাহিত্যের প্রতি ছিল মনের টান। 'দ্য পুঅর ম্যান্ অ্যাণ্ড দ্য লেডি' (The Poor Man and the Lady = গরীব লোকটি ও মহিলা) নামে একটি গল্প লিখে তিনি পাঠিয়েছিলেন এক প্রকাশকের কাছে। জর্জ মেরেডিথ ছিলেন সেই প্রকাশকের সাহিত্যিক উপদেষ্টা। তিনি লেখাটি পড়ে মুগ্ধ হলেন, কিন্তু প্রকাশে অক্ষমতা জানিয়ে লেখকের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলেন। লেখক এলেন। দুজনের দেখা হল। মেরেডিথ গল্পটির দু-একটি ত্রুটি উল্লেখ করলেন। হার্ডি প্রসন্ন মনে তাঁর উপদেশ গ্রহণ করলেন। গল্পটির পরিবর্তিত রূপ দাঁড়ালো 'ডেস্পারেট রেমেডিজ' (Desperate Remedies = চরম নিদান)। একে একে তাঁর বহু উপন্যাস প্রকাশিত হল এবং কথাসাহিত্যে তিনি একজন কালজয়ী লেখকরূপে গণ্য হলেন।

হার্ডি তাঁর উপন্যাসের শ্রেণীবিভাগ করেছেন এই ভাবে :

(ক) চরিত্র ও পরিবেশমূলক : 'আণ্ডার দ্য গ্রীনউড ট্রী' (Under the Greenwood Tree = সবুজ গাছের তলে); 'ফার ফ্রম দ্য ম্যাডিং ক্রাউড' (Far from the Madding Crowd = জন-কোলাহল থেকে দূরে); 'দ্য রিটার্ন অব্ দ্য নেটিভ' (The Return of the Native = দেশে প্রত্যাবর্তন); 'দ্য মেয়র অব্ কাস্টারব্রিজ' (The Mayor of Casterbridge = কাস্টারব্রিজের মেয়র); 'দ্য উড্ল্যাণ্ডার্স' (The Woodlanders = বনবাসী); 'ওয়েসেক্স টেল্স্' (Wessex Tales = ওয়েসেক্সের গল্প); টেস্ অব্ দ্য ড'আর্বার্ভিল্স্' (Tess of the D'Urbervilles = ড'আর্বার্ভিল্দের টেস্);

'লাইফ্‌স্ লিট্‌ল্ আয়রনিজ' (Life's Little Ironies = জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিহাস) ; 'জুড দ্য অবৃস্কিওর' (অজ্ঞাত জুড্)।

(খ) রোমান্স : এ পেয়ার অব্ ব্লু আইজ' (A Pair of Blue Eyes = একজোড়া নীল চোখ) ; 'দ্য ট্রাম্পেট মেজর' (The Trumpet Major = ডঙ্কা) ; 'টু অন্ এ টাওয়ার' (Two on a Tower = চূড়ায় দুজন) ; 'এ গ্রুপ অব নোব্‌ল্ ডেম্‌স্' (A Group of Noble Dames = মহিলা-দল) ; 'দ্য ওয়েল-বিলভেড্' (The Well-Beloved = প্রিয়)।

(গ) নূতন কল্পনা : 'ডেস্পারেট রেমেডিজ' (Desperate Remedies = চরম নিদান) ; 'দ্য হ্যাণ্ড অব্ এথেলবার্টা' (The Hand of Ethelbarta = এথেলবার্টার হাত) ; 'এ লাওডিশিয়ান' (A Laodicean = লাওডিশিয়াবাসী) ; 'এ চেঞ্জড ম্যান্ অ্যাণ্ড আদার টেল্‌স্' (A Changed Man and Other Tales = পরিবর্তন ও অন্যান্য গল্প)।

উপন্যাস ছাড়া অনেক উল্লেখযোগ্য কবিতাও তিনি লিখেছেন। তারই একখানি সংকলন 'ওয়েসেক্স পোয়েম্‌স্' (Wessex Poems = ওয়েসেক্সের কবিতা। 'ডাইনাস্টস্' (Dynasts = বংশধর) নেপোলিয়নের সমরাভিযান সম্পর্কিত শক্তিশালী মহাকাব্য।

সাধারণ পাঠক হয়তো খুশী হবেন 'এ পেয়ার অব্ ব্লু আইজ' বা 'আণ্ডার দ্য গ্রীনউড ট্রী'র মত সহজ সুন্দর রোমান্টিক উপন্যাসে। কিন্তু হার্ডির প্রকৃত পরিচয় নিয়তি-নিয়ন্ত্রিত জীবনের বিষণ্ণগম্ভীর কাহিনীগুলিতে। তিনি অনুভব করতেন, প্রকৃতির অমোঘশক্তিকে জয় করবার ক্ষমতা মানুষের নেই, আর প্রকৃতি আমাদের জীবনের উপর, মনের উপর অমোঘ প্রভাব বিস্তার করে। এই প্রকৃতিই 'নিয়তি', আমরা তার হাতের ক্রীড়নক। তার মায়া নেই, মমতা নেই, সে অনাদি অনন্ত এক প্রচণ্ড শক্তি। এই বিরাট্ শক্তির কাছে

মানুষ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র, তার দম্ভ দর্প সাগরের বুকে জলবুদ্বুদ। এই অজেয় মহাশক্তির বিপুল ছায়ায় মানব-জীবন সমাচ্ছন্ন।

এসেক্সের গ্রামাঞ্চলে তিনি জীবন কাটিয়েছেন, গ্রাম্য সরল মানুষদের ভালোবেসেছেন। একালের কৃত্রিম সভ্যতায় তিনি অস্বস্তি অনুভব করেছেন। তাঁর বর্ণিত নরনারী প্রকৃতির হাতে গড়া, মৌল প্রবৃত্তিও সংরাগ-বশে চালিত। বৈজ্ঞানিক চিন্তার সঙ্গে মিলেছে তাঁর কবিদৃষ্টি। কবিদৃষ্টি নিয়েই তিনি এঁকেছেন রহস্যময়ী প্রকৃতির রূপ। প্রাচীনকালের 'পেগান' বা প্রকৃতি-পূজারীদের মত ভীত বিস্মিত তাঁর মন। বর্ণনায়ও কবিতার স্বাদ। পুরোনো কালের দুর্গ প্রাসাদ গির্জার ভগ্নাবশেষ তাঁর চিত্তে বহন করে এনেছে কত কালের মানব-প্রবাহের সহস্র স্মৃতি ও সংস্কার; মুক্ত প্রান্তর, গভীর বন, দূরপ্রসারিত জলাভূমি তাঁকে অভিভূত করেছে এক অনাদি মহাশক্তির অনুভূতিতে। 'টেস্'-এর ব্ল্যাকমূর উপত্যকা, 'রিটার্ন অব্ দ্য নেটিভ'-এর এগ্‌ডন জলাভূমি—কাহিনীতে মুখ্যস্থান অধিকার করে আছে।

'টেস্ অব দ্য ড্'আর্বাভিলস্', অনেকের মতে, তাঁর সর্বপ্রধান উপন্যাস। দরিদ্র গ্রাম্য মেয়ে টেস্ এক ধনী যুবকের পাল্লায় পড়ে প্রতারিত হল। পরে যাজকপুত্র ক্লেয়ারের সঙ্গে বিবাহের রাত্রে সে তার দুর্ভাগ্যের কাহিনী অকপটে তাকে বলল। ফলে ক্লেয়ার তাকে রূঢ়ভাবে পরিত্যাগ করল। তখন পূর্ব প্রতারকের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া তার গত্যন্তর রইল না। কিছুকাল পরে ক্লেয়ার অনুতপ্ত হয়ে ফিরে এলো। তাকে পাবার আশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠল টেস্। প্রতারকের দুর্ব্যবহারে ক্ষিপ্ত হয়ে সে তাকে একদিন হত্যা করে বসল; তারপর ক্লেয়ারের সঙ্গে পালালো। কিন্তু আইনের হাত থেকে অব্যাহতি পেল না। বিচারে তার ফাঁসি হল। টেস-এর ভাগ্য নিয়ে 'অমর-পতির খেলা' এমনি করে শেষ হল। হতভাগিনীর প্রতি লেখকের গভীর সহানুভূতি তথাকথিত 'বিচার'-কে করেছে বিদ্রূপ।

'দ্য রিটার্ন অব্ দ্য নেটিভ্' এবং 'দ্য উডল্যাণ্ডার্স'-ও উচ্চাঙ্গের উপন্যাস। কেউ কেউ শিল্পসৌন্দর্যে 'দ্য রিটার্ন অব্ দ্য নেটিভ্'কেই শ্রেষ্ঠ সম্মান দিয়েছেন। এতে দূরবিসারী এগ্‌ডন-বিল প্রত্যক্ষ, জীবন্ত হয়ে উঠেছে। 'জুড্ দ্য অব্‌স্কিওর' তাঁর বিষাদময় জীবন-দর্শনের একটি মর্মস্পর্শী আলেখ্য।

ক্যাপ্‌টেন ম্যারিয়াট্ (Captain Marryat : ১৭৯২-১৮৪৮)

ফ্রেডরিক ম্যারিয়াট নৌবাহিনীতে ক্যাপটেন ছিলেন। সমুদ্রের কাহিনী রচনায় তিনি খ্যাতিমান্। 'পীটার সিম্পল' (Peter Simple) এবং 'মিঃ মিড্‌শিপ্‌ম্যান ঈজি' (Mr. Midshipman Easy = নিশ্চিন্ত নাবিক) তাঁর সুপরিচিত গ্রন্থ। অন্যান্য উপন্যাস 'ফ্রাঙ্ক মাইল্ডমে' (Frank Mildmay), 'জেকব ফেথফুল' (Jacob Faithful = বিশ্বাসী জেকব), এবং 'স্নার্লিয়ৌ' (Snarleyyow)। শেষোক্ত গ্রন্থ এক রহস্যময় অবধ্য কুকুর সম্বন্ধীয়। কিশোরদের জন্য তাঁর মনোরম উপন্যাস 'মাস্টারম্যান রেডি' (Masterman Ready = নাবিক প্রস্তুত) এবং 'সেটলার্স ইন্ ক্যানাডা' (Settlers in Canada = ক্যানাডার ঔপনিবেশিকগণ)।

এড্‌ওঅর্ড জর্জ বুল্‌ওয়ার-লিটন, পরে লর্ড লিটন (Edward George Bulwer-Lytton, Later, Lord Lytton : ১৮০৩-১৮৭৩)

নানা ধরণের উপন্যাস রচনায় তাঁর আশ্চর্য সাবলীলতা। সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ তাঁর ঐতিহাসিক রোমান্স 'লাস্ট ডেজ অব পম্পিয়াই' (Last Days of Pompeii = পম্পিয়াই-এর পরিণাম)। বইখানির একাধিক বাংলা অনুবাদ আছে। ৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে ইটালির পম্পিয়াই নগরী ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। সেই সময়কার এক গ্রীক প্রণয়িযুগলের ভাগ্যবিপর্যয়ের কাহিনী এ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে লেখক সেকালের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন

সুন্দরভাবে এঁকে দেখিয়েছেন। ‘রিয়েঞ্জি’ (Rienzi) এবং ‘জানোনি’ (Zanoni) আর দুখানি কল্পনাপ্রধান উপন্যাস। পল্লীজীবনের কাহিনী ‘দ্য ক্যাক্সটন্‌স্‌’ (The Caxtons) এবং ‘মাই নভেল’ (My Novel = আমার কাহিনী)। নগর-জীবনের আখ্যান ‘পেল্‌হাম’ (Pelham) এবং ‘পল ক্লিফোর্ড’ (Paul Clifford)।

বেঞ্জামিন ডিস্‌রেলি (Benjamin Disraeli : ১৮০৪-১৮৮১)

ডিস্‌রেলির শ্রমিক-জীবন-সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য উপন্যাস ‘সিবিল’ (Sybil)। অন্যান্য উপন্যাস : ‘ভিভিয়ান গ্রে’ (Vivian Grey); ‘দ্য ইয়ং ডিউক’ (The Young Duke); ‘কন্টারিনি ফ্লেমিং’ (Contarini Fleming); ‘হেন্‌রিয়েটা টেম্প্‌ল্‌’ (Henrietta Temple); ‘ভেনিশিয়া’ (Venetia); ‘কোনিংস্‌বি’ (Coningsby); ‘ট্যাংক্রেড’ (Tancred); ‘লোথেয়ার’ (Lothair)। সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়কে তিনি উপন্যাসের উপজীব্য করে নিয়েছেন। তাঁর সর্বশেষ উপন্যাসের নাম ‘এণ্ডীমিয়ন’ (Endymion)। তিনি দুইবার ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। [ইনিই আর্ল অব বেকন্সফীল্ড নামে পরিচিত।]

উইলিয়ম এন্‌স্‌ওঅর্থ (William Ainsworth : ১৮০৫-১৮৮২)

টিউডর যুগের কথা নিয়ে এঁর গল্পের বই ‘দ্য টাওয়ার অব লণ্ডন’ (The Tower of London = লণ্ডনের চূড়া)।

জর্জ বরো (George Borrow : ১৮০৩-১৮৮১)

বরোর ‘লাভেংগ্রো’ (Lavengro) এবং ‘রোমানি রাই’ (Romany Rye = ভবঘুরে ভদ্রলোক) ভবঘুরে জীবনের চিত্তাকর্ষক কাহিনী।

মিসেস গ্যাসকেল (Mrs Gaskell : ১৮১০-১৮৬৫)

ছোট্ট একটি শান্ত শহরের সুন্দর ছবি ফুটেছে মিসেস এলিজাবেথ ক্লেগহর্ণ গ্যাস্কেলের 'ক্র্যান্‌ফোর্ড'-এ (Cranford)। চরিত্রগুলিও সুন্দর আঁকা হয়েছে। 'মেরি বার্টন' (Mary Barton) এবং 'নর্থ অ্যাণ্ড সাউথ' (North and South = উত্তর-দক্ষিণ) কারখানার মজুরদের নিয়ে দুখানি উপন্যাস। অন্যান্য উপন্যাস: 'ওআইভস অ্যাণ্ড ডটার্স' (Wives and Daughters = বধূ ও কন্যা); 'রূথ' (Ruth)। 'লাইফ অব শার্লট ব্রন্টি' (Life of Charlotte Bronte = শার্লট ব্রন্টির জীবন) তাঁর লেখা অতি সুন্দর চরিতগ্রন্থ।

চার্লস্ রীড্ (Charles Reade : ১৮১৪-১৮৮৪)

রীডের বিখ্যাত উপন্যাস 'দ্য ক্লয়স্টার অ্যাণ্ড দ্য হার্থ' (The Cloister and the Hearth = সন্ন্যাস ও সংসার) সন্ন্যাসাশ্রম ও সংসার-বাসনার দ্বন্দ্বকে রূপ দিয়েছে গেরার্ডের জীবনে। স্ব-রচিত নাটক 'মাস্কস অ্যাণ্ড্ ফেসেজ'কে (Masks and Faces = মুখোশ ও মুখ) তিনি উপন্যাস-রূপ দিয়েছিলেন 'পেগ উফিংটন' (Peg Woffington) নামে। অন্যান্য গ্রন্থ: 'ইট ইজ নেভার টু লেট টু মেণ্ড' (It is Never Too Late to Mend = যত দেরিতে হোক, সংশোধন অসম্ভব নয়)—এতে ইংলণ্ডের কারা-ব্যবস্থার ত্রুটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে; 'দ্য কোর্স অব ট্রু লভ নেভার ডিড রাণ স্মুথ' (The Course of True Love Never Did Run Smooth = প্রকৃত প্রেমের পথ কখনও মসৃণ নয়); 'হার্ড ক্যাশ' (Hard Cash = নগদ টাকা); 'ফাউল প্লে' (Foul Play = শয়তানি); 'পুট ইওরসেলফ্ ইন্ হিজ প্লেস' (Put Yourself in His Place = তার জায়গায় নিজেকে রাখ)।

অ্যান্টনি ট্রলপ (Anthony Trollope : ১৮১৫-১৮৮২)

ট্রলপ উঁচুদরের স্রষ্টা না হলেও নিপুণ রচয়িতা। ঘটনাসংস্থানে ও চরিত্রচিত্রণে তিনি দক্ষতা দেখিয়েছেন। 'বার্চেস্টার টাওয়ার্স' (Barchester Towers = বার্চেস্টার-চূড়া) তাঁর প্রধান গ্রন্থ।

চার্লস্ কিংস্লি (Charles Kingsley : ১৮১৯-১৮৭৫)

কিংসৃলি সংবেদনশীল লেখক। 'অ্যাল্টন লক্'-এ (Alton Locke) সমাজবাদী আদর্শের কথা বলে তাঁর যুগের অনেকের সমালোচনা-ভাজন হয়েছিলেন। 'হাইপেশিয়া' (Hypatia), 'ওয়েস্টওআর্ড হো' (Westward Ho ! চলো পশ্চিমে), 'টু ইয়ার্স এগো' (Two Years Ago = দু বছর আগে) এবং 'হিয়ারওয়ার্ড দ্য ওয়েক' (Hereward the Wake) তাঁর আর কয়েকখানি চিত্তাকর্ষক উপন্যাস। তাঁর শিশুপাঠ্য গল্পের বই 'ওঅটার বেবিজ' (Water Babies = জলশিশু) এবং 'দ্য হীরোজ' (The Heroes = বীরগণ। গ্রীক পুরাকাহিনী) শিশু-সাহিত্যে সুবিখ্যাত।

স্যামুয়েল বাটলার (Samuel Butler : ১৮২৫-১৯০২)

পরিহাস-রসিক চিন্তাশীল লেখক। তাঁর তিনখানি উপন্যাস 'এরেহোঅন' (Erewhon = অকুত্রদেশ), 'এরেহোঅন রিভিজিটেড্' (Erewhon Revisited = অকুত্রদেশে আবার) এবং 'ওয়ে অব্ অল্ ফ্লেশ (Way of All Flesh = দেহবাদের পথ)। 'নো-হোয়ার (Nowhere) শব্দের অক্ষরগুলি উল্টে নিলেই আমরা পাই 'এরেহোঅন—'কোথাও নয়', আমরা বলেছি 'অকুত্র-দেশ'। লেখক ঐ অদ্ভুত দেশের ভণ্ডামি, কাপুরুষতা ইত্যাদি বর্ণনা করে বেলুনে চড়ে সে দেশ থেকে পালানোর কথা বলেছেন। পরবর্তী গ্রন্থে, কুড়ি বছর পরে আবার সে-দেশে যাওয়ার কাহিনী। তিনি গিয়ে দেখেন, তাঁর বেলুনে চড়ে যাওয়ার সম্বন্ধে অনেক গল্প

রটেছে এবং তাঁর ঐ অদ্ভুত কীর্তির জন্য তাঁকে সূর্যপুত্র রূপে পূজা করা হচ্ছে। এই ধারণা দূর করা, তিনি দেখলেন, তাঁর অসাধ্য। 'ওয়ে অব্ অল্ ফ্লেশে' ব্যঙ্গ-কৌতুকের মধ্য দিয়ে গ্রন্থকার পিতা ও সন্তানের সম্পর্কের কথা উত্থাপন করেছেন।

উইল্কি কলিন্স (Wilkie Collins : ১৮২৪-১৮৮৯)

ঘটনাপ্রধান উপন্যাস রচনায় তাঁর অসামান্য কৃতিত্ব। 'শুক্র বসনা সুন্দরী' নাম নিয়ে দামোদর মুখোপাধ্যায় তাঁর 'দ্য উওম্যান ইন্ হোয়াইট'-এর (The Woman in White) অনুবাদ করেছিলেন। ঐখানি ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম গোয়েন্দা উপন্যাস। তাঁর আর কয়েকখানি উপন্যাস : 'নো নেম্' (No Name = নাম নেই); 'দ্য মুনস্টোন' (The Moonstone = স্ফটিক পাথর); 'অ্যান্টোনিনা' (Antonina)। দুখানি নাটক : 'দ্য লাইটহাউস' (The Light House = বাতিঘর); 'দ্য ফ্রোজন ডীপ' (The Frozen Deep = হিম-সাগর)। পিতৃজীবনী : 'লাইফ' (Life = জীবনী)।

রিচার্ড-ডি-ব্ল্যাকমোর (Richard D. Blackmore : ১৮২৫-১৯০০)

রাজা দ্বিতীয় চার্লস্ ও দ্বিতীয় জেম্সের রাজত্বকালের পটভূমিতে বর্ণিত তাঁর অপূর্ব রোমাঞ্চকর উপন্যাস 'লর্না ডুন' (Lorna Doone)। দুর্ধর্ষ ডুন্ দস্যুরা বীর যুবক জন্ রিডের পিতাকে হত্যা করে। রিড্ তার প্রতিশোধ নিয়েছিল। কিন্তু ডুনদের মেয়ে লর্নাকে সে ভালোবেসে ফেলে। তার ফলে, কাহিনী আরও জটিল ও চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে।

রবার্ট লুই স্টীভেন্সন (Robert Louis Stevenson : ১৮৫০-১৮৯৪)

উনিশ শতকের শেষার্ধের অন্যতম প্রধান রোমান্টিক লেখক। কবিতা, উপন্যাস, কিশোর-কাহিনী, প্রবন্ধ—সাহিত্যের বিভিন্ন

বিভাগে তিনি তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তাঁর বাবা ছিলেন এঞ্জিনিয়ার। তিনিও এঞ্জিনিয়ারিং পড়েছিলেন, কিন্তু সে-পড়া শেষ করেন নি। আইন-ক্লাসেও তিনি যোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু পরীক্ষা দেননি। শরীর তাঁর ভালো ছিল না, স্বাস্থ্যান্বেষণে মাঝে মাঝে তাঁকে বাইরে যেতে হত। ভ্রমণের শখ ছিল তাঁর প্রবল। 'অ্যান্ ইন্‌ল্যাণ্ড ভয়েজ' (An Inland Voyage = আভ্যন্তরীণ জলযাত্রা) বেল্‌জিয়মে নৌভ্রমণের বৃত্তান্ত। 'ট্রাভেল্‌স্ উইথ এ ডংকি ইন্ দ্য সেভেন্‌স্' (Travels with a Donkey in the Cevennes = গাধা নিয়ে সেভেন্‌স্ পাহাড়ে) আর একখানি ভ্রমণ-কাহিনী। 'সেভেন্‌স্'-পাহাড় ফরাসী দেশে। দক্ষিণ সাগরেও তিনি বেড়িয়েছেন এবং শেষজীবনে বাস করতেন 'সামোয়া'য়। 'ইন্ দ্য সাউথ সীজ'-এ (In the South Seas = দক্ষিণ সমুদ্রে) সাগর-ভ্রমণের মনোজ্ঞ বর্ণনা আছে। তাঁর নির্মল নির্দোষ কৌতূহলোদ্দীপক কতকগুলি উপন্যাস কিশোর-সমাজের একান্ত প্রিয়। যথা: 'ট্রেষার আয়ল্যাণ্ড' (Treasure Island = রত্নদ্বীপ) ;* কিড্‌ন্যাপ্‌ড্ (Kidnapped = অপহৃত) ; 'মাস্টার অব্ ব্যালান্ট্রি' (Master of Ballantrae = ব্যালান্ট্রির অধিপতি) ; 'ক্যাট্রিয়োনা' (Catriona) ; 'দ্য ব্ল্যাক্ অ্যারো' (The Black Arrow = কালো তীর), 'উইয়ার অব্ হার্মিস্টন' (Weir of Hermiston = হার্মিস্টনের বাঁধ)। 'দ্য নিউ অ্যারেবিয়ান নাইটস্'-এ (The New Arabian Nights) কৌতুক ও কল্পনার চমৎকার মিলন হয়েছে। 'আয়ল্যাণ্ড্ নাইট্‌স্ এণ্টার্টেনমেণ্ট'ও (Island Night's Entertainment = দ্বীপ-রাত্রির প্রমোদ) উপভোগ্য।

একখানা অসাধারণ উপন্যাস 'দ্য স্ট্রেঞ্জ কেস্ অব ডঃ জেকিল অ্যাণ্ড মিঃ হাইড' (The Strange Case of Dr. Jekyll and

* সুন্দর সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ—হিমাংশুপ্রকাশ রায়-কৃত।

Mr. Hyde = ডঃ জেকিল অ্যাণ্ড মিঃ হাইডের আশ্চর্য কাহিনী)। ভালো আর মন্দ, দেবতা ও দানব, মানুষের মধ্যে একই সঙ্গে বাস করে। একটি রোমাঞ্চকর গল্পের মধ্যে দিয়ে লেখক সেই দ্বৈতসত্তার আভাস দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন, একটি ঔষধের প্রভাবে রাত্রি-বেলায় ডঃ জেকিলের গুপ্ত দানবীয় সত্তা জেগে উঠত, তাঁর মুখভাব এবং প্রকৃতি যেত বদলে। দিনের বেলায় তিনি ভদ্র ও ভালমানুষ, রাতে তিনি নিষ্ঠুর পিশাচ। তখন তিনি আর ডঃ জেকিল নামে পরিচিত নন, তাঁর নাম সে সময়ে মিঃ হাইড। গল্পটি চিত্তাকর্ষক, আবার তার অন্তরালে রূপক-সুলভ ইঙ্গিতও আছে।

'চাইল্ডস্ গার্ডন্ অব্ ভার্সেজ' (Child's Garden of Verses = শিশুর কবিতাকুঞ্জ) সুমধুর কয়েকটি শিশু কবিতা, আর 'ভার্জিনিবাস্ পিউএরিস্ক্' (Virginibus Puerisque = কুমার-কুমারীদের জন্য) কবিত্বে-কৌতুকে ভরা সরস খেয়ালী রচনার সমষ্টি। তাঁর সকল বইয়েই কবি-মনের স্পর্শ পাই, ভাষাও তারই অনুকূল।

জর্জ গিসিং (George Gissing : ১৮৫৭-১৯০৩)

গিসিং সংসার-জীবনের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষক। জীবনের অন্ধকার দিক্‌টাই তিনি প্রধানতঃ দেখেছেন এবং তারই চিত্র এঁকেছেন। রচনা—উপন্যাস : 'ওয়ার্কার্স ইন্ দ্য ডন্' (Workers in the Dawn = ভোরের মজুর); 'দ্য আন্‌ক্লাস্‌ড্' (The Unclassed = শ্রেণী-হারা); 'ডেমস্' (Demos = জনগণ); 'দ্য ইমান্সিপেটেড্' (The Emancipated = ত্রাণপ্রাপ্ত); 'নিউ গ্রাব স্ট্রীট' (New Grub Street); 'বর্ন্ ইন্ এক্সাইল্' (Born in Exile = দেশান্তরে জন্ম); 'দ্য টাউন ট্রাভেলার' (The Town Traveller = শহরের ভ্রমণ-কারী); 'দ্য ক্রাউন অব্ লাইফ' (The Crown of Life = জীবন-মুকুট); 'আওয়ার ফ্রেণ্ড দ্য শার্লাটান' (Our Friend the Charlatan = ফাঁকিবাজ বন্ধু); 'উইল ওঅরবার্টন' (Will War-

burton); 'দ্য প্রাইভেট পেপার্স্ অব্ হেন্‌রি রাইক্রফ্ট্' (The Private Papers of Henry Ryecroft = হেন্‌রি রাইক্রফটের গোপন দপ্তর)। ছোট গল্প ঃ 'হিউম্যান অডস্ অ্যাণ্ড্ এণ্ডস্' (Human Odds and Ends = মানুষ-সম্বন্ধে নানা কথা); 'দ্য হাউস্ অব কব্‌ওয়েব্‌স্' (The House of Cobwebs = মাকড়সার জাল)। জীবন-চরিত ঃ 'চার্লস্ ডিকেন্স' (Charles Dickens)।

প্রবন্ধ ঃ

রোমান্টিক যুগ থেকেই দেখেছি, শুধু যুক্তি বিচার বিশ্লেষণ নয়, কল্পনায় কবিত্বে ভাষার লালিত্যে প্রবন্ধ সরস সাহিত্য হয়ে উঠেছে। কাব্যে উপন্যাসে দেখা পেয়েছি শিল্পীদের, এ যুগের প্রবন্ধে সাক্ষাৎ পেয়েছি শিল্পরসিকদের। শুধু সাহিত্যের নয়, স্থাপত্য, ভাস্কর্য এবং চিত্রকলারও নিপুণ সমঝদার ছিলেন জন্ রাস্কিন্ (John Ruskin)। তাঁর পাণ্ডিত্যও ছিল অসাধারণ। ভিক্টোরীয় যুগের অন্যতর শীর্ষস্থানীয় মনীষী প্রবন্ধকার টমাস্ কার্লাইল।

টমাস কার্লাইল (Thomas Carlyle : ১৭৯৫-১৮৮১)

'সার্টর রিসার্টাস্' (Sartor Resartus = জোড়াতালি) গ্রন্থে কার্লাইল নিজের ছেলেবেলার কথা কিছু কিছু উল্লেখ করেছেন। স্কুল-জীবন খুব সুখের ছিল না; সহপাঠীরা করত ঠাট্টাবিদ্রূপ, আর শিক্ষকেরা ছিলেন হৃদয়হীন। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েও তিনি মনোমত সঙ্গী পান নি, স্বাস্থ্যও পড়েছিল ভেঙে। তাঁর বাবার ইচ্ছা ছিল, তিনি যাজকবৃত্তি গ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি তা করলেন না। তাঁর মনে জেগেছিল বহু প্রশ্ন। নিছক শাস্ত্রীয় আচারে তিনি পুরোপুরি বিশ্বাস রাখতে পারেন নি। সাহিত্যসেবাকে তিনি জীবনের ব্রত করে নিলেন। প্রথমে জীবিকার জন্য নানারকম লিখতে হত। কিন্তু ফরমায়েসী লেখায় তাঁর তৃপ্তি ছিল না। তিনি ফরাসী

ও জার্মান সাহিত্য মন দিয়ে পড়লেন, গ্যেটের 'উইল্‌হেল্‌ম্‌ মিস্টার' অনুবাদ করলেন। শিলারের জীবনী লিখলেন এবং জার্মান রোমান্স নিয়ে আলোচনা করলেন। ১৮৩৭-এ বেরুলো তাঁর 'ফ্রেঞ্চ রেভল্যুশন' (French Revolution = ফরাসী বিপ্লব)। এ বই ঠিক ইতিহাস নয়, তবে উজ্জ্বল ঐতিহাসিক চিত্র। অনেক ঘটনা ও চরিত্র রচনাগুণে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। যুগভাবের সঙ্গে পরিচিত হলেও তিনি সেদিনের সব চল্‌তি মত মেনে নেননি। গণতন্ত্র, তাঁর মতে,—উৎকৃষ্ট নয়, নিকৃষ্টদের রাজত্ব। কেবলমাত্র জড়বিজ্ঞানে মানুষের কল্যাণ নেই; তিনি বলেন, অধ্যাত্ম শক্তিকে উপেক্ষা করে মানুষ বড় হতে পারে না। তাঁর আর দু'খানি মূল্যবান ইতিহাস-গ্রন্থ 'দ্য হিস্ট্রি অব্‌ ফ্রেডারিক দ্য গ্রেট' (The History of Frederick the Great = মহামতি ফ্রেডারিকের ইতিবৃত্ত)—ছয়খণ্ড, এবং 'অলিভার ক্রম্‌ওয়েল্‌স্‌ লেটার্স অ্যাণ্ড স্পীচেজ' (Oliver Cromwell's Letters and Speeches = ক্রম্‌ওয়েলের পত্র ও বক্তৃতা)। 'পাস্ট অ্যাণ্ড প্রেজেণ্ট'-এ (Past and Present = অতীত ও বর্তমান) তাঁর স্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্ট; রক্ষণশীলতার সঙ্গে তাঁর যুক্তিবাদ সামঞ্জস্য স্থাপন করেছে। 'জন স্টার্লিং-এর জীবনী' (Life of John Sterling) সুরচিত চরিতগ্রন্থ। সাহিত্যালোচনায় তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। 'বার্নস্‌', 'স্কট্‌', 'গ্যেটে', 'বস্‌ওয়েল' ইত্যাদি প্রবন্ধ বাইরে থেকে লেখকদের বিচার নয়, মর্মে প্রবেশের অভিজ্ঞান।

'সার্টার রিসার্টাস্‌'-এ কল্পনা করা হয়েছে, যেন জনৈক জার্মান অধ্যাপক আপন জীবন-কথা ও চিন্তা লিপিবদ্ধ করে গেছেন; কার্লাইল সেগুলিকে সাজিয়ে উপস্থিত করছেন। বইয়ের নামের অর্থ জোড়াতালি-দেওয়া পোশাক। আলোচ্য বিষয় নানাবিধ, বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত, কাজেই জোড়াতালি। আলোচনায় 'পোশাকের'ও গূঢ় তাৎপর্য আছে। লেখকের বক্তব্য, আসল মানুষটি হল আত্মা, শরীর তার বাইরের পোশাক। আবার ভগবানের পোশাক হল

এই প্রত্যক্ষ জগৎ। ভাবের গভীরতায় এবং কবিত্বে রচনা সুসমৃদ্ধ। 'এভারলাস্টিং নো' (Everlasting No) এবং 'এভারলাস্টিং ইয়া' (Everlasting Yea)—চিরন্তন না, এবং চিরন্তন হাঁ—দু'টি সুন্দর অধ্যায়। তাতে তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্ব, তাঁর আশঙ্কা ও বিশ্বাস বর্ণিত হয়েছে। বইখানিতে জার্মান রোমান্টিক লেখক জোহান পল ফ্রিড্‌রিখ্‌ রিখ্‌টার-এর (Johann Paul Friedrich Richter : ১৭৬৩-১৮২৫, জার্মান লেখক, উপন্যাস রচয়িতা, জঁ। পল্ ছদ্মনামে লিখতেন) প্রভাব আছে।

'হীরোজ অ্যাণ্ড্‌ হীরো ওআর্শিপ' (Heroes and Hero-worship = বীর ও বীরপূজা) বইয়ে ইতিহাস-সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর ধারণা, শক্তিমান্ বা প্রতিভাবান্ ব্যক্তিদের ইতিহাসই পৃথিবীর ইতিহাস। ইতিহাসের গতি প্রকৃতি বুঝতে হলে এই শক্তিমান্ বা বীরগণের কার্যকলাপই লক্ষ্য করতে হয়। তাঁরা যে পথে চালান, সমাজ সেই পথে চলে। বীরগণের ছয়টি শ্রেণী তিনি উল্লেখ করেছেন : (১) দেব-রূপী বীর : যেমন 'ওডিন'। কার্লাইলের বিশ্বাস, ওডিন প্রকৃতপক্ষে ছিলেন উত্তর দেশবাসীদের প্রাচীন বীর নায়ক ; পরে লোক-কল্পনায় 'দেবতা' হয়ে গিয়েছেন। (২) ধর্মপ্রবক্তা (Prophet) বীর : যথা মহম্মদ। (৩) কবি-রূপ বীর : যেমন, ডান্টে ও শেক্‌স্পিয়ার। (৪) ধর্মনেতা বীর : যথা, লুথার এবং নক্স। (৫) লেখক-রূপ বীর : জন্‌সন্, রূসো, বার্নস্। (৬) রাজা বা লোকপালক বীর : যথা, ক্রম্‌ওয়েল ও নেপোলিয়ন। সমালোচকেরা এ বইয়ে তথ্যগত ভুল ভ্রান্তি দু' চারটি দেখিয়েছেন, কিন্তু তা উপেক্ষণীয়। এ রচনা আমাদের বুদ্ধিকে উদ্দীপ্ত করে, মনকে অনুপ্রাণিত করে। একালে যাকে আমরা 'গণশক্তি' বলি, তাতে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। তাঁর মতে, বীর নেতারাই সমাজের প্রকৃত শক্তি, জনগণ তাঁদের প্রভাবাধীন, স্রোতের টানে ভেসে যায়।

শুধু জনগণের উপর ভার ছেড়ে দিলে সমাজ ডুবে যাবে অন্ধকারে, দেশে দেখা দেবে চরম বিশৃঙ্খলা।

নিজের বক্তব্যকে তিনি প্রকাশ করেছেন জোরালো ভাষায়, প্রবল আবেগ ও বিশ্বাসের সঙ্গে। সেইজন্য বিরুদ্ধ মতের প্রতি তাঁর বিদ্রূপ তীক্ষ্ণ। হয়তো তাঁর সঙ্গে সকলের মত না মিলতে পারে, তবু তিনি যে মনীষী, নিষ্ঠাবান্ ও শক্তিশালী লেখক, এ কথা অস্বীকার করবার জো নেই।

জন্ রাস্কিন (John Ruskin : ১৮১৯-১৯০০)

রাস্কিন নিজেকে কার্লাইলের শিষ্য বলে স্বীকার করেছেন। পাণ্ডিত্যে নিষ্ঠায় আদর্শপ্রাণতায় তিনি উপযুক্ত শিষ্য সন্দেহ নেই। গুরু অপেক্ষা শিষ্যের দৃষ্টিভঙ্গী উদারতর এবং আলোচনার ক্ষেত্র আরও ব্যাপক। শিল্পরসিকরূপে তিনি অনন্য। তাঁর 'মডার্ন্ পেন্টার্স (Modern Painters = আধুনিক চিত্রকরগণ)—পাঁচ খণ্ড—চিত্রকলার নানা উপাদান ও লক্ষণ সম্বন্ধে নিপুণ আলোচনা। টার্নারের ছবি সম্বন্ধে কোন কোন সমালোচক বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন, রাস্কিন তাঁদের মত খণ্ডন করেছেন।

'সেভ্ন্ ল্যাম্পস্ অব্ আর্কিটেক্চার' (Seven Lamps of Architecture = স্থাপত্যের সপ্ত প্রদীপ) বিভিন্ন স্থাপত্যরীতি সংক্রান্ত নিবন্ধ। গথিক রীতিকে তিনি শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছেন। সেই প্রাচীন শিল্পরীতি বাইরের অলঙ্করণকে প্রাধান্য দেয়নি, তা আত্মিক মহিমায় অনুপ্রাণিত। তাঁর মতে, সত্যকে সুন্দর রূপে প্রকাশ করা আর্টের উদ্দেশ্য; বাঁধা রীতির দাসত্ব নয়, প্রকৃতির অনুসরণ করা শিল্পীর কর্তব্য; উচ্চতর শিল্পের সঙ্গে নীতির অচ্ছেদ্য যোগ; মুষ্টিমেয় কয়েকজন কলা-বিলাসীর জন্য শিল্প নয়, সর্বসাধারণের জীবনকে সুন্দর করে তোলা তার উদ্দেশ্য; "রঙের উজ্জ্বলতার চেয়ে মনের উজ্জ্বলতা বেশী কাম্য।" সৌন্দর্যের এই পূজারী আর্ট এবং

নীতিকে পরস্পরের পরিপূরক বলে মনে করেছেন। সেই ধারণা নিয়েই তিনি জীবনের সৌন্দর্য বিধানে সচেষ্ট হয়েছিলেন এবং সমাজবাদী আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন। 'স্টোন্‌স্ অব্ ভেনিস্'-এও (Stones of Venice = ভেনিসের পাথর) তিনি গথিক শিল্পের উৎকর্ষ প্রতিপন্ন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, রেনেসান্স যুগের শিল্পে আছে বহিঃসৌষ্ঠব, প্রসাধন-প্রাচুর্য, সরল আধ্যাত্মিক ভাবের দ্যোতনা তাতে নেই।

'সেসেম্ অ্যাণ্ড্ লিলিজ্' (Sesame and Lilies = 'সেসেম ও কুমুদফুল') তিনটি বক্তৃতার সংগ্রহ। প্রথমটির শিরোনাম—'সেসেম : রাজভাণ্ডারের'। আমরা আরব্য উপন্যাসের আলিবাবার গল্প জানি। দস্যুরা গুহাদ্বারে গিয়ে বলত, 'সেসেম, দ্বার খোলো'। অমনি রত্নভাণ্ডারের দ্বার খুলে যেত। তেমনি জ্ঞানের রত্নভাণ্ডারের দ্বার খুলে দেয় বই। এ অংশে আছে, কি বই পড়া উচিত এবং কিভাবে পড়া উচিত। দ্বিতীয় বক্তৃতার শিরোনাম—'কুমুদ ফুল : রাণীর বাগানের'। বাইব্‌ল্-কাহিনীতে আছে, কুমুদ ফুল সৌন্দর্য, পবিত্রতা ও শান্তির প্রতীক। রাস্কিন্ এই অংশে নারীর শিক্ষা ও আদর্শ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তৃতীয় বক্তৃতা পরে এই দু'টির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। তার নাম 'জীবনরহস্য' (The Mystery of Life)।

সমাজ-চিন্তা তাঁকে আকুল করেছিল। পৃথিবীকে সুন্দর করতে হলে সকলকে সুখী করা আবশ্যক, এ কথা তিনি অনুভব করেছিলেন। আধুনিক কল-কারখানার আনুষঙ্গিক সৌন্দর্যবোধের অভাব, দরিদ্র-শোষণ, এবং লাভের লোভ তাঁর স্পর্শকাতর মনকে পীড়িত করেছে। 'আন্‌টু দিস্ লাস্ট' (Unto This Last = অবশেষে) সামাজিক ও অর্থনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে এনেছে নতুন আলো। লেখক দেখিয়েছেন, প্রকৃত সম্পদ আর টাকাকড়ি এক নয় ; পরকে শোষণ করে টাকাকড়ি বাড়ানো যেতে পারে, কিন্তু তাতে দেশের

সম্পদ বাড়ে না। টাকাকড়ি বাড়ানো নয়, সুখকে সহজলভ্য এবং সার্বজনীন করা হবে আমাদের লক্ষ্য। রাস্কিনের সময়ে অনেকে তাঁর চিন্তাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেননি, কিন্তু ক্রমশঃ তাঁর মতের যৌক্তিকতা অনেকেই অনুধাবন করছেন। বইখানি গান্ধীজীর জীবন ও চিন্তার উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেছিল।

'দ্য ক্রাউন অব্ ওআইল্ড অলিভ'-এ (The Crown of Wild Olive = বনজ জলপাইয়ের মুকুট) চারটি বক্তৃতা স্থান পেয়েছে: যুদ্ধ; ইংলণ্ডের ভবিষ্যৎ; কাজ; ক্রয়-বিক্রয়। অলিম্পিক খেলায় পুরস্কার দেওয়া হত জলপাই-মুকুট। তা থেকেই এই নাম। রাস্কিন বলতে চেয়েছেন, নগদ পুরস্কারের লোভে যে কাজ করি, তার গৌরব নেই। প্রীতি ও কর্তব্যবোধ থেকে আসুক কর্মের প্রেরণা।

'এথিক্স্ অব্ দ্য ডাস্ট' (Ethics of the Dust = ধূলির নীতি) নারীগণের উদ্দেশে রাস্কিনের কয়েকটি বক্তৃতা। 'প্রিটারিটা' (Praeterita) তাঁর অসম্পূর্ণ আত্মজীবনী।

রাস্কিনের লেখায় যেমন ভাবের ঐশ্বর্য, তেমনি ভাষার মাধুর্য। তাঁর গদ্য ছন্দোময়, বর্ণনা চিত্রময়। শেষের দিকের রচনা সরল, প্রসাদগুণবিশিষ্ট। কার্লাইলের লেখায় কোথাও কোথাও প্রকাশ পেয়েছে উত্তেজনা, ব্যঙ্গবিদ্রূপে এসেছে তীব্রতা। রাস্কিনের লেখায় প্রসন্ন গাম্ভীর্য, সংযত প্রশান্তি।

ম্যাথু আর্নল্ড্ (Matthew Arnold : ১৮২২-১৮৮৮)

কবি এবং সমালোচক ম্যাথু আর্নল্ড সমালোচনার একটি উচ্চমান স্থাপন করে গেছেন। 'এস্সেজ ইন্ ক্রিটিসিজম্' (Essays in Criticism = সমালোচনা-প্রবন্ধ)—দুই খণ্ড—এই বিভাগে তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। সমালোচনার উদ্দেশ্য, তাঁর মতে, "নিন্দা নয়, পাণ্ডিত্য প্রকাশও নয়, ভালো যা-কিছু লেখা ও ভাবা হয়েছে, তার মর্ম গ্রহণ

এবং নতুন চিন্তার ও নতুন কল্পনার পথ খুলে দেওয়া।"* উপরি-উক্ত গ্রন্থের আরম্ভে 'কাব্য পাঠ' (The Study of Poetry) প্রবন্ধে তিনি বলেছেন: "কবিতা জীবন-দর্শন" (Poetry is a criticism of life)। আবার: "কবিতার মহতী শক্তি হল মর্ম উদ্‌ঘাটনের শক্তি (interpretative); ভাষায় বিশ্বরহস্যের ব্যাখ্যা নয়, বর্ণনা-গুণে উদ্দিষ্ট বিষয়ের, এবং আমাদের সঙ্গে তার সম্পর্কের—আশ্চর্য-রকম পরিপূর্ণ, নতুন এবং অন্তরঙ্গ চেতনা জাগানো। বাইরের বিষয় সম্বন্ধে এই চেতনা জাগলে আমরা তার মূল প্রকৃতির সংস্পর্শে আসি; অভিভূত বা প্রপীড়িত হই না, তার অন্তর-রহস্যের সন্ধান পাই এবং তার সঙ্গে যুক্ত হই। এই অনুভূতি অতুলনীয় শান্তি ও তৃপ্তি এনে দেয়।"† এই সব উক্তি থেকে লক্ষ্য করি, জীবন ও সাহিত্যকে তিনি হালকাভাবে নেননি, গভীরভাবে বুঝতে চেয়েছেন।

* "The business of criticism, he says, is neither to find fault, nor to display the critic's own learning or influence; it is to know 'the best which has been thought and said in the world', and by using this knowledge to create a current of fresh and free thought."—W. J. Long.

† "The grand power of poetry is its interpretative power; by which I mean, not a power of drawing out in black and white an explanation of the mystery of the universe, but the power of so dealing with things as to awaken in us a wonderfully full, new and intimate sense of them, and of our relations with them. When this sense is awakened in us, as to objects without us, we feel ourselves to be in contact with the essential nature of those objects, to be no longer bewildered and oppressed by them, but to have their secret, and to be in harmony with them: and this feeling calms and satisfies us as no other can."

—M. Arnold.

ওঅর্ড্‌সৃওঅর্থ, শেলি, কীট্‌স্‌, বায়রন প্রভৃতি রোমান্টিক কবিদের নিয়ে তিনি মূল্যবান্‌ আলোচনা করেছেন, কিন্তু অন্তরে অন্তরে তিনি ক্লাসিক আদর্শের অনুরাগী। সংযম ও সুমিতির প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণই তাঁকে আত্মহারা উচ্ছ্বাসের প্রতি বিমুখ করেছে। আর সেই কারণেই শেলিকে তিনি সর্বান্তঃকরণে প্রশংসা করতে পারেন নি। ওঅর্ড্‌সৃওঅর্থের শান্ত প্রসন্নতা তাঁর ভালো লেগেছে।

দেশের এবং বিদেশের সাহিত্যে তাঁর অধ্যয়ন ছিল বিস্তৃত। প্রাচীন সাহিত্য বাদে বিশেষভাবে তিনি ফরাসী ও জার্মান সাহিত্যের অনুশীলন করেছিলেন। লেখক এবং লেখার বিচারে তিনি স্বচ্ছন্দে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন, এবং বৃহৎ ভূমিকায় সাহিত্যরস আস্বাদন করেছেন ও করিয়েছেন।

'কাল্‌চার অ্যাণ্ড অ্যানার্কি (Culture and Anarchy = সংস্কৃতি ও অরাজকতা) গ্রন্থে তিনি বলেছেন : "কাল্‌চার বা সংস্কৃতি শ্রেণী ও সম্প্রদায়গত ব্যবধান দূর করে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ও চিন্তাকে সকলের মধ্যে বিলিয়ে দিতে চায়, সকলকে রাখতে চায় মাধুর্য ও আলোকের পরিবেশে, যেখানে তারা অবাধে ঐ সবের ব্যবহার করতে পারে।… সংস্কৃতিমান্‌ লোকেরাই প্রকৃত সাম্যের বাহক।"

কৃষ্টিশীল, নম্রপ্রকৃতি আর্নল্ড্‌-এর লেখায় কোথাও রূঢ়তা বা অসংযত উচ্ছ্বাস নেই। ব্যঙ্গবিদ্রূপ বিতর্ক বা প্রতিবাদ-কালেও তাঁর ভাষা অনুগ্র, সংযত।

তিনি আজীবন শিক্ষাব্রতী ছিলেন এবং ইংলণ্ডের শিক্ষাসংস্কারের ভার তাঁর উপর ন্যস্ত হয়েছিল। এ-বিষয়ে তাঁর গবেষণা ও আলোচনা অভিনিবেশযোগ্য।

উদ্ধত বিদ্রোহ আর অযৌক্তিক গোঁড়ামি—দুইই তাঁর প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। ধনীদের ধনগর্ব এবং স্থূলরুচিকে তিনি উপহাস করেছেন, মধ্যবিত্তদের আদর্শহীন সুখলিপ্সাকেও। ধর্মে তাঁর প্রগাঢ় নিষ্ঠা ছিল, কিন্তু সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ও অন্ধ কুসংস্কারের তিনি নিন্দা

করেছেন। 'লিটারেচার অ্যাণ্ড্ ডগ্মা' (Literature and Dogma = সাহিত্য ও গোঁড়ামি) এবং 'গড্ অ্যাণ্ড দ্য বাইব্‌ল্' (God and the Bible = ঈশ্বর ও বাইব্‌ল্) বই দু'খানিতে তাঁর যুক্তিনিষ্ঠ আদর্শ-পরায়ণ মনের পরিচয় আছে।

কি কাব্যে, কি প্রবন্ধে সর্বত্রই তিনি সুষমা ও সামঞ্জস্যের পক্ষপাতী। সৌন্দর্যানুরাগের সঙ্গে সুরুচির, পাণ্ডিত্যের সঙ্গে রস-বোধের মিলনে তাঁর রচনা হৃদয়গ্রাহী।

জন্ হেন্‌রি নিউম্যান (John Henry Newman : ১৮০১-১৮৯০)

নিউম্যানের লেখা প্রধানতঃ ধর্মসংক্রান্ত। এ ধর্মবোধ তাঁর অন্তর থেকে স্বতঃ-উৎসারিত, তাই তা সহজে মনকে স্পর্শ করে। প্রথমে তিনি ছিলেন ক্যাল্‌ভিন-পন্থী, তাঁরা ক্যাথলিক-মতবিরোধী। পরে রোমের প্রাচীন গির্জা প্রভৃতি দেখে আসার পর তাঁর মত বদলায়, তিনি ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত হন। 'অক্সফোর্ড' বা 'ট্রাক্টেরিয়ান' ধর্মান্দোলনের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়েছিলেন। এই আন্দোলন সে সময়কার জড়বাদের বিরোধী এবং মধ্যযুগীয় ভক্তি ও নিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিল। চার্ল্‌স্ কিংসলি তাঁর ধর্মমত পরিবর্তনের বিরুদ্ধে মন্তব্য করেছিলেন। তার উত্তরে তিনি আপন মনের ইতিহাস বর্ণনা করে লেখেন 'অ্যাপলজিয়া প্রো-ভাইটা সুয়া' (Apologia Pro-Vita Sua = আত্মকথা)। বইখানি তাঁর মানস-লোকের আত্মজীবনী। রচনা—সরল আন্তরিকতাপূর্ণ। স্বচ্ছতা বা প্রাঞ্জলতা তাঁর লেখার প্রধান গুণ। বিবাদ বিতর্কগুলিতে আক্রমণ নয়, তাঁর আত্মোপলব্ধির কথাই প্রধানতঃ বর্ণিত হয়েছে। 'দ্য আইডিয়া অব্ এ ইউনিভার্সিটি' (The Idea of a University = বিশ্ববিদ্যালয়-সম্পর্কিত ধারণা) চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ। 'লস্ অ্যাণ্ড গেন্' (Loss and Gain = ক্ষতি ও লাভ) এবং 'ক্যালিস্‌টা' (Callista) ধর্ম

সংশ্লিষ্ট দু'খানি উপন্যাস। শেষোক্ত উপন্যাসে 'ক্যালিস্টা' একজন গ্রীক ভাস্করের নাম।

কবিতায়ও নিউম্যানের খ্যাতি আছে। 'লিরা অ্যাপস্টলিকা' (Lyra Apostolica = ধর্মগীতি) তাঁর আধ্যাত্মিক কবিতার সমষ্টি। 'Lead Kindly Light' (করুণার দীপ জ্বালো) কবিতা বা গানটি সুবিখ্যাত।

ওঅল্টার পেটার (Walter Pater : ১৮৩৯-১৮৯৪)

পেটার কলাবিদ্, স্বভাবতঃ সৌন্দর্যরসিক। 'আর্ট ফর আর্টস্ সেক্' (Art for Art's Sake = শিল্পের জন্যই শিল্প) বা কলা-কৈবল্যবাদের তিনি প্রধান প্রবক্তা। তাঁর 'অ্যাপ্রিসিয়েশন্‌স্' (Appreciations = রসাস্বাদন) সমালোচনা সাহিত্যের একটি উজ্জ্বল রত্ন। তাঁর আলোচনা প্রায়ই মন্ময় (Subjective); বিষয়ের চেয়ে সেখানে বিষয়ী বড়; আলোচ্য বিষয়কে তিনি আপন ভাবালোকে মণ্ডিত করে দেখেন। রচনার সূক্ষ্ম সৌন্দর্য আবিষ্কারে তাঁর আশ্চর্য দক্ষতা; প্রকাশরীতি শিল্পসুষমামণ্ডিত। বই : 'অ্যাপ্রিসিয়েশন্‌স্' (Appreciations); 'স্টাডিজ ইন্ দ্য রেনেসান্স' (Studies in the Renaissance = রেনেসান্স সম্পর্কে আলোচনা); 'প্লেটো অ্যাণ্ড প্লেটোনিজম্' (Plato and Platonism = প্লেটো ও তাঁর মতবাদ)।

অস্কার ওআইল্ড (Oscar Wilde : ১৮৫৪-১৯০০)

'আর্ট ফর আর্টস্ সেক'—মতের আর একজন উদ্‌গাতা অস্কার ওআইল্ড। তিনি কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার এবং প্রবন্ধ লেখক। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্য : 'পোয়েম্‌স্' (Poems = কবিতাবলী); 'দ্য ব্যালাড্ অব্ রীডিং জেল্' (The Ballad of Reading Gaol = রীডিং জেলের গাথা)। উপন্যাস : 'দ্য পিক্‌চার অব্ ডোরিয়ান

গ্রে' (The Picture of Dorian Gray = ডোরিয়ান গ্রে'র ছবি)। নাটক: 'দ্য ইম্পর্টান্স অব্ বিয়িং আর্নেস্ট' (The Importance of Being Earnest = তৎপরতার প্রয়োজন); 'এ উওম্যান্ অব নো ইম্পর্টান্স' (A Woman of No Importance = বাজে মেয়ে। বাংলায় ভাবানুবাদ: অনাথনাথ বসু); 'দ্য আইডিয়াল হাজ্ব্যাণ্ড্' (The Ideal Husband = আদর্শ স্বামী); 'সালোমে' (Salome মূল ফরাসীতে লেখা)। প্রবন্ধ: 'ডি প্রোফাণ্ডিস্' (De Profundis = গভীর উৎস থেকে)। শেষোক্ত গ্রন্থে তাঁর কারাজীবনের অভিজ্ঞতা ও সত্যোপলব্ধির সুন্দর প্রকাশ।

অন্যান্য প্রবন্ধকার:

হ্যারিয়েট মার্টিনো (Harriet Martineau: ১৮০২-১৮৭৬)

দার্শনিক জেম্স্ মার্টিনোর বড় বোন। ধর্ম ও সমাজনীতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর জীবনস্মৃতি (Biographical Memoir) চিত্তাকর্ষক। 'ডিয়ারব্রুক' (Deerbrook) এবং 'দ্য আওয়ার অ্যাণ্ড্ দ্য ম্যান' (The Hour and the Man = সময় ও মানুষ) তাঁর দু'খানি উপন্যাস। কয়েকটি ছোটগল্পে তিনি অর্থনৈতিক সমস্যার অবতারণা করেছেন।

জেম্স্ মার্টিনো (James Martineau: ১৮০৫-১৯০০): বিখ্যাত দার্শনিক। গ্রন্থ: 'র‍্যাশনেল অব্ রিলিজিয়াস্ হিস্ট্রি' (Rationale of Religious History = ধর্মেতিহাসের হেতুবাদ); 'স্টাডি অব্ স্পিনোজা' (Study of Spinoza = স্পিনোজা সম্বন্ধে আলোচনা); 'স্টাডি অব্ রিলিজন' (Study of Religion = ধর্মালোচনা)।

জন্ স্টুয়ার্ট মিল্ (John Stuart Mill : ১৮০৬-১৮৭৩)

বিখ্যাত দার্শনিক, 'পজিটিভিজম্' অর্থাৎ নিশ্চয়বাদ বা হিতবাদের প্রধান প্রবক্তা। রোমান্টিক যুগের কথায় আমরা তাঁর বিষয়ে আলোচনা করেছি।

ওঅল্টর বেজ্হট (Walter Bagehot : ১৮২৬-১৮৭৭)

'ইংলিশ কন্‌স্টিট্যুশন' (English Constitution = ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র) এবং 'লম্বার্ড স্ট্রীট' (Lombard Street) বইয়ে আছে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গ; 'লিটারারি স্টাডিজ'-এ (Literary Studies = সাহিত্যালোচনা) সাহিত্যবিষয়ক নিবন্ধ।

থিওডোর ওআট্‌স্ ডান্টন (Theodore Watts-Dunton : ১৮৩২-১৯১৪)

বিখ্যাত সমালোচক। সাহিত্যসমালোচনা ছাড়া 'এল্‌উইন্ (Aylwin) নামে একখানি সুখপাঠ্য উপন্যাসও রচনা করেছিলেন।

লেস্‌লি স্টীফেন (Leslie Stephen : ১৮৩২-১৯০৪)

রচনা : আওয়ার্স ইন্ এ লাইব্রেরি' (Hours in a Library = গ্রন্থাগারে); হিস্ট্রি অব্ ইংলিশ থট ইন্ দ্য এইটিন্থ সেঞ্চুরী' (History of English Thought in the Eighteenth Century = অষ্টাদশ শতকে ইংলণ্ডের চিন্তাধারা); 'ইংলিশ মেন্ অব লেটার্স' গ্রন্থমালায় কয়েকখানি জীবনচরিত। 'জাতীয় জীবনীকোষ'-এর (Dictionary of National Biography) তিনি সম্পাদক ছিলেন এবং ঐ বইয়ের কয়েকটি জীবনী তাঁরই লেখা।

জন্ অ্যাডিংটন সাইমণ্ড্স্ (John Addington Symonds : ১৮৪০–১৮৯৩)

গ্রন্থ : 'হিস্ট্রি অব্ দ্য রেনেসান্স ইন্ ইটালি' (History of the Renaissance in Italy = ইটালিতে রেনেসান্স-এর ইতিহাস); 'স্টাডিজ অব দ্য গ্রীক পোয়েটস্ (Studies of the Greek Poets = গ্রীক কবিদের কথা); 'স্কেচেজ ইন্ ইটালি অ্যাণ্ড গ্রীস্' (Sketches in Italy and Greece = ইটালি ও গ্রীসের চিত্র)।

'উইলিয়ম কর্ট'প্' (William Courthope : ১৮৪২-১৯১৭)

'হিস্ট্রি অব ইংলিশ পোয়েট্রি' (History of English Poetry = ইংরেজী কবিতার ইতিহাস) তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। অন্যান্য পুস্তক : 'লুডিব্রিয়া লুনি' (Ludibria Lunœ); 'প্যারাডাইজ অব বার্ডস্' (Paradise of Birds = পাখীদের স্বর্গ)।

এড্ওঅর্ড ডাউডেন (Edward Dowden : ১৮৪৩-১৯১৩)

শেক্স্পিয়র-সাহিত্যের বিখ্যাত সমালোচক। গ্রন্থ : 'শেক্স্পিয়র : হিজ মাইণ্ড অ্যাণ্ড আর্ট' (Shakespeare : His Mind and Art = শেক্স্পিয়র : তাঁর মন ও শিল্প); 'শেক্স্পিয়র-প্রাইমার' (Shakespeare Primer = শেক্স্পিয়র-পাঠের ভূমিকা); 'স্টাডিজ ইন্ লিটারেচার' (Studies in Literature = সাহিত্যপাঠ); 'এ হিস্ট্রী অব ফ্রেঞ্চ লিটারেচার' (A History of French Literature = ফরাসী সাহিত্যের ইতিহাস); শেলি, ব্রাউনিং প্রভৃতির সমালোচনাও উল্লেখযোগ্য।

অ্যাণ্ড্রু ল্যাং (Andrew Lang : ১৮৪৪-১৯১৩)

গ্রীক সাহিত্যে সুপণ্ডিত, নৃতাত্ত্বিক ও কবি। 'ইলিয়ড্' এবং 'অডিসি'র অনুবাদকদের তিনি অন্যতম। অন্যান্য গ্রন্থ—কাব্য :

'ব্যালাড্‌স্ অ্যাণ্ড্ লিরিক্‌স্ অব্ ওল্ড্ ফ্রান্স' (Ballads and Lyrics of Old France = প্রাচীন ফরাসী গাথা ও গীতি)। প্রবন্ধ: 'কাস্টম্ অ্যাণ্ড্ মিথ্' (Custom and Myth = প্রথা ও পুরাণ); 'মিথ্, রিচুয়াল অ্যাণ্ড্ রিলিজন' (Myth, Ritual and Religion = পুরাণ কথা, অনুষ্ঠান, ধর্ম); 'দ্য মেকিং অব্ রিলিজন' (The Making of Religion = ধর্মের উপাদান)।

জর্জ্ সেণ্টসবেরি (George Saintsbury : ১৮৪৫-১৯৩৩)

প্রসিদ্ধ সাহিত্যের ঐতিহাসিক ও সমালোচক। গ্রন্থ 'এস্‌সেজ্ ইন্ ইংলিশ লিটারেচার' (Essays in English Literature = ইংরেজী সাহিত্যে প্রবন্ধ); 'নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরি লিটারেচার' (Nineteenth Century Literature = ঊনবিংশ শতকের সাহিত্য); এ হিস্ট্রি অব্ ক্রিটিসিজ্‌ম্' (A History of Criticism = সমালোচনার ইতিহাস); 'হিস্ট্রি অব্ ইংলিশ প্রোসোডি' (History of English Prosody = ইংরেজী ছন্দের ইতিহাস); 'দ্য লে'টার নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরি' (The Later Nineteenth Century = ঊনবিংশ শতাব্দীর উত্তর ভাগ); 'শর্ট হিস্ট্রি অব্ ফ্রেঞ্চ লিটারেচার' (Short History of French Literature = ফরাসী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস)।

এড্‌মণ্ড্ গস (Edmund Gosse : ১৮৪৯-১৯২৮)

জীবতাত্ত্বিক ও সাহিত্যসমালোচক। গ্রন্থ: 'ফাদার্ অ্যাণ্ড্ সন্' (Father and Son = পিতা পুত্র); 'লাইফ্ অ্যাণ্ড্ লেটার্স অব্ জন্ ডান্' (Life and Letters of John Donne = জন্ ডানের জীবন ও পত্রাবলী); 'ইব্‌সেন্' (Ibsen); 'লাইফ্ অ্যাণ্ড লেটার্স' (Life and Letters = জীবন ও সাহিত্য)। গ্রে, জেরিমি টেলর, স্যর্ টমাস্ ব্রাউন্, কন্‌গ্রীভ্, সুইনবার্ন প্রভৃতির জীবনীও উল্লেখযোগ্য।

বিজ্ঞান-দর্শনে যাঁরা প্রবন্ধ-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁদের কয়েকজন :

হার্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer : ১৮২০-১৯০৩)

বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক। অজ্ঞেয়বাদী। গ্রন্থ : 'প্রিন্সিপ্‌ল্‌স্ অব্ বায়োলজি' (Principles of Biology = জীবতত্ত্বের নিয়ম) ; 'প্রিন্সিপ্‌ল্‌স্ অব্ সাইকলজি' (Principles of Psychology = মনস্তত্ত্বের নিয়ম) ; প্রিন্সিপ্‌ল্‌স্ অব সোশিয়লজি' (Principles of Sociology = সমাজতত্ত্বের নিয়ম) ; 'প্রিন্সিপ্‌ল্‌স্ অব এথিক্‌স্' Principles of Ethics = নীতিশাস্ত্রের মূলসূত্র)।

চার্ল্‌স্ ডার্‌উইন (Charles Darwin : ১৮০৯-১৮৮২)

'থিওরি অব্ ইভল্যুশন' বা অভিব্যক্তিবাদের সঙ্গে তাঁর নাম অচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত। বিজ্ঞানের কথা লিখলেও তাঁর লেখা সাহিত্য-গুণান্বিত। জীব-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহল ছিল অপরিসীম এবং তিনি গবেষণাও করেছেন প্রচুর। তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'দ্য অরিজিন্ অব্ স্পীসিজ' (The Origin of Species = প্রজাতির উৎপত্তি)। অন্যান্য বই : 'দ্য ন্যাচারালিস্টস্ ভয়েজ রাউণ্ড দ্য ওঅর্লড্' (The Naturalist's Voyage Round the World = প্রকৃতি-বিজ্ঞানীর পৃথিবী-প্রদক্ষিণ) ; 'দ্য ডিসেণ্ট অব্ ম্যান্' (The Descent of Man = মানুষের উদ্ভব)।

টমাস হেন্‌রি হাক্সলি (Thomas Henry Huxley : ১৮২৫-১৮৯৫)

ডারউইনের মতবাদ আলোচনা ও ব্যাখ্যা করেছেন হাক্সলি ; নিজেও জীববিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করেছেন প্রচুর। শিক্ষাবিষয়ে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল এবং উচ্চ ও নিম্ন উভয় শিক্ষা নিয়ে চিন্তা করেছেন। কিছুদিন তিনি প্রকৃতি-বিজ্ঞান-ইতিহাসের অধ্যাপনা

করেছিলেন। জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদ সম্পর্কে তিনি এক জায়গায় বলেছেন: "জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদ—একই ভ্রান্তির দুই বিপরীত প্রান্ত, যেন 'আত্মা' বা 'জড়' কোনটিকেই আমরা কিছুমাত্র জানি!" গ্রন্থ: 'ইভল্যুশন অ্যাণ্ড এথিক্স' (Evolution and Ethics = অভিব্যক্তি ও নীতি)।

জন্ টিণ্ডাল (John Tyndall : ১৮২০-১৮৯৩)

পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন সম্বন্ধে সারগর্ভ প্রবন্ধ রচনা করে গেছেন।

ইতিহাস ও চরিতসাহিত্যে যাঁদের দান মূল্যবান, তাঁদের কয়েকজন:

জেম্স্ অ্যান্টনি ফ্রুড্ (James Anthony Froude : ১৮১৮-১৮৯৪)

গ্রন্থ: 'হিস্ট্রি অব্ ইংল্যাণ্ড' (History of England = ইংলণ্ডের ইতিহাস)। রবীন্দ্রনাথ 'আধুনিক সাহিত্যে' "কৃষ্ণচরিত্র" আলোচনা কালে তাঁর মত উল্লেখ করেছেন।

রিচার্ড গ্রীন (Richard Greene : ১৮৩৭-১৮৮৩)

রচনা: 'দ্য মেকিং অব্ ইংল্যাণ্ড' (The Making of England = ইংলণ্ডের গঠন); 'দ্য কংকোয়েস্ট অব্ ইংল্যাণ্ড' (The Conquest of England = ইংলণ্ড-বিজয়)।

হেন্‌রি টমাস বাক্‌ল্ (Henry Thomas Buckle : ১৮২১-১৮৬২)

গ্রন্থ: 'দ্য হিস্ট্রি অব্ সিভিলিজেশন ইন্ ইংল্যাণ্ড' (The History of Civilisation in England = ইংলণ্ডের সভ্যতার ইতিহাস)।

জর্জ অটো ট্রিভেলিয়ান্ (George Otto Trevelyan : ১৮৩৮—)

গ্রন্থ : 'লাইফ্ অব মেকলে' (Life of Macaulay = মেকলের জীবনী)।

জর্জ মেকলে ট্রিভেলিয়ান্ (George Macaulay Trevelyan : ১৮৭৬—)

গ্রন্থ : 'গ্যারিবলডি অ্যাণ্ড দ্য থাউজ্যাণ্ড' (Garibaldi and the Thousand = গ্যারিবলডি ও সহস্র অনুচর)।

উনিশ শতকে আমেরিকার ইংরেজী সাহিত্য।

ইংরেজী সাহিত্য এখন ইংলণ্ডেই সীমাবদ্ধ নয়, অন্যত্রও তার বিস্তার ঘটেছে। বিশেষতঃ আমেরিকার বৃহৎ অংশের ভাষা ইংরেজী। বহু আমেরিকান লেখক ইংরেজী সাহিত্যে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন।

কাব্যে :

হেন্‌রি ওয়াড্‌সওঅর্থ লংফেলো (Henry Wadsworth Longfellow ১৮০৭-১৮৮২)

এঁর 'সাম্ অব লাইফ্'-এর (Psalm of Life) ভাবানুবাদ করেছেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'জীবনসঙ্গীতে'। রেড ইণ্ডিয়ানদের কাহিনী নিয়ে তাঁর কাব্য 'হিয়াওআথা' (Hiawatha)। আরও বহু মনোরম কবিতার তিনি রচয়িতা।

জন্ গ্রীন্‌লীফ্ হুইটিয়ার (John Greenleaf Whittier : ১৮০৭-১৮৯২)

আবেগপ্রবণ, কল্পনাকুশল কবি। 'স্নো-বাউণ্ড' (Snow-bound) এঁর একটি উৎকৃষ্ট কবিতা।

ওঅল্ট হুইটম্যান্ (Walt Whitman : ১৮১৯-১৮৯২)

প্রধান কাব্য 'লীভ্‌স্ অব গ্রাস্' (Leaves of Grass = তৃণদল)। আধুনিক জীবনকে তিনি জোরালো গদ্যকবিতায় রূপ দিয়েছেন। মহান্ আদর্শে তাঁর কবিতাগুলি সঞ্জীবিত। প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ নবীন কবিরা এঁর রচনাদ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

গল্পে-উপন্যাসে :

জেম্‌স ফেনিমোর কুপার (James Fennimore Cooper : ১৭৮৯-১৮৫১)

'দ্য পাইলট্' (The Pilot), 'দ্য ডীয়ার স্লেয়ার' (The Deer Slayer), 'দ্য পাথ ফাইণ্ডার' (The Path Finder), 'দ্য লাস্ট অব্ দ্য মোহিকান্স' (The Last of the Mohicans) প্রভৃতি রচয়িতা।

ন্যাথানিয়েল হথর্ন্ (Nathaniel Hawthorne : ১৮০৪-১৮৬৪)

গ্রন্থ : 'দ্য স্কার্লেট লেটার' (The Scarlet Letter), 'ট্যাঙ্গলউড টেল্‌স্' (Tanglewood Tales), 'দ্য মার্বল্ ফন্' (The Marble Faun) ইত্যাদি।

এডগার অ্যালান পো (Edgar Allan Poe : ১৮০৯-১৮৪৯)

রহস্যপূর্ণ গল্প ও কবিতা রচনায় দক্ষ। রচনা : 'দ্য রেভ্‌ন্' (The Raven); 'দ্য মার্ডার্স্ ইন্ দ্য রূ মর্গ' (The Murders in the Rue Morgue), 'দ্য মাস্ক অব্ দ্য রেড ডেথ' (The Mask of the Red Death) ইত্যাদি।

হ্যারিয়েট বীচার স্টো (Mrs. Harriet Beecher Stowe : ১৮১১-১৮৯৬)

বিখ্যাত 'আঙ্কল্ টম্‌স্ ক্যাবিন' (Uncle Tom's Cabin) রচয়িত্রী। বাংলায় বইখানির একাধিক অনুবাদ আছে। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' প্রসঙ্গে অনেকে ও বইয়ের নাম উল্লেখ করেছেন।

ব্রেট হার্ট (Bret Harte : ১৮৩৬-১৯০২)।

মার্ক টোয়েন (Mark Twain—প্রকৃত নাম S. L. Clemens : ১৮৩৫-১৯১০)।

গ্রন্থ : 'দ্য ইনোসেণ্টস্ অ্যাব্রড' (The Innocents Abroad) ; 'টম্ সয়্যার' (Tom Sawyer) ; 'হাক্‌লবেরি ফিন' (Huckleberry Finn)।

হেন্‌রি জেম্‌স্ (Henry James : ১৮৪৩-১৯১৬)

শক্তিমান কথাসাহিত্যিক। গ্রন্থ : 'দ্য টার্ন অব দ্য স্ক্রু' (The Turn of the Screw)।

প্রবন্ধ সাহিত্যে :

র‍্যাল্‌ফ ওআল্‌ডো এমার্সন (Ralph Waldo Emerson : ১৮০৩-১৮৮২)

দার্শনিক ভাবাপন্ন লেখক।

অলিভার ওয়েণ্ডেল হোমস্ (Oliver Wendell Holmes : ১৮০৯-১৮৯৪) গ্রন্থ : 'অটোক্রাট্ অব্ দ্য ব্রেকফাস্ট্ টেব্‌ল্'।

হেন্‌রি ডেভিড্ থরো (Henry David Thoreau :১৮১৭-১৮৬২)

বিখ্যাত গ্রন্থ 'ওঅল্‌ডেন' (Walden) রচয়িতা। 'গীতা'র অনুরাগী এবং আদর্শবাদী লেখক। গান্ধীজী এঁর লেখাদ্বারা অনুপ্রাণিত।

ভিক্টোরীয় যুগে নাটক :

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজী নাটক দরিদ্র। এর প্রথমার্ধে—রোমাণ্টিক যুগে—শেলি, কীট্‌স্, বায়রন প্রভৃতির ছাড়া আর যে-সকল নাটক রচিত হয়েছিল, তার সাহিত্যমূল্য খুব বেশী নয়। আর,

দ্বিতীয়ার্ধে—ভিক্টোরীয় যুগে, হয়তো মনে পড়বে ব্রাউনিং, সুইন্‌বার্ন ও অস্কার ওআইল্ডের কথা ; কিন্তু ওআইল্ডের 'সালোমে' ছাড়া (তাও মূলে ফরাসীতে লেখা) তাঁদের অন্যান্য রচনা—সাহিত্যমূল্য সত্ত্বেও—পূরোদস্তুর নাটক নয়।

এই শতাব্দীর শেষ ভাগে নাট্যসাহিত্যে নবজাগরণ এসেছিল 'কন্টিনেন্টাল' বা ইউরোপের অন্যান্য দেশের নাটকের প্রভাবে। সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য নরওয়েজীয় নাট্যকার ইব্‌সেনের নাম। তাঁর সমাজ-চেতনা-উদ্বুদ্ধ নাটকগুলি সারা ইউরোপে, এবং পরে অন্যান্য দেশেও, চাঞ্চল্য জাগিয়েছিল। তা ছাড়া নরওয়ের বিয়র্নসন্‌, সুইডেনের স্ট্রিণ্ডবার্গ, রাশিয়ার চেকভ্‌, টল্‌স্টয় এবং পরে গোর্কি, জার্মানির হাউপ্টম্যান্‌, বেলজিয়ামের মেটারলিঙ্ক নব নব নাট্যরূপের কল্পনা এনে দিলেন ইংলণ্ডের সাহিত্যিক মহলে। তার প্রভাব ক্রমশঃ ইংরেজী নাট্যসাহিত্যে যুগান্তরের সূচনা করল। তবে সে প্রভাব সার্থক রূপ নিল বিংশ শতাব্দীতে এসে। উনিশ শতকের শেষে পিনেরো এবং গিলবার্ট কিছুটা কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু আমরা প্রকৃত শক্তিমান নাট্যকারের সাক্ষাৎ পেলাম বার্নার্ড শ' এবং গল্‌স্‌ওঅর্দিতে। তাঁদের আলোচনা পরবর্তী যুগের অন্তর্ভুক্ত করাই সমীচীন।

ভিক্টোরীয় যুগে বাংলা সাহিত্য ঃ

ইংরেজী রোমান্টিক যুগের ঢেউ এসে বাংলাসাহিত্যে লেগেছে ভিক্টোরীয় যুগে, অর্থাৎ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। মধুসূদন ভাষায় ও ছন্দে মিল্টনীয় ক্লাসিক ভঙ্গী নিলেও অন্তরে অন্তরে রোমান্টিক। হেমচন্দ্র ক্লাসিক ভঙ্গীর অনুরাগী, কিন্তু বহু গীতিকবিতার রচয়িতা এবং শেলি প্রভৃতির অনুবাদক। নবীনচন্দ্র স্পষ্টতঃ বায়রনী কল্পনার ভক্ত। বঙ্কিম এবং তাঁর অনুবর্তী ঐতিহাসিক উপন্যাসকারেরা স্কটের আদর্শ অনুসরণ করেছেন। ডি-কুইন্সির ছায়া পড়েছে কমলাকান্তে।

শেলির 'ইন্টেলেক্চুয়াল বিউটি'র সঙ্গে বিহারীলালের 'সারদা' কল্পনার সাদৃশ্যের কথা রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন। সে সাদৃশ্য আরও বেশী আছে, রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' ও 'মানস-সুন্দরী'র সঙ্গে। ওঅর্ডস্‌ওঅর্থ্‌ এবং কীট্‌স্‌ও রবীন্দ্রনাথের প্রিয় কবি। ভিক্টোরীয় যুগের কাব্যও তাঁর সংবেদনশীল মনকে স্পর্শ করে গেছে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল—এঁরাও রোমান্টিক কবিদের দ্বারা প্রভাবিত।

কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে বাঙালী ঔপন্যাসিকেরা যতই সামাজিক চিত্রের দিকে মন দিয়েছেন, ততই ডিকেন্স, থ্যাকারে, জর্জ এলিয়ট্‌-এর কথা তাঁদের মনে পড়েছে। আর, যে বাঙালী মহিলারা নারীর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে উপন্যাস-রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, তাঁরাও কেউ কেউ হয়তো প্রেরণা পেয়েছেন ইংরেজ লেখিকাদের দৃষ্টান্ত থেকে।

বাংলা নাটকের বিকাশ এই সময়ে হয়েছে মধুসূদন থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল পর্যন্ত কয়েকজন কৃতী নাট্যকারের চেষ্টায়। তাঁদের আদর্শ প্রধানতঃ শেক্‌স্পিয়র। এমন কি, রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী'-তেও শেক্‌স্পিয়রের প্রভাব দুর্নিরীক্ষ্য নয়।

প্রবন্ধে এ যুগে এসেছে বৈচিত্র্য। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে প্রবন্ধ ছিল একান্ত যুক্তি ও তথ্য-নির্ভর, শিক্ষা ও প্রচারার্থক। এই সময়ে তাতে আসে সাহিত্যগুণ ; দেখা দেয় খেয়ালী কল্পনা, ইতিহাস, প্রেরণা, সাহিত্য-সমালোচনা, দার্শনিক চিন্তা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি, লঘু রঙ্গ ব্যঙ্গ।

বস্তুতঃ এই সময় থেকে ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাব উত্তরোত্তর ব্যাপ্ত হয়ে চলেছে বঙ্গসাহিত্যে।

[হারাণচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় 'ভিক্টোরীয় যুগে বঙ্গসাহিত্যে' এই যুগ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।]

১৩

একাদশ যুগ ঃ বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্ব (১৯০০-১৯২০)

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব শেষ হয় ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে। তার পূর্ব থেকেই ইংরেজী সাহিত্যে পরিবর্তনের চিহ্ন ধীরে ধীরে ফুটে উঠছিল। রোমান্টিক আবেগ উচ্ছ্বাস ভিক্টোরীয় যুগেই মন্দীভূত হয়েছিল, বিংশ শতাব্দীতে আরও স্তিমিত। টেনিসন সুইনবার্ণের পুষ্পিত কাব্যভাষা এবং ব্রাউনিঙের অধ্যাত্মবিশ্বাসের প্রতিও পরবর্তীদের আকর্ষণ শিথিল। স্বপ্ন-কল্পনার ইন্দ্রজাল সন্ধ্যামেঘের মত ক্রমশঃ বিলীয়মান। ধূসর অন্ধকার অদূরে, মাঝে মাঝে জাগে হতাশার দীর্ঘশ্বাস। অনেকে বিংশ শতাব্দীর নাম দিয়েছেন প্রশ্নের বা জিজ্ঞাসার যুগ—Age of Interrogation.

এই দীর্ঘশ্বাস, সংশয়, প্রশ্ন সুস্পষ্ট হয়েছে ১৯২০-র পর—বিংশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে। ১৯১৪-১৯১৯ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। তার প্রচণ্ড আঘাতে মানুষ চিত্তস্থৈর্য হারিয়েছে। ভেঙে পড়েছে তার দীর্ঘদিনের আদর্শ, বিশ্বাস ও আশা। ১৯১০-কে আমরা ধরেছি দুই পর্বের বিভাজক সীমারেখা; একদিকে যুদ্ধোত্তরকাল, অন্যদিকে তৎপূর্বকাল।

প্রথম পর্বে অগ্রগণ্য কবি দু'জন : রবার্ট ব্রিজেস্ আর উইলিয়ম বাট্লার ইয়েট্স্। আর, সমকালেই স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণাবেগে এবং প্রকাশের স্বাতন্ত্র্যে অনেকের মন জয় করে নিয়েছিলেন রাডিয়ার্ড কিপ্লিং।

[এ যুগের কবিতার বিখ্যাত সংকলন 'জর্জিয়ান পোয়েট্রি' (Georgian Poetry)।]

উনিশ শতকের শেষ থেকে বিশ শতকের প্রথম পর্ব পর্যন্ত আর যাঁরা বিশিষ্টতায় উল্লেখযোগ্য, তাঁদের কথা আমরা পরে উল্লেখ করেছি।

কাব্য ঃ

রবার্ট ব্রিজেস্ (Robert Bridges : ১৮৪৪-১৯৩০)

একটি মৃদু রোমান্টিক আভায় ব্রিজেসের কবিতাগুলি মণ্ডিত। রচনাভঙ্গী সংযত, পরিচ্ছন্ন। সম্ভবতঃ তাঁর স্থির প্রশান্তির জন্যই জন-মন তাঁর দিকে সহসা আকৃষ্ট হয়নি। জীবনের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ উনবিংশ শতাব্দীতে কেটে গেলেও সাধারণ্যে তাঁর সমাদর এসেছে বিংশ শতাব্দীতে, ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজকবি-রূপে সংবর্ধিত হবার পর।

'ওঅর্ডস্‌ওঅর্থ', কবিতাকে বলেছিলেন, 'শান্ত মনে সমাহৃত আবেগ' (emotion, recollected in tranquility)। 'শান্ত মনের' ছবি ব্রিজেসের প্রায় সব কবিতাতেই ফুটে উঠেছে। ওঅর্ডস্‌-ওঅর্থের কবিতায় পাই উত্তর-ইংলণ্ডের দৃশ্যাবলী, ব্রিজেসের কবিতায় দক্ষিণ ইংলণ্ডের। ব্রিজেসের বর্ণিত সমুদ্রও সাধারণতঃ শান্ত উদার।

'শর্টার পোয়েম্‌স্' (Shorter Poems = ক্ষুদ্র কবিতাবলী) কয়েকখণ্ডে তাঁর অনেক মধুর গীতিকবিতা স্থান পেয়েছে। মানব-প্রেমিক দেবতা প্রমীথিয়ুস্‌কে নিয়ে শেলি লিখেছিলেন 'প্রমীথিয়ুসের মুক্তি' (Prometheus Unbound)। ব্রিজেসেরও একখানি কাব্য তাঁরই কথা নিয়ে ঃ 'প্রমীথিয়ুস দ্য ফায়ার গিভার' (Prometheus, the Fire-giver = অগ্নিদাতা প্রমীথিয়ুস)। তাঁর আর দুখানি বড় কাব্য 'ঈরস্ অ্যাণ্ড সাইকি' (Eros and Psyche = মদন ও মদন-প্রিয়া) এবং 'ডিমীটার' (Demeter = কৃষিজীবী)।

['ঈরস্' বা 'কিউপিড' এবং 'সাইকি'র প্রণয়-কাহিনী রোমান লেখক আপুলিউসের 'গোল্ডন অ্যাস্' (Golden Ass = সোনার

গাথা) গ্রন্থে বর্ণিত আছে। আর 'ডিমীটার'-এর কাহিনী নেওয়া হয়েছে গ্রীক পুরাণ থেকে ; ডিমীটার গ্রীক দেবতা।]

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে বেরোয় 'অক্টোবর অ্যাণ্ড্ আদার পোয়েম্স্' (October and Other Poems = অক্টোবর ও অন্যান্য কবিতা)। যুদ্ধকালের কবিতাগুলি যুদ্ধান্তে পুস্তকাকারে সংকলিত হয়েছিল। ১৯২৯-এ প্রকাশিত হয় তাঁর প্রসিদ্ধ ভাবগর্ভ কাব্য 'দ্য টেস্টামেণ্ট অব্ বিউটি' (The Testament of Beauty = সৌন্দর্য সংহিতা)। এ গ্রন্থে তাঁর মনন ও সৌন্দর্যানুভূতির সমন্বয় ঘটেছে।

প্রবন্ধেও তাঁর চিন্তা ও রসবোধের নিদর্শন মেলে। প্রধান প্রধান গদ্যগ্রন্থ : 'মিল্টনের ছন্দঃ' (Milton's Prosody) ; 'জন্ কীট্স্' (John Keats) ; 'শেক্স্পিয়রের নাটকের উপর শ্রোতৃবৃন্দের প্রভাব' (The Influence of the Audience on Shakespeare's Drama)।

স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও তাঁর কাব্যরীতি কতকটা ভিক্টোরীয় কাব্যরীতির অনুসারী।

উইলিয়ম বাট্লার ইয়েট্স্ (William Butler Yeats : ১৮৬৫-১৯৩৯)

ইয়েট্সের 'দ্য স্টোল্ন্ চাইল্ড্' (The Stolen Child = চুরি করে আনা শিশু) কবিতায় পরীরা শিশুকে ডাকে : "জ্যোৎস্নার ঢেউ যেখানে ধূসর পাণ্ডু বালুর উপরে জাগায় আলোর ঝিকিমিকি, সেখানে সারারাত ধরে আমরা নাচি পুরোনো দিনের নাচ ; চোখে চোখ মিলাই, হাতে হাত মিলাই, নেচে চলি, যতক্ষণ না চাঁদ চলে যায় অস্তে। লাফিয়ে যাই, ঝাঁপিয়ে যাই, ফেনিল বুদ্বুদের পিছনে চলি ছুটে,—ওদিকে যখন পৃথিবী দুঃখে কাতর, ঘুমের মধ্যেও তার উদ্বেগ অশান্তি। চলে এসো মানব-শিশু, জলের দেশে, বনের দেশে, পরীর সঙ্গে হাতে হাত ধরে—কারণ, পৃথিবী অশ্রুতে ভরা, তুমি বুঝবে না, এত তার দুঃখ।" শিশু সাড়া দেয় তাদের ডাকে। পরীরা বলে

ওঠে: "এসেছে আমাদের সঙ্গে ঐ গম্ভীর-দৃষ্টি শিশু।...অবোধ্য অশ্রু ভরা পৃথিবী ছেড়ে সে এসেছে পরীর হাত ধরে এই জলের দেশে, বনের দেশে।" ইয়েট্সের অনেক কবিতা ও নাটক পড়ে মনে হয়, তিনিই এই স্বপ্নচারী শিশু। বাস্তববাদী হয়তো বলবেন, এ হল পলায়নী মনোবৃত্তির নিদর্শন। ইয়েট্স্ নিজেই এই স্বপ্নলোকের প্রতি বিমুখ হয়েছেন প্রৌঢ় বয়সে। কিন্তু যতই অনিবার্য হোক সংসার-সংগ্রাম, মাঝেমাঝে মানুষের মন চায় কল্পলোকে উড়ে যেতে, প্রত্যক্ষের অন্তরালে আভাস পায় অজানা রহস্যের। যাঁরা কল্পলোকের আকর্ষণ অনুভব করেছেন, তাঁদের কাছে ইয়েট্সের এই সব কবিতা ও নাট্যকবিতা পরম লোভনীয়।

অজানা রহস্যের মায়াই বোধহয় রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র প্রতি তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। ওর ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, গীতাঞ্জলি পড়তে পড়তে অনেক সময়ে তিনি তন্ময় হয়ে গিয়েছেন, বাইরের জগতের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গেছেন।

আয়ারল্যাণ্ড—ডাবলিনে তাঁর জন্ম। দেশের প্রকৃতি ও ঐতিহ্যকে তিনি একান্ত ভাবে ভালোবেসেছিলেন। 'কেল্টিক জাগরণে'র (Celtic Revival) তিনি পুরোধা। জর্জ মুর, জর্জ রাসেল, জে. এম্. সিঙ্, স্যন্ ও' কেসি প্রভৃতিও এই 'জাগরণে'র অন্যান্য হোতা। আয়ারল্যাণ্ডের প্রাচীন অধিবাসীরা ছিল 'কেল্ট'। তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল অনেক সুন্দর সুন্দর রূপকথা, পুরাণকথা। সেগুলির প্রতি তাঁর প্রবল আকর্ষণ ছিল। সেই গল্পগুলির একখানি সংকলনও তিনি করেছিলেন। তাঁর কাব্যে, নাটকে ঐ সকল গল্পের মায়াস্পর্শ। 'মনের মতন দেশ' (The Land of Heart's Desire) নাটকে শুনি তাঁর মনের কথা: "ওগো পরীরা, এই নিরানন্দ জগৎ থেকে বাইরে নিয়ে যাও আমাকে। তোমাদের সঙ্গে আমি চড়ব হাওয়ার পিঠে, ছুটব এলোমেলো বন্যার চূড়ায়, নেচে ফিরব পাহাড়ে পাহাড়ে আগুনের শিখার মত।" 'ছায়া-কালো জল'

(Shadowy Waters) নাটকেও নায়ক বলছে : "যদি নিজেদের ছেড়ে দিতে পারতাম স্বপ্নের হাতে,—যেতে পারতাম স্বপ্নরাজ্যে,—যেখানে এ জগৎ ছায়ার মত! যদি আটকে থাকতে না হত এই স্থূল বস্তুজগতে! স্বপ্নই আমাদের নিয়ে যেতে পারে সেই বহমান পরিবর্তমান জগতে, যার জন্য হৃদয় ব্যাকুল।"

আয়ারল্যাণ্ডের জাতীয় অভ্যুত্থানের সঙ্গে কেল্টিক জাগরণের ঘনিষ্ঠ যোগ। ব্রিটেনের শাসনপাশ থেকে মুক্তির জন্য আয়ারল্যাণ্ড দীর্ঘকাল সংগ্রাম করেছে। প্রবল জাতীয়তাবোধ তাকে দিয়েছে নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা। গেলিক ভাষার পুনরুজ্জীবনও আন্দোলনের হোতাদের কাম্য ছিল। আর জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগবশেই ইয়েটস্ তাঁর বন্ধুদের নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'অ্যাবি থিয়েটার' এবং 'আইরিশ থিয়েটার'। সেখানে দেশীয় ঐতিহ্যসূচক নাটকের অভিনয় হত।

ইয়েট্‌সের বইয়ের নামেও আছে কবিত্বের রং। কাব্য : 'ক্রস্‌ওয়েজ' (Crossways = পথের মোড়ে); 'দ্য রোজ' (The Rose = গোলাপ); 'দ্য উইণ্ড অ্যামং দ্য রীড্‌স্' (The Wind Among the Reeds = শরবনের হাওয়া); 'ইন্ দ্য সেভন উড্‌স্' (In the Seven Woods = সপ্ত কাননে); 'দ্য গ্রীন হেল্‌মেট অ্যাণ্ড আদার পোয়েম্‌স্' (The Green Helmet and Other Poems = সবুজ মুকুট ও অন্যান্য কবিতা); 'রেস্পন্সিবিলিটিজ' (Responsibilities = দায়িত্ব); 'দ্য ওয়াইল্ড্ সোয়ান্‌স্ অ্যাট কূল্' (The Wild Swans at Coole = 'কূলের' বুনো হাঁস); 'মাইকেল রবার্টস্ অ্যাণ্ড দ্য ডান্সার' (Michael Robartes and the Dancer = মাইকেল রবার্টস্ ও নর্তক); 'দ্য টাওয়ার' (The Tower = চূড়া); 'দ্য ওয়াইণ্ডিং স্টেয়ার' (The Winding Stair = ঘুরানো সিঁড়ি); 'ওঅর্ডস্ ফর্ মিউজিক পার্হ্যাপ্‌স্' (Words for Music, Perhaps = গানের কথা হয়তো); 'এ

উওম্যান্, ইয়ং অ্যাণ্ড ওল্ড' (A Woman, Young and Old = তরুণী ও প্রাচীনা)। আখ্যান ও নাট্যকাব্য: 'দ্য ওয়াণ্ডারিংস্ অব ঐসিন' (The Wanderings of Oisin = ঐসিনের ভ্রমণ); 'দ্য শ্যাডোয়ি ওঅটার্স' (The Shadowy Waters = ছায়া-কালো জল); 'দ্য কিংস্ থ্রেশোল্ড' (The King's Threshold = রাজদ্বার); 'দ্য ল্যাণ্ড অব হার্টস্ ডিজায়ার' (The Land of Heart's Desire = মনের মতন দেশ); 'দ্য ড্রীমিং অব দ্য বোন্স্ (The Dreaming of the Bones = হাড়ের স্বপন); 'দিয়াড্রি' (Deirdre), 'দ্য কাউণ্টেস্ ক্যাথলীন (The Countess Cathleen) 'ক্যাথলীন-নি-হুলিহান্' (Cathleen ni Houlihan); 'দ্য আওয়ার গ্লাস' (The Hour Glass = সময়-মুকুর)।

"পত্রশ্যামল দ্বীপ, সারসের ডানার ঝাপটে জেগে ওঠে ঘুমন্ত জল-ইঁদুরেরা"—নিরালা দেশের এই ধরণের অনেক অসাধারণ ছবি তিনি নিপুণ হাতে এঁকেছেন।

[সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর দু'একটি কবিতার অনুবাদ করেছেন। অজিতকুমার চক্রবর্তী 'কাব্যপরিক্রমা'য় 'গীতাঞ্জলি'-আলোচনা-প্রসঙ্গে তাঁর লেখার উল্লেখ করেছেন।]

সত্যেন্দ্রনাথ এবং জীবনানন্দ দাশের কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। বিশেষ করে জীবনানন্দ দাশের। তাঁর নিরালা নদী, শরবন, পৌষের কুয়াশা, রোমশ ইঁদুর, ইয়েটসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আবার সমাজ-সচেতন ও রূপ-কল্পী (ইমেজিস্ট) কবিতাতেও দুজনের মিল আছে।

একাধিকবার ইয়েট্‌স্ তাঁর কাব্যরীতির পরিবর্তন করেছেন। শুধু বিষয়ে নয়, রচনাভঙ্গীতেও তিনি নূতনত্ব-সন্ধানী। প্রথমে এজরা পাউণ্ড, পরে এলিয়ট, অডেন, স্পেণ্ডার, ডে-লুইস্ প্রভৃতির সংস্পর্শে এসে তিনি 'নব্যরীতি'র পক্ষপাতী হয়ে ওঠেন। 'গ্রীন হেল্‌মেট'-এ প্রথম নূতন ভঙ্গীর আভাস পাই। 'রেস্পন্সিবিলিটিজ'-এ তিনি বলেছেন: "রোমাণ্টিক আয়ারল্যাণ্ড চিরতরে বিদায় নিয়েছে।"

নিজের পূর্বতন রীতিকে এবং তার অনুকারীদের তিনি নিজেই নিন্দা করেছেন। পরবর্তী কবিতায় তিনি অনেক নতুন ধরণের রূপক ও রূপ-কল্প প্রয়োগ করেছেন। সেগুলির তাৎপর্য সর্বত্র সুস্পষ্ট নয়, ব্যাখ্যা-সাপেক্ষ। যাঁরা নবীন ধারার অনুরাগী, তাঁরা কবির নূতন সৃষ্টিশক্তিকে অভিনন্দিত করেছেন। আর প্রাচীনপন্থীরা তাঁর পূর্বযুগের স্বপ্নমায়ায় মুগ্ধ।

তাঁর নাটকগুলিও কবিত্বময়। অনেকগুলি নাটক আয়ারল্যাণ্ডের রূপকথা বা পুরাণ-কথা নিয়ে এবং প্রায়ই রূপকভাবান্বিত।

১৯১৩-এ বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকরূপে তিনি নোবেল পুরস্কার পান।

জর্জ রাসেল (George Russell : ১৮৬৭-১৯৩৫)

মরমী বা অধ্যাত্মভাবী কবি; এ. ই. (A. E.) ছদ্মনামে লিখতেন। ইয়েট্‌স্-এর মতে "একালের আইরিশ কবিদের মধ্যে তাঁর কবিতা সবচেয়ে সূক্ষ্ম ও কোমল।" কবিতা ছাড়া তিনি 'দিয়ার্দ্রি' (Deirdre) নামে একখানি নাটকও রচনা করেছিলেন। [আয়ারল্যাণ্ডের পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে লেখা; এই নামে ইয়েট্‌স্ এবং সিঙেরও দুখানি নাটক আছে।]

ওঅল্টার ডে-লা-মেয়ার (Walter de la Mare : ১৮৭৩-১৯৫৬)

সরল ভাব-ব্যঞ্জনাময়, রূপকথার স্বপ্ন-ঘেরা, অপূর্ব মধুর কবিতার রচয়িতা। ভগ্ন দুর্গ, নির্জন বন, হিমেল জ্যোৎস্না, পরীর দল—এই সব তাঁর বর্ণনায় মায়াময় হয়ে দেখা দিয়েছে। কাব্য: 'সংস অব্ চাইল্ড্‌হুড্' (Songs of Childhood = শৈশব সঙ্গীত), 'দ্য লিস্‌নার্স' (The Listeners = শ্রোতা), 'পীকক্ পাই' (Peacock Pie), 'মট্‌লি' (Motley = বিচিত্রা), 'দ্য ভেল্' (The Veil = গুণ্ঠন)।

ছুটি বিখ্যাত কবিতা : 'দ্য লিস্‌নার্স' (The Listeners = শ্রোতা) এবং 'দ্য মকিং ফেয়ারি' (The Mocking Fairy = পরীর পরিহাস। বর্তমান লেখকের অনুবাদ : 'শীতরাত্রি' কাব্য দ্রষ্টব্য)।

গল্প-উপন্যাসও তিনি রচনা করেছেন, তাতে দুঃখবেদনা ও মৃত্যুর ছায়া বিস্তৃত। উপন্যাস : 'দ্য রিটার্ন' (The Return = প্রত্যাবর্তন); 'মেময়ার্স অব্ এ মিজেট' (Memoirs of a Midget = বামনের স্মৃতিকথা)।

গল্প : 'দ্য রিড্‌ল্' (The Riddle = হেঁয়ালি); 'ইন্ দ্য ফরেস্ট' (In the Forest = অরণ্যে); 'দ্য অ্যামণ্ড ট্রি' (The Almond Tree = বাদাম গাছ)।

জেমস্ এল্‌রয় ফ্লেকার (James Elroy Flecker : ১৮৮৪-১৯১৫)

কন্সাল্-এর কাজে প্রাচ্যদেশে নানা স্থানে ছিলেন। দু বছর ছিলেন বেরুটে। পরে ক্ষয়রোগে মারা যান। তাঁর কবিতাগুলি ঋজু, বলিষ্ঠ এবং সাবলীল, ভাষা ও ছন্দ শ্রুতিমধুর। প্রাচ্য দেশের ছবি ও আবহাওয়া তাঁর অনেক কবিতায় ফুটেছে।

কাব্য : 'দ্য ব্রিজ অব ফায়ার' (The Bridge of Fire = অগ্নিসেতু); 'ফর্টি-টু পোয়েমস্' (Fortytwo Poems = বিয়াল্লিশটি কবিতা); 'দ্য গোল্ডেন্ জার্নি টু সমরখন্দ' (The Golden Journey to Samarkand = সমরখন্দ যাত্রা); 'দ্য ওল্ড শিপস্' (The Old Ships = পুরোনো জাহাজ)।

নাটক : 'হাসান' (Hassan) ও 'ডন জুয়ান' (Don Juan)। ['হাসান'-এর অন্তর্গত 'War-Song of the Saracens'-এর অনুবাদ 'সারাসেন রণগীতি'—বর্তমান লেখকের 'শীতরাত্রি' কাব্যগ্রন্থ দ্রষ্টব্য।]

রাডিয়ার্ড কিপলিং (Rudyard Kipling : ১৮৬৫-১৯৩৬)

ভারতে, বোম্বাইয়ে জন্ম। ১৮৮২-১৮৮৯, এখানে সাংবাদিকের কাজ করেছেন। ভারতের বনজঙ্গল, পশুপক্ষী, শিকারী, সন্ন্যাসী, ইংরেজ ও এদেশী লোক—এই সব নিয়ে তিনি গল্প ও কবিতা রচনা করেছেন। ভাব গভীর নয়, কিন্তু রচনা জীবন্ত, জোরালো। কবিতার সুরে ও ভঙ্গীতে যেন জাজের (Jazz) বাজনা। 'ককনি' বা আঞ্চলিক কথ্যভাষার ব্যবহারও প্রচুর। অথচ তাঁর বিষয় ও বর্ণনাভঙ্গীর সঙ্গে তা বেশ মানিয়ে গেছে। সাম্রাজ্যবাদের প্রচারক বলে তিনি অনেকের অপ্রিয়। কিন্তু এটুকু তাঁর সপক্ষে বলা যায় যে তাঁর লেখা আন্তরিক। বিশ্বাস ও অনুভূতি নিয়ে তিনি লিখেছেন। তিনি বলেন : শ্বেতাঙ্গদের উপরে বিধাতা দিয়েছেন সভ্যতা বিস্তারের ভার (White man's burden)। যাদের জন্য তাঁরা জীবন উৎসর্গ করবেন, হয়তো তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না, তবু তাঁরা করবেন দায়িত্ব পালন। "পূব হল পূব, আর পশ্চিম পশ্চিম, কোন দিন হবে না উভয়ের মিলন" (The East is East, the West is West, ne'er the twain shall meet), এ উক্তির জন্য অনেকে তাঁর নিন্দা করেছেন। তবে ঐ কবিতায়ই পরবর্তী অংশে আছে, "কিন্তু মানুষের মতো মানুষ যখন বেরিয়ে আসে, তখন পূব আর পশ্চিমের ভেদ থাকে না।" গদ্যেও তিনি কৃতী। গল্পে ও উপন্যাসে তিনি ভারতের শিকার ও শিকারী, সৈন্য ও সন্ন্যাসী, বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের ছবি এঁকেছেন।

কাব্য : 'ডিপার্টমেণ্টাল ডিটিজ' (Departmental Ditties = বিভাগীয় দেবতা ; 'ব্যারাক-রূম্-ব্যালাড্স্' (Barrack-Room Ballads = সেনাশিবিরের গাথা)। ['দ্য ব্যালাড অব্ ঈস্ট অ্যাণ্ড ওয়েস্ট' = একটি বিখ্যাত কবিতা।]

গল্প উপন্যাস : 'প্লেন টেলস্ ফ্রম দ্য হিলস্' (Plain Tales from the Hills = পাহাড় থেকে কয়েকটি সাদাসিধে গল্প) ;

'সোল্‌জার্স থ্রী' (Soldiers Three = তিন সৈন্য) ; 'দ্য লাইট দ্যাট ফেল্‌ড' (The Light that Failed = নিবে যাওয়া আলো) ; 'দ্য জাঙ্গল্ বুক' (The Jungle Book = জঙ্গলের কথা) ; 'কিম্' (Kim) ; 'পাক্ অব পুক্‌স্ হিল' (Puck of Pook's Hill = পুক-পাহাড়ের পাক্) প্রভৃতি তাঁর সব লেখাই সাংবাদিকতার এবং সাময়িকতার লক্ষণযুক্ত ; চমকপ্রদ, কৌতূহলোদ্দীপক কিন্তু অগভীর।

লেখায় সজীবতা ও নূতনত্বের জন্য তিনি ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন।

এ. ই. হাউস্‌ম্যান্ (A. E. Housman : ১৮৫৯-১৯৩৬)

প্রাচীন সাহিত্যে কৃতবিদ্য। ভাষা ও ছন্দের তিনি দক্ষ শিল্পী। 'এ শ্রপ্‌শায়ার ল্যাড্' A Shropshire Lad = শ্রপ্‌শায়ারের বালক) তাঁর প্রসিদ্ধ কাব্য,—আর, 'ব্রেডন হিল' (Bredon Hill = ব্রেডন পাহাড়) এবং 'লভ্‌লিয়েস্ট অব্ ট্রীজ' (Loveliest of Trees = সুন্দরতম তরু) ঐ কাব্যের দুটি মনোরম কবিতা। সুন্দর স্মৃতি-চিত্র ফুটেছে তাঁর কাব্যে। আর তাতে আছে একটি বিষাদের সুর। সে সুর উদাস, হার্ডির সুরের মতো মর্মান্তিক হতাশাপূর্ণ নয়।

তাঁর আর-একখানি কাব্য 'লাস্ট পোয়েম্‌স্' (Last Poems = শেষের কবিতা।)

টমাস হার্ডি (Thomas Hardy : ১৮৪০-১৯২৮)

ঔপন্যাসিক রূপেই তিনি বেশী পরিচিত, কিন্তু তাঁর উপন্যাসেও কবি-মনের সন্ধান পাই। 'ওয়েসেক্স-পোয়েম্‌স্'-এর (Wessex Poems = ওয়েসেক্সের কবিতা) খণ্ড কবিতাগুলিতে আর 'ডাইনাস্টস্' (Dynasts = শাসককুল) মহাকাব্যে তাঁর কবি-প্রতিভার স্বাক্ষর বর্তমান। হার্ডি জীবনের পিছনে দেখেছেন দুর্জয় দুর্জ্ঞেয় অন্ধ নিয়তির খেলা। 'ওয়েসেক্স পোয়েমস্'-এর 'প্রকৃতির প্রশ্নে'

(Nature's Questionings) শুনি জিজ্ঞাসা : "সৃষ্টিক্ষম, গঠনক্ষম, কিন্তু পরিচালনে অক্ষম এক বিরাট জড়শক্তিই কি কৌতুকচ্ছলে গড়েছে আমাদের, তারপর নিক্ষেপ করেছে বিপদের মুখে? অথবা আমরা কি কোন স্বচল যন্ত্র (Automaton) থেকে উৎপন্ন, আমাদের বেদনায় যে অসাড়?" ঐ কাব্যেরই 'হ্যাপ' (Hap) কবিতায় হয়তো 'ডাইনাস্টস্'-এর ভাববীজ নিহিত আছে। আঘাত-সংঘাতময় নেপোলিয়নের জীবন ও তৎকালীন ঘটনাবলী নিয়ে 'ডাইনাস্টস্' মহাকাব্য।

বিংশ শতাব্দীকে অনেকে বলেছেন 'প্রশ্নের যুগ'। হার্ডির রচনায় জীবন-রহস্য সম্বন্ধে একটি তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসা ধ্বনিত হয়ে উঠেছে।

জন মেসফীল্ড (John Masefield : ১৮৭৮—)

আবাল্য সমুদ্রের সঙ্গে পরিচিত মেসৃফীল্ডের প্রথম কাব্য 'সল্ট ওয়াটার ব্যালাডস্' (Salt Water Ballads = নোনা জলের গান)। 'সমুদ্রের নেশা' (Sea Fever) কবিতাটিতে তাঁর সাগর-প্রীতি সুন্দর রূপ নিয়েছে। পরবর্তী কাব্য 'ব্যালাডস্ অ্যাণ্ড পোয়েম্‌স্' (গাথা ও কবিতা)। 'এভারলাস্টিং মার্সি' (Ever-lasting Mercy = অনন্ত করুণা) দুর্বৃত্ত-জীবনের পরিবর্তন নিয়ে একখানি উৎকৃষ্ট আখ্যান-কাব্য। অতঃপর প্রকাশিত হয় 'উইডো অব্ দ্য বাইস্ট্রীট' (Widow of the Byestreet = গলি পথের বিধবা); 'দ্য ড্যাফোডিল ফীল্ডস্' (The Daffodil Fields = ড্যাফোডিল-মাঠ) এবং 'রেনার্ড দ্য ফক্স' (Reynard the Fox = শেয়াল রেনার্ড)। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাজকবি-রূপে সংবর্ধিত হন। নাটক এবং গল্প উপন্যাসও তিনি রচনা করেছেন।

নাটক : 'দ্য ট্রাজেডি অব নান্' (The Tragedy of Nan = নানের দুঃখকাহিনী)।

গল্প : 'এ মেন্‌সেল্ হল্' (A Mainsail Haul); 'এ টার্পলিন মাস্টার' (A Tarpaulin Muster)।

উপন্যাস : 'ক্যাপ্টেন মার্গারেট' (Captain Margaret); 'দ্য স্ট্রীট অব্ টুডে' (The Street of Today = আজকের পথ); 'মাল্‌টিট্যুড, অ্যাণ্ড সলিট্যুড' (Multitude and Solitude = স্বজন-নির্জন) 'লস্ট এণ্ডেভার' (Lost Endeavour = ব্যর্থ চেষ্টা); 'দ্য হ'বাক্‌স্' (The Hawbucks = হ'বাকেরা)।

যুদ্ধের কবিগণ

১৯১৪-১৯১৯, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এ যুদ্ধ নানা কবির মনকে নানাভাবে নাড়া দিয়েছে। কত তরুণ প্রাণ দেশপ্রেমের প্রেরণায় দিয়েছেন আত্মাহুতি, কত জন চিরতরে পঙ্গু হয়ে ফিরে এসেছেন ভয়াবহ রক্ত-কর্দমের স্মৃতি নিয়ে। কারও রচনায় আত্মোৎসর্গের গৌরব, কারও চিরবিদায়ের বেদনা, কারও বা তিক্ত স্মৃতি ও মারণযজ্ঞের প্রতি তীব্র ঘৃণা।

রূপার্ট ব্রূক (Rupert Brooke : ১৮৮৭-১৯১৫)

সুদর্শন জীবনপ্রেমিক এই কবি যখন দেশানুরাগ-বশে যৌবনে মৃত্যুবরণ করলেন, তখন দেশবাসীর সশ্রদ্ধ দৃষ্টি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হল তাঁর লেখার দিকে। রোমান্টিক মন ছিল তাঁর, কিন্তু অতি পেলব ভাব-বিলাসে রুচি ছিল না। প্রকৃতির মুক্ত উদার সৌন্দর্যের তিনি অনুরাগী ছিলেন। 'দ্য ওল্ড ভিকারেজ, গ্রাণ্টচেস্টার, (The Old Vicarage, Grantchester = প্রাচীন যাজক-ভবন, গ্রাণ্টচেস্টার) কবিতায় তিনি তাঁর প্রথম যৌবনের প্রিয় স্থানটির বর্ণনা করেছেন। গ্রাণ্টচেস্টার কেম্ব্রিজের নিকটবর্তী। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধ শুরু হতেই তিনি তাতে যোগ দিয়ে জার্মাণ আক্রমণ থেকে বেলজিয়ামের আন্তোয়ার্প-শহর রক্ষায় অগ্রসর হন। অবশ্য

আন্তোয়ার্প ভয়াবহ ধ্বংসের হাত থেকে সেদিন অব্যাহতি পায়নি। ১৯১৫-তে প্রাচ্যদেশে তাঁর মৃত্যু হয়। স্বদেশের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে একটি সনেটে তিনি লিখেছিলেন: "যদি মরে যাই, আমার সম্বন্ধে শুধু এই কথাই ভেবো (If I should die, think only this of me), হে আমার জন্মভূমি, যে-ধুলিতে আমার সমাধি হবে, সে ধূলিটুকু হবে চিরতরে ইংলণ্ড।" দেশানুরাগী সৈনিকের আত্মত্যাগের মহিমা তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছে। এ মৃত্যু সাধারণ মৃত্যু নয়, গৌরবময় মৃত্যু। "এই প্রাণ-ধনী মৃতদের উপর বেজে উঠুক রণভেরী" (Blow out, you bugles, over the rich dead) তাঁর আর একটি চতুর্দশপদী কবিতার প্রথম পংক্তি। অন্য একটিতে মৃতদের জন্য প্রকাশ পেয়েছে তাঁর করুণ মমতা। পরম অনুকম্পার সঙ্গে কবি বলেছেন: "মানুষের সুখে দুঃখে গাঁথা ছিল এদের পরাণ" (These hearts were woven of human joys and cares); কার মায়া-দণ্ড-স্পর্শে আজ প্রাণতরঙ্গগুলি হয়ে গেছে স্তব্ধ নিথর। [বর্তমান লেখকের অনুবাদ: 'কুটীরের গান' কাব্যগ্রন্থ দ্রষ্টব্য।] অনেকগুলি মর্মস্পর্শী সনেটের তিনি রচয়িতা।

জুলিয়ান গ্রেনফেল (Julian Grenfell: ১৮৮৮-১৯১৫)

আর একজন যুদ্ধকালীন কবি। তাঁরও লেখায় যুদ্ধের ভীষণতা বা বীভৎসতা প্রাধান্য পায়নি। 'ইন্টু ব্যাটল্' (Into Battle= যুদ্ধে) কবিতায় তিনি পৃথিবীর সৌন্দর্যের, বীরগণের এবং যুদ্ধান্তে পরম বিশ্রামের চিত্র এঁকেছেন। "রণক্ষেত্রে বজ্রগর্জন, বাতাসে মৃত্যুর আর্তনাদ। কিন্তু 'দিন' তাকে আলিঙ্গন করবে দৃঢ় হস্তে, 'রাত্রি' তাকে ঢেকে নেবে কোমল পাখায়। যুদ্ধরত সৈনিক সূর্য থেকে নেবে তাপ, দীপ্ত পৃথিবী থেকে নেবে প্রাণ, বায়ুগতিতে চলবে ছুটে, তরুর মতো উঠবে অঙ্কুরিত হয়ে; যুদ্ধান্তে লাভ করবে পরম বিশ্রাম —দীর্ঘ আয়াসের পরে পূর্ণতা।"

সীগফ্রীড্ স্যাসুন (Siegfried Sassoon : ১৮৮৬—)

যুদ্ধে পঙ্গু হয়ে যান এবং যুদ্ধবিরোধী প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর কবিতায় বীরত্ব বা ত্যাগের গৌরব নয়, যুদ্ধের ভয়ঙ্কর ও বীভৎস রূপ ফুটে উঠেছে। 'কাউন্টার-অ্যাটাক' (Counter attack = প্রতি-আক্রমণ) তাঁর উল্লেখযোগ্য কবিতা-গ্রন্থ।

উইল্‌ফ্রেড ওয়েন (Wilfred Owen : ১৮৯৪-১৯১৮)

প্রচলিত মোলায়েম ছন্দে না লিখে তিনি যুদ্ধের বন্ধুরতা, কর্কশতা, রূঢ়তার ব্যঞ্জনা আনতে চেয়েছেন ভাঙা ছন্দে, ধ্বনির মিল ও অমিলের সুকৌশল বিন্যাসে। 'পোয়েম্‌স্' (Poems = কবিতাবলী) কাব্যগ্রন্থে তাঁর কুড়িটি কবিতা স্থান পেয়েছে। 'স্ট্রেঞ্জ মীটিং' (Strange Meeting = আশ্চর্য সাক্ষাৎ) কবিতায় তিনি কল্পনা করেছেন, যেন যুদ্ধরত দুই পক্ষের দু'জন মৃত সৈনিকের দেখা হয়েছে। একজন অপরের কাছে দুঃখ প্রকাশ করছে ব্যর্থ জীবন ও বিফল যৌবনের জন্য, তাদের সকল সম্ভাবনাই রইল অপূর্ণ। আজ তাদের শেষ প্রার্থনা অখণ্ড চিরনিদ্রা, নিরুদ্বেগ শান্তি।

এড্‌মণ্ড্ ব্লাণ্ডেন (Edmund Blunden : ১৮৯৬ —)

যুদ্ধের কবিতাও লিখেছেন, কিন্তু তাঁর খ্যাতি প্রধানতঃ নির্ভর করে 'দ্য আণ্ডারটোন্‌স্ অব্ ওঅর' (The Undertones of War = যুদ্ধের চাপা সুর) নামক গদ্যগ্রন্থের উপর।

উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের প্রথম পর্বের আর কয়েকজন কবি :

এডুইন আর্নল্ড (Edwin Arnold : ১৮৩২-১৯০৪)

বুদ্ধের জীবন নিয়ে তাঁর প্রসিদ্ধ কাব্য 'দ্য লাইট অব এশিয়া' (The Light of Asia = এশিয়ার আলো) [নবীনচন্দ্রের জীবনকাল ১৮৪৭-১৯০৯। তাঁর 'অমিতাভ' কাব্যেরও বিষয় বুদ্ধ-চরিত।]

ডব্লু. এস্. ব্লাণ্ট (W. S. Blunt : ১৮৪০-১৯২২)।

অ্যালিস মেনেল্ (Alice Meynell : ১৮৪৭-১৯২২)।

জন্ ডেভিডসন্ (John Davidson ১৮৫৭-১৯০৯): দুঃখবাদী কবি। কাব্য : 'ফ্লীট স্ট্রীট এক্লগস্' (Fleet Street Eclogues = ফ্লীট স্ট্রীটের কাব্য); 'ব্যালাড্স্ অ্যাণ্ড সংসস্' (Ballads and Songs = গাথা ও গান); 'নিউ ব্যালাড্স্' (New Ballads = নতুন গাথা); 'লাস্ট ব্যালাড্স্' (Last Ballads = শেষ গাথা)।

উইলিয়ম ওঅট্সন্ (William Watson : ১৮৫৮-১৯৩৫)

গ্রন্থ : 'লাক্রিমি মিউজেরাম' (Lachrymae Musarum); 'লিরিক্ লভ্' (Lyric Love = গীতিময় প্রেম); 'দ্য ইয়ার অব্ শেম্' (The Year of Shame = কলঙ্ক-বর্ষ); 'দ্য হেরাল্ডস্ অব্ দ্য ডন্' (The Heralds of the Dawn = উষার অগ্রদূত); কাব্য সংগ্রহ (Collected Works)।

ফ্রান্সিস টম্প্সন্ (Francis Thompson : ১৮৫৯-১৯০৭)

মরমী (Mystic), সংকেতধর্মী (Symbolist) কবি। 'দ্য হাউণ্ড্ অব্ হেভন্' (The Hound of Heaven = স্বর্গের শিকারীকুকুর) অধ্যাত্মভাবপূর্ণ দীর্ঘ রূপক কবিতা। ছন্দের গাম্ভীর্য ও বিস্তার বিষয়ের উপযোগী।

স্টীফেন ফিলিপ্স (Stephen Phillips : ১৮৬৪-১৯১৫)

প্রধানতঃ নাট্যকাব্য রচয়িতা। গ্রন্থ : 'পাওলো অ্যাণ্ড্ ফ্রাঞ্চেস্কা' (Paolo and Francesca); 'হেরড্' (Herod); 'দ্য সিন্ অব ডেভিড' (The Sin of David = ডেভিডের পাপ); 'নীরো' (Nero) ইত্যাদি।

হার্বার্ট ট্রেঞ্চ (Herbert Trench : ১৮৬৫-১৯২৩)।
লরেন্স বিনিয়ন (Laurence Binyon : ১৮৬৯—)।
ডব্ল্যু. সি. হেন্‌লি (W. C. Henley : ১৮৬৯-১৯০৩)
হিলেয়ার বেলক্ (Hillaire Belloc : ১৮৭০)—কবি, ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার।
ডব্ল্যু. এচ্, ডেভিস্ (W. H. D vies : ১৮৭১-১৯৪০)।
র‍্যাল্‌ফ হজসন্ (Ralph Hodgson : ১৮৭১—)।
জি. কে. চেস্টার্টন (G. K. Chesterton : ১৮৭২-১৯৩৬) : প্রধানতঃ গল্প-উপন্যাস ও প্রবন্ধের জন্য প্রসিদ্ধ; কবিতাও রচনা করেছেন।
ডব্ল্যু. ডব্ল্যু. গিবসন্ (W. W. Gibson : ১৮৭৮—)।
হ্যারল্ড মন্‌রো (Harold Monro : ১৮৭৯-১৯৩২)।
জন্ ফ্রীম্যান্ (John Feeman : ১৮৮০-১৯২৯)।
লাসেল্‌স এবারক্রম্বি (Lascelles Abercrombie : ১৮৮১—) : সাহিত্য-সমালোচকরূপে বেশী পরিচিত। কাব্য : 'মেরি অব দ্য ব্রাম্বল্' (Mary of the Bramble)।
জন্ ড্রিঙ্কওঅটার (John Drinkwater : ১৮৮২-১৯৩৭)।
জে. সি. স্কোয়ার (J. C. Sqiure : ১৮৮৪—)।
হাম্বার্ট উল্‌ফ্ (Humbert Wolfe : ১৮৮৫-১৯৪০)।
ঈডিথ সিট্‌ওয়েল (Edith Sitwell : ১৮৮৭—)।

কথসাহিত্য :

হার্বার্ট জর্জ ওয়েল্‌স (Herbert George Wells, সংক্ষেপে H. G. Wells : ১৮৬৬-১৯৪৬)

নানা বিষয়ে ব্যুৎপন্ন চিন্তাশীল ব্যক্তিরূপে তাঁর সমধিক খ্যাতি। এই ব্যুৎপত্তি অধিকাংশ স্কুল-কলেজের শিক্ষালব্ধ নয়, বাড়িতে স্বীয় চেষ্টায় অর্জিত।

বিজ্ঞানে আজ আমরা নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করছি। ভবিষ্যতে আরও কত কি রহস্য আবিষ্কৃত হবে, কে জানে!

ওয়েল্‌স্‌ ভাবী যুগ সম্বন্ধে কল্পনা করে লিখেছেন কৌতূহলোদ্দীপক উপন্যাস 'টাইম-মেশিন' (Time Machine = কাল-যন্ত্র)। স্থান অতিক্রমের কত রকম গাড়ি বেরিয়েছে। যদি কাল-অতিক্রমের গাড়ি বেরোয়! যদি তাতে চড়ে চলে যাওয়া যায় দু' হাজার বছর অতীতে কিংবা দু' হাজার বছর ভবিষ্যতে! কি দেখব আমরা সেখানে! অতীতের ঘটনা আর ভবিষ্যতের কল্পনা নিয়ে তিনি এঁকেছেন দৃশ্যাবলী। এমনিতরো বৈজ্ঞানিক-কল্পনামূলক আর একখানি উপন্যাস 'দ্য ওঅণ্ডারফুল ভিজিট্' (The Wonderful Visit = আশ্চর্য সাক্ষাৎ): এক স্বর্গবাসী পৃথিবীতে এসে কি দেখলেন তারই বিবরণ। 'দ্য ইন্‌ভিজিব্‌ল্‌ ম্যান্'-এও (The Invisible Man = অদৃশ্য মানুষ) অদ্ভুত কল্পনার খেলা। একটি মানুষ 'অদৃশ্য' হবার কৌশল আবিষ্কার করেছিল, কিন্তু পুনরায় 'দৃশ্য' হবার উপায় তার জানা ছিল না। ফলে, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়েও সাধারণ মানব-লোকে সে আর ফিরে আসতে পারেনি। তার সেই দুর্গতির কাহিনী।

বহু উপন্যাস তিনি রচনা করেছেন। সেগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা চলে: কল্পনামূলক, চরিত্র-প্রধান ও কৌতুক-রসাত্মক, এবং আলোচনা-কেন্দ্রিক। 'টাইম মেশিন', 'দ্য ইন্‌ভিজিবল্‌ ম্যান'—প্রথম শ্রেণীতে পড়ে। দ্বিতীয় শ্রেণীর দৃষ্টান্ত 'দ্য হিস্ট্রি অব্‌ মিঃ পলি' (The History of Mr. Polly = মিঃ পলির ইতিহাস) এবং 'কিপ্‌স্‌' (Kipps)। আলোচনাকেন্দ্রিক উপন্যাস 'টোনো বাঙ্গে' (Tono Bungay) অনেকের মতে তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এ উপন্যাসে শুধু আলোচনা নয়, চরিত্রাঙ্কনেও লেখকের কৃতিত্ব আছে। ইংলণ্ডের সামাজিক পরিবর্তনের রূপ এ উপন্যাসে ধরা পড়েছে। [গল্‌স্‌ওঅর্দির 'ফর্‌সাইট সাগা'-তেও এই সামাজিক রূপান্তরের ব্যাপক চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।] 'মিঃ ব্রিটলিং সীজ ইট থ্রু' (Mr.

Britling Sees It Through = মিঃ ব্রিটলিং তলিয়ে দেখলেন) উপন্যাসে আলোচনা-অংশই বেশী।

ওয়েল্‌সের মতে, উপন্যাসের রূপ সম্বন্ধে কোন নিয়ম তৈরি করা যায় না। জীবনের সকল দিক্‌ই উপন্যাসে বর্ণিত হতে পারে। বিচার বিতর্ক আলোচনার মাধ্যমে সামাজিক উন্নতির পথ প্রদর্শন উপন্যাসের আদর্শ-বিরুদ্ধ নয়। [বস্তুতঃ উপন্যাসে ওয়েল্‌সের এবং নাটকে বার্ণার্ডশ'র কতকটা শিক্ষকের ভূমিকা।]

অনেক লেখার ফলে, তাঁর সব উপন্যাস রসোত্তীর্ণ হয়নি। আর সাধারণভাবে বলা যেতে পারে, অধিকাংশ উপন্যাসে হৃদয়বৃত্তির চেয়ে বুদ্ধিবৃত্তির প্রাধান্য ঘটেছে। কিন্তু জগৎ সম্বন্ধে তাঁর অদম্য কৌতূহল তিনি আমাদের মনে সঞ্চারিত করে দিয়েছেন, তার বিচিত্র রহস্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করেছেন,—এও কম কথা নয়। শিক্ষা দিতে তিনি চেয়েছেন বটে, কিন্তু গুরুগিরি করে নয়, বন্ধুসম্মিত ভাবে।

অন্যান্য উপন্যাস: 'লভ অ্যাণ্ড লুইশাম' (Love and Lewisham); 'দ্য ওঅর ইন্ দ্য এয়ার' (The War in the Air = আকাশ-যুদ্ধ); 'দ্য ওঅর অব্ দ্য ওঅর্ল্ড্‌স্' (The War of the Worlds = জগৎ-যুদ্ধ); 'দ্য ওঅর্ল্ড অব উইলিয়ম ক্লিসোল্ড্' (The World of William Clissold = উইলিয়ম ক্লিসোল্ডের জগৎ); 'দ্য ইন্‌ভিজিবল্ ম্যান্' (The Invisible Man = অদৃশ্য মানুষ); 'দ্য নিউ মাকিয়াভেলি' (The New Machiavelli = নূতন মাকিয়াভেলি। মাকিয়াভেলি = ইটালির বিখ্যাত কূটরাজনীতিবিদ্)। 'দ্য ফুড্ অব দ্য গডস্' (The Food of the Gods = দেব-খাদ্য); 'এ মডার্ন ইউটোপিয়া' (A Modern Utopia = নূতন স্বর্গের স্বপ্ন); 'দ্য আন্‌ডাইয়িং ফায়ার' (The Undying Fire = অনির্বাণ আগুন)।

ইতিহাস: 'অ্যান্ আউটলাইন অব দ্য হিস্ট্রি অব দ্য ওঅর্ল্ড' (An Outline of the History of the World = পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস)।

প্রবন্ধ: 'অ্যান্টিসিপেশন্‌স্' (Anticipations = আশা); 'দ্য সায়েন্স অব লাইফ' (The Science of Life = জীবন-বিজ্ঞান)। 'দ্য ওঅর্ক, ওয়েল্‌থ্ অ্যাণ্ড্ হ্যাপিনেস অব ম্যান্‌কাইণ্ড' (The Work, Wealth and Happiness of Mankind = কাজ, সম্পদ ও মানুষের সুখ)।

তাঁর আত্মজীবনীও তথ্যসমৃদ্ধ এবং চিত্তাকর্ষক।

আর্নল্ড বেনেট্ (Arnold Bennett : ১৮৬৭-১৯৩১)

'পটারি টাউন্‌স্' (Pottery Towns) বা কুমোরদের শহর নিয়ে কয়েকখানি উপন্যাস লিখে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। পাঁচটি শহর তাঁর প্রধান উপন্যাসসমূহের পটভূমি। এচ. জি. ওয়েলস্ ছিলেন সমাজের শিক্ষক, আর্নল্ড বেনেট সমাজের চিত্রকর। আঞ্চলিক জীবন তাঁর কলমে সুন্দর ফুটে উঠেছে। [ট্রলপ্, ব্রন্টি এবং হার্ডির উপন্যাসেও আমরা সুন্দর আঞ্চলিক চিত্র পেয়েছি।] তাঁর প্রথম উপন্যাস 'অ্যানা অব দ্য ফাইভ্ টাউন্‌স্' (Anna of the Five Towns = পাঁচ শহরের অ্যানা)। 'ওল্ড ওয়াইভস্ টেল্'-ও (Old Wives' Tale = বুড়ী গিন্নীদের কথা) ঐ অঞ্চলেরই আখ্যান। দুই বোনের বাল্যকাল থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত জীবনের কাহিনী। প্রতিদিনের খুঁটিনাটি ব্যাপার এতে শিল্পীর হাতে নূতন সৌন্দর্যলাভ করেছে। এখানিতেই তিনি প্রথম প্রতিষ্ঠালাভ করেন। ক্লে-হ্যাঙ্গার পরিবারের তিনটি আখ্যান একত্র সংকলিত হয়েছে 'ক্লে-হ্যাঙ্গার ফ্যামিলি'-তে (Clayhanger Family)।

প্রথম মহাযুদ্ধকালের উপন্যাস 'দ্য প্রিটি লেডি'তে (The Pretty Lady = সুন্দরী) ঐ সময়ের সামাজিক ব্যভিচারের দৃষ্টান্ত

বর্ণিত হয়েছে। অনেকে বইখানির বিরুদ্ধে কুরুচির অভিযোগ করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে লেখক এতে পাপকে রমণীয় করে আঁকেননি, তার কদর্যতাকেই উদ্‌ঘাটিত করেছেন।

এর পর তাঁর সৃষ্টিপ্রতিভা ক্রমশঃ অস্তোন্মুখ হয়েছে।

অন্যান্য উপন্যাস : 'দ্য গ্র্যাণ্ড ব্যাবিলন হোটেল' (The Grand Babylon Hotel); 'রাইসিম্যান্ স্টেপস্' (Riceyman Steps); 'এ ম্যান্ ফ্রম্ দ্য নর্থ' (A Man from the North = উত্তরাঞ্চলের মানুষ); 'বেরিড অ্যালাইভ্' (Buried Alive = জীবন্ত সমাধি); 'দ্য কার্ড' (The Card = তাস)।

জন্ গল্‌স্‌ওঅর্দি (John Galsworthy : ১৮৬৭-১৯৩৩)

প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক এবং নাট্যকার। মানব-মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতিকে তিনি তাঁর উপন্যাসে ও নাটকে নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। অভিজাত ঘরে জন্ম, কিন্তু আভিজাত্যের অভিমান তাঁর নেই। দীনদুঃখী পাপীতাপী সকলের প্রতি তাঁর উদার সহানুভূতি। সমকালীন রুশ কথাসাহিত্য থেকে সম্ভবতঃ তিনি প্রেরণা পেয়েছেন। অবশ্য, জীবনকে দেখেছেন এবং এঁকেছেন আপন অভিজ্ঞতার আলোকে। 'দ্য ফর্‌সাইট্ সাগা'য় (The Forsyte Saga = ফর্‌সাইট-গাথা) তিনি ফর্‌সাইট বংশের তিন পুরুষের কাহিনী অবলম্বনে ইংলণ্ডের সামাজিক বিবর্তনের বিরাট চিত্র এঁকেছেন। পুরোনো আভিজাত্যের সঙ্গে জড়িত প্রভুত্বস্পৃহা এবং ভোগ-লালসার দৃষ্টান্ত তিনি দেখিয়েছেন সোম্‌সের চরিত্রে। [স্মরণীয় : রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' উপন্যাসের পূর্বনাম ছিল 'তিনপুরুষ'। তাতেও পুরুষানুক্রমিক পরিবর্তনের আভাস আছে।] কেউ কেউ বলেন, প্রকৃত উপন্যাস হল এ যুগের মহাকাব্য। এ কালের কোন কোন উপন্যাসে মহাকাব্যের মতই পুরুষানুক্রমিক কাহিনী, বিষয়ের বিস্তার এবং কল্পনার বিশালতা দেখা গিয়েছে।

অন্যান্য উপন্যাস : 'দ্য কান্ট্রি হাউস' (The Country House = পল্লীভবন); 'দ্য প্যাট্রিশিয়ান' (The Patrician = অভিজাত); 'দ্য আইল্যাণ্ড ফ্যারিসীজ' (The Island Pharisees = দ্বীপের আচারনিষ্ঠদল)।

ছোটগল্প এবং প্রবন্ধেও তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। 'দ্য ইন্ অব ট্রাঙ্কুয়িলিটি' (The Inn of Tranquility = শান্তি-নিবাস) উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের বই।

জোসেফ কন্‌রাড্ (Joseph Conrad : ১৮৫৭-১৯২৪)

সমুদ্রবক্ষের কথা এমন সুন্দর করে আর কেউ উপন্যাসে লিখেছেন কিনা সন্দেহ। কন্‌রাড জাতিতে পোলিশ, কিন্তু ইংরেজীকেই তিনি তাঁর স্ব-ভাষারূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কাহিনীর পাত্রপাত্রী নানা দেশের লোক। সেদিক থেকে দেখলে, তিনি 'পৃথিবীর অধিবাসী'। নাবিক-জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখেছেন বলেই বোধহয় তাঁর বর্ণনা এত স্বাভাবিক ও সজীব হতে পেরেছে। তাঁর উপন্যাস : 'টাইফুন' (Typhoon = সামুদ্রিক ঝড়); 'দ্য মিরর্ অব্ দ্য সী' (The Mirror of the Sea = সাগর-মুকুর); 'অল্‌মেয়ার্স ফলি' (Almayer's Folly = অল্‌মেয়ারের বোকামি); 'অ্যান্ আউটকাস্ট অব্ দ্য আইল্যাণ্ডস্' (An Outcast of the Islands = জাতিচ্যুত); 'দ্য নিগার অব্ দ্য নার্সিসাস্' (The Nigger of the Narcissus); 'লর্ড জিম্' (Lord Jim); 'দ্য অ্যারো অব্ গোল্ড' (The Arrow of Gold = স্বর্ণতীর) ইত্যাদি।

কয়েকটি সুন্দর ছোটগল্পও তিনি লিখেছেন।

কোনান্ ডয়্‌ল্ (Conan Doyle : ১৮৫৯-১৯৩০) : গোয়েন্দা-উপন্যাসে অদ্বিতীয়। 'শার্লক হোম্‌স্'-কাহিনীতে অসাধারণ মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন।

নতুন ধরণের জীবনচিত্র এবং অভিনব পরীক্ষা-নিরীক্ষাও এই সময়েই শুরু হয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে এবং পরে অনেকে সমাজের ভাঙনের রূপ এঁকেছেন বা উপন্যাসে প্রচলিত প্রথা পরিহার করেছেন। তাঁদের কথা আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে বলব।

নাটক ঃ

নাটকে প্রথমেই যে দু'টি নাম মনে পড়বে, সে হল বার্ণার্ড শ' এবং গল্স্ওঅর্দি। তার পর আইরিশ থিয়েটারের প্রসঙ্গে মনে পড়বে ইয়েট্স্ এবং সিঙের নাম।

জর্জ্ বার্ণার্ড শ' (George Bernard Shaw : ১৮৫৬-১৯৫০)

ক্ষুরধার বুদ্ধি এবং অসাধারণ বাঙ্নৈপুণ্য শ'-এর বৈশিষ্ট্য। ঘটনা অবশ্য নাটকে আছে,—তা ছাড়া নাটক হয় না—কিন্তু তাঁর নাটকের প্রধান আকর্ষণ উজ্জ্বল সংলাপ; পাত্রপাত্রীদের কথার চমকে আর সব ভুলে যেতে হয়।

আয়ারল্যাণ্ড—ডাবলিনে তাঁর জন্ম। মায়ের কাছ থেকে তিনি পেয়েছিলেন স্বাধীনচিত্ততা আর সঙ্গীতপ্রিয়তা। লণ্ডনে তাঁর প্রথম সাহিত্য-চেষ্টা সফল হয়নি। কয়েকখানি উপন্যাস প্রকাশকদের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। শেলির মানব-প্রেমের আদর্শ তাঁর মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। সিড্নি ওয়েব্ এবং তাঁর বন্ধুগণ যে ফেবিয়ান সমাজতন্ত্রী দল গড়েছিলেন, তিনি তার সদস্য হন এবং সমাজতান্ত্রিক মত প্রচারে উদ্‌যোগী হন। জীবিকার জন্য কিছু দিন তিনি সাংবাদিক বৃত্তি অবলম্বন করেছিলেন। 'স্যাটারডে রিভিউ'র নাট্যসমালোচকরূপে তিনি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

নাটকে তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ এবং ইংরেজী সাহিত্যের প্রধান নাট্যকারদের তিনি অন্যতম। অথচ, বিচার করতে গেলে

তাঁর নাটকের ত্রুটি কম নয়। অনেক সময়ে মনে হয়, তাঁর নাটকের পাত্রপাত্রী রক্তমাংসের সজীব নরনারী নয়, ঝলমলানো কথার তুবড়ি। ঘটনা যেটুকু আছে, সে সামান্য, যেন ঐ কথাগুলোকে সুযোগ দেবার জন্যই আছে। চরিত্রও সর্বত্র স্বাভাবিক বা যথাযথ নয়, কেননা তারা প্রায়ই মত প্রচারের বাহনমাত্র। কিন্তু এ সকল ত্রুটি সত্ত্বেও বিন্যাসের গুণে, ভাষার চমকে তাঁর নাটক শ্রোতাদের অভিভূত করে রাখে এবং তাঁর নাট্যপ্রতিভা সর্ববাদিসম্মত।

রোমান্টিকতার তিনি বিরোধী। তা বলে তাঁর নাটক সম্পূর্ণ বাস্তব, এ কথা বলা কঠিন। সংসারের মানুষ শুধু কথা-সর্বস্ব নয়। কত ভাঙাগড়া, হাসি অশ্রু তাদের জীবনে। সেগুলির যথাযথ চিত্রণ মস্তিষ্কের নয়, প্রধানতঃ হৃদয়ের অপেক্ষা রাখে।

নর্‌ওয়ের নাট্যকার ইবসেন আধুনিক নাট্য-আন্দোলনের গুরু। তিনি সামাজিক সমস্যাসমূহকে নাটকের মধ্য দিয়ে সুন্দর রূপ দিয়েছেন। বার্নার্ড শ' তাঁর অনুরাগী এবং অনুগামী। 'কুইণ্টেসেন্স অব ইবসেনিজম্' (Quintessence of Ibsenism = ইবসেনী রীতির সার কথা) প্রবন্ধে তিনি এ বিষয়ে তাঁর ধারণা ব্যক্ত করেছেন। শেক্‌স্পিয়রের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেও তিনি তাঁর রোমান্টিক কল্পনার প্রতি কটাক্ষ করেছেন।

'আর্ট ফর আর্টস্ সেক' বা 'শিল্পের জন্যই শিল্প'—এ মতের তিনি সমর্থক নন। তিনি বলেন: "শুধু শিল্পের খাতিরে আমি একটি লাইন লেখার কষ্টও স্বীকার করতে রাজি নই।" ['ম্যান্ অ্যাণ্ড সুপারম্যান' নাটকের ভূমিকা।] তাঁর বিশ্বাস, সাহিত্য সামাজিক শিক্ষার জন্য, জীবনের জন্য। জীবনের চেয়ে শিল্পকে তিনি বেশী খাতির করতে রাজি নন। কিন্তু তিনি স্বভাবতঃ শিল্পী, অনবদ্য ভাষা-শিল্পী। তাঁর শিল্প নিয়োজিত হয়েছে বিচার-বিশ্লেষণে, সমাজে নূতন চিন্তা উদ্বোধনের উদ্দেশ্যে।

গতানুগতিক ধর্মাচরণে তাঁর আস্থা ছিল না। তা বলে তিনি নাস্তিকও নন। তাঁর বিশ্বাস, 'জীবন-শক্তি' (Life-force) মানুষকে বিকাশের পথে নিয়ে যেতে চায়। মানুষেরও তাতে সক্রিয় সহযোগিতা আবশ্যক। উভয়ের যোগে পৃথিবীতে একদিন অতিমানবের (Superman) আবির্ভাব হবে। নিশ্চেষ্ট দুর্বল মানুষ পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না ; তাকে মানসিক ও নৈতিক শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। প্রকৃত সাধনা শাস্ত্রবিধি পালন নয়, জগতের মঙ্গলের জন্য কাজ এবং সেবা। অনেক বিষয়ে তাঁর মত বৈপ্লবিক ; কিন্তু তিনি উচ্ছৃঙ্খলতার সমর্থক নন। জীবনে তিনি মিতাচারী এবং সংযমী ; আর আনুষ্ঠানিক নীতিতে না হলেও অন্তরের গভীরতর নীতিতে অর্থাৎ মানবিক মহত্ত্বে তিনি শ্রদ্ধাবান্।

তাঁর নাটক : 'প্লেজ্ প্লেজান্ট অ্যাণ্ড আন্‌প্লেজান্ট' (Plays Pleasant and Unpleasant = প্রিয় ও অপ্রিয় নাটক) ; 'থ্রী প্লেজ্ ফর পিউরিটান্‌স্' (Three Plays for Puritans = শুচিতা-পন্থীদের জন্য তিনখানি নাটক) ; 'ম্যান্ অ্যাণ্ড সুপারম্যান্' (Man and Superman = মানব ও অতিমানব) ; 'জন্ বুল্‌স্ আদার আইল্যাণ্ড' (John Bull's Other Island = জন্ বুলের-অপর দ্বীপ) ; 'মেজর বার্বারা' (Major Barbara) ; 'দ্য ডক্টর্স ডিলেমা' (The Doctor's Dilemma = ডাক্তারের দ্বিধা) ; 'দ্য শোয়িং আপ অব্ ব্লাঙ্কো পস্‌নেট' (The Showing up of Blanco Posnet = ব্লাঙ্কো পস্‌নেটের স্বরূপ-মোচন) ; 'ফ্যানিজ্ ফার্ষ্ট প্লে' (Fanny's First Play = ফ্যানির প্রথম নাটক) ; 'অ্যাণ্ড্রোক্লিস্ অ্যাণ্ড দ্য লায়ন' (Androcles and the Lion = অ্যাণ্ড্রোক্লিস্ ও সিংহ) ; 'পিগ্‌ম্যালিয়ন' (Pygmalion) ; 'হার্টব্রেক হাউস্' (Heartbreak House = ভগ্নহৃদয়ের ভবন) ; 'ব্যাক্ টু মেথুসেলা' (Back to Methuselah = আবার মেথুসেলায়) ; 'সেন্ট জো'ন্'

(St. Joan); 'কাণ্ডিডা'(Candida); 'মিসেস্ ওয়ারেন্স্ প্রোফেশন্' (Mrs. Warren's Profession = শ্রীমতী ওয়ারেনের পেশা); 'দ্য অ্যাপল্ কার্ট' (The Apple Cart = আপেল গাড়ি); 'সীজার অ্যাণ্ড ক্লিওপেট্রা' (Caesar and Cleopatra); 'আর্মস্ অ্যাণ্ড দ্য ম্যান' (Arms and the Man = অস্ত্র ও মানুষ); দ্য ডেভিল্স্ ডিসাইপ্‌ল্' (The Devil's Disciple = শয়তানের চেলা)।

প্রায় প্রতি নাটকেই দীর্ঘ ভূমিকায় তিনি আপন বক্তব্য স্পষ্ট করে বোঝাতে চেয়েছেন। 'অ্যান্ আনসোশাল্ সোসালিস্ট' (An Unsocial Socialist) প্রভৃতি দু'একখানি উপন্যাসও তিনি লিখেছেন। আর, তাঁর প্রবন্ধ নানাবিধ: নাটক, সঙ্গীত, সাহিত্য, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি সংক্রান্ত। একখানি সুপ্রচলিত প্রবন্ধের বই 'অ্যান্ ইন্টেলিজেণ্ট উওম্যান্স্ গাইড টু সোশ্যালিজম্ অ্যাণ্ড ক্যাপিটালিজম্' (An Intelligent Woman's Guide to Socialism and Capitalism = সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্র সম্বন্ধে বুদ্ধিমতী মহিলার নির্দেশিকা)।

জন্ গল্‌স্‌ওঅর্দি (John Galsworthy : ১৮৭৭-১৯৩৩)

উপন্যাস এবং নাটক উভয়ক্ষেত্রেই গল্‌স্‌ওঅর্দির নাম। প্রবন্ধ রচনাতেও তিনি দক্ষতার প্রমাণ রেখে গেছেন। ['ফর্‌সাইট্ সাগা' তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস। 'দ্য ইন্ অব্ ট্রাংকুইলিটি' সুন্দর প্রবন্ধের বই।]

গল্‌স্‌ওঅর্দিও সমাজহিতৈষী, কিন্তু তাঁর নাটক বার্ণার্ড শ'র নাটকের মতো প্রত্যক্ষতঃ প্রচারধর্মী নয়। আখ্যান-বিন্যাসে এবং চরিত্র-চিত্রণে তিনি স্বাভাবিকতা রক্ষা করে চলেছেন। তাঁর বর্ণিত নরনারী কেবলমাত্র ভাবের বাহন নয়, তারা স্বাভাবিক মানুষের মতোই চলে ফেরে হাসে কাঁদে, দেখে মনে হয় তারা সজীব। তিনি সমাজকে শিক্ষা দিতে চান—বক্তৃতায় নয়, জীবন-চিত্রের মাধ্যমে;

বিভিন্ন অবস্থায় মানুষের আচরণ এবং তার পরিণাম দেখে যাই, তা থেকে যদি শিক্ষা পাই পাব, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তিনি তার অতিরিক্ত কিছু আমাদের শোনাতে চান না। 'দ্য ইন্ অব্ ট্রাংকুইলিটি'র নাটক-সংক্রান্ত একটি রূপক-রচনায় তিনি 'সী-থ্রু' নামক এক ব্যক্তির কল্পনা করেছেন। অন্ধকারে আলো ধরে পথ দেখানো তার কাজ। তাঁর মতে, নাট্যকার এবং ঔপন্যাসিকেরও কাজ ওই,—আলো ধরে জীবনের পথ যথাযথ রূপে দেখিয়ে দেওয়া। তিনি 'ন্যাচারালিস্টিক' বা স্বভাবানুগত শিল্পের পক্ষপাতী। অন্ধ সংস্কারের বা ভাবালুতার বাষ্পাচ্ছন্ন চোখে নয়, তিনি সকল বস্তুকে দেখতে চান যথাস্থানে সুসঙ্গত তার প্রকৃতরূপে।

দীন দুঃখী আর্ত ও বিপন্নের প্রতি নিবিড় সহানুভূতি তাঁর নাটকে জীবনরস সঞ্চার করেছে, এবং মাত্রাবোধ ও প্রখর শিল্প-চেতনা তাঁকে সর্বপ্রকার আতিশয্য থেকে রেখেছে মুক্ত। পাত্রপাত্রী, ঘটনা ও সংলাপ—মনে হয় নিতান্ত সাধারণ, অথচ তাকেই অবলম্বন করে তিনি মানব-জীবনের গভীর বেদনার সন্ধান দিয়েছেন। কোন না কোন সামাজিক সমস্যা প্রায় তাঁর প্রতি নাটকেই আছে। কিন্তু সেখানে পীড়িত বা পীড়ক কোন পক্ষই মানবতা-বর্জিত নয়, সকলেই দোষে গুণে জড়িত। ঘটনাচক্রে বিশেষ অবস্থায় দু' জনের দুই ভূমিকা। তিনি বলতে চেয়েছেন, কার্যক্ষেত্রে মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়, তার আচরণের উপর কাজ করছে অলক্ষিত সমাজ-শক্তি।

'দ্য সিল্ভার বক্স' (The Silver Box = রূপোর বাক্স) নাটকে, দেখানো হয়েছে আইনের পক্ষপাত। চুরির অপরাধে দু'জন দোষী—একজন বিলাসী ধনীপুত্র, আর একজন গরীব ঝিয়ের স্বামী। প্রথম জন চুরি করেছে দুরভিসন্ধি নিয়ে। দ্বিতীয় জন পেটের দায়ে। অথচ ধনীর দুলাল পেলো মুক্তি। কারাদণ্ড হল গরীবের।

অন্যের বেলায় যে মাপকাঠি, নিজের বেলায় তা নয়,—এই হল সংসারের রীতি। 'জয়' (Joy) নাটকে দেখি তারই দৃষ্টান্ত। মিসেস্

গুইনের গৃহত্যাগে বাধা দিল তাঁর একান্ত আদরের মেয়ে 'জয়'। কিন্তু সে নিজে যখন প্রেমে পড়ে গৃহত্যাগ করল, তখন মা-বাপের দিকে ফিরেও তাকাল না।

পরের কথা কেউ ভাবে না, তাতেই সংসারে অশান্তি, সমাজে অশান্তি। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও অনেক বিরোধ সহজে মিটতে পারত, পরস্পরের সুবিধা অসুবিধার কথা সবাই ভাবলে। 'স্ট্রাইফ' (Strife = সংগ্রাম) একটি শ্রমিক-আন্দোলনের চিত্র। টিন-প্লেটের কারখানায় দীর্ঘদিন চলেছে ধর্মঘট। আপোষ আলোচনা হয়েছে ব্যর্থ। মালিক মজুর উভয় পক্ষ চলেছে জেদের বশে। শেষ পর্যন্ত মালিকের ব্যবসা বসেছে ডুবতে, শ্রমিকেরা মরছে অনাহারে। মিটমাট করতে হল, কিন্তু লাভ হল না কারও। ব্যবসা ঠিকভাবে চললে মালিক যা দিতে পারত, আজ তা দেবার সামর্থ্য তার নেই; শ্রমিকেরও আর বসে থাকা অসম্ভব, কেননা, তা হলে নিশ্চিত মৃত্যু।

'জাস্টিস্' (Justice = বিচার) নাটকে এক দরিদ্র কেরানীর অন্তর্দ্বন্দ্বের কাহিনী বলেছেন তিনি পরম অনুকম্পার সঙ্গে। ফল্ডার ভালোবেসেছিল একটি দুঃখিনী মেয়েকে। তাকে নিয়ে সে বিদেশ যাবে, কিন্তু হাতে টাকা নেই। অনেক ভেবেচিন্তে মুহূর্তের দুর্বলতায় সে একখানি চেক জাল করে ফেলল। ভেবেছিল, দু'দিন পরে টাকা শোধ দিয়ে সব ঠিক করে নেবে। কিন্তু জালিয়াতি ধরা পড়ল। জেল হল তার। জেল থেকে যখন সে বেরুল ভাঙা শরীর আর ভাঙা মন নিয়ে, তখন কোন কাজে আর তার উৎসাহ নেই। তবু চেষ্টা করল, কোনমতে জীবিকার সংস্থান করতে। পুলিসের খরদৃষ্টি সে সুযোগ তাকে দিল না। আশাহীন জীবনের অবসান ঘটালো সে নিজেই। 'বিচার' তাকে ভালো করতে গিয়ে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিল।

এখানেও তিনি সোজাসুজি কোন উপদেশ দিতে বসেননি।

শরৎচন্দ্র যেমন বলেছিলেন, তিনি প্রশ্নই উপস্থিত করেছেন পাঠকের কাছে, কোন সমাধান দিতে চাননি, গলস্ওয়র্দিও যেন তেমনি। তত্ত্ববিচারের চেয়ে তাঁর কাছে মানবিক আবেদন অনেক বড়। তাঁর অন্যান্য নাটক : 'দ্য লিট্‌ল ড্রীম্' (The Little Dream = ছোট্ট স্বপ্ন); 'দ্য পীজন্' (The Pigeon = পায়রা); 'দ্য এলডেস্ট্ সন্' (The Eldest Son = জ্যেষ্ঠপুত্র); 'দ্য ফিউজিটিভ্' (The Fugitive = পলাতক); 'দ্য মব্' (The Mob = জনগণ); 'এ বিট অব লভ্' (A Bit of Love = একটু ভালবাসা); 'দ্য ফাউণ্ডেশন্' (The Foundation = ভিত্তি); 'দ্য স্কিন্ গেম্' (The Skin Game = খেলা); 'উইণ্ডোজ্' (Windows = জানালা)।

আইরিশ থিয়েটার : ইয়েট্‌স্, সিঙ, স্যন্ ও'কেসি

উইলিয়ম বাটলার ইয়েট্‌স্ (William Butler Yeats : ১৮৬৫-১৯৩৯)

আইরিশ থিয়েটার বা আয়ারল্যাণ্ডের জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠায় প্রধান উদ্‌যোক্তা ছিলেন ইয়েট্‌স্। কাব্য-প্রসঙ্গে আমরা তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। আয়ারল্যাণ্ডের প্রাচীন গাথা ও কাহিনী অবলম্বন করে তিনি নাট্যসাহিত্যে এক নূতন রূপলোক সৃষ্টি করেন। এ. ই. (A. E.) অর্থাৎ জর্জ রাসেল (George Russell) এবং জে. এম্. সিঙ (J. M. Synge)* এই আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দু'জন শক্তিমান্ নাট্যকার। অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে স্যন্ ও'কেসি-ও (Sean O'Casey) এক্ষেত্রে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। 'দ্য কাউণ্টেস্ ক্যাথ্‌লীন' (The Countess Cathleen), 'দ্য ল্যাণ্ড্ অব্ হার্টস্ ডিজায়ার' (The Land of Heart's Desire = মনের মতন দেশ), 'ক্যাথ্‌লীন-নি-হুলিহান' (Cathleen ni Houlihan), 'দ্য শ্যাডোয়ি ওঅটার্স'

* প্রকৃত উচ্চারণ 'সিঞ্জ' নয়, 'সিঙ'।

(The Shadowy Waters = ছায়ার জল), 'দ্য আওয়ার গ্লাস' (The Hour Glass = সময়মুকুর, বা ঘটিকা-মুকুর), 'দ্য কিংস্ থ্রেশোল্ড' (The King's Threshold = রাজ-দেহলী), 'দিয়ার্ড্রি' (Deirdre) মধুর কবিত্বময় নাটক।

'দ্য ল্যাণ্ড অব্ হার্টস্ ডিজায়ার'-এ বৃদ্ধা শ্বাশুড়ী খিট্‌খিট্ করেন দিনরাত্তির। সংসার-চিন্তায় থাকেন ডুবে। বুঝতে পারেন না বালিকা পুত্রবধূর মনের কথা। বধূ একা বসে ভাবে পুরাকালের রাজকন্যার কথা, শুনতে পায় বনের পথে পরীদের ডাক। জ্যোৎস্নায় শুভ্রচরণে তারা নাচে, দুগ্ধশুভ্র হাত ধরাধরি করে।

'ক্যাথলীন-নি-হুলিহান'-এ মাইকেল চলেছিল বিয়ে করতে। এমন সময়ে দেখা দিলেন এক বৃদ্ধা। বিয়ের আগ্রহ আর রইল না মাইকেলের। সে শুনল আর এক জীবনের আহ্বান। বৃদ্ধার সহসা রূপান্তর ঘটল। তিনি দেখা দিলেন লাবণ্যময়ী তরুণী মূর্তিতে। রাণীর মত তাঁর গরিমা। এ বৃদ্ধা আর কেউ নন, কাউণ্টেস্-নি-হুলিহান, আয়ারল্যাণ্ডের ভাব-প্রতিমা।

অধিকাংশ নাটকই তাঁর এমনি রূপকথার স্বপ্নমায়াময়, কতকটা হয়তো রূপক। নাট্যগুণের চেয়ে কাব্যগুণ এগুলিতে বেশী।

জন্ মিলিংটন সিঙ্ (John Millington Synge : ১৮৭১-১৯০৯)

ইয়েট্‌সের সংস্পর্শে এসে তিনি আয়ারল্যাণ্ডের জন-জীবন নিয়ে নাটক রচনার প্রেরণা লাভ করেন। 'রাইডার্স টু দ্য সী' (Riders to the Sea = সাগরযাত্রী) তাঁর প্রসিদ্ধতম নাটক। কল্পনার স্নিগ্ধ আলোয় বাস্তব-জীবনের একটি করুণ চিত্র অপরূপ হয়ে দেখা দিয়েছে এই নাটকে। তীরে একটি নিরালা কুটীর। বাইরে সমুদ্রের অশান্ত গর্জন। মৌরিয়া বসে ভাবছে, ঐ সমুদ্রের অতলতলে কোথায় হারিয়ে গেছে তার ঠাকুরদা, বাবা আর চারটি ছেলে। আজ ছোট ছেলেটি যাবে সমুদ্রপথে দূরের হাটে ঘোড়া কিনতে।

হয়তো এরও একই গতি। আর সত্যি সত্যি তাই ঘটল। মৌরিয়ার ঘরে শোকের অন্ধকার। রহস্যময় অন্তহীন সমুদ্র, আর জীর্ণ কুটীরে অপার বেদনা নিয়ে কম্পমান একটি নারীর হৃদয় গম্ভীর বিষণ্ণ মহিমা নিয়ে দেখা দিয়েছে এই জীবনচিত্রে। বিশাল প্রকৃতির কাছে মানুষ কত অসহায়, মর্মে মর্মে অনুভব করি এখানে।

আর একখানি করুণ নাটক 'দিয়াদ্রি অব্ দ্য সরোজ' (Deirdre of the Sorrows = দুঃখিনী দিয়াদ্রি), আয়ারল্যাণ্ডের পুরাকাহিনী অবলম্বনে লেখা। ইয়েট্‌স্ এবং জর্জ রাসেলও এই কাহিনী নিয়ে নাটক লিখেছেন। রাজা কঙ্কুবারের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল দিয়াদ্রির, কিন্তু সে ভালোবাসত 'নাইসি'-কে (Naisi)। জানতে পেরে রাজা নিমন্ত্রণের ছল করে নাইসিকে হত্যা করেন। দিয়াদ্রিও সেই সঙ্গেই আত্মঘাতিনী হয়।

'প্লে-বয় অব্ দ্য ওয়েস্টার্ণ ওঅর্লড' (Playboy of the Western World = পশ্চিম জগতের নাটুকে ছেলে) কতকটা বিদ্রূপাত্মক কমেডি। এক শ্রেণীর আইরিশ যুবকের ভাবপ্রবণতা ও বাক্‌সর্বস্বতাকে তিনি ব্যঙ্গ করেছেন। দুর্বল-চিত্ত ক্রিস্টি বিদেশে গিয়ে মেয়েদের কাছে গর্ব করে বলে বেড়াতে লাগল, কাপুরুষতা তার চিরশত্রু, বাপকেও সে খুন করে এসেছে। তার বীরত্বের গল্প শুনে বাহবা দিল অনেকে। এমন কি, পেগীন তার 'হাবা-গবা' পূর্ব-প্রণয়ীকে ছেড়ে মনে মনে তাকেই বরণ করে নিল। কিন্তু এমন সময়ে একদিন ক্রিস্টির বাবা সশরীরে উপস্থিত হয়ে তাকে খুব ধমকিয়ে চলে গেলেন। পেগীন দেখল, তার 'বীরপুরুষ' নিতান্ত মাটির পুতুল। বিদ্রূপে তিরস্কারে সে ক্রিস্টিকে জর্জরিত করে তুলল। ক্রিস্টি মরিয়া হয়ে ছুটে গিয়ে বাপকে আঘাত করল। ভাবল, এইবারে নিশ্চয় তিনি মারা গেছেন। কিন্তু, লোকেরা তার বীরত্বের প্রশংসা করতে ছুটে এলো না, বেঁধে পুলিসের কাছে নিয়ে চলল। ক্রিস্টির বাবা—চাষী মানুষ—সামান্য আঘাতে মরবার পাত্র নন।

তিনি উঠে এসে ছেলের পক্ষ নিয়ে দাঁড়ালেন। পিতাপুত্রে মিলন হল। পেগীনের পূর্ব প্রণয়ী ভেবেছিল, এইবারে পেগীন তাকে বিয়ে করতে ছুটে আসবে, কিন্তু না, ভীরুতার অপরাধে সে পেগীনের হাতে কানমলা খেল। হাস্যরসের খাতিরে হয়তো একটু অস্বাভাবিকতার আমদানি করা হয়েছে, কিন্তু নাটকটি প্রাণবন্ত।

তাঁর আর দু'খানি নাটক 'ইন্ দ্য শ্যাডো অব্ দ্য গ্লেন' (In the Shadow of the Glen = উপত্যকার ছায়ায়), আর 'দ্য ওয়েল অব্ দ্য সেণ্টস্' (The Well of the Saints = সাধুর কূপ)। ঐ দু'খানিতেও বিদ্রূপে কৌতুকে করুণায় কল্পনায় মিশিয়ে তিনি আয়ারল্যাণ্ডের চাষী-জীবনের ছবি এঁকেছেন।

প্রথমখানিতে: উপত্যকায় একখানি ছোট্ট ঘর। ডেনিয়েল বার্কের মৃত্যুশয্যা। স্ত্রী নোরা মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। আর ঘরের মধ্যে বন্দিনী হয়ে থাকতে ভালো লাগে না। ধূসর পথ, দূরপ্রসারী বিল, মুক্ত জীবন। সেই মুক্তিরই বার্তা নিয়ে আসে 'পথিক' ('ট্র্যাম্প')। প্রণয় নিবেদন করতে আসে 'মাইক'। হঠাৎ হাঁচির শব্দে নোরা চমকে ওঠে। ডেনিয়েল উঠে দাঁড়িয়ে বলে, সে এতক্ষণ তার স্ত্রীকে পরীক্ষা করছিল মাত্র; তার ঘরে আর নোরার ঠাঁই হবে না। নোরা ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায়। হয়তো পথিক অপেক্ষা করছে।

দ্বিতীয়খানিতে: অন্ধ ভিখারী আর ভিখারিণী গেল এক সাধুর আশ্রমে। পবিত্র কূপের জল ছিটিয়ে তিনি তাদের চোখ ভালো করে দিলেন। দীর্ঘদিন তারা পরস্পরের সঙ্গী, পরস্পরকে সুন্দর বলে ভেবেছে। আজ একে অপরকে দেখে, অতি কুৎসিত। দু'জনে তুমুল ঝগড়া বেধে গেল, মারামারিও হল। ফিরে এলো অন্ধতা। অন্ধকারে চলতে চলতে একজন হুমড়ি খেয়ে পড়ল অন্যের গায়ে। আলাপ শুরু হল। পুরোনো হৃদ্যতা ফিরে এল। হেসে উঠল দুজনেই। এমন সময়ে সাধু এসে আবার তাদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে

দিতে চাইলেন, কিন্তু—না, আর দরকার নেই, এই তারা ভালো আছে।

বাস্তবতার সঙ্গে একটু রূপকের আভাস, একটু কবিত্ব মিলিয়ে নূতন ধরণের নাটক রচনায় সিঙ-এর কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

স্যন্ ও'কেসি (Sean O'Casey : জন্ম ১৮৮৮)

আইরিশ জাতীয় নাট্য আন্দোলনের দিক্ থেকে ইয়েট্স্ এবং সিঙএর পরেই ও'কেসির নাম উল্লেখযোগ্য। আন্দোলনের উদ্‌যোক্তাদের প্রতিষ্ঠিত 'অ্যাবি থিয়েটারে'—সিঙ্‌এর নাটকের পরে—কিছুদিন ভাঁটা পড়ে এসেছিল। ও'কেসির নাটক তাঁকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলে।

কিন্তু তাঁর প্রায় সমস্ত রচনাই যুদ্ধোত্তরকালে অর্থাৎ ১৯২০'র পর প্রকাশিত। সেই কারণে আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা করেছি।

লেডি গ্রেগরি (Lady Augusta Gregory : ১৮৫২-১৯৩২)

ইনিও 'আইরিশ থিয়েটার'-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রচনা: 'সেভন শর্ট প্লেজ' (Seven Short Plays = সাতখানি নাটিকা); 'নিউ কমেডিজ' (New Comedies = নূতন সুখাত্ম নাটক)।

এড্‌ওঅর্ড মার্টিন-এর (Edward Martyn) 'দ্য হীদারফীল্ড' (The Heather Field) এবং 'মেভি'-ও (Maeve) এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

বার্ণার্ড শ' জাতিতে আইরিশ হলেও আইরিশ নাট্য-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না।

এই পর্বের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নাট্যকার :

স্যর জেম্‌স্ ব্যারি (Sir James Barrie : ১৮৬০-১৯৩৭)

শিশুদের কথা নিয়ে তাঁর রূপকথাজাতীয় নাটক 'পীটার প্যান' (Peter Pan) অতিশয় জনপ্রিয়। লুইস্ ক্যারলের 'অ্যালিস্ ইন্ ওঅণ্ডরল্যাণ্ড'-এর মত এ বইখানি শিশুসাহিত্যে অমরতা লাভ করেছে। মাতৃহীন বালক—'চিরশিশু'—পীটার প্যান বন্ধুদের নিয়ে পরীর সঙ্গে চলে গেল অসম্ভবের দেশে। সেখানে দস্যু-তস্করদের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহের অনেক মজাদার ঘটনা এ বইয়ে আছে।

অন্যান্য নাটক : 'দ্য প্রফেসর্স লভ্-স্টোরি' (The Professor's Love Story); 'কোয়ালিটি স্ট্রীট' (Quality Street); 'দ্য অ্যাডমিরেবল ক্রাইটন' (The Admirable Crichton); 'লিট্‌ল্ মেরি' (Little Mary); 'ডিয়ার ব্রুটাস্' (Dear Brutus); 'মেরি রোজ' (Mary Rose); 'দ্য বয় ডেভিড' (The Boy David)।

উপন্যাস : টমি অ্যাণ্ড গ্রিজেল' (Tommy and Grizel)।

হার্লি গ্র্যান্‌ভিল্ বার্কার (Harley Granville Barker : ১৮৮৭-১৯৪৬)

রচনা : 'দ্য ওয়েদার হেন' (The Weather Hen); 'প্রুনেলা' (Prunella); 'দ্য ভয়সি ইন্‌হেরিটান্স' (The Voysey Inheritance); 'ওয়েস্ট' (Waste) 'দ্য ম্যাড্রাস হাউজ' (The Madras House); কয়েকখানি সামাজিক নাটকে তিনি নরনারীর নেপথ্য-জীবনের চিত্র এঁকেছেন।

অ্যালান অ্যালেকজাণ্ডার মিল্ (Alan Alexander Milne : জন্ম-১৮৮২)

নাটক : 'দ্য ট্রুথ অ্যাবাউট ব্লেড্‌স্' (The Truth About Blaydes); 'সাক্‌সেস্' (Success); 'বেলিণ্ডা' (Belinda);

'মিঃ পিম্ পাসেজ বাই'; (Mr. Pim Passes By); 'দ্য ডোভার রোড' (The Dover Road); 'টোড্ অব্ টোড্ হল্' (Toad of Toad Hall); 'জেন্টল্‌ম্যান্ আন্‌নোন্' (Gentleman Unknown); রোমাঞ্চ-নাটক 'দ্য ফোর্থ ওঅল্' (The Fourth Wall)।

কবিতা : 'হোয়েন্ উয়ি ওয়্যার ভেরি ইয়ং' (When we were very young = যখন আমরা খুব ছোট ছিলাম)।

প্রবন্ধ :

সাময়িক পত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে হাল্‌কা সুখপাঠ্য প্রবন্ধের সংখ্যা বাড়ছে। হাস্য-কৌতুকে, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে, স্নিগ্ধ কবিত্বে অনেক রচনা উজ্জ্বল। আবার বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক এবং সমালোচনা-জাতীয় প্রবন্ধে সরস ভাবে তথ্যসম্ভার পরিবেশনের দৃষ্টান্তও কম নয়। বস্তুতঃ অভিজ্ঞতায়, চিন্তাশীলতায় এবং প্রকাশভঙ্গীর বৈচিত্র্যে নব্য সাহিত্য বিশেষ রূপে সমৃদ্ধ।

এই পর্বের কয়েকজন প্রবন্ধকার :

উল্ল্যু. এচ্. হাড্‌সন্ (W. H. Hudson : ১৮৪১-১৯২২)

আমেরিকায় জন্ম, যৌবন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ইংলণ্ডে কাটিয়েছেন। ছেলেবেলাকার স্মৃতি নিয়ে লেখা তাঁর চমৎকার বই 'ফার অ্যাওয়ে অ্যাণ্ড্ লং এগো' (Far Away and Long Ago = অনেক দূরে, অনেক আগে)। এই শ্রেণীর আর একখানি বই 'আইড্‌ল্ ডেজ্ ইন্ প্যাণ্টাগোনিয়া' (Idle Days in Pantagonia = প্যাণ্টাগোনিয়ায় অলস দিনগুলি)। প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ছিল তাঁর নেশা। 'এ ন্যাটারালিস্ট ইন লাপ্লাতা' (A Naturalist In Laplata = লাপ্লাতায় প্রকৃতি বিজ্ঞান) বইয়ে তার প্রমাণ আছে। পাখী সম্বন্ধে তাঁর তিনখানি বই : 'বার্ড্‌স্ ইন্ এ ভিলেজ' (Birds in a Village = গ্রামের

পাখী); 'বার্ডস্ ইন লণ্ডন' (Birds in London = লণ্ডনের পাখী); 'ব্রিটিশ বার্ডস্' (British Birds = ব্রিটেনের পাখী)।

তাঁর 'গ্রীন ম্যান্‌শন্‌স্' (Green Mansions = সবুজ প্রাসাদ) উপন্যাসের 'রিমা' (Rima) চরিত্র বিখ্যাত হয়েছে, কারণ প্রসিদ্ধ ভাস্কর এপ্‌স্টাইন তার কল্পিত মূর্তি রচনা করেছেন।

অন্যান্য গ্রন্থ: 'দ্য পার্প্‌ল্ ল্যাণ্ড' (The Purple Land = গোলাপী দেশ); 'এ ক্রিস্টাল্ এজ্' (A Crystal Age = স্ফটিক যুগ); 'এ হাইণ্ড ইন রিচমণ্ড্ পার্ক' (A Hind in Richmond Park = রিচমণ্ড পার্কের হরিণ); 'এ শেফার্ডস্ লাইফ' (A (Shepherd's Life = রাখাল-জীবন)।

অ্যালিস্ মেনেল (Alice Meynell : ১৮৫০-১৯২২)

অ্যালিস মেনেল কাব্যে ও সমালোচনায় সতর্ক শিল্পী। বুদ্ধি ও কল্পনার মিলনে তাঁর রচনা সরস।

কানিংহেম গ্রাহাম (Cunninghame Graham : ১৮৫২—)

ভ্রমণ-কাহিনীতে তিনি বিভিন্ন স্থানের পরিবেশ ও জীবনযাত্রার চিত্র চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন।

গ্রন্থ: 'এ মেমারি অব্ পার্নেল' (A Memory of Parnell = পার্নেলের স্মৃতি); 'ইন্ সাক্সেস্' (In Success = সফল); 'প্রোগ্রেস্' (Progress = প্রগতি)।

স্যর আর্থার কুইলারকাউচ (Sir Arthur Quillercouch : ১৮৬৩-১৯৪৪)

উৎকৃষ্ট সমালোচক। গ্রন্থ: 'অন্ দ্য আর্ট অব্ রীডিং (On the Art of Reading = পঠন-কৌশল); 'অন্ দ্য আর্ট অব্ রাইটিং' (On the Art of riting = লিখন-কৌশল)।

ই. ভি. লুকাস (E. V. Lucas : ১৮৬৮-১৯৩৮)

রচনা : 'চার্লস্ ল্যাম্' (Charles Lamb) ; 'দ্য ওপ্ন্ রোড' (The Open Road = খোলা পথ) ; 'দ্য ফ্রেণ্ডলি টাউন' (The Friendly Town = প্রসন্ন নগর)।

ম্যাক্স বীয়ারবম্ (Max Beerbohm : ১৮৭২—)

বিদ্রূপ-নিপুণ সরস প্রবন্ধকার।

রচনা : উপন্যাস—'জুলেখা ডব্সন্' (Zuleika Dobson)। গল্প—'সেভ্ন্ মেন' (Seven Men = সাতজন লোক)। প্রবন্ধ—'এ ক্রিস্মাস্ গার্ল্যাণ্ড' (A Christmas Garland = ক্রিস্মাসের মালা) ; 'লিটন স্ট্রাচি' (Lytton Strachey) ; 'অ্যারাউণ্ড থিয়েটার্স' (Around Theatres = থিয়েটারের আশেপাশে) ; 'অ্যাণ্ড ইভ্ন্ নাউ' (And Even Now = এখনও)।

হিলেয়ার বেলক (Hillaire Belloc : ১৮৭০-১৯৫৩)

ফরাসী বিপ্লবকালের ঐতিহাসিক ও জীবনীলেখক ; ঔপন্যাসিক, ব্যঙ্গ-রসিক, হালকা প্রবন্ধকার ও পদ্য লেখক। চেস্টারটনের বন্ধু ; কোন কোন বই তাঁর সঙ্গে একত্রে লিখেছেন, রচয়িতার নাম দিয়েছেন 'চেস্টার-বেল্ক্'।

রচনা : 'দাঁতোঁ' (Danton) ; 'রোব্স্পিয়ার' (Robes-pierre) ; 'নেপোলিয়ন' (Napoleon), 'চার্লস্ দ্য ফার্ষ্ট' (Charles I) ; 'ক্রমোয়েল' (Cromwell) ; 'অন্ নাথিং' (On Nothing = কিছু সম্পর্কেই নয়) ; 'অন্ এভ্রিথিং' (On Everything = প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে) ; 'দ্য পাথ টু রোম' (The Path to Rome = রোমের পথ) ; 'ভার্সেজ অ্যাণ্ড সনেটস্' (Verses and Sonnets = পদ্য আর সনেট)।

গিল্‌বার্ট কীথ চেস্টারটন (Gilbert Keith Chesterton : ১৮৭৪-১৯৩৬)
ঔপন্যাসিক, কবি ও প্রবন্ধকার ; বেলকের সহযোগী।

রচনা : উপন্যাস—'দ্য নেপোলিয়ন অব্ নটিং হিল' (The Napoleon of Notting Hill = নটিং হিলের নেপোলিয়ন); 'দ্য ম্যান হু ওআজ থার্সডে' (The man who was Thursday = যে ছিল বৃহস্পতিবার)। সমালোচনা—'ডিকেন্স' (Dickens); জি. বি. শ' (G. B. Shaw)। দার্শনিক প্রবন্ধ—'অর্থোডক্সি' (Orthodoxy = গোঁড়ামি); 'হোয়াটস্ রং উইথ দ্য ওঅর্ল্ড' (What's Wrong With the World ? = পৃথিবীর রোগ কোথায় ?)।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল (Bertrand Russell : ১৮৭২—)

বৈজ্ঞানিক, গণিতজ্ঞ ও দার্শনিক। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। তিনি যুক্তিবাদী, অধ্যাত্মবিষয়ে সংশয়ী এবং সাম্যপন্থী। বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয়ের আলোচনায় তিনি পারদর্শী, হৃদয়-গ্রাহ্য ব্যাপারে উদাসীন।

গ্রন্থ : 'জার্মান সোশ্যাল ডেমক্রেসি' (German Social Democracy = জার্মেনির সামাজিক গণতন্ত্র); 'ইন্‌ট্রডাক্‌শন্ টু ম্যাথেমাটিকাল ফিলজফি' (Introduction to Mathematical Philosophy = গাণিতিক দর্শনের ভূমিকা); 'দ্য প্র্যাক্‌টিকাল থিওরি অব্ বল্‌শেভিজম্' (The Practical Theory of Bolshevism = বল্‌শেভিজমের ব্যবহারিক তত্ত্ব); 'ইন্ প্রেইজ্ অব্ আইড্‌ল্‌নেস্' (In Praise of Idleness = আলস্য-প্রশস্তি); 'অথরিটি অ্যাণ্ড দ্য ইণ্ডিভিডুয়াল' (Authority and the Individual = কর্তৃত্ব ও ব্যক্তি)।

এচ্. এম্ টম্‌লিন্‌সন (H. M. Tomlinson : ১৮৭৪—)

গ্রন্থ : 'দ্য সী অ্যাণ্ড দ্য জাঙ্গ্‌ল্' (The Sea and the Jungle = সমুদ্র ও বন)।

পার্সি লাবক (Percy Lubbock : ১৮৭৯—)

গ্রন্থ : 'দ্য ক্রাফ্‌ট্ অব্ ফিক্‌শন' (The Craft of Fiction = কথাশিল্প); 'রোমান্ পিক্‌চার্স' (Roman Pictures = রোমান ছবি), 'শেড্‌স্ অব ইটন' (Shades of Eton = ঈটনের ছায়া)।

লিটন স্ট্রাচি (Lytton Strachey : ১৮৮০-১৯৩২)

প্রসিদ্ধ গ্রন্থ—'এমিনেণ্ট ভিক্টোরিয়ান্‌স্' (Eminent Victorians = ভিক্টোরীয় যুগের যশস্বিগণ); 'ল্যাণ্ডমার্ক্‌স্ ইন্ ফ্রেঞ্চ লিটারেচার' (Landmarks in French Literature = ফরাসী সাহিত্যের পথ-চিহ্ন)।

লাসেল্‌স এবারক্রম্বি (Lascelles Abercrombie : ১৮৮১-১৯:৮)

প্রসিদ্ধ সমালোচক। গ্রন্থ : 'থিওরি অব্ আর্ট' (Theory of Art = শিল্পতত্ত্ব); 'থিওরি অব্ পোয়েট্রি' (Theory of Poetry = কাব্যতত্ত্ব); 'দ্য এপিক' (The Epic = মহাকাব্য); 'দ্য আইডিয়া অব্ গ্রেট পোয়েট্রি' (The Idea of Great Poetry = শ্রেষ্ঠ কবিতার লক্ষণ)।

এ. জি গার্ডিনার (A. G. Gardiner)

'অ্যাল্‌ফা অব্ দ্য প্লাউ' (Alpha of the Plough) ছদ্মনামে লিখেছেন। প্রধান গ্রন্থ : 'দ্য প্রফেট্‌স্, প্রীস্টস্ অ্যাণ্ড্ কিংস' (The Prophets, Priests and Kings = দ্রষ্টা, যাজক ও রাজগণ)।

স্যর জেম্‌স জীন্স (Sir James Jeans : ১৮৭৭-১৯৪৬)

বিজ্ঞানের কথা সরস করে বলেছেন। ১৯১০'র পূর্বে গণিত ও পদার্থ বিদ্যা সংক্রান্ত কতিপয় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। তার পরে, 'দ্য ইউনিভার্স অ্যারাউণ্ড আস্' (The Universe Around Us =আমাদের চারদিকের জগৎ); 'দ্য মিস্টিরিয়াস ইউনিভার্স' (The Mysterious Universe=রহস্যময় জগৎ); 'ফিজিক্স অ্যাণ্ড্ ফিলজফি' (Physics and Philosophy=পদার্থবিদ্যা ও দর্শন) প্রভৃতি প্রকাশিত হয়।

উইনস্টন চার্চিল (Winston Churchill : ১৮৭৪-১৯৬৪): দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ইংলণ্ডের বিখ্যাত প্রধান মন্ত্রী। তাঁর আত্মজীবনী, পিতৃজীবনী এবং প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস সাহিত্যগুণেও সমৃদ্ধ। সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন।

টি. ই. লরেন্স (T. E. Lawrence : ১৮৮৮-১৯৩৫) : ভাষাতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, কূটনীতিজ্ঞ, যোদ্ধা ও সাহিত্যিক। তুর্কীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে আরবকে সাহায্য করেছিলেন। গ্রন্থ : 'সেভ্‌ন্ পিলার্স অব উইজ্‌ডম্' (Seven Pillars of Wisdom=জ্ঞানের সপ্তস্তম্ভ)।

১৪

দ্বাদশ যুগ : প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগ : বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পর্ব : (১৯২০-১৯৫০)

যুগ-বিভাগ খানিকটা অনিশ্চিত, কেননা সাহিত্য একটি অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ। পূর্বধারাকে বাদ দিয়ে পরবর্তী ধারার কল্পনা করা যায় না, ভাব-পরিবর্তনের চিহ্নও এক যুগের সকল লেখকে সমান সুস্পষ্ট নয়। তথাপি আমরা কাজের সুবিধার জন্য সাহিত্যের ইতিহাসকে বিভিন্ন যুগে ও পর্বে ভাগ করি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমাজ-জীবনে ও সমাজ-মানসে বিপুল পরিবর্তন নিয়ে আসে। পাশ্চাত্ত্য জগতে পুরুষেরা যুদ্ধে ছুটে গিয়েছে, মেয়েরা অফিসে ও অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে ঢুকতে বাধ্য হয়েছে, অন্তঃপুরের আড়াল ঘুচে গেছে, নৈতিক আদর্শ হয়েছে শিথিল। সাহিত্যে এই পরিবর্তনের ছায়া পড়েছে। এসেছে ভাঙনের উন্মাদনা আর নৈরাশ্যের সুর। পৃথিবী-জোড়া মৃত্যু-তাণ্ডবে মানুষ হয়েছে স্তম্ভিত, চিরপোষিত আদর্শে হারিয়েছে বিশ্বাস। বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি সূক্ষ্ম কল্পনা ও অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করেছে। এর পূর্বযুগ ছিল প্রশ্নের যুগ। ডারুইন, ফ্রয়েড* প্রভৃতির চিন্তা

---

* চালস রবার্ট ডারুইন (Charles Robert Darwin : ১৮০৯-১৮৮২): অভিব্যক্তিবাদের প্রবর্তক। 'অন্ দ্য অরিজিন্ অব স্পীসিজ বাই মীন্স্ অব ন্যাচারাল সিলেক্শন' (On the Origin of Species by Means of Natural Selection) তাঁর শ্রেষ্ঠ পুস্তক।

সিগ্মুণ্ড ফ্রয়েড (Sigmund Freud : ১৮৫৬-১৯৩৯): মোরাভিয়ায় জন্ম। আধুনিক মনোবিশ্লেষণের গুরু। ইনি বলেন, আমাদের বহু মানসিক জটিলতার মূলে আছে যৌন প্রবৃত্তি। সচেতন মন নিয়ে আমাদের অধিকাংশ কাজ-কারবার। কিন্তু আমাদের অগোচরে অবচেতন মন জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে চলেছে।

নানা প্রশ্নে তখন জর্জরিত করেছে অতীতের নীতিবোধকে। ১৯১০-১৯৩০, এই দশ বছরকে অনেকে বলেছেন হতাশার যুগ। তখন থেকে লক্ষ্য করি, সাহিত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্র। দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে কোনও মহান্ আদর্শকে রূপ দেবার চেষ্টা বিরল হয়েছে। যুদ্ধের সঙ্গে ধনতন্ত্রের যোগ লক্ষ্য করে অনেকে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। দেশে দেশে ধনিকের বিরুদ্ধে দরিদ্র কৃষক ও শ্রমিক সংঘবদ্ধ হয়েছে। অর্থনৈতিক সংকট প্রায় সর্বত্র সর্বশ্রেণীর মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। মানব-মনে সকল ব্যাপারেই অনিশ্চয়তা ও নৈরাশ্য দেখা দিয়েছে।

টি. এস. এলিয়ট (Thomas Stearns Eliot : ১৮৮৮-১৯৬৪)

'ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' (Waste Land) বা 'পড়ো জমি'র কবি বলে বিখ্যাত। আধুনিক মানুষের জীবন, কবির মতে, প'ড়ো জমি। 'হলো মেন' (Hollow Men) কবিতায়ও তিনি আজকের মানুষকে 'শূন্যগর্ভ'—অসার—বলে বর্ণনা করেছেন। ভবিষ্যৎ আশার কথাও তিনি অনেক জায়গায় বলেছেন,—একদিন নামবে বর্ষা, মানুষ জীবনের অর্থ পাবে খুঁজে।

"আমরা ফাঁপা মানুষ, আমরা ঠাসা মানুষ, গায়ে গায়ে হেলে আছি, মাথায় পোরা খড়। যখন ফিস্‌ফিস্ করি, আমাদের শুষ্ক স্বর নিস্তেজ অর্থহীন, শুক্‌নো ঘাসে বাতাসের মত, খালি আলমারির ভাঙা কাচে ইঁদুরের চলার মত। রূপহীন আকৃতি, বর্ণহীন ছায়া, পঙ্গু শক্তি, গতিহীন ভঙ্গিমা।" ['হলো মেন' = ফাঁপা মানুষ]

এলিয়টের প্রভাব পরবর্তীদের উপর বহুবিস্তৃত। আধুনিক বাংলা কাব্যেও প্রেমেন্দ্র মিত্র, জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সমর সেন প্রভৃতির লেখায় তাঁর রচনার ছায়া পড়েছে।

ভাবে এবং প্রকাশভঙ্গীতে তিনি একান্ত আধুনিক, অথচ মতামতের দিক্ থেকে রক্ষণশীল। নিজেকে তিনি ক্লাসিকপন্থী

বলে মনে করতেন। ধর্মে তিনি রোমান ক্যাথলিক, ভগবানে এবং অধ্যাত্মশক্তিতে বিশ্বাসী। তাঁর 'জার্নি অব দ্য মেজাই'-এর (Journey of the Magi = জ্ঞানীদের যাত্রা) বাংলা অনুবাদ করেছেন রবীন্দ্রনাথ—'তীর্থযাত্রী' নাম দিয়ে।

সমাজ-চেতনার প্রকাশ দেখি তাঁর কাব্যে: "সমবেত জীবন ছাড়া কিসের জীবন? সমাজবিচ্ছিন্ন জীবন জীবনই নয়।" ["What life have you if you have not life together? There is no life that is not in community."]

তাঁর পড়াশুনো প্রচুর। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস—নানা বিষয়ে তাঁর ব্যুৎপত্তি। ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শনও তিনি চর্চা করেছেন এবং তার নিদর্শন আছে তাঁর কবিতায়। যাঁরা অধ্যয়নশীল নন তাঁরা হয়তো তাঁর সব কবিতার অর্থ গ্রহণ করতে পারবেন না। তা ছাড়া নানাবিধ প্রতীক ব্যবহারেও তাঁর কবিতা স্থানে স্থানে দুর্বোধ্য হয়েছে। তথাপি তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা অবিসংবাদিত। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রুফ্রক্ অ্যাণ্ড আদার অবজার্ভেশন্স্' (Prufrock and Other Observations = 'প্রুফ্রক ও অন্যান্য চিন্তা')। তার পর, 'পোয়েম্স্' (Poems = কবিতাবলী); 'ওয়েস্ট ল্যাণ্ড (Waste Land = প'ড়ো জমি); 'ফোর কোয়ার্টেটস' (Four Quartets = চারটি চৌপাটি)।

'দ্য ককটেল পার্টি' (The Cocktail Party = পানের দল); 'দ্য কন্ফিডেন্শিয়াল ক্লার্ক' (The Confidential Clerk = বিশ্বস্ত কেরানী); 'মার্ডার ইন্ দ্য ক্যাথিড্রাল' (Murder in the Cathedral = গির্জায় হত্যা); 'দ্য ফ্যামিলি রিইয়ুনিয়ন' (The Family Reunion = পারিবারিক পুনর্মিলন) চারখানি উৎকৃষ্ট নাট্যকাব্য।

প্রবন্ধেও তিনি কৃতী। 'দ্য সেক্রেড্ উড্' (The Sacred Wood = তপোবন); 'এলিজাবেথান এসেজ' (Elizabethan

Essays = এলিজাবেথ-যুগ-সংক্রান্ত প্রবন্ধ) ; 'এসেজ এনশেণ্ট্ অ্যাণ্ড্ মর্ডান' (Essays Ancient and Modern = প্রবন্ধাবলী : পুরাতন ও আধুনিক) ; 'দ্য ইউজ অব্ পোয়েট্রি' (The Use of Poetry= কবিতার উপযোগিতা) ; 'আফ্টার স্ট্রেঞ্জ গড্স্' (After Strange Gods = নব দেবতার সন্ধানে) ; 'দ্য আইডিয়া অব্ এ ক্রিশ্চিয়ান সোসায়েটি' (The Idea of a Christian Society = খ্রীষ্টীয় সমাজের আদর্শ) ; 'নোট্স্ টুওআর্ড দ্য ডেফিনিশন অব্ কাল্চার' (Notes Toward the Definition of Culture = সংস্কৃতির সংজ্ঞা সম্পর্কে টীকা)—তার দৃষ্টান্ত। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার পান।

এজরা পাউণ্ড (Ezra Pound : ১৮৮৫—)

আমেরিকায় জন্ম, কিন্তু পরে ইউরোপে কাটিয়েছেন। পড়াশুনো করেছেন অনেক। রবীন্দ্রোত্তর বাঙালী কবিদের কেউ কেউ এলিয়ট, অডেন, পাউণ্ড্ প্রভৃতির কাছ থেকে নূতন ভাব ও ভঙ্গী আহরণে উৎসুক। ইনি 'ইমেজিস্ট' বা 'রূপ-কল্প-পন্থী'।

গ্রন্থ : 'পার্সনি' (Personæ) ; 'এগ্জাল্টেশন্স্' (Exultations) 'এ লিউম্ স্পেণ্টস্' (A Lume Spents) ; 'প্রভাঁসা' (Provenca), 'কান্জোনি' (Cunzoni), 'রিপোস্টস্' (Ripostes) ; 'লাস্ট্রা' (Lustra) ; 'কুইয়া পপার আমাভি' (Quia Pauper Amavi) ; 'আমব্রা' (Umbra) ; 'হিউ সেলুইন মবার্লি' (Hugh Selwyn Mauberley) ; 'সিলেক্টেড্ পোয়েম্স্' (Selected Poems) ; 'দ্য ক্যাণ্টোজ' (The Cantos)।

ডি. এচ. লরেন্স (D. H. Lawrence : ১৮৮৫-১৯৩০)

কাব্যে ও উপন্যাসে সমান খ্যাতিমান। সৌন্দর্যপিপাসু, ভোগ-রাগের কবি। ইন্দ্রিয়মোহকে এড়িয়ে যাবার প্রয়াস তাঁর নেই।

দেহের কামনা বাসনাকে সহজভাবে মেনে নিয়ে তিনি স্বাভাবিক জীবনযাপনের পক্ষপাতী। বৈজ্ঞানিক সভ্যতার প্রতি তিনি শ্রদ্ধাহীন, কারণ এ সভ্যতা মানুষের স্বাভাবিক বিকাশের পরিপন্থী। জৈব প্রবৃত্তিকে স্বীকার করলেও তিনি তার বশীভূত হতে চাননি। তাঁর বক্তব্য, আত্মনিগ্রহে ক্লান্ত না হয়ে স্বচ্ছন্দ মনে আপন সাধনায় ব্যাপৃত থাকা শিল্পীর কর্তব্য।

বুদ্ধদেব বসু-প্রমুখ আধুনিক কবিদের উপর তার প্রভাব সামান্য নয়।

কাব্য: 'লভ্-পোয়েমস্ অ্যাণ্ড্ আদার্স' (Love Poems and Others = প্রেম-কবিতা ও অন্যান্য); 'এমর্স' (Amores = প্রেম); 'লুক্, উয়ি হ্যাভ কাম থ্রু' (Look, We Have Come Through = দেখ, আমরা পেরিয়ে এসেছি); 'প্যান্সিজ' (Pansies = প্যান্সি-ফুল); 'লাস্ট পোয়েমস্' (Last Poems = শেষের কবিতা)।

সিসিল ডে-লুইস (Cecil Day-Lewis : ১৯০৪-) এবং

ডব্ল্যু. এচ্. অডেন (W. H. Auden : ১৯০৭-)

আধুনিক জীবনের বহু বৃত্তি, প্রবণতা ও সমস্যাকে কাব্যবিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং ছন্দ ও ভাষাভঙ্গী নিয়ে পরীক্ষা করেছেন।

গ্রন্থ: ডে-লুইস: 'কলেক্টেড পোয়েমস' (Collected Poems = কাব্যসংগ্রহ); 'এ টাইম টু ডান্স' (A Time to Dance = নাচের সময়); 'ওভার্চার্স টু ডেথ' (Overtures to Death = মরণের প্রতি); 'ওঅর্ড ওভার অল্' (Word Over All = সব-উপরের কথা)।

গ্রন্থ: অডেন: 'দ্য অরেটর্স' (The Orators = বাগ্মী); 'দ্য ডান্স অব ডেথ' (The Dance of Death = মরণনৃত্য); 'লুক, স্ট্রেঞ্জার' (Look, Stranger = দেখ, অচেনা); 'ফর দ্য টাইম-বিইং'

(For the Time Being = এখনকার মত); 'দ্য এজ অব অ্যাংজায়েটি' (The Age of Anxiety = অশান্তির যুগ)।

লুই ম্যাক্নীস্ (Louis Macneice : ১৯০৭—)

জাতিতে আইরিশ, শিক্ষা অক্সফোর্ডে ; অডেন এবং স্পেণ্ডারের দলীয় কবি। তাঁর কাব্যের ভাষা-সংযম ও বিদ্রূপ-নৈপুণ্য লক্ষণীয়। গ্রন্থ : 'ব্লাইণ্ড ফায়ারওঅর্ক্স্' (Blind Fireworks = অন্ধ আতসবাজি) ; 'পোয়েম্স্' (Poems = কবিতাবলী) ; 'আগামেম্নন্' (Agamemnon); 'দ্য আর্থ কম্পেল্স্' (The Earth Compels = পৃথিবীর আদেশ); 'অটাম্ জার্নাল্স্' (Autumn Journals = শরৎ পত্রিকা); 'দ্য পোয়েট্রি অব্ ডব্ল্যু. বি. ইয়েট্স্' (The Poetry of W. B. Yeats = ডব্ল্যু. বি. ইয়েট্স্-এর কবিতা)।

স্টীফেন্ স্পেণ্ডার (Stephen Spender : ১৯০৯—)

সাম্যবাদী, বুদ্ধিজীবী কবি। অনন্ত কাল-প্রবাহ এবং মানুষের দীর্ঘ ইতিহাসের ধারণা তাঁর কাব্যে গম্ভীর বিস্ময় ও জিজ্ঞাসা নিয়ে দেখা দিয়েছে। "ধূলি থেকে জীবন নিয়ে উঠেছে মানুষের ইতিহাস ; যুক্ত বিযুক্ত হয়ে, বিশ্লিষ্ট হয়ে চলে এসেছে দীর্ঘকাল। কতবার তার মাটি তোলা হ'ল, পাল্টে দেওয়া হ'ল, ভূতাত্ত্বিক খবর রাখে না তার।"

ভাবগাম্ভীর্য তাঁর রচনার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। মানুষের দীর্ঘ ইতিহাসে কবে কোন্ অতীতে দেখা দিয়েছিল জীবনের সহজ আনন্দ—আকাশের মুক্ত পাখী। "দূর শতাব্দে, পাহাড় শ্রেণীর অন্তরালে, তুমি যে বন কেটেছ, ঘর বেঁধেছ, পোশাক বানিয়েছ,—শুধু ভালোবাসা জানে,—তার কোথায় সেই সুখের পাখীটি মাথা ডোবায়। কেবল স্মৃতি-রঙিন সূর্য-রশ্মি এসে পড়ে তার কণ্ঠে।"

জীবনের আনন্দ তাঁর কবিতার মর্মে। সুস্থ সুন্দর সুখী মানুষের পৃথিবী তাঁর কাম্য। কাব্য: 'টোয়েন্টি পোয়েম্‌স্' (Twenty Poems = কুড়িটি কবিতা) ; 'পোয়েম্‌স্' (Poems = কবিতাবলী) ; 'পোয়েম্‌স্ ফ্রম্ স্পেন' (Poems from Spain = স্পেনের কবিতা) ; 'দ্য স্টিল সেন্টার' (The Still Centre = স্থির কেন্দ্র) ; 'রুইন্‌স্ অ্যাণ্ড ভিযন্‌স্' (Ruins and Visions = ধ্বংসাবশেষ ও স্বপ্ন) ; 'পোয়েম্‌স্ অ্যাণ্ড্ ডেডিকেশন্‌স্' (Poems and Dedications = কবিতা ও উৎসর্গ)।

ডীলান টমাস্ (Dylan Thomas : ১৯১৪-১৯৫৩)

কাব্য : 'এইটিন পোয়েম্‌স্' (Eighteen Poems) ; 'টোয়েন্টি ফাইভ্ পোয়েম্‌স্' (Twentyfive Poems = পঁচিশটি কবিতা) ; 'ডেথ্‌স অ্যাণ্ড এণ্ট্রান্সেজ' (Deaths and Entrances = মৃত্যু ও প্রবেশ) 'কলেক্টেড্ পোয়েম্‌স্' (Collected Poems = কাব্য সংগ্রহ)।

গল্প-উপন্যাস :

বিষয় ও ভঙ্গীর বৈচিত্র্যে উপন্যাস ক্রমশঃ তার পরিধি বিস্তার করে চলেছে। ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্, ই. এম্. ফর্স্টার, জেম্‌স্ জয়েস্, ডি. এচ্. লরেন্স, অল্‌ডস্ হাক্সলি, সমরসেট ম'ম্—প্রত্যেকে স্বতন্ত্র পথের পথিক।

ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্ (Virginia Woolf : ১৮৮২-১৯৪১)

বিখ্যাত লেখক স্যর লেস্‌লি স্টীফেনের কন্যা, বিদুষী, নানা বিষয়ে পারদর্শিনী। উপন্যাসে প্রতি চরিত্রের খুঁটিনাটি এবং বিস্তৃত আলাপ-আলোচনা বর্ণনা করা তাঁর বৈশিষ্ট্য। প্রতিভার দীপ্তি তাঁর রচনায় স্ব-প্রকাশ ; ভাব মার্জিত, ভাষা মনোরম, মানুষের আচরণের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। তবু কোথায় যেন আছে

অবাস্তবতা। নরনারী যেন রক্তমাংসের দেহধারী নয়, যেন তারা শুধু ভাবের বাহন। তবু আধুনিক উপন্যাস-সাহিত্যে তাঁর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। এ কালের যে সাহিত্যিক-গোষ্ঠী 'ব্লুম্‌স্‌বেরি গ্রুপ' নামে বিখ্যাত, তিনি তাঁদেরই একজন। তাঁরা অভিজাত, সুশিক্ষিত এবং অতিশয় মার্জিতরুচি। ['ব্লুম্‌স্‌বেরী' লণ্ডনের একটি অভিজাত পল্লী। সেখানে অনেক সাহিত্যিক ও শিল্পীর বাস।]

উপন্যাস: 'অর্ল্যাণ্ডো' (Orlando); 'দ্য ভয়েজ্‌ আউট্‌' (The Voyage Out = বাইরের সমুদ্রে); 'নাইট্‌ অ্যাণ্ড্‌ ডে' (Night and Day = রাত্রি দিন); 'জেকব্‌স্‌ রুম্‌' (Jacob's Room = জেকবের ঘর); 'মিসেস্‌ ড্যালোওয়ে' (Mrs. Dalloway); 'টু দ্য লাইটহাউস' (To The Lighthouse = বাতিঘরে); 'দ্য ওয়েভ্‌স্‌' (The Waves = ঢেউ) এবং 'দ্য ইয়ার্স্‌' (The Years = বর্ষাবলী)।

প্রবন্ধ: 'দ্য কমন্‌ রীডার' (The Common Reader = সাধারণ পাঠক)।

ই. এম. ফর্‌স্টার (E. M. Forster : ১৮৭৯—)

বিষয় ও উপস্থাপনার নূতনত্বের জন্য তাঁর 'এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া' (A Passage to India = ভারত ভ্রমণ) অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ব্রিটিশ শাসনকালের ভারতের অবস্থা এতে বর্ণিত। শিক্ষিত-অশিক্ষিতের শ্রেণীভেদ, বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ইত্যাদির দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গক্রমে এসে গিয়েছে। 'দ্য হিল্‌ অব্‌ দেবী' (The Hill of Devi = দেবী পাহাড়) প্রধানতঃ তাঁর ভারত-ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা। বহু ছোটগল্পেরও তিনি রচয়িতা।

অন্যান্য বই: 'হোয়ার এঞ্জেল্‌স্‌ ফীয়ার টু ট্রেড' (Where

Angels Fear to Tread = দেবদূতেরা যেখানে পা ফেলতে ভয় পান); 'দ্য লঙ্গেস্ট জার্নি' (The Longest Journey = দীর্ঘতম ভ্রমণ) ; 'এ রূম উইথ এ ভিউ' (A Room with A View = গৃহ ও বহির্দৃশ্য) ; 'হাওয়ার্ড্স্ এণ্ড্' (Howard's End = হাওয়ার্ডের শেষ) ; 'দ্য সেলেসশিয়াল অম্‌নিবাস' (The Celestial Omnibus = স্বর্গরথ) ; 'আস্পেক্টস্ অব্ দ্য নভেল' (Aspects of the Novel = উপন্যাসের নানান্ দিক্)।

ডেভিড্ হার্বার্ট লরেন্স (David Herbert Lawrence : ১৮৯৫-১৯৩০)

কবি-ঔপন্যাসিক ডি. এচ্. লরেন্সের প্রতিভা সর্বজনস্বীকৃত, কিন্তু অশ্লীলতার দায়ে তাঁকে অভিযুক্ত হতে হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে তাঁর কোন কোন রচনা অশ্লীল মনে হলেও সাধারণ অশ্লীল গ্রন্থ থেকে তা পৃথক। বস্তুতঃ তাঁর লেখায় এক ধরণের সরল ঋজুতা আছে। দেহ এবং দেহধর্ম তাঁর কাছে নিন্দনীয় নয়। তিনি মুক্ত প্রকৃতির এবং মুক্ত মনের অনুরাগী। স্বাভাবিক জীবনই তাঁর দৃষ্টিতে সুস্থ ও সুন্দর। আধুনিক সভ্যতার কৃত্রিমতা ও কপটতার প্রতি তিনি বিরূপ। কবি-মনের অধিকারী তিনি। উপন্যাসেও লক্ষ্য করি এই কবিদৃষ্টি। আবেগের সঙ্গে তিনি তাঁর অনুভব ও অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। 'দ্য হোয়াইট পীকক' (The White Peacock = শ্বেতময়ূর) তাঁর প্রথম উপন্যাস। অন্যান্য উপন্যাস : 'দ্য রেনবো' (The Rainbow = রামধনু) ; 'ক্যাঙ্গারু' (Kangaroo) ; 'দ্য প্লুম্ড্ সার্পেন্ট' (The Plumed Serpent = পুচ্ছযুক্ত সাপ) ; 'লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার' (Lady Chatterley's Lover = লেডি চ্যাটার্লির প্রেমিক। বঙ্গানুবাদ—'লেডি চ্যাটার্লির প্রেম' : শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত) ; 'সন্স অ্যাণ্ড লাভার্স' (Sons and Lovers ॥

পুত্র ও প্রণয়ী)। 'সন্স অ্যাণ্ড লাভার্স' ;-এ তাঁর মায়ের এবং নিজের জীবনের ছায়া পড়েছে।

জেম্‌স জয়েস (James Joyce : ১৮৮২-১৯৪১)

আয়ারল্যাণ্ডে তাঁর জন্ম। উপন্যাসে নূতন রীতি প্রবর্তনের জন্য তিনি বিখ্যাত। তাঁর কাহিনীতে ঘটনার গৌরব নেই. মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ কৌতূহলোদ্দীপক। আমাদের মনে নানা চিন্তার আনাগোনা, তাদের সর্বদা সঙ্গতি বা সমতা নেই, কিন্তু সব নিয়ে চলেছে চেতনা-প্রবাহ। মহৎ চিন্তার সঙ্গেই কত নগণ্য চিন্তার জাগরণ। জয়েস্ তাঁর উপন্যাসে এই 'চেতনা-প্রবাহের' (Stream Of Consciousness) পরিচয় দিতে চেয়েছেন। তাঁর বর্ণনারীতিও স্বতন্ত্র। কাটাকাটা টুক্‌রো টুকরো কথা পাশাপাশি বসিয়ে গেছেন, পূর্ণ বাক্য দু'একটি মাত্র। যেমন : "৯.১৫. রবার্টস্ টাকা দিয়েছিল? ৯.২০. গ্রেটার পরণে কি ছিল? ৯.২৩. চিরুণী কিনতে গেলাম কেন?...দাঁত মাজছে। সেই প্রথম রাত্রি। মাথাটি দুলছিল।" জয়েস সঙ্গীতজ্ঞ, ভাষার ধ্বনি ও ইঙ্গিত সহজে ধরতে পেরেছেন। তবু, অনেকের মতে তাঁর উপন্যাসে বুদ্ধির খেলা যত, শিল্প-সার্থকতা তত নয়। 'ইউলিসিস্' (Ulysses) তাঁর প্রধান উপন্যাস। মাত্র আঠারো ঘণ্টার বিবরণ এতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। লরেন্স যেমন আদিম জীবনের অনুরাগী, জয়েস তেমন নন। তিনি নাগরিক জীবনের কথাই বলেছেন। 'পোর্ট্রেট অব্ দ্য আর্টিস্ট অ্যাজ এ ইয়ং ম্যান' (Portrait of the Artist as a Young Man = যুবা-শিল্পীর আলেখ্য) আত্মচরিত-মূলক উপন্যাস। কবিতা এবং ছোট গল্পও তিনি রচনা করেছেন। 'ডাব্‌লিনার্স' তাঁর একখানি ছোটগল্পের বই।

অল্ডাস হাক্সলি (Aldous Huxley : ১৮৯৪—)

বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ও প্রবন্ধকার। কৌতুকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপে তাঁর প্রথম দিকের উপন্যাস উপভোগ্য। পরবর্তী রচনায় তিনি চিন্তাশীল জীবননিষ্ঠ দার্শনিক, সার্বিক প্রভুত্বের (totalitarianism) বিরোধী, শক্তিবাদী। 'ব্রেভ্ নিউ ওয়র্ল্ড্' (Brave New World = সাহসী নূতন জগৎ) তাঁর সুপরিচিত বিদ্রূপাত্মক উপন্যাস। অন্যান্য উপন্যাস : 'ক্রোম ইয়েলো' (Crome Yellow); 'অ্যান্টিক হে' (Antic Hay); 'পয়ন্ট কাউন্টার পয়ন্ট্' (Point Counter Point); 'আইলেস্ ইন গাজা' (Eyeless in Gaza)।

প্রবন্ধাদি : 'জেস্টিং পাইলেট' (Jesting Pilate); 'দ্য পেরেনিয়াল ফিলজফি' (The Perennial Philosophy); 'দ্য ডেভিলস্ অব্ লাউডন' (The Devils of Loudun) ['জেস্টিং পাইলেট'-এ তাঁর ভারত-ভ্রমণের কথা কিছু কিছু আছে।]

সমরসেট ম'ম (Somerset Maugham : ১৮৭৪-১৯৬৫)

ঔপন্যাসিক, গল্পলেখক ও নাট্যকার। সরল রচনাভঙ্গী, চরিত্রাঙ্কনে দক্ষতা ও আখ্যান-বিন্যাসে নৈপুণ্য তাঁর রচিত গল্প উপন্যাসের বিশেষ গুণ। প্রায় সারা পৃথিবীতে তিনি বেড়িয়েছেন : চীন, স্পেন, ব্রহ্মদেশ, দক্ষিণ সাগর, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র। নানা স্থানের অভিজ্ঞতা তাঁর রচনায় বৈচিত্র্য এনে দিয়েছেন। 'দ্য জেন্টলম্যান্ ইন্ দ্য পার্লার' (The Gentleman in the Parlour) ভ্রমণ বিষয়ে চিত্তাকর্ষক রচনা। 'অব্ হিউম্যান বণ্ডেজ' (Of Human Bondage = মানুষের বন্ধন) তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস। আধুনিক নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিনে তাঁর উপন্যাসের সহজ স্বচ্ছ গতি অত্যন্ত তৃপ্তিকর। 'দ্য পেণ্টেড ভেল'-এ (The Painted Veil = রঙিন ঘোমটা) আছে চীনের কাহিনী। 'দ্য মূন্ অ্যাণ্ড সিক্স পেন্স'

(The Moon and Six Pence = চাঁদ ও ছয় পেনি) এবং 'দ্য ট্রেম্‌ব্লিং লীফ' (The Trembling Leaf = কম্পমান পত্র)—দুখানিতেই আছে দক্ষিণ সাগর অঞ্চলের বর্ণনা। 'দ্য রেজর্স এজ্'-এ (Ths Razor's Edge = ক্ষুরধার) ভারতীয় আদর্শের প্রভাব আছে। 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি'—এই শ্লোকাংশ থেকেই বইয়ের নাম। অন্যান্য বই: 'লিজা অব্ ল্যাম্বেথ' (Liza of Lambeth); 'কেক্‌স্ অ্যাণ্ড এল' (Cakes and Ale); 'অন্ এ চাইনিজ স্ক্রীন্' (On a Chinese Screen)।

জে. বি. প্রীস্টলি (J. B Priestley: ১৮৯৪—)

'দ্য গুড্ কম্পেনিয়ন্‌স্' (The Good Companions = সৎ সঙ্গী) উপন্যাসের জন্য বিখ্যাত। 'এঞ্জেল পেভমেন্ট' (Angel Pavement) এবং 'ফার অ্যাওয়ে' (Far Away = অনেক দূরে) আর দুখানি সুপাঠ্য উপন্যাস এবং 'ডেঞ্জারাস্ কর্নার' (Dangerous Corner = বিপজ্জনক কোণ) উল্লেখযোগ্য নাটক।

জর্জ অর্‌ওয়েল (George Orwell: ১৯০৩-১৯৫০)

'অ্যানিম্যাল ফার্ম' (Animal Farm = পশুশালা) তাঁর বিখ্যাত বিদ্রূপাত্মক উপন্যাস। একালে মানুষের যে নৈতিক দুর্গতি ঘটেছে, তার চিত্র।

আর. এচ্. মটরাম্-এর (R. H. Mottram) 'স্প্যানিশ ফার্ম' (Spanish Farm) যুদ্ধসংক্রান্ত উপন্যাস হিসাবে বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেছিল।

এ ছাড়া স্যার হিউ ওঅল্‌পোল (Sir Hugh Walpole), ক্যাথারিন ম্যান্সফীল্ড (Catherine Mansfield), রোজ মেকলে (Rose Macaulay), পি. জি. উডহাউস্ (P. G. Wodehouse), পি. ডব্ল্যু. লুইস্ (P. W. Lewis), এডগার ওআলেস্ (Edgar

Wallace), গ্রেহাম গ্রীন্ (Graham Greene) প্রভৃতিও বিভিন্ন রকমের উপন্যাসে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। টি. এফ. পওয়িস্-এর (T. F. Powys) ছোট গল্পগুলি উপভোগ্য।

এ. জে. ক্রোনিন (A. J. Cronin : ১৮৯৬-)

শক্তিমান ঔপন্যাসিক। ডাক্তার, কিন্তু প্রধানতঃ সাহিত্যসেবী। কয়লাখনির শ্রমিকদের কথা নিয়ে সুন্দর উপন্যাস লিখেছেন। তিনি আদর্শবাদী লেখক। উপন্যাস: 'হ্যাটার্স কাস্‌ল্' (Hatter's Castle); 'দ্য স্টার্স লুক ডাউন' (The Stars Look Down); 'গ্র্যাণ্ড কেনারি' (Grand Canary); 'থ্রী লভ্‌স্' (Three Loves); 'সিটাডেল্' (Citadel)।

এড্‌গার রাইস্ বারোজ (Edgar Rice Burroughs) [আমেরিকান]

'টার্জান অব্ দ্য এপ্‌স্' (Tarzan of the Apes) প্রভৃতি জনপ্রিয় উপন্যাস-রচয়িতা।

এ যুগের কয়েকজন আমেরিকান সাহিত্যিক:

ইংরেজী সাহিত্যের অন্যতর ক্ষেত্র আমেরিকায় এ-সময়ে কয়েকজন বড় ঔপন্যাসিকের আবির্ভাব হয়েছে। তন্মধ্যে 'ব্যাবিট' (Babbit) এর লেখক সিন্‌ক্লেয়ার লুইস্ (Sinclair Lewis : ১৮৮৫-১৯৫১); 'ফেয়ারওয়েল্ টু আর্মস্' (Farewell to Arms = অস্ত্র-বিদায়। 'হে যুদ্ধ বিদায়' নামে বাংলায় অনূদিত), 'ফর হুম্ দ্য বেল্ টোল্‌স্' (For Whom the Bell Tolls = কার তরে ঘণ্টা বাজে) প্রভৃতি রচয়িতা আর্নেস্ট হেমিংওয়ে (Ernest Hemingway : ১৮৯৮-১৯৬১); 'গ্রেপস্ অব্ রথ' (Grapes of Wrath) লেখক স্টাইনবেক (Steinbeck : ১৯০২—) এবং 'সাউণ্ড অ্যাণ্ড ফিউরি' (Sound and Fury) প্রভৃতির রচয়িতা 'ফকনার'

(Faulkner : ১৮৯৭—) সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। **থিওডোর ড্রেষার-ও** (Theodore Dreiser : ১৮৭১-১৯৪৫) এই সময়ের শক্তিমান্ ঔপন্যাসিক।

শিল্পযুগের কবি কার্ল স্যাণ্ডবার্গ (Carl Sandburg : ১৮৭৮-) এবং দক্ষ নাট্যকার ইউজেন ও'নীল (Eugene O'neill : ১৮৮৮-১৯৫৩) একালের আর ছু'জন প্রসিদ্ধ আমেরিকান সাহিত্যিক।

নাটক :

বিংশ শতাব্দীর আরম্ভ থেকেই 'কন্টিনেণ্টাল' বা ইউরোপের অন্যান্য দেশের নাটকের প্রভাব এবং প্রাচ্য দেশেরও (যেমন, জাপানী 'নো' নাটকের) প্রভাব ইংরেজী নাট্যসাহিত্যে নূতন নূতন ভাব ও আঙ্গিকের সূচনা করে। দ্বিতীয় পর্বেও এই প্রভাব ক্রিয়াশীল। নাটকের আয়তনেও পরিবর্তন ঘটছে। আজ আর সব পঞ্চাঙ্ক নয়, এক অঙ্ক, ছুই অঙ্কের বহু নাটক রচিত হচ্ছে।

বাস্তবতার ধারা বয়ে চলেছে; পাশাপাশি চলেছে রূপক, সাঙ্কেতিক, ইম্প্রেশনিস্ট ধারা। যুদ্ধান্ত পর্বে যুদ্ধকালের পটভূমিতে 'জার্নিজ এণ্ড' (Journey's End = যাত্রা শেষ) নাটক লিখে অসামান্য খ্যাতি অর্জন করেছিলেন আর. সি. শেরিফ (R. C. Sheriff)। যুদ্ধ কি করে মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলিকে অসাড় করে দেয়, তিনি এ নাটকে তাই দেখিয়েছেন। অবশ্য কালক্রমে নাটকটির খ্যাতি মন্দীভূত হয়েছে। তাঁর আর একখানি নাটক 'ব্যাজার্স গ্রীন্' (Badger's Green)। বার্নার্ড শ'-এর 'ব্যাক টু মেথুসেলা', 'সেণ্ট জোন্', 'দ্য অ্যাপল্ কার্ট' প্রভৃতি নাটক এই পর্বেই প্রকাশিত। **নোয়েল কাওয়ার্ডের** (Noel Coward) 'কেভালকেড'ও (Cavalcade) এই সময়ের। **টি. এস. এলিয়ট** কাব্যনাট্যের যুগ ফিরিয়ে আনতে চেয়েছেন 'মার্ডার ইন্ দ্য ক্যাথিড্রাল' এবং 'ফ্যামিলি রিইউনিয়ন'-এ। 'মার্ডার ইন্ দ্য ক্যাথিড্রাল' ('গির্জায় হত্যা')

নাটকের অবলম্বন হল টমাস বেকেটের হত্যাকাণ্ডের কাহিনী। এবারক্রম্বি, গর্ডন বটম্‌লি, অডেন এবং ঈশারউড-ও উল্লেখযোগ্য কাব্যনাট্য রচয়িতা।

আইরিশ নাট্যকার স্যন্‌-ও'কেসির 'জুনো অ্যাণ্ড দ্য পেকক' (Juno and the Paycock) আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা-সংগ্রামের পটভূমিতে রচিত বস্তিজীবনের একটি করুণ আখ্যান। 'জুনো" স্বামীকে ডাকত 'পে-কক্' বলে। 'পে-কক্' চালিয়াত, মাতাল; 'জুনো' বুদ্ধিমতী, সতী। একদিন এক বন্ধু খবর দিল, তারা এক আত্মীয়ের সম্পত্তি পাবে। শুনেই পে-কক দু'হাতে টাকা ওড়াতে শুরু করল। পরে জানা গেল, খবরটা মিথ্যে। দুদিন ঘনিয়ে এল। স্বামী থাকে মাতলামিতে ডুবে, স্ত্রী সংসার-চিন্তায় কাতর। তাদের রোগা ছেলেটিকে পুলিস ধরে নিয়ে গেল এবং মিথ্যা সন্দেহে গুলি করে মেরে ফেলল। শোকার্তা জুনো লুটিয়ে পড়ে সান্ত্বনা প্রার্থনা করতে লাগল মাতা মেরির কাছে, তার স্বামী তখনও মদের নেশায় বিভোর। দায়িত্বজ্ঞানহীন 'পে-কক্'-এর মধ্য দিয়ে আইরিশ জাতির দুর্বলতার প্রতি তিনি ইঙ্গিত করেছেন। 'দ্য প্লাউ অ্যাণ্ড দ্য স্টার্স' (The Plough and the Stars = লাঙল আর তারা) নাটকেও জাতিকে আত্মবিচারে উদ্বুদ্ধ করা লেখকের উদ্দেশ্য। সেই জন্যই তার দোষ ত্রুটিকে তিনি নির্মমভাবে উদ্ঘাটিত করেছেন। উভয় নাটকেই দেখি, নারী-চরিত্র উজ্জ্বল, পুরুষ-চরিত্র দীন মলিন।

'দ্য সিলভার ট্যাসি' (The Silver Tassie) নাটকে স্বাভাবিকতা সাঙ্কেতিকতার সুন্দর মিলন হয়েছে। 'দ্য শ্যাডো অব্ এ গান্-ম্যান' (The Shadow of a Gun man = বন্দুকধারীর ছায়া) তাঁর আর-একখানি বাস্তবধর্মী নাটক।

ইতিহাস ও জীবনী-মূলক নাটকের ক্ষেত্রে ড্রিঙ্কওঅটারের (Drinkwater) 'আব্রাহাম লিঙ্কন' (Abraham Lincoln), রুডলফ বেসিয়ার-এর (Rudolf Besier) 'দ্য ব্যারেটস্ অব উইম্পোল

স্ট্রীট' (The Barretts of Wimpole Street) এবং এড্ওআর্ড টম্পসন্-এর (Edward Thompson) 'কৃষ্ণকুমারী' (Krishna Kumari) উল্লেখযোগ্য।

প্রবন্ধাদি:

ওয়েলস্, শ', গলস্ওআর্দির প্রবন্ধাবলী চিন্তাপূর্ণ এবং সাহিত্য-গুণযুক্ত। তাঁদের কোন কোন লেখা ১৯২০'র পরবর্তী। যুদ্ধের কথা নিয়ে লেখা এড্মণ্ড ব্লাণ্ডেন-এর (Edmund Blunden) 'আণ্ডারটোনস্ অব্ ওঅর' (Undertones of War = যুদ্ধের সুর) সাহিত্যিক সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বার্ট্রাণ্ড রাসেল-এর (Bertrand Russell) 'স্কেপটিক্যাল এসেজ' (Sceptical Essays = সংশয়বাদী রচনা) এবং 'ম্যারেজ অ্যাণ্ড মর্যাল্স্' (Marriage and Morals = বিবাহ ও নীতি) তাঁর মনস্বিতার পরিচয় বহন করে। ডীন্ ইং (Dean Inge)-এর 'আউটস্পোক্ন্ এসেজ' (Outspoken Essays = স্পষ্টকথা) এবং 'ক্রিশ্চিয়ান এথিক্স অ্যাণ্ড মডার্ন প্রব্লেম্স্' (Christian Ethics and Modern Problems = খ্রীষ্টীয় নীতি ও আধুনিক সমস্যা) চিন্তাশীল পাঠকদের কাছে সমাদর পেয়েছে। ক্লাইভ বেল (Clive Bell)-এর 'সিভিলিজেশন' (Civilization = সভ্যতা), 'আর্ট' (Art = শিল্পকলা) এবং 'প্রাস্ত' (Proust) উৎকৃষ্ট সমালোচনার নিদর্শন। অল্ডাস্ হাক্সলি এবং ডি. এচ্. লরেন্স প্রবন্ধকার-রূপেও স্মরণীয়, সে কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

জে. ডব্লু ডান্-এর (J. W. Dunne) 'অ্যান্ এক্সপেরিমেণ্ট উইথ টাইম' (An Experiment with Time) এবং পি. উইণ্ড্হাম লুইস্-এর (P. Wyndham Lewis) 'টাইম অ্যাণ্ড্ ওয়েস্টার্ণ ম্যান্' (Time and Western Man = সময় ও পশ্চিমের

মানুষ) দু'টিতেই সময়ের প্রসঙ্গ আছে; প্রথমটিতে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী বৈজ্ঞানিক, দ্বিতীয়টিতে আধা-দার্শনিক।

এমিল লাড্‌উইগ-এর (Emil Ludwig) 'নেপোলিয়ন' (Napoleon). লিটন স্ট্রাচির (Lytton Strachey) 'কুইন ভিক্টোরিয়া' (Queen Victoria) এবং 'এলিজাবেথ্‌ অ্যাণ্ড্‌ এসেক্স' (Elizabeth and Essex). এবং হ্যারল্ড নিকলসন-এর (Harold Nicholson) 'বায়রন' (Byron) জীবনী-সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

এ. এন্‌. হোয়াইটহেড-এর (A. N. Whitehead) 'সায়েন্স অ্যাণ্ড দ্য মডার্ণ ওঅর্ল্‌ড্‌' (Science and the Modern World = বিজ্ঞান ও আধুনিক জগৎ)। এডিংটন্‌-এর (Edding-ton) 'দ্য নেচার অব্‌ দ্য ফিজিকাল ওঅর্ল্‌ড্‌', (The Nature of the Physical World = জড় জগতের প্রকৃতি), স্যর জেমস্‌ জীন্‌স্‌-এর (Sir James Jeans) 'দ্য ইউনিভার্স অ্যারাউণ্ড্‌ আস্‌' (The Universe Around Us = আমাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ জগৎ) এবং 'দ্য মিস্টীরিয়াস্‌ ইউনিভার্স' (The Mysterious Universe = রহস্যময় জগৎ) সরস বৈজ্ঞানিক আলোচনার আদর্শ।

নানা বিষয়ে নানা ধরনে আজ বহু লেখক প্রবন্ধ রচনা করে চলেছেন। কেউ বিজ্ঞান, কেউ দর্শন, কেউ সাহিত্য অথবা শিল্প নিয়ে আলোচনা করছেন। অর্থনীতি, রাজনীতি, ইতিহাস, জীবন-চরিত—ইত্যাদির ক্ষেত্রেও গুণী লেখকের অভাব নেই। কেউবা হাস্যরস পরিবেষণে প্রবৃত্ত। আজকের সাহিত্য জীবনেরই মত ব্যাপক ও বহুমুখী।

বিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য

বাংলা সাহিত্য আজ অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজী সাহিত্যের সমান্তরালে চলেছে ; বলতে পারি, সমকক্ষতার প্রয়াসী। বিশ শতকের প্রথম পর্ব রবীন্দ্রযুগ নামে চিহ্নিত। রবীন্দ্র-প্রভাব থেকে সরে এসে জীবনকে নূতন নূতন অবস্থায় দেখবার চেষ্টা শুরু হয়েছে প্রথম যুদ্ধোত্তর কাল থেকে। প্রথম পর্বের রোমান্টিক কল্পনা এবং আদর্শবাদ দ্বিতীয় পর্বে ক্ষীণ হয়ে এসেছে। নবীন লেখকেরা অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভাঙনের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। এলিয়টের ব্যর্থতাবোধ, ডি. এচ্. লরেন্সের ভোগবাদ, রুশ সাহিত্যের শ্রেণী-বৈষম্যের চিত্র, ফ্রয়েড্ এবং জুঙের যৌনবিজ্ঞান—সবই বাঙালী লেখকদের মনকে স্পর্শ করেছে। আর, আজ দেশের সঙ্গে দেশের ব্যবধান সংকীর্ণ হয়ে আসছে। বহু সমস্যাই হয়ে উঠছে পৃথিবীর সমস্যা। অনেক লেখক সেদিক থেকে জীবনকে দেখছেন এবং দেখাতে চাইছেন। অবশ্য, আপন পরিবেশকে উপেক্ষা করে বা ভুলে গিয়ে কেউ সাহিত্য রচনা করতে পারেন না। দেশের দিকে দৃষ্টি রেখেই তাঁরা সাহিত্য-রচনায় প্রবৃত্ত। কিন্তু, তাঁরা মনে করেছেন, এদেশের সঙ্গে অন্যদেশের মূলতঃ বেশী পার্থক্য নেই। হৃদয়বৃত্তির চেয়ে বুদ্ধিবৃত্তিকে, রসের চেয়ে বিশ্লেষণকে, গভীরতার চেয়ে তীক্ষ্ণতাকে তাঁরা বেশী মর্যাদা দিচ্ছেন। বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে যোগে আমাদের সাহিত্য উত্তরোত্তর বৈচিত্র্য ও ব্যাপ্তিলাভ করে চলেছে।

গ্রন্থপঞ্জী

English Literature : W. J. Long.

A History of English Literature : C. Rickett.

A History of English Literature : Legouis & Cazamian.

An Outline History of English Literature : Hudson.

Cassell's Encyclopœdia of Literature.

The Concise Dictionary of English Literature.

Biographical Dictionary of English Literature : Everyman Series.

Classical Dictionary : Everyman Series.

British Drama : Allardyce Nicoll.

The Development of English Novel : Wilbur L. Cross.

The Reader's Companion to World Literature : Hornstein, Percy, Brown.

Essays in Criticism : M. Arnold.

The English Poets : T. H. Ward.

Twentieth Century Literature : A. C. Ward.

Nineteen Twenties : A. C. Ward.

Works of Shakespeare, Wordsworth, Coleridge, Shelley, Keats, Byron, Tennyson, Swinburne, Browning, Rossetti, Yeats.

The Collected Poems of J. E. Flecker.

Oxford Book of Modern Verse (Ed. Yeats)

Georgian Literary Scene : Swinnerton.

English Pronouncing Dictionary : Jones.

ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস : শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইংরেজী সাহিত্যের রূপরেখা : শ্রীগোপাল হালদার।

ইংরেজী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় : শ্রীঅচ্যুত গোস্বামী।

এ-ও-তা : প্রভু গুহঠাকুরতা।

বর্ণানুক্রমিক সূচী

সংশোধন :

পৃ. ১৯৫। টমাস, লভ, পীকক : 'হেড্‌লং হল···দেখা দিয়েছে।'র পরে হবে—''ফোর এজেজ অব্ পোয়েট্রি' তাঁর প্রবন্ধ-গ্রন্থ।' [উক্ত গ্রন্থের নাম ভ্রমক্রমে অন্যত্র বসেছে।]

প্রশ্নাবলী

[এক] **অ্যাংলো-স্যাক্সন যুগ ঃ**

১। অ্যাংলো-স্যাক্সন যুগের ইংরেজী কাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। [কঃ বিঃ ১৯৬৩]

২। বিউল্‌ফ কাব্যখানির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। [কঃ বিঃ ১৯৬৪]

৩। ইংরাজ জাতির খ্রীষ্টধর্মগ্রহণের ফলে ইংরেজী সাহিত্যে যে পরিবর্তন সূচিত হইয়াছিল, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত কর। [কঃ বিঃ ১৯৬৫]

[দুই] **অ্যাংলো-নর্মান যুগ ঃ**

১। 'অ্যাংলো-নর্মান যুগ' নামের তাৎপর্য বুঝাইয়া ঐ যুগের ইংরেজী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

২। মধ্যযুগীয় মেট্রিকাল রোমান্স এবং ব্যালাড সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ লিখ।

৩। মধ্যযুগের ইংরেজী সাহিত্যে ফরাসী প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা কর। [কঃ বিঃ ১৯৬৪]

[তিন] **চসারের যুগ ঃ**

১। ইংরাজী সাহিত্যে চসারের স্থান ও তাঁহার কাব্যের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা কর। [কঃ বিঃ ১৯৬৫]

২। ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে মধ্যযুগের দুইজন শ্রেষ্ঠ লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। [কঃ বিঃ ১৯৬২]

৩। মধ্যযুগের ইংরাজী সাহিত্যে বিদেশী প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা কর। [কঃ বিঃ ১৯৬৩]

[চার] **বিদ্যানুশীলন-যুগ ঃ**

১। "পঞ্চদশ শতাব্দীর ইংরেজী সাহিত্যে বড় রকমের সৃষ্টি বিশেষ নাই, কিন্তু সৃষ্টির প্রস্তুতি আছে।"—আলোচনা কর।

২। সংক্ষেপে আলোচনা কর: ইউটোপিয়া; টটেল্‌স্ মিসেলেনি; ম্যালরি। 'মর্টি-ডি-আর্থার' [কঃ বিঃ ১৯৬৫]

[পাঁচ] এলিজাবেথীয় যুগ:

১। এলিজাবেথীয় যুগের দুইখানি ট্রাজেডি ও দুইখানি কমেডির ভিত্তিতে ঐ যুগের নাট্যসাহিত্যের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। [কঃ বিঃ ১৯৬২]

২। রেনেসান্স মনোভাবের কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ কয়েকজন লেখকের উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও। [কঃ বিঃ ১৯৬৩]

৩। ইংরেজী সাহিত্যে সনেটের প্রবর্তকের নাম উল্লেখ করিয়া এলিজাবেথীয় যুগের সনেটের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ কর। [কঃ বিঃ ১৯৬৪]

৪। প্রাকৃশেক্‌স্পীরিয় যুগের যে কোন দুইজন নাট্যকারের পরিচয় দাও এবং তাঁহাদের নাট্যবৈশিষ্ট্য নির্দেশ কর। [কঃ বিঃ ১৯৬৫]

৫। এলিজাবেথীয় যুগের ইংরেজী সাহিত্যের উপর ইউরোপীয় নব জাগরণের (Renaissance-এর) প্রভাব সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ রচনা কর। [কঃ বিঃ ১৯৬৬]

৬। নাট্যকার হিসাবে বেন্ জন্‌সনের বৈশিষ্ট্য বিচার কর এবং শেক্‌স্পীয়রের সহিত তাঁহার পার্থক্য নির্ণয় কর। [কঃ বিঃ ১৯৬৬]

৭। সংক্ষেপে আলোচনা কর:

(ক) 'দ্য ফেয়ারি কুঈন। [কঃ বিঃ ১৯৬২]

(খ) 'ডঃ ফস্টাস'। [কঃ বিঃ ১৯৬২। ১৯৬৪]

(গ) 'আমোরেট্টি' [কঃ বিঃ ১৯৬৩। উত্তর সংকেত: 'Amoretti' (প্রেম কবিতা)—সনেট-সমষ্টি, স্পেন্সারের প্রেমকাব্য। ১৫৯৪ খ্রীস্টাব্দে এলিজাবেথ বয়েল (Elizabeth Boyle)-এর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। 'আমোরেট্টি' এবং 'এপিথালামিয়ন'—দু'টি কাব্যে তাঁর এই প্রেমের নিদর্শন আছে। কবির সৌন্দর্য-বোধের সঙ্গে মিলেছে একটি চাপা বেদনার সুর। 'এপিথালামিয়নে' কবির আবেগ তীব্রতর।]

(ঘ) 'স্প্যানিশ ট্রাজেডি'। [কঃ বিঃ ১৯৬৩]

(ঙ) 'অ্যাস্ট্রোফেল অ্যাণ্ড স্টেলা'। [কঃ বিঃ ১৯৬৪। উত্তর-সংকেত : স্যর ফিলিপ সিড্‌নি রচিত সনেট্‌-মালা, সুন্দর প্রেমকাব্য। সিড্‌নি নিজেকে 'অ্যাস্ট্রোফেল' এবং তাঁর প্রেম-পাত্রী পেনেলোপী ডেভেরোজকে 'স্টেলা' নামে কল্পনা করেছেন। পেনেলোপী তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে লর্ড রিচ্‌কে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সিডনি তাঁর ব্যর্থ প্রেমের বেদনা প্রকাশ করেছেন এই সনেটগুচ্ছে।]

(চ) 'র‍্যাল্‌ফ রয়স্টার ডয়স্টার'। [কঃ বিঃ ১৯৬৫]

(ছ) 'ইউফিউস্‌'। [কঃ বিঃ ১৯৬৫]

(জ) 'আর্কেডিয়া'। [কঃ বিঃ। ১৯৬৬]

(ঝ) 'ট্যাম্বারলেন'। [কঃ বিঃ ১৯৬৬]

(ঞ) 'শূ-মেকার্স হলিডে'।

(চ) 'এ উওম্যান্‌ কিল্‌ড উইথ কাইণ্ডনেস্‌।'

৮। ইংরেজী নাট্যসাহিত্যে শেক্‌স্পীয়রের স্থান নির্দেশ কর। তাঁহার তিনখানি কমেডি ও তিনখানি ট্রাজেডি অবলম্বনে তাঁহার বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দাও এবং বাংলা সাহিত্যের উপর তাঁহার প্রভাব নির্ণয় কর।

৯। ইংরেজী সাহিত্যের প্রথম কমেডি ও প্রথম ট্রাজেডি সম্বন্ধে যাহা জান, সংক্ষেপে লিখ। 'ইউনিভার্সিটি উইট্‌স্‌' কাহাদের, কেন, বলা হয়? তাঁহাদের অবলম্বিত পন্থা হইতে নূতন পন্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন কাহারা?

১০। শেক্‌স্পীয়রের অব্যবহিত পূর্ববর্তী এবং অব্যবহিত পরবর্তী প্রধান নাট্যকারদ্বয়ের পরিচয় দাও এবং তাঁহাদের প্রকৃতিগত পার্থক্য নির্ণয় কর।

১১। শেক্‌স্পীয়রের পূর্ব পর্যন্ত ইংরেজী নাটকের ক্রমবিকাশের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ।

১২। এলিজাবেথীয় যুগের গদ্য সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে আলোচনা করিয়া ফ্রান্সিস্‌ বেকনের দানের মূল্য নিরূপণ কর।

[ছয়] পিউরিটান যুগ :

১। সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরাজী সাহিত্যে পিউরিটান মনোভাবের কয়েকটি লক্ষণ অন্ততঃ পক্ষে একজন কবির উদাহরণ দিয়া বুঝাও। [কঃ বিঃ ১৯৬২]

২। মিল্টনের সাহিত্যে 'রিফর্মেশন' আন্দোলনের প্রভাব কতটা লক্ষিত হয়, তাহা আলোচনা কর। [কঃ বিঃ ১৯৬৪]

৩। মিল্টনের কবি-কৃতির পরিচয় দাও এবং বাংলাসাহিত্যে তাঁহার প্রভাব নিরূপণ কর।

৪। বানিয়ানের 'পিল্‌গ্রিম্‌স্ প্রোগ্রেসে' যুগভাব কিরূপে প্রতিফলিত হইয়াছে, আলোচনা করিয়া দেখাও এবং আখ্যানরচনার ক্ষেত্রে ইহার মূল্য নির্ধারণ কর।

৫। সংক্ষেপে আলোচনা কর :

(ক) 'আরিওপাজিটিকা'। [কঃ বিঃ ১৯৬২।১৯৬৫]

(খ) 'দ্য পিল্‌গ্রিম্‌স্ প্রোগ্রেস'। [কঃ বিঃ ১৯৬৩]

(গ) 'স্যাম্‌সন্ অ্যাগনিস্টিস্'। [কঃ বিঃ ১৯৬৪]

(ঘ) 'কোমাস্'। [কঃ বিঃ ১৯৬৬]

(ঙ) 'লালেগ্রো', 'ইল্ পেন্সেরোসো'।

(চ) 'লিসিডাস'।

(ছ) মেটাফিজিকাল পোয়েট্‌স্।

(জ) জন্ ডান্।

(ঝ) 'অ্যানাটমি অব্ মেলাংকলি'।

(ঞ) 'কম্‌প্লীট অ্যাংলার'।

[সাত] রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার অর্থাৎ 'রেস্টোরেশনের' যুগ :

১। রেস্টোরেশন-যুগের একখানি ট্রাজেডি ও একখানি কমেডির ভিত্তিতে ঐ যুগের নাট্যসাহিত্যের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। [কঃ বিঃ ১৯৬৩]

২। কবি ও নাট্যকাররূপে ড্রাইডেনের কৃতিত্বের পরিচয় দাও।

৩। সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর :

(ক) 'ম্যাক্‌ফ্লেকনো'। [কঃ বিঃ ১৯৬৬। উত্তর-সংকেত : পৃঃ ৭৯ (ড্রাইডেন)]

(খ) 'অ্যাব্‌সালম অ্যাণ্ড আহিটোফেল'।

(গ) 'হুডিব্রাস'।

(ঘ) উইলিয়ম উইচার্লি।

(ঙ) কন্‌গ্রীভ।

(চ) 'ভেনিস্ প্রিজার্ভড্'।

(ছ) 'লিভায়াথান'।

(জ) জন্ লক্।

[আট] ক্লাসিকাল যুগ :

১। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজী সাহিত্যের দুইজন প্রতিনিধিস্থানীয় ঔপন্যাসিকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। [কঃ বিঃ ১৯৬২]

২। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজী উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করিয়া ঐ যুগের একখানি প্রতিনিধিস্থানীয় উপন্যাসের আলোচনা কর। [কঃ বিঃ ১৯৬৩]

৩। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজী উপন্যাস সাহিত্যের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। [কঃ বিঃ ১৯৬৪]

৪। ব্যঙ্গ বিদ্রূপের কবি হিসাবে ড্রাইডেন ও পোপের তুলনা কর। [কঃ বিঃ ১৯৬৫]

৫। সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর :

(ক) 'টম্ জোন্স'। [কঃ বিঃ ১৯৬২]

(খ) 'গালিভার্স ট্রাভেল্স্'। [কঃ বিঃ ১৯৬৩]

(গ) 'দ্য ডান্সিয়াড'। [কঃ বিঃ ১৯৬৪]

(ঘ) 'দ্য রেপ অব্ দ্য লক্'। [কঃ বিঃ ১৯৬৫]

(ঙ) 'দ্য ভিকার অব্ ওয়েকফীল্ড। [কঃ বিঃ ১৯৬৬]

(চ) ড্যানিয়েল ডিফো।

(ছ) স্যামুয়েল জন্‌সন্ এবং বস্‌ওয়েল।

(জ) এডমণ্ড বার্ক।

৬। ইংরেজী গদ্যসাহিত্যের ক্রমবিকাশে অ্যাডিসন এবং স্টীলের দান সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৭। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে যে-সকল কবির রচনায় রোমান্টিক যুগের পূর্বাভাস লক্ষিত হইয়াছিল, তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

[নয়] রোমান্টিক যুগ ঃ

১। উনবিংশ শতকের ইংরাজী রোমান্টিক কাব্যের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করিয়া ঐ যুগের দুইজন কবির রচনা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা কর। [কঃ বিঃ ১৯৬২]

২। রোমান্টিক যুগের ইংরাজী কাব্যের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করিয়া ঐ যুগের নিসর্গ কবিতায় ঐ বৈশিষ্ট্যের কিরূপ প্রতিফলন হইয়াছে, তাহা আলোচনা কর। [কঃ বিঃ ১৯৬৩]

৩। ইংরাজী রোমান্টিক সাহিত্যের উপর ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা কর। [কঃ বিঃ ১৯৬৫]

৪। রোমান্টিক কাব্যান্দোলনকে অনেকে 'প্রকৃতিতে প্রত্যাবর্তন' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কেন করিয়াছেন, বুঝাইয়া দাও। [কঃ বিঃ ১৯৬৬]

৫। ইংরাজী সাহিত্যে উপন্যাসের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস বর্ণনা কর (স্যর ওঅল্টার স্কটের সময় পর্যন্ত)। [কঃ বিঃ ১৯৬৬]

৬। সংক্ষেপে আলোচনা কর :

(ক) 'দ্য প্রিলিউড'। [কঃ বিঃ ১৯৬২।১৯৬৪]
(খ) 'এসেজ অব ইলিয়া'। [" " । ১৯৬৬]
(গ) 'প্রমীথিয়ুস আনবাউণ্ড'। [" ১৯৬৩]
(ঘ) 'বায়োগ্রাফিয়া লিটেরারিয়া'। " "]
(ঙ) 'ডিফেন্স অব পোয়েট্রি'। [কঃ বিঃ ১৯৬৪]
(চ) 'চাইল্ড হারল্ডস্ পিল্‌গ্রিমেজ'। [কঃ বিঃ ১৯৬২।৬৩।৬৫]
(ছ) 'লিরিকাল ব্যালাডস'।
(জ) 'চেঞ্চি'।
(ঝ) 'ডন জুয়ান'।
(ঞ) 'প্রাইড অ্যাণ্ড প্রেজুডিস'। [কঃ বিঃ ১৯৬৬]
(ট) 'এণ্ডিমিয়ন'
(ঠ) 'ইমাজিনারি কন্‌ভার্সেশনস্'।
(ড) 'কনফেশন্স অব অ্যান ওপিয়াম-ঈটার'।

৭। ওঅর্ডস্‌ওঅর্থ ও শেলির তুলনা করিয়া উভয়ের কবি প্রতিভার পরিচয় দাও। রবীন্দ্রনাথের উপর উভয়ের প্রভাব বর্ণনা কর।

৮। রোমান্টিক কবিকুলে কীট্‌সের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৯। স্কট্‌ এবং জেন অস্টেনের উপন্যাসের প্রকৃতিগত পার্থক্য উল্লেখ করিয়া উভয়ের পরিচয় দাও।

[দশ] ভিক্টোরীয় যুগ :

১। ভিক্টোরীয় যুগের সমালোচনা-সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। [কঃ বিঃ ১৯৬২]

২। ভিক্টোরীয় যুগের ইংরাজী কাব্যের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করিয়া ঐ যুগের একখানি প্রতিনিধিস্থানীয় কাব্যের আলোচনা কর। [কঃ বিঃ ১৯৬৪]

৩। প্রি-র‍্যাফেলাইট কবিগোষ্ঠী ও তাঁহাদের কাব্যাদর্শ সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ রচনা কর। [কঃ বিঃ ১৯৬৫]

৪। ভিক্টোরীয় যুগের সাহিত্যের উপর গণতন্ত্র ও বিজ্ঞানের প্রভাব কতখানি কার্যকারী হইয়াছিল, আলোচনা কর। [কঃ বিঃ ১৯৬৬]

৫। ভিক্টোরীয় যুগের প্রধান দুই জন কবির সম্যক পরিচয় দাও।

৬। ভিক্টোরীয় যুগের প্রধান দুইজন ঔপন্যাসিক সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তাঁহাদের বিষয় ও রচনাগত স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দাও।

৭। সংক্ষেপে আলোচনা কর :

(ক) 'আন্‌টু দিস্‌ লাস্ট'। [কঃ বিঃ ১৯৬২]

(খ) 'ইন্‌ মেমোরিয়াম্‌'। [কঃ বিঃ ১৯৬৩]

(গ) 'দ্য রিং অ্যাণ্ড দ্য বুক'। [কঃ বিঃ ১৯৬৪]

(ঘ) 'এ টেল্‌ অব টু সিটিজ'। [কঃ বিঃ ১৯৬৫]

(ঙ) 'সার্টার রিসার্টাস্‌'। [কঃ বিঃ ১৯৬৫]

(চ) 'অ্যাটালাণ্টা ইন ক্যালিডন'।

(ছ) 'কাল্‌চার অ্যাণ্ড অ্যানার্কি'।

(জ) 'এসেজ ইন্‌ ক্রিটিসিজম্‌'।

(ঝ) 'জেন্‌ এয়ার'।

(ঞ) 'টেস্‌ অব দ্য ড্‌আর্বারভিল্‌স্‌'।

(চ) 'দ্য ইগোয়িস্ট'।

(ছ) 'ডঃ জেকিল্‌ অ্যাণ্ড মিঃ হাইড'।

(জ) 'ট্রেষার আইল্যাণ্ড'।

(ঝ) 'সিসেম্ অ্যাণ্ড লিলিজ'।

(ঞ) 'ইডিল্‌স্ অব দ্য কিং'। [কঃ বিঃ ১৯৬৬]

(চ) 'পিকউইক পেপার্স'। [" "]

[এগারো] **বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বঃ**

১। ইংরেজী সাহিত্যে ইয়েট্‌স্ **অথবা** বার্নার্ড শ'য়ের স্থান এবং তাঁহার রচনারীতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা কর। [কঃ বিঃ ১৯৬৬]

২। ইংরেজী কথাসাহিত্যে এচ. জি. ওয়েল্‌স্, গল্‌স্‌ওর্দি **অথবা** আর্নল্ড বেনেটের দান সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৩। সংক্ষেপে আলোচনা কর:

(ক) 'টেস্টামেণ্ট অব্ বিউটি'।

(খ) 'ব্যারাক-রূম ব্যালাডস্'।

(গ) 'কিম্'।

(ঘ) 'এ শ্রপশায়ার ল্যাড'।

(ঙ) 'এভারলাস্টিং মার্সি'।

(চ) 'টাইফুন'।

(ছ) 'দ্য হাউণ্ড অব্ হেভন'।

(জ) রূপার্ট ব্রূক।

(ঝ) 'পীটার প্যান'।

(ঞ) 'রাইডার্স্ টু দ্য সী'।

(ট) 'ফার অ্যাওয়ে অ্যাণ্ড লং এগো'।

(ঠ) 'দ্য ফর্সাইট সাগা'।

(ড) 'ম্যান্ অ্যাণ্ড্ সুপারম্যান্'।

[বার] বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পর্ব

১। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের যে ছায়া পড়িয়াছে টি. এস্. এলিয়টের কাব্যে, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

২। ডি. এচ. লরেন্স, জেম্‌স্ জয়েস্ **অথবা** অল্‌ডাস হাক্সলির উপন্যাস সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ লিখ।

৩। সংক্ষেপে আলোচনা কর:

(ক) 'প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া'।

(খ) 'মার্ডার ইন্ দ্য ক্যাথিড্রাল'। (কঃ বিঃ ১৯৬৬)

(গ) 'ওয়েস্টল্যাণ্ড'।

(ঘ) 'জুনো অ্যাণ্ড দ্য পেকক'।

(ঙ) 'জার্নিস্ এণ্ড'।

(চ) 'ম্যারেজ অ্যাণ্ড মর‍্যাল্‌স্'।

(ছ) 'ইউলিসিস্'।

(জ) 'এ ব্রেভ নিউ ওঅর্লড'।